শিক্ষানর্ম্মসখী।



বৈদিক (হিন্দু) ধর্ম্মসংক্রান্ত অশেষবিধ জ্ঞাতব্য

সম্বাদপূরিতনিবন্ধসার।



শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ কবিরাজ কবিভূষণ প্রণীত।

সংস্কৃতের সারার্থানুবাদ।

তদাজ্ঞয়া

প্রকাশক

তদন্তেবাসী শ্রীগোপালচন্দ্র গুপ্ত।



চন্দননগর

ব্যাসযন্ত্রে

শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়দ্বারা

মুদ্রিত।



১২৯০।

শ্রীশ্রীহরি।

শরণং

ভূমিকা

বেদাঃ পুরাণং কাব্যঞ্চ, প্রভুর্মিত্রং প্রিয়েবহি।
সমমেব দিশন্ত্যর্থং পণ্ডিতাঃ প্রবদন্তি যৎ॥
নিবন্ধগ্রন্থনা, প্যেষাশিক্ষার্থমবতারিতা।
নম্রা নর্ম্মসখীব স্যাৎ সুনৃতার্থাভিশংসিনী॥

যে হেতু পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, বেদ, পুরাণ এবং কাব্য—এ তিনই সমান অর্থোপদেষ্টা। তবে বিশেষ এই বেদ, পিত্রাদি গুরু জনের ন্যায় প্রভুতার সহিত বলেন, পুরাণ, বন্ধুজনের পরামর্শ দানের ন্যায় বলেন, কাব্য—ইনিও প্রণয়িণীর ন্যায় সরস সুমধুর বচনে তাহাই বলেন, অতএব কিশোরবৃন্দের শিক্ষার্থে অবতারিতা আমাদের নিবন্ধ খানিও চারশীলা সহচরীর ন্যায় সুনৃতার্থ সম্বাদিনী হউক্।

শিক্ষানর্ম্মসখী নামক বৈদিক ধর্ম্ম সংক্রান্ত নানাবিধ জ্ঞাতব্য শাস্ত্রসম্বাদ পুরিত নিবন্ধ গ্রন্থখানি অস্মদুপাধ্যায় শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ কবিরাজ কবিভূষণ মহাশয় সংস্কৃত গদ্যপদ্যে সবিস্তার লিখিয়া বিবেচনা করিলেন যে, অদ্যাপি ত, আমাদের বঙ্গীয় আর্য্যসন্তানগণ সংস্কৃতপাঠে সকলেই তাদৃশ কৃতিকুশল হন নাই। অথচ গ্রন্থোপদিষ্ট বিষয় সকলের জ্ঞেয় এবং ফলপ্রদ হওয়া আবশ্যক, ইত্যবধারণায় তিনি তাঁহার ছাত্রগণকে আদেশ করিলেন যে, তোমরা ইহার সারার্থ বঙ্গভাষায় সঙ্কলন কর। এমতে ভাগবতভূষণ আর্য্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন গোস্বামী এবং তদনুসঙ্গী আমরাও আচার্য্যের আদেশক্রমে তাঁহার এবং সাধারণেরও বটে যথাসাধ্য সন্তোষ বিধানার্থ গ্রন্থার্থ এবং গ্রন্থনিহিত শাস্ত্রীয় প্রমাণ বচনসকলের যথামর্ম্ম ব্যাখ্যার সহিত এবং গ্রন্থকারের স্বকৃত পদ্যগুলিনও পৃথক চিহ্নিত করিয়া এই অনুবাদ পুস্তক খানি প্রস্তুত করিয়াছি। আচার্য্যপাদ নিবন্ধ খানিতে নিগূঢ় রুচিত

বৈদিক (বেদান্তমত) শাস্ত্রব্যূহে অর্থাৎ হিন্দু আর্য্য শাস্ত্রের ভাণ্ডারে যদ্যপিও স্বল্পমূল্য বস্তু নাই তথাপি কথার বলি স্বল্পমূল্য অবধি বহুমূল্য পর্য্যন্ত যে সকল বিষয় বা পদার্থ আছে প্রায় সে সমস্তেরই সূত্র এবং সংক্ষেপ বৃত্তান্ত অনুবর্ণিত করিয়াছেন ।

গ্রন্থের উদ্দেশ্য ।

এক্ষণে ইংরাজী বিদ্যাই লোকের জীবনোপায় হওয়াতে বালকেরা ইংরাজী বিদ্যার অন্তর্গত যে সকল অর্থবিদ্যা প্রতিষ্ঠিত আছে, তদ্ব্যতীত আপনাদের শাস্ত্রে পরমার্থ অর্থাৎ ধর্ম্মাঙ্গ কি ধনরত্নাদি আছে তাহার বিশেষ উপদেশ প্রাপ্তি বিষয়ে নিতান্ত বঞ্চিত। অতএব আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের সামাজিক পুরুষেরা স্ব স্ব গৃহে গ্রন্থখানির ব্যাখ্যাভিনেতা হইয়া স্ব স্ব বালকদিগকে গ্রন্থানুবর্ণিত স্বশাস্ত্রীয় তত্ত্বসকল উপন্যাস বক্তার ন্যায় উপদেশ করেন যাহাতে তাহারা আপন শাস্ত্রের ও আপন ধর্ম্মের একান্ত অলৌকিক ভাব সম্যক্ পরিচিত হয় ।

আহা ! একি সামান্য দুঃখের বিষয় ! হিন্দু বালকেরা ইংরাজী বিদ্যাভ্যাসে বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য লাভ করিয়াও ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম না জানাতে কেবল তদ্দেশীয় লোকতন্ত্র আচার ব্যবহারাদির পক্ষপাতিতাতেই হঠাৎ মোহিতমতি হয় । যাহা ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম নিগূঢ় পদার্থ । ধর্ম্ম যে কেবল ইহলোকেরই সংক্রমণ তাহা নহে । ধর্ম্ম পারলৌকিক উৎকর্ষ সাধনে নিতান্তই প্রধান এবং বন্ধন ॥ "ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থা যোপপদ্যতে নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় নেষ্যতে । কামস্য নেন্দ্রিয় প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা—" এই ত পরমার্থ সিদ্ধান্ত ॥ আমরা সম্পূর্ণ আশা করি যে, এই ক্ষুদ্রগ্রন্থ খানিতে বালকদের অভিনিবেশ হইলে তাহারা ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম অবশ্যই বুঝিতে পারিবে ॥

আমরা যখন দেখিতে পাই যে, কেবল ইংরাজী বিদ্যায় দক্ষ হইয়া অথচ তাহাতেই মন মজিয়া অনেক পুরুষ অশান্ততা ও ঔদ্ধত্যের একান্ত-শায় পর পুনশ্চ বৈদিক শাস্ত্রের তত্ত্বাবগতি দ্বারা সেই সমস্ত ঔদ্ধত্য রহিত হইয়া শান্ত দান্ত এবং স্বধর্ম্ম নিরত হইয়াছেন, তখন বৈদিক শাস্ত্রের রহস্য তত্ত্বের উপদেশাভাবই যে বালকদিগের উৎপথগামিতার বিশিষ্ট

কারণ তাহাতে আর সংশয় কি? অতএব বালকদিগকে অলৌকিক বৈদিক আর্য্যশাস্ত্রের তত্ত্বোপদেশ করাই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির মুখ্য উদ্দেশ্য।

গ্রন্থের অভিধেয় বা আধেয় বিষয়।

শ্রুতি স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, সাঙ্খ্য বেদান্তাদিদর্শন শাস্ত্র প্রভৃতির আশ্রয়ে সঙ্কলিত, ধর্ম্মনীতি বা নীতি, জীবের কর্ম্মগতি, সৃষ্টি প্রক্রিয়া, চিৎ জড় বা জীব অজীব তত্ত্ব নির্ণয়, দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদের মর্ম্মকথা, পঞ্চবিধ সাকার উপাসনার এবং নিরাকার উপাসনার বিশেষ কথা, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড এবং ভক্তিকাণ্ডের সবিস্তার কথা, যোগ সাধন দ্বারা নানা শক্তি ও সম্পদ লাভের কথা, ন্যায় বেদান্তাদি দর্শন শাস্ত্রের তাত্ত্বিকসিদ্ধান্ত এবং সমন্বয়, শক্তিবাদীদের শক্তিপ্রধান উপাসনার কথা, শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ের উপাসনার ভাবগতি এবং শ্রীচৈতন্য দেবের সংক্ষেপ জীবনবৃত্তান্ত, বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আচার ব্যবহারাদি, শ্বাসপ্রশ্বাসে হংসমন্ত্র জপের কথা, নাসার দক্ষিণ-বাম ক্রমে স্বরবহনের দৈবনিয়ম, হস্ত পাদাদিগত রেখার অলৌকিকতা ইত্যাদি—বহুবিধ বৈদিক ধর্ম্ম সংক্রান্ত বৃত্তান্ত প্রথম ভাগে বর্ণিত আছে॥

গ্রন্থ খানি দুই ভাগে বিভক্ত, তাহাতে দ্বিতীয় ভাগের বিশেষ বিষয়, শাস্ত্রসম্বাদে কুতর্কিদিগের কতকগুলিন কুতর্কের নিরাশ, বৈদিকশাস্ত্রের সত্যতা বা অলৌকিকতা প্রদর্শন, ঋষিদিগের ত্রিকালজ্ঞতা ও পরলোক অস্তিত্ব প্রদর্শন প্রভৃতি বিবিধ বাদানুবাদ এবং সংস্কৃতজ্ঞ বা সংস্কৃতাভ্যাসীদিগের নিমিত্ত মূলসংস্কৃতের কিয়দংশ অন্তসংন্যস্ত আছে।

গ্রন্থখানি সমাজ হিতার্থে বিতরণ করাই আন্তরিকী ইচ্ছা, কিন্তু আমরা গুরুশিষ্যে কেহই তাদৃশ অবস্থাসম্পন্ন নহি। সুতরাং মুদ্রাঙ্কনাদির ব্যয়িত অর্থের প্রতিসংগ্রহার্থে আটপেজি ত্রিশ ফরমার উপর অর্থাৎ প্রায় ২৫০ পৃষ্ঠা পরিমাণে মূল্য ১৷৷০ টাকা অবধারিত করা হইল।

উপসংহারে বিনয় নিবেদন এই শ্রদ্ধালুসমাজ প্রদীপেরা যত্নবান হইয়া গ্রন্থখানির পাঠ ও পাঠনাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া আমাদের শ্রম সফল করেন ইতি॥

আচার্য্যানুবর্ত্তী।
শ্রীগোপাল চন্দ্র গুপ্ত।

শিক্ষানর্ম্মসখী।

প্রথম ভাগ।

ওঁ নমো গণেশায়।

যদ্ব্রহ্মেতি মুমুক্ষুভিঃ শিবপরৈঃ সংগীয়তে বৈ শিবঃ।
শাক্তৈঃ শক্তিরিতি ত্রিলোকজননী বিষ্ণুস্তথা বৈষ্ণবৈঃ॥
তৎসর্ব্বাত্মকমীশ্বরং হি ভক্ততে যশ্চেন্দ্র নীলচ্ছবিং।
গোলোকেশ মশেষশক্তিনিলয়ং ধ্যায়েম নন্তং প্রভুং॥ ১

যোহ্লাদিনীবিলসিতৈ র্বিচকাসিতাত্ম-
প্রেমায়তি র্নৃপদবীং কলয়ন্নিহাসীৎ।
হা হন্ত গোপতনুজ-ব্রজলম্পটাখ্যঃ
স্বানন্দয়ন্নখিল ঘোষ মমঞ্জু মূর্ত্ত্যা॥ ২

যঃ কলিকল্মষশান্ত্যৈ প্রচারিত নিজনামোদগা দেগৌড়ে।
স্বাঙ্গোপাঙ্গ সহিতায় গৌরশরীরভৃতে নমঃ কৃষ্ণায়॥ ৩

যোঽজ্ঞানজাড্যাপনুদে ভবচ্ছিদে
স্বশক্তি সঞ্চার গুরূরুরূপতঃ।
দদাতি শিক্ষাং মনুজন্মনাং নমো
দীক্ষাঞ্চ তত্ত্বময়ায় শার্ঙ্গিণে॥ ৪

বংশাবলী চির মমুগ্য মু কৃষ্ণদাসী
তদ্গোত্র জন্মস্থলভেনহি প্রেষ্ঠনাম্না
রাজেতি পূর্ব্ব পদকৃষ্ণ ইতি প্রগীতো
গ্রন্থী নবৈ কবিরয়ং সরঘাসদ্ধৃভিঃ ॥ ৫
বিখ্যাতিরস্য কবিরাজ ইদঞ্চ বৈস্যাং
হাস্যাস্পদং কবিগুণৈস্তু বিহীনভাষাঃ।
যত্নস্তথাপি কৃতিনোহস্য চিনীবিহং স্বান্
বালান্ সুশাস্তহৃদযানপি শুদ্ধবুদ্ধীন্॥ ৬
আনন্দস্তৈয়ং বতহ স্থদিযা সংসদিস্থা বিশিষ্টা
শিক্ষা শশ্বচ্ছ্রুতশ্রুতচয়ে মন্ত্রিতা নাত্রিকাস্থা
সাধ্বি শাধ্যৰ্ভক কুলমিদং প্রাপিকা দ্বিতীয়ং
বালা তস্যাং ভবত বশগা নর্ম্মসখা অমুষ্যাঃ ॥ ৭
শিক্ষানর্ম্মসখীয়ং হি বিবিধার্থবিভূষিতা।
শৃণুতার্থ্যং হিতংচাস্যা বচোবাল ... ॥ ৮
আবিশ্য শ্রবণাদ্যস্য শুদ্ধবোধোদয়াৎ ...।
গমিষ্যাথ পরাংপ্রীতিং লব্ধশিক্ষা ...ন্তঃ ॥ ৯

ব্যাখ্যা চৈষা যথা। ব্রহ্মেত্যাদি মুমুক্ষুভির্জ্ঞানিভি র্যৎ কিমপি বস্তু (তত্বং) ব্রহ্মেতি স ... তে ...দপরায়ণৈশ্চ শিব ইতি শক্তিপরমৈ স্ত্রিলো ... ত্রী শক্তিরিতি বৈষ্ণবৈশ্চ সাধারণৈ বিষ্ণুরিতিচ তৎসর্ব্বাত্মকং তানি তৈস্তৈ গীতানি সর্ব্বাণি আত্মকানি নিজানি অর্থাৎ স্বস্যৈবাচিন্ত্য-বীর্য্যাণি যস্যতং ঈশ্বরং সর্ব্বসমর্থং যতঃ অশেষশক্তিনিলয়ং অশেষাণাং ব্যতিরেকরহিতানাং শক্তীনাং নিলয়ং আশ্রয়ং

যশ্চ ইন্দ্রনীলস্ছবিং ইন্দ্রনীলমণিকান্তিং ভজতে তং গোলোকেশং হরিং ভগবৎশব্দশব্দিতং। অন্যত্র স্বাংশকলাদিভি রীশত্বে গোলোকেতু স্বপরিকরান্ প্রতীতি শেষঃ। গ্রন্থারম্ভে এবম্ভূতং তং নোঽস্মাকং প্রভুং পরম্পরয়া সর্ব্বেষামেব তথাভূতত্বেঽপি তং ... পুজীবিনাং অস্মাকন্তু সাক্ষাদেব নাথং ইষ্টদেবং ধ্যায়েম... তং কচিরুচিরতদীয়শ্যামসুন্দররূপধ্যানপূর্ব্বকং মনসা ... ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ প্রথম পদ্যে নিজেষ্টদেবস্য ভাব... তিক্রিয়াযাং অপ্রকটস্যৈব তস্য গুণরূপাণি কীর্ত্তা ... দ্বিতীয়ে প্রকটস্যাপি তস্য তানি কীর্ত্তয়তি য ইতি। যোহ্লাদিন্যা হ্লাদিনীশক্তিরূপায়াঃ শ্রীরাধায়া অংশাংশিক্রমেণ তদনুচরীণাং সখীনাঞ্চ গ্রহণং বিলসিতৈ বিক্রীড়িতৈ বিচকাসিতা বিশেষেণ প্রকাশিতা আত্মনঃ স্ববিষয়স্য প্রেম্ন আযতিঃ সীমা যেন সঃ। নৃপদবীং নৃলোকগমনং নরানুকরণমিতিযাবৎ বলয়ন্নঙ্গীকুর্ব্বন্ গোপতনুজইতি ব্রজস্য লম্পট ইতি চ অতৎপ্রভাবজ্ঞেষু অখ্যাত্যা... তির্যস্য স এবম্ভূতোঽপসন্ অমন্দমূর্ত্ত্যা অসাম্যাতিশয মনোহরমূর্ত্ত্যা ভগবৎস্বরূপধাম্নেত্যর্থঃ অখিলঘোষং যত্র যত্র তথা তথা সংশয়োপ্যস্তি তাদৃশানপ্য ব্যতিরিচ্য সর্ব্বানেব ব্রজস্থান্ স্বানন্দয়ন্ প্রহ্লাদয়ন্ ইতি বা পাঠঃ পরমানন্দং লভয়ন্ ইহ অস্মিন্ লোকে আসীৎ কিয়ন্তং কালং প্রকটো ভূত্বা তস্মৈ তং গোলোকেশমিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঙ্গঃ ॥ ২ ॥ তৃতীয় শ্লোকেতু কলিভবজীবানাং নিস্তারৈকধাম শ্রীগৌরাঙ্গরূপেণ অবতীর্ণস্য তস্যৈব পুনর্নমস্ক্রিয়া মাবিষ্করোতি যঃ কলীতি। যঃ কলিকল্মষশান্ত্যৈ

কলিকৃতাশেষপাপাপচিত্তয়ে প্রচারিতনিজনামা সর্ব্বত্র ঘোষিতহরিনামা গৌড়ে গৌড়দেশে উদগা দাবিরাসীৎ গৌরশরীরভৃতে গৌরাঙ্গরূপিণে স্বাঙ্গোপাঙ্গসহিতায় অন্তরঙ্গতমতরসকলপরিকরসহিতায় তস্মৈ কৃষ্ণায়নমঃ॥৩ চতুর্থে শিক্ষাগুরুদীক্ষাগুরুরূপেণ তং পুনর্নমতি যো হজ্ঞানেতি। যোহজ্ঞানজাড্যাপনয়ায় সংসারবিমুক্তয়েচ স্বশক্তিং সঞ্চারয়তি যত্র তাভ্যাং গুর্ব্বাত্মক সংপূজ্যরূপাভ্যাং মনুজানাং শিক্ষাং সচ্ছাস্ত্রোপদেশরূপাং দীক্ষাং মন্ত্রদেবতা ত্মকমহাবিদ্যাং দদাতি কারুণ্যবশাম্বিতরতি তত্তন্ময়ায় তথাতথাত্মস্বরূপায শার্ঙ্গিণে কৃষ্ণায় নমঃ॥ ৪॥ অধুনা নিবন্ধকারঃ পদ্যদ্বযেন বৈষ্ণবরীত্যা স্বদৈন্য মাবিস্কুর্ব্বন্ সামান্যতঃ স্বপরিচযং নিবন্ধনাপ্রযোজনঞ্চ বিবৃণোতি বংশা-বলীত্যাদি। অযং গ্রন্থী নিবন্ধকারঃ ন কবি শ্চিত্ত-চমৎকারিবচনরচনাদিকবিগুণসম্পন্নো ন ভবতি অপিতু সরঘাসদৃক্তি র্মধুমক্ষিকা যথা নানা পুষ্পেভ্যো মধুনি সংগৃহ্য স্বকোষেষু সঞ্চিম্বন্তি তদ্বদয়মপি শাস্ত্রসরোজ কাননাৎ বিবিধরহস্যরূপমধুনি সংগৃহ্য অস্মিন্ স্বনি-বন্ধকোষে সঞ্চিনোতীতি ভাবঃ। তত্রাযং তাবৎ কিংনামা কাবাস্য বিখ্যাতি রিত্যত্রাহ অমুষ্য বংশাবলী পিতৃপিতামহাদয়ঃ চিরং বৃদ্ধাতিবৃদ্ধাদারভ্য কৃষ্ণদাসী কৃষ্ণদাসাঃ সর্ব্বে বৈষ্ণবা ইত্যর্থঃ। তত স্তেষাং গোত্রে যদস্য জন্মতেনৈব সুলভেন সঙ্গতেন রাজেতিপূর্ব্ব পদং যত্র তথা কৃষ্ণ ইতি শ্রেষ্ঠনাম্না প্রগীতঃসংবুদ্ধ ইত্যর্থ অস্য বিখ্যাতিরপি কবিরাজ ইতীদমপি কবিগুণবিহীন-

তায়াঃ স্বস্য, হাস্যাস্পদং বৈস্যাৎ তথাপি অস্য কৃতিনঃ কৃতিমতঃ স্বান্ আত্মীয়ভূতান্ বালান্ সুশিক্ষয়া শুদ্ধবুদ্ধীন্ সংস্কৃতবুদ্ধীন্ তেনচ সুশান্তহৃদয়ান্ অনর্থৌদ্ধত্যরহিতান্ কর্ত্তু ময়মেব যত্নঃ ॥ ৫। ৬॥ অধুনা ইমাং নিবন্ধাত্মিকাং শিক্ষাং নর্ম্মসখীত্বেন রূপয়ন্ তদবতরণং প্রপঞ্চয়তি আকৃষ্টেতি, হে বালা ইয়ং শাস্ত্ররহস্যময়ী নিবন্ধাত্মিকা শিক্ষা বিশিষ্টা নতু সামান্যা লৌকীকপরমাত্রা নর্ম্মসখীরূপিণী যুষ্মাকং ভবিত্রী সুধিযামেব সংসদি গোষ্ঠ্যাং সদাবস্থানশীলা ময়াতু বতহ হর্ষে মন্ত্রাদিপ্রভাবেণ পরিকলিতদেবতেব গুরু চরণেভ্যো ভূরিশ্রুতৈঃ শাস্ত্রপূগৈ র্মন্ত্রিতা অভিমন্ত্রিতা পক্ষে পরামৃষ্টা যন্ত্রিতাত্মা বশীকৃতাত্মা পক্ষে কলিতকলেবরা এব মাকৃষ্টা সতী ইত্যেব মর্থিতাভূৎযং হে সাধ্বি ইদমস্মাভি র্নিযুজ্যমানং বালককুলং শাধি সাস্ত্রতত্ত্বোপদেশেন বিশুদ্ধবোধং কুরু ইতি অতোযূয়মস্যা বশগা বশবর্ত্তিনো নিতরাং ভবত ॥ ৭ ॥ অথাস্যা বিবিধার্থসম্পন্নতা মুদ্দিশন্ শ্রোতৃংস্তান শ্রবণোন্মুখীকরোতি শিক্ষেতি। ইয়ং শিক্ষানর্ম্মসখী বিবিধৈ রর্থৈ র্জ্ঞেয়বিষয়ৈ র্বিভূষিতা সজ্জিতা নিবদ্ধাইত্যর্থ অতোহস্য সর্ব্বমেব বচনং তাবৎ অর্থ্যং জ্ঞেয়ত্বেনোপপন্নং হিতঞ্চ অতোযূয়ং অবহিতাঃ সন্তঃ শৃণুত গৃহ্ণীতেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ আবিশ্যেতি অনয়োক্তোপদেশশ্রবণাৎ যূযং অশেষতঃ লব্ধশিক্ষাঃ সন্তঃ বিশুদ্ধবোধোদয়াৎ শাস্ত্রীয়জ্ঞানলাভাৎ পরাং প্রীতিং চিত্তোল্লাসং গমিষ্যথ প্রাপ্স্যথ ইতি ॥ ইতি গ্রন্থাবতরণিকা ব্যাখ্যাতা।

অথ গ্রন্থারম্ভ।

বৎসগণ এই জীবলোক (মর্ত্ত্য জগৎ) দেখিতেছ ইহা নিশ্চয়ই বাণিজ্যক্ষেত্র বিশেষ, যেহেতু দেখ লোকে শুভাশুভ যে যাহা করে সেইরূপ সে তাহার শুভাশুভ ফলভাগী হয়। উক্তও আছে।

* "পুণ্যাৎ সুখং দুঃখজাতং পাপাদ্ভবতি নিশ্চিতং।" *

পাপপুণ্যই দুঃখ এবং সুখের একান্ত কারণ॥ ১০ ইহা জানিয়া তোমরা স্বধর্ম্ম (মনুষ্যোচিত ধর্ম্ম) রক্ষায় যত্নবান্ হও॥ ১১ এই কর্ম্মভূমি অতি পবিত্র পণ্যবীথি (হাট বাজার) হইয়াও কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ, ঈর্ষা প্রভৃতি কতকগুলিন অসৎগোষ্ঠীর সংঘট্টে সংকুলিত আছে; উহারা নানা কুহক দ্বারা লোককে মোহিত করে॥ ১২ এতাবতা উহারা সর্ব্বদা লোকের ভ্রম জন্মাইয়া মিথ্যাতেও সত্যবুদ্ধি অর্থাৎ গর্হিতকেও হিতজ্ঞান করাইয়া লোকের মূলধন যে ধর্ম্ম তাহাকে অপহরণ অর্থাৎ ধ্বংস করিয়া দেয়। অতএব হে কুমারবৃন্দ আমার উপদেশ গ্রহণ কর। এই সংসারহট্টে তোমাদের সহায়ভূত একজন মধ্যস্থ আশ্রয় কর। তোমাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া দিই যাহার নাম বিবেক এবং যাহাকে কেহ কেহ সাবধানতা বলিয়াও সম্বোধন করে উহাকেই সহচর করিয়া হট্টের মহাজন (সৎসম্প্রদায়) গণের সহিত বদ্ধপ্রণয় হও।

উভয় পার্শ্বে এইরূপ * ষ্টার চিহ্ন থাকিলেই সংস্কৃত শ্লোক বুঝিতে হইবে।

এইরূপ করিয়া চলিলে আর ঐ গ্রন্থিচ্ছেদক (গাঁটকাটা) রিপুগণ তোমাদের ঘনিষ্ঠ হইতে (পিছে লাগিতে) পারিবে না॥ ১৩। ১৪ হে কুমারবৃন্দ! এই যে মনুষ্যের জীবনযাত্রারূপ বাণিজ্যব্যবসায় ইহা বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য এই তিন ভাগে বিভক্ত আছে। প্রথমভাগে অজ্ঞানতিমিরনাশিনী বিদ্যার উপার্জ্জন। দ্বিতীয়ে বিধি-পূর্ব্বক (ন্যায়ানুগত) অর্থোপার্জ্জন এবং তাহার ব্যবহার, ধর্ম্মসাধন, উপভোগ, এবং পোষ্যবর্গভরণ ইত্যাদি। তৃতীয় ভাগে (বার্দ্ধক্যে) পরলোকচিন্তা এবং শান্তি। তত্রাপি ধর্ম্মবুদ্ধি সকলকালেই বন্ধু হয়েন। বিষয় বাঞ্ছার অনুগামীই উপার্জ্জনপ্রবৃত্তি—বিষয়বিরাগ জন্মিলে আর বার্দ্ধক্যের অপেক্ষা করে না॥ ১৫। ১৬॥ অপিচ যেহেতু মনুষ্যের ধনোপার্জ্জন ন্যায়ানুগত হইয়াই করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুতরাং অন্যায়দূষিত অর্থাগমে লোভ ত্যাগই অর্থো-পার্জ্জনের বিধি। সংসারযাত্রা সাধনের আর কতকগুলি বিধি এবং নিয়ম আছে। আদৌ, অতি ক্রোধবর্জ্জন। ক্রোধ উপস্থিত হইলে। * "ক্রোধোহুতাশনইব স্বাশ্রয়াশ্রিত দাহকঃ"। * অগ্নি যেমন যে তৃণ কাষ্ঠাদিকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইযাছে তাহাকে এবং আশ্রিত (অব্যবহিত বস্তুন্তর) উভয়কেই দগ্ধ করে সেইরূপ ক্রোধও আশ্রয় (ক্রোধকর্ত্তা) এবং আশ্রিত ক্রোধের সম্প্রদানভূত পুরুষ উভযকেই দগ্ধ করে এই দৃষ্টান্ত বাক্যটী স্মরণ করিয়া ক্রোধকে সম্বরণ করা॥ ১৭। ১৮॥ অন্যের অভ্যুদয় (ভাল) দেখিয়া চিত্তে ক্ষোভ করিবে না অর্থাৎ

ঈর্ষাবান্ হইবে না। * "বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াৎ যাতি পাত্রতাং। পাত্রত্বাদ্ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মস্ততঃসুখং॥ হেতাবীর্ষুঃ ফলেনের্ষুঃ ফলার্থং হেতুমাশ্রয়েৎ।" * বিদ্যাই সকল পুরুষার্থের মূল; বিদ্যা পুরুষকে বুদ্ধি বিবেচনা দেন তাহাতে করিয়া যোগ্যপাত্র হয়; যোগ্য-পাত্র হইলেই ধন আইসে, ধর্ম্ম আইসে, সুখ আইসে অর্থাৎ সকল পুরুষার্থই তাহার নিজায়ত্ত হয়। আর লোকের ফলে বৃথা, ঈর্ষাবান্ না হইয়া সেই অভ্যুদয়ের হেতু যে বিদ্যা বিনয়াদি তাহাতে ঈর্ষাবান্ হইয়া তাদৃশ উদ্যম অধ্যবসায় কর। ইত্যাদি নীতি বাক্যের অনুগামী হওয়াই উচিত। পারদারিক বা লাম্পট্যচর্য্যায় রতি-বহন করিবে না, জিতেন্দ্রিয়তা একটী বিশেষ সৎপুরুষ-লক্ষণ এবং ইহামুত্র যশস্কর এবং পবিত্র মনুষ্যধর্ম্ম॥ ২১

ধন বিদ্যাদির সদ্ভাবে মনের আহ্লাদরূপ কথঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উষ্ণভাব মনুষ্যের প্রকৃতিসিদ্ধ হইলেও তাহাতে বহির্গর্ব্বী হইবে না। গর্ব্ব, কঠোর বাক্য, উগ্রতা এই সমস্ত রূপবান্ পুরুষকেও কুৎসিত করে অতএব যত্নপূর্ব্বক এই সকল দোষকে দূর-পরিহার করিবে। আর যেমন আপন দিক্ দেখিবে, তেমনি পরের দিক্ দেখিবে। উক্ত আছে। * "আত্মৌপম্যেন যঃ পশ্যেৎ পরার্থং সহি পণ্ডিতঃ।" * আপনার দৃষ্টান্তে যে পরের দিক্ দেখে সেই সৎপুরুষ। তোমাদিগকে সংক্ষেপে কহি, ন্যায়, অন্যায়, অধিকার, অনধিকার, ধর্ম্মাধর্ম্ম ইত্যাকার দৃষ্টি সর্ব্বদা রাখিবে। এবং ঈশ্বরে প্রেমভক্তি, ঈশ্বরানুরক্ত সাধুজনে প্রীতি

অবোধজনে কৃপা (দয়া) এবং পাষণ্ডবুদ্ধি অধার্ম্মিকজনের সংসর্গত্যাগপূর্ব্বক সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেক॥ ২৩॥ বার্দ্ধক্যের উচিত ব্যবসায়, শান্তি এবং পরলোকচিন্তা। তাহার সারার্থ এই যে, এই সংসারে আমরা চিরস্থায়ী নহি; আমরা যাঁহাদ্বারা যেথান হইতে এই সংসারে প্রেরিত হইয়াছি, সেইখানেই পুনশ্চ যাইবাব সময় নিকট হইযা আসিল সেই প্রভু আমাদিগকে সন্তুষ্টভাবে গ্রহণ করিবেন কি আমাদিগকে অপরাধীর দণ্ডে নিক্ষিপ্ত করিবেন? আমরা বিষয়রসে মুগ্ধ হইয়া যে নিতান্ত পরিশুদ্ধভাবে কালযাপন করিয়াছি এমত বিশ্বাস করিতে পারি না। যেহেতু যদিও কেহ জ্ঞানপূর্ব্বক অপরাধ করিতে ইচ্ছুক না হউক্ তথাপি ভ্রমপ্রমাদমোহাদিবশতঃ সংসারিজীবের অপরাধ পদে পদে সম্ভাবিত। তবে এই একমাত্র আশা করা যাইতে পারে যে যখন এই লৌকিক সংসারেও দয়াবান্ পুরুষদের ক্ষমাগুণ জাগৃত আছে তখন পরম কারুণিক যে সেই জগতের পরমপিতা তাহাব শরণাপন্ন হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে অবশ্যই তিনি ক্ষমা করিতে পারেন, এই অবধারণাসহকারে তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া। একটী পুরাতন গাথা আছে। * "প্রথমে নার্জিতা বিদ্যা দ্বিতীয়ে নার্জিতং ধনং ত্রিকে নারাধিতহরি শ্চতুর্থে কিং করিষ্যতি।" * প্রথমকল্পে বিদ্যোপার্জ্জন, তাহাও করিলে না দ্বিতীয়ে অর্থোপার্জ্জন তাহাও না তৃতীয়ে হরি আরাধনাও যদি না করিলে তবে আর চতুর্থে (মরণকালে) কি করিবে। তাঁহার শরণাপন্ন হওয়ার মুখ্যাঙ্গ শান্তি

অর্থাৎ যেহেতু বিষয়তৃষ্ণা বা ভোগানুরাগ হইতেই সমস্ত ঔদ্ধত্য এবং অপরাধের উদ্ভব অতএব বিষয় হইতে বিরত হইয়া একান্তভাবে তাঁহার চরণাশ্রয় করিয়া তাঁহার নিকট সমস্ত কৃতাপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করা। তিনি আমাদের চর্ম্মচক্ষুর বিষয় নহেন, মনের বিষয় অতএব তাঁহাকে সর্ব্বদা স্মরণ এবং মনন; সকাতরে তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান্ (ডাকা) এবং সর্ব্বদা তাঁহার অচিন্ত্য-মহিমার এবং লীলার পরিচায়ক গ্রন্থাদির পাঠ এবং শ্রবণ। সর্ব্বদা তাঁহার ভক্ত সাধুজনেদের সঙ্গ এবং একান্তভাবে প্রভু তুমি যাহা কর এই সংকল্পে আত্মসমর্পণ। শরণাপত্তির এই সমস্তগুলিনই উপকরণ সামগ্রী॥ ২৫॥ শান্ত-পুরুষেরা বলেন,হে ভাই সব। অনেকদিন ব্যাপিয়া অনেক মিষ্টান্ন ভোজন করিয়াছ,অনেক বসন ভূষণ ধারণ পরিধান করিয়াছ। সুখশয্যায শয়ন এবং রমণীরসভোগ করিতেও ত্রুটি করনাই কিন্তু দেখ সমস্তই অনিত্য অতএব যদি অক্ষয়লোকে যাইয়া অনন্তসুখভোগ করিতে বাঞ্ছা কর, তবে সেই পরমপুরুষ হরিতে প্রেম কর। মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু যে কেহ বল কৃত্রিম অকৃত্রিম বন্ধু জগতে, জীবনে এবং মরণে এক হরি ভিন্ন আর কেহই নহে। তুমি যাহা জাননা, সুতরাং তাহা চাহনা, কিন্তু তাহাও তিনি তোমাকে গোপন বা বঞ্চিত না করিয়া তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী হইযা স্বয়ং প্রদান করেন। শাস্ত্রে উক্ত আছে। * "নচ বেৎসি হিতংতুভ্যং নাপি বেৎস্যহিতং তব। হিতমেব দদাত্যেষ নাহিতং চাপি

যাচিতং॥ "* ইহাতে তোমার হিত হইবে কি অহিত হইবে না বুঝিয়া হিতজ্ঞান করিয়া যদি তাঁহার কাছে অহিত সামগ্রী যাচ্ঞা কর তাহা তিনি না দিয়া হিত সামগ্রীই প্রদান করেন। বৎসগণ! তোমাদের নবতারুণ্যে এক্ষণে বার্দ্ধক্যের এই সব কথা কর্ণরসায়ন না হইলেও কালান্তরে অবশ্যই হইবে এবং এক্ষণেও তোমাদের বিবেচিকা বুদ্ধিতে নিস্পেষিত করিয়া দেখিলে জগৎপিতা সেই সর্ব্বেশ্বরে একান্ত নিঠা জন্মিলে সে ব্যক্তি যে তাঁহার দয়ার পাত্র হইবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যাহা হউক বৎসগণ বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য এই অবস্থাত্রয়ে বিভক্ত সংসারযাত্রারূপ বাণিজ্যের ক্রম এবং ব্যবস্থা এই কহিলাম। কিন্তু এই সাধারণ ত্রৈদশিক সংসারযাত্রারবিধি অসাধারণ অর্থাৎ জন্মান্তরীয় সাধন সংস্কারসম্পন্ন মহাত্মাগণের সম্বন্ধে নহে। তাঁহাদের পরমার্থানুরাগ ঔৎপত্তিক বার্দ্ধক্যাপেক্ষী নহে আবাল্য ত্রিকালীনই সমান॥ হে নবকিশোরগণ! এই সংসারব্যূহে তোমাদের এই প্রবেশ মাত্র ইহার যে কোথায় কি আছে, কোথায় কি হইতেছে, কোথায় কে কি করিতেছে, সুখসামগ্রীই বা কোথায় কি আছে, এবং দুঃখই বা কোথায় বাস করে এ সমস্ত কিছুই এখনও তোমাদের পরীক্ষায় আইসে নাই। যদিও বয়ঃপরিণামে তোমরা স্বয়ংই সকল জানিতে পারিবে। যেহেতু ভগবান্ বাসুদেব কহিয়াছেন। * "আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ। যৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং লোকঃ শ্রেয়াংসি পশ্যতি॥" * লোকে আপনার গুরু আপনিই

হইতে পারে যেহেতু এই সংসারের চতুরস্ত্রীয় গতি নিরীক্ষণপূর্ব্বক স্থিরচিত্তে বিচারকরিলেই পুরুষ, সমস্ত আত্মমঙ্গল দেখিতে পায়। তথাপি উপদেশকের ঔচিত্যনিবন্ধন দিক্ প্রদর্শনরূপে লোকব্যূহের গতি কিছু কিছু তোমাদিগকে বিদিত করিতেছি। দেখ এই বর্ত্তমান সময়ে যে নানা ধর্ম্ম সম্প্রদায় দেখিতেছ উহারা উপাদেয়ই হউক আর অনুপাদেয়ইবা হউক তাহার তাহাদের যদিও সামঞ্জস্য বিধায়ক আছে তথাপি তাহার কেহই প্রাচীন নহে, সকলেই অর্ব্বাচীন (আধুনিক) এক মাত্র আমাদের বেদমূলক যে আর্য্যধর্ম্ম এইটীই প্রাচীন এবং সর্ব্বাদর্শ, বিশেষতঃ দৈবতন্ত্র। ইহার দৈবতন্ত্রতাসম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা প'চাৎ বলিব। ইহার প্রাচীনতাপক্ষেও অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই। আমাদের শাস্ত্র অথবা শাস্ত্রীয় ভাষা সংস্কৃত যে সর্ব্ব প্রাচীন ইহাতে অনুসন্ধানকুশল বৈদেশিক বিদ্বৎপুরুষেরাও সম্মতি প্রদান করিয়া থাকেন॥ গভীরধীসম্পন্ন দার্শনিক পুরুষেরা বলেন যে যাহারা নিরপেক্ষ তার্কিক অর্থাৎ যাহারা প্রাচীন শাস্ত্র প্রসিদ্ধির মুখাপেক্ষা রাখে না কেবল তর্কমাত্রজীবী তাহারা লোকপ্রত্যক্ষের অগোচর কোন পদার্থই যেমন দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব, স্বর্গ, নরক, জন্মান্তর এসব কিছুই স্বীকার করে না। এবং যাহারা তাদৃশ নহে অর্থাৎ যাহারা প্রাচীন প্রসিদ্ধির অনুবর্ত্তী তাহাদের ধর্ম্ম সম্প্রদায় আমাদের এই বৈদিক আর্য্যধর্ম্মের আভাসেই প্রতিষ্ঠিত আছে যেমন বর্ত্তমানেও ব্রাহ্মধর্ম্ম

প্রভৃতি দেখিতে পাও। অতএব ইতঃ পূর্ব্বেও নিরপেক্ষ তার্কিক বৌদ্ধ চার্ব্বাকাদি ভিন্ন সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই প্রাচীন বৈদিক আর্য্যধর্ম্মের অনুগতিতেই জড়, দেহাতিরিক্ত চিৎ পদার্থ আত্মা, এবং আত্মার পারলৌকিক উৎকর্ষ, স্বর্গ, নরক ইত্যাদি পরোক্ষবাদ স্বীকার পূর্ব্বক তাহার তাঁহাদের প্রকৃতি এবং রুচি অনুসারে আহার আচারাদির প্রভেদে নিজ নিজ ধর্ম্ম সম্প্রদায় সংস্থাপিত বা উদ্ভাবিত করিয়াছে॥ বর্ণভেদ রহিত আমাদের এই যে যবন জাতি দেখিতে পাও, উহাদের সম্বন্ধে একটি গ্রাম্য প্রবাদ আছে যে যবনেরা অথর্ব্ববেদী ইহার কারণ অনুসন্ধানে একটী বার্ত্তা লব্ধ হওয়া যায় যে, উহারা উহাদের কল্মা নামক যে আরাধনার মন্ত্রটী পাঠ করে, সেটী অথর্ব্ববেদীয় অল্লোপনিষদের একটী অপভ্রংশ গাথাবিশেষ। আর্য্যধর্ম্মের পশু বলিদান বিধিটী প্রায় সকল বৈদেশিক ধর্ম্মসম্প্রদায়েই ছিল, এক্ষণে কেহ কেহ সে বিধিটী উঠাইয়া দিয়াছে। যবনদিগের উহা অদ্যাপিও প্রকারন্তরে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব দার্শনিক পুরুষদের কথা নিতান্ত অফল বলা যাইতে পারে না। ফলে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আদর্শভূত আমাদের বৈদিক ধর্ম্মটী, দেহাতিরিক্ত চিদাত্মক আত্মার নিত্যত্ব, পরলোক অস্তিত্ব, জন্মান্তর অস্তিত্ব এবং পাপপুণ্য, মনুষ্যদেহের ছায়ার ন্যায় জীবপুরুষের ত্রৈকালিক অর্থাৎ ইহপরত্র জন্মান্তরেঽপি অনুগামী হয় ইত্যাদি উপাদান পদার্থেই পরিনির্ম্মিত। তোমরা দেখিতে

পাইবে যে পূর্ব্বতন বৌদ্ধ চার্ব্বাকাদি এবং অধুনাতন কোন কোন নিরপেক্ষ তার্কিক ব্যতীত সকলেই বৈদিক ধর্ম্মের উক্ত উপাদান সকলকেই প্রকারান্তরে পর্য্যবসিত করিয়া লইযাছে এই মাত্র বিশেষ। উক্ত প্রস্তাবনা সকল, বেদেতেই ছিল, পরে পর্ পর্ শাস্ত্রাচার্য্যসকলে ভূরি বিচারদ্বারা ঐ সকল বিষয়কে যুক্তিসমর্থিত এবং সর্ব্বানু-মোদিত করিযাছেন।

আমাদের বৈদিকধর্ম্ম, প্রবৃত্তিসোপানে (বিষযব্যাপারে) আরম্ভ এবং নিবৃত্তিসোপানে (বিষয়বৈরাগ্যে) পরি-সমাপ্তি। সুতরাং এই ধর্ম্মটী নিবৃত্তি পরিণাম (বৈরাগ্য-শেষ)। নিবৃত্তি পরিণাম প্রায আর কোন ধর্ম্মই দেখা যায় না। সকলেই আজন্মমরণ প্রবৃত্তিপথেই পর্য্যটন-শীল। তবে যাহারা আর্য্যসম্প্রদাযের নিতান্ত পার্শ্ববর্ত্তী অর্থাৎ মদ্রক পহ্লবাদি (যবনজাতি) তাহাদেরই আর্য্যানু-করণ অধিক, অর্থাং প্রকারভেদ হইলেও শুচি, অশুচি, শুদ্ধ, অশুদ্ধ ভক্ষ্যাভক্ষ্য ইত্যাদি ব্যবস্থা, এমন কি বৈদিক যতি-ধর্ম্মের আভাসিক ফকিরি অর্থাৎ গৃহাশ্রম ত্যাগপূর্ব্বক কেবল ঈশ্বরারাধনায় জীবন যাপন প্রভৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা আর্য্যদের দূরবর্ত্তী ম্লেচ্ছাদিজাতি তাহাদের আর্য্যানুকরণ কিয়দংশে বিরল। ম্লেচ্ছলক্ষণ যথা * "মদ্যমাংসপরোনিত্যং বিরুদ্ধং বহুভাষতে। সর্ব্বাচারবিহীনশ্চ ম্লেচ্ছইত্যভিধীয়তে ॥" * ইতি বৌধায়নঃ।

বৈদিকধর্ম্মে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ চারিটী পুরুষার্থ অর্থাৎ

পুরুষের উপার্জ্জনীয় বা অধ্যবস্য বিষয় নিরূপিত আছে। তন্মধ্যে পূর্ব্বভাগে (প্রবৃত্তিমার্গে) ধন, ধর্ম্ম এবং দানোপভোগাদি এবং উত্তরভাগে (নিবৃত্তিমার্গে) মোক্ষ বা মুক্তিসাধন। মোক্ষের লক্ষণ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই মোক্ষ। আমাদের এই প্রাকৃত অবস্থায দুঃখ যায়, পুনঃ আইসে, মোক্ষ বা মুক্তিলাভে দুঃখ একেবারে নিবর্ত্ত হয়, আর আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে না। অর্থাৎ যদ্দ্বারা এই ভৌতিকদেহের পতনান্তে আত্মা পুরুষ নিজ চিদানন্দ-স্বরূপে অবস্থিতি করে, আর মর্ত্ত্যদেহে মর্ত্ত্য সংসারে আসিয়া দুঃখান্তর নিবারণের নিমিত্ত দুঃখান্তরকে শিরোধার্য্য অর্থাৎ স্বীকার করিতে হয় না। উক্ত আছে, * "ক্ষুৎপিপাসাদিশান্ত্যর্থমন্নপানাদ্যবেহিতং। সুখং তদপিমন্যন্তে অহো মূঢ়জনাজ্ঞতা॥" * আহা! দুর্জয় দুঃখদ ক্ষুধা তৃষ্ণাদি শান্তির নিমিত্তই অন্নপানাদির চেষ্টারূপ ব্যসন কিন্তু মায়া মোহিত পুরুষেরা তাহাকেও সুখ বলিয়া মানে ইতি। বৎসগণ! যদি বল,বৈদিকশাস্ত্রের মুক্তিবিষয়ক পরোক্ষবাদটীর সম্বন্ধে কেবল এক বিশ্বাসমাত্রই প্রতিভূ। ইহার আর প্রত্যক্ষতা কিছুই নাই। তাহা নাই সত্য, কিন্তু সেই মোক্ষরূপ পরমপদপ্রাপ্তির পথে অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চন বৈরাগ্যদশায় বিষয়নিরপেক্ষ একটি অপূর্ব্ব সন্তোষানন্দ আছে এরূপ যখন আমাদের অনুভবসিদ্ধ হইতেছে তখন যে মুক্তিলাভে এই সংসারে আসিয়া আর মর্ত্ত্যদেহ ধারণ করিতে হয় না এই যে অলৌকিকশাস্ত্রের উক্তি, ইহাকে অসম্ভব বলা যাইতে পারে না। কারণ শাস্ত্র এবং যুক্তি

(সম্ভাবনোপপত্তি) উভয় সম্মত কথাতে বিশ্বাস ভিন্ন অবিশ্বাস প্রাপ্তপদ হইতে পারে না। তাহাতেও যদি বল যে যদি নিবৃত্তিপথেই এমত অপূর্ব্ব সুখ আছে, তবে সকলেই সেই পথের পথিক না হয় কেন? তাহার কারণ * "যদা যস্য রতির্যত্র তদেবাস্য সুখায়তে। পশ্যন্তি কোবিদা স্তত্র পরিণামং হি কেবলং॥" * ইতি গ্রন্থকৃৎ। যখন যাহার যে বিষয়ে অনুরাগ বা আসক্তি জন্মে বা থাকে তখন হেয়ই হউক আর উপাদেয়ই হউক তাহাই তাহাকে সুখময় জ্ঞান হয়। কিন্তু বিজ্ঞজনেরা সকলবিষয়েরই পরিণাম ভাল কি মন্দ তাহাই দৃষ্টি করেন। অতএব আমরা এক্ষণে বিষয়রাগে রঞ্জিত আছি বিষয়কেই সুখজ্ঞান হইতেছে আরবার যেমন অনেক মহাত্মাগণের ভূতবৃত্ত শুনিতে পাওয়া যায় সেইরূপ আমাদেরও যদি কখনও বিষয়রাগ অপসৃত হইয়া নিবৃত্তিমার্গে রুচি জন্মে তবে আমরাও সে পথের পথিক হইবার যোগ্য হইব।

যাহা হউক, আমাদের আর্য্যধর্ম্ম (বৈদিকধর্ম্ম) বৎসগণ। নিবৃত্তিপ্রধান এবং নিবৃত্তিই যে ধর্ম্মকাণ্ডের চরম অবস্থা তাহা শাস্ত্র এবং যুক্তি উভয়থাই তোমরা উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ। আমাদের এ ধর্ম্মের নিবৃত্তিপরতার গতি অধিক কি বলিব, আমাদের প্রবৃত্তিসোপানে (সংসার যাত্রায়) পদার্পণ মাত্রেই আমাদের শাস্ত্র বা ধর্ম্ম প্রত্যেক বিষয়ের নিয়মবিধিদ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয়গণের স্বৈরাচার (যথারুচিতা) নিবারণ বা নিবর্ত্ত করে। এ বিষয়ের

তোমরা একটি সম্বাদ শুন। * " লোকে ব্যবায়ামিষমদ্য-সেবা নিত্যাস্তু জন্তো র্নহি তত্র চোদনা। ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাসুনিবৃত্তিরিষ্টা॥ " * স্ত্রীসম্ভোগ, মৎস্যমাংসাদিভোজন এবং মদ্যাদি মাদক দ্রব্য সেবন এসকল বিষয়ে ত লোকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই রহিয়াছে; দেখা যায় তবে আবার বিবাহ করিও, যজ্ঞে পশু আলভন করিয়া যজ্ঞাবশেষ প্রসাদ ভক্ষণ করিও, সূত্রামণি যাগে মদ্য ব্যবহার করিও এইরূপ বিধিশাস্ত্রের আবশ্যকতা কি ছিল? এই সংশয়প্রশ্নে কোন অসামান্য পুরুষ শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝাইয়াছেন যে, শাস্ত্র পুরুষের ইন্দ্রিয়বৃত্তি, কাম লোভাদির স্বৈরাচার নিবারণের নিমিত্তই এই সকল নিয়ম-বিধি প্রচার করেন, অপ্রাপ্তপ্রাপকবিধি নহে; অর্থাৎ শাস্ত্র বলেন বিবাহসংস্কারে পূত এবং আত্মসাৎকৃত স্ত্রীতেই গমন করিও, স্ত্রীমাত্রেই গমন করিও না, তাহাতে ঐহিক পারত্রিক উভয়থাই প্রত্যবায় আছে। এইরূপ যজ্ঞাবশেষ ভিন্ন লোভাকৃষ্ট হইয়া বৃথামাংস ভোজন করিও না, এবং সূত্রামণ্যাদি যজ্ঞবিধান ব্যতীত নিয়ত মদ্যাদি সেবা করিও না। অতএব এই সকল নিয়মবিধি কেবল নিবৃত্তিরই সোপান, এই সোপান হইতেই ক্রমে জ্ঞানশাস্ত্র, ভক্তিশাস্ত্র দ্বারা আত্যন্তিক নিবৃত্তিতে পুরুষকে লইয়া যায়। ফলেও বৎসগণ দেখ, ইন্দ্রিয়গণের স্বৈরাচার (যথারুচিতা) বর্জন করাই মানবজাতির একটী উচিত ধর্ম্ম। পশুবৎ ইন্দ্রিয়-বৃত্তির যথেচ্ছাচারে মনুষ্যপদারূঢ় অস্মদাদির কি চলা উচিত? অতএব পুরুষের স্বৈরাচাররাহিত্যই (জিতে-

ন্দ্রিয়তা) সাধুত্বের মূলীভূত কারণ। জিতেন্দ্রিয় না হইলে লোকে সৎপুরুষ বা সাধুপদবাচ্য হইতে পারে না, এবং জিতেন্দ্রিয়তারূপ সাধুত্বই নিবৃত্তিপথের অগ্রনায়ক এবং নিবৃত্তিই পারত্রিক উৎকর্ষসাধনের প্রধান সাধন। যদি বল, ইন্দ্রিগণের স্বৈরাচার (অবাধ্যতা) নিবারণ সে ত, আমাদের বুদ্ধি এবং বিবেচনার অধীন, তাহাতে শাস্ত্রো পদেশের তাৎপর্য্য কি? তাহা বুদ্ধি বিবেচনার অধীন সত্য, কিন্তু শাস্ত্রোপদেশের তাহাতে তাৎপর্য্য, বিশেষতই আছে। দেখ ইন্দ্রিয়সন্তোষণে আমাদের নৈসর্গিক এক প্রকার সুখাস্বাদ থাকাতে আর ইন্দ্রিয়গণের স্বভাবসিদ্ধ অশান্তস্বভাবে শাস্ত্রোপদেশভিন্ন অর্থাৎ কামলোভাদির বশবর্ত্তী না হইয়া সাধুত্বরক্ষণে জগন্নিয়ন্তা ঈশ্বর তুষ্ট হইয়া জীবের জীবনের অক্ষয় উৎকর্ষ (উন্নতি) প্রদান করেন, ইত্যাকার শাস্ত্রোপদেশজনিত ধর্ম্মবুদ্ধি ব্যতিরেকে কেবল আমাদের লৌকীকবুদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে যে বশে রাখা তাহা দুরূহ। কেননা ধর্ম্মে একান্ত বিশ্বাস এবং ধর্ম্মেই একান্ত-নিরত ধার্ম্মিক পুরুষ ভিন্ন বুদ্ধিবিদ্যাসম্পন্ন অনেক বিচক্ষণ পুরুষও ইন্দ্রিয়পরাভূত হইয়া চার্ব্বাক্ আদি নাস্তিকদের

* "যাবজ্জীবন্ সুখংতিষ্ঠেৎ। ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ॥" *

এইরূপ প্রবৃত্তির ন্যায় ধর্ম্মদৃষ্টি দূরে থাকুক ইন্দ্রিয়গণের যথেষ্টাচারে অর্থাৎ কামলোভাদির অনিগ্রহে যে সমাজ শান্তিভঙ্গ হয়, তাহাতেও দৃষ্টিপাত না করিয়া বহুবিধ ঘৃণিত অত্যাচারকার্য্যে কৃতসাহস দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব শাস্ত্রের উপদেশ এবং শাস্ত্রে বিশ্বাস নিতান্তই প্রয়োজনীয়।

বৎসগণ! অদ্য এই স্থলেই আমাদের কথোপকথনের বিশ্রাম হউক। ফলে আমরা সেই পরমকারুণিক পরমপুরুষের নিকট এই প্রার্থনা করি যেন তাঁহাতে এবং তাঁহার বাক্যরূপ শাস্ত্রে আমাদের বিশ্বাস অচ্ছেদ্যরূপে বর্ত্তমান থাকে। আমাদের মতি যেন হেতুবাদ বিমোহিত হইয়া বিচলিত না হয়। আর তাঁহার কোন একান্ত ভক্তের এই কথাটী যেন আমাদের স্মৃতিপথে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে। যথা :— "তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং। হৃদ্বাগ্বপুর্ভি র্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে সদায়ভাক্॥" * হে করুণানিধান! তোমার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া নিজ শুভাশুভ প্রাক্তন কর্ম্মনিবন্ধন আগত সুখ বা দুঃখ উভয়েতেই বিক্ষিপ্তমতি না হইয়া কায়মনোবাক্যে যে তোমাতে নিয়ত নতি ভক্তি করে, সেই পিতৃধনে পুত্রের অধিকারবৎ সংসারমোচনরূপ তোমার হস্তায়ত্ত সম্পদে অধিকারী ইতি॥ * "হরে হর ইতি ভ্রাতো রটানিশ মহর্নিশং। পশ্যেমং ক্ষণবিধ্বংসি দেহং ভাবিভয়াবহং॥" * ইতি শিক্ষানর্ম্মসখী প্রথমনর্ম্মঃ॥

অথ দ্বিতীয়নর্ম্মঃ।

নমামি ত্বাং জগন্নাথ জগন্নাথৈকজীবন।
ত্বদ্ভক্তিসম্পদাঢ্যাং নঃ শুদ্ধবুদ্ধিং প্রদেহি নঃ॥ ১॥

হে কিশোরবৃন্দ! তোমরা স্থিরচিত্তে আমার উপদেশ কথা শ্রবণ কর। এই যে সংসারচক্র দেখিতেছ ইহা

বিষম মাযাজাল। তোমরা ইহাতে নিতান্ত মোহিত হইয়া পড়িও না—স্থানাস্থান দেখিয়া (বিচার করিয়া) চলিও। অভিজ্ঞজনেরা বলেন যে, এই সংসারক্ষেত্র আমাদের পরীক্ষাস্থান, বিশ্বপতি আমাদিগকে পরীক্ষার্থেই এইখানে পাঠাইযাছেন ॥ ২। ৩॥ যে কেহ এই সংসারে আসিযা মাযার বশীকারে (অহংমদে) উন্মত্ত না হইয়া তাহার প্রীতিবহ তাঁহার অভিমত কার্য্যে দৃষ্টি রাখিয়া শান্ত হইযা সত্য সাধুপথে চলে। যেমন উক্ত আছে। * "সত্যাদুৎপদ্যতে ধর্ম্মো দয়াযাঞ্চ প্রবর্ত্ততে। ক্ষময়া বর্দ্ধতেঽভীক্ষ্ণং স্পর্দ্ধযাচ বিনশ্যতি॥" * সত্য হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি, দযাতে তাহার প্রবৃত্তি (প্রসরণ) এবং ক্ষমাগুণেই উত্তরোন্নতি শ্রীবৃদ্ধি; কিন্তু স্পর্দ্ধাতেই (অহঙ্কারে) সর্ব্বনাশ ইত্যাদি। তাহাকে তিনি শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র পুরুষ জানিযা স্বপার্শ্বে নিজ অন্তরঙ্গরূপে অঙ্গীকার করেন। অপর যেকেহ, সেই পরম প্রভু যে আমাদের উন্নতি অবনতির কর্ত্তা আছেন, তাহা জ্ঞান না করিয়া সত্যসদ্ভাব-বর্জ্জিত হইযা কেবল ইন্দ্রিয়গণের বশবর্ত্তী হইয়া যথেষ্টাচারে রত হয সেই হতভাগ্যেরা নিতান্তই হত হইল—তাহাদের আর নিষ্কৃতি নাই। কালরূপী ভগবান্ তাহাকে তাহার কর্ম্মরূপ বড়িশে গাঁথিয়া ক্বচিদূর্দ্ধে উৎক্ষেপ, ক্বচিদধো নিপাতন অর্থাৎ কখন সুখময় স্বর্গে, কখন দুঃখময নরকে কখনও হাস্য ও কখন বা রোদন এইরূপে সংসারচক্রে ভ্রামিত করেন॥ ৮ ॥ ঐ মহাত্মারা এইরূপ বলেন যে জীবপুরুষগণের পরীক্ষার্থে সেই

পরম প্রভু প্রকৃতি দেবীকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহার হস্তে জীবগণকে সমর্পণ করিলে তিনিই উহাদিগকে এই ভূতময় ভোগদেহ প্রদান করিলেন। বৎসগণ! আমাদের এই দেহকে যে প্রাকৃত দেহ কহে তাহার কারণ প্রকৃতি হইতে লব্ধ নতুবা জীবপুরুষেরা স্বভাবসিদ্ধ এরূপ দেহধারী নহে; উঁহারা চিন্ময় মাত্র॥ ১১ ॥ এই প্রকারে জীবগণ প্রকৃতির অধীনতায এই কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া ভোগ সাধন কর্ম্ম আরম্ভ করে। বৎসগণ! যদিও দেখিতেছ যে আমাদের কর্ম্মই সংসারে বদ্ধ হইবার কারণ কিন্তু তথাপি কর্ম্ম বিশেষে সংসার বন্ধন মোচনও হয। অর্থাৎ কর্ম্ম যে সৎ, অসৎ ক্রমে দুই প্রকার ইহা তোমাদের সামান্য জ্ঞানেও বিদিত আছ। তবে সৎকর্ম্মই পুরুষের অনুষ্ঠেয়, সৎকর্ম্মেই প্রভু ভগবান্ প্রসন্ন হয়েন এতবদধারণায় সেই সৎকর্ম্ম, সত্য, দয়া, দাক্ষিন্য, ক্ষমা (ক্ষমাশব্দের তাৎপর্য্যার্থ সহ্য করা, অতএব কাম ক্রোধাদির বেগ সহ্য করাও ক্ষমাগুণের কার্য্য বুঝিতে হইবে বৈদ্যকশাস্ত্রে উক্ত আছেঃ—* "নবেগান্ ধারয়েৎ ধীমানুৎসর্গাণাং জিজীবিষুঃ। শান্ত্যর্থীচ সুখার্থীচ কামাদীনাস্তু ধারয়েৎ॥ *" জিজীবিষু ব্যক্তি মল মূত্রাদির উপস্থিত বেগ ধারণ করিবে না, কিন্তু শান্তিসুখলিপ্সু ব্যক্তি কাম ক্রোধাদির বেগ ধারণ করিবে) অপিচ ঈশ্বরে নিষ্ঠা (বিশ্বাস) তাঁহাকে সর্ব্বদা স্মরণপথে রাখা এবং তাঁহার আরাধনা প্রভৃতি কর্ম্ম করণে জীবগণ এই মর্ত্ত্যলোকে এবং মর্ত্ত্যাবস্থা হইতে ক্রমে

উচ্চতর লোক প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে সুখময় ধাম পর্য্যন্ত চরম গতি লাভ করে। ফলে ইহাতে একটি পক্ষান্তর আছে অর্থাৎ ঐ সত্য দয়া দান প্রভৃতি কর্ম্ম যদি কেবল লোক প্রতিষ্ঠার্থী হইয়া কর তবে তদ্বারা এই খানেই যত দুর হইতে পারে তাহাই হইবে তাহাতে আর পারলৌকিক উন্নতির প্রত্যাশা করিওনা কারণ এক দ্রব্যের মূল্য দুইবার পাইবার সম্ভাবনা কি? এতাবতা ফলিতার্থ এই, সকাম কর্ম্ম সংসার ভোগের কারণ মাত্র। আর ঈশ্বরতোষণার্থ নিস্কামকর্ম্ম, সংসারমোচনের উপায় বা সোপান স্বরূপ। যাহা হউক এই যে সত্য দয়া তপোদানাদি কর্ম্ম ইহা সকাম হইলেও যেহেতু স্ব, পর উভয়পক্ষেই ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্টকর নহে অতএব উহারা সকাম নিস্কাম সর্ব্বাবস্থাতেই সৎকর্ম্ম বলিযাই গণ্য আছে। আর মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, পরপীড়ন, পরকীয় দারধনাদিহরণ প্রভৃতি কর্ম্মসমস্ত যেহেতু আপনার এবং পরের উভয় পক্ষেরই গ্লানি এবং অনিষ্টকর এ কারণ উহারা একান্ততঃ অসৎকর্ম্ম বলিয়াই পরিগণিত॥ বিশেষতঃ এই সমস্ত অসৎকর্ম্মকারী পুরুষেরা ইহলোক পরলোকে যাতনা ভোগ করে। ১৭ পারলৌকিক সুখভোগের স্থান স্বর্গ এবং তত্রত্য যাতনা ভোগের স্থান নরক বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকিলেও পণ্ডিতেরা সামান্যতঃ সুখকেই স্বর্গ এবং দুঃখকেই নরক বলিয়া উপচারে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। ফলতঃ যখন সৎকর্ম্ম জন্য শুভাদৃষ্টের নাম পুণ্য এবং অসৎকর্ম্ম জন্য দুরদৃষ্টের নাম পাপ এবং * "পুণ্যাৎ সুখং পাপাৎ দুঃখং" *

পুণ্য হইতে সুখ এবং পাপ হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয় প্রসিদ্ধ আছে তখন সুখই যে স্বর্গ এবং দুঃখই যে নরক ইহা অযুক্তিক কথা নহে॥ আরও শাস্ত্রে কথিত আছে॥ * "পাপং পুণ্যঞ্চ পুরুষং ছায়েবহ্যনুধাবতি।" * পাপ আর পুণ্য, ইহারা মনুষ্যের অঙ্গছায়ার ন্যায় নিয়ত অনুবর্ত্তী অর্থাৎ ছায়া যেমন পুরুষ উঠিলে উঠে, বসিলে বসে, এবং চলিলেও চলে সেইরূপ পাপপুণ্য মনুষ্যের জীবনে মরণে নিয়তই অনুসঙ্গী। পাপের (অসৎকর্ম্মের) ফল, দুর্গতি; দেখ, এই জীবদ্দশাতেই প্রথমতঃ একদিকে রাজদণ্ড অপরদিকে সমাজে যাবজ্জীবন ঘৃণিত হওযা। অপিচ আর একটী দৈবযন্ত্রিত অদ্ভুত দণ্ড দেখ, দোষী বা অপরাধী ব্যক্তি স্বচিত্তে স্বয়ং উদ্ভূত ভয়োদ্বেগাদিরূপ বিষম যাতনা নিরন্তর ভোগ করে। বর্ত্তমানে ত অসৎকর্ম্মের ফলভোগ এইরূপ, পরে মৃত্যুর পর পরলোকেও নিস্তার নাই। সেখানেও ধর্ম্মরাজ (যম) তাহার পাপ পুণ্যের নির্ব্বাচনপূর্ব্বক স্বর্গ নরকাদি গতিবিধান করেন। যদি বল সুখভোগ বা যাতনাভোগ জীবপুরুষের ত দেহেই হয়, অতএব তখন আর দেহ কোথায়? দেহত ভস্মসাৎ বা পরিত্যক্ত হইয়া গিয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু স্থূল দেহই যায়, সূক্ষ্ম দেহ অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত, দশইন্দ্রিয় এবং মন এই ষোড়শপদার্থের বায়ুবৎ বা ততোঽধিক সূক্ষ্ম বীজময় লিঙ্গশরীর নামক দেহ আশ্রয় করিয়াই জীবাত্মা সর্ব্বদা স্থিতি করে। যখন এই মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে, তখন ঐ সূক্ষ্মদেহকে আশ্রয় করিযাই গর্ভে প্রবেশ

করে, পরে মাতা পিতার শোণিতশুক্রসংযোগে স্থূলদেহ জন্মে। এখানে পরলোকেও ঐ লিঙ্গদেহ হইতেই আতিবাহিক নামক একটী স্থূলভোগ শরীর আকস্মিক উৎপন্ন হয় এবং সেই শরীরেই স্বর্গ কিম্বা নরকভোগ হয় এবং তাহার পাপপুণ্যের পরিমাণানুসারে স্বর্গ নরকাদির ভোগাবসানে পুনশ্চ সেই পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গশরীরাবচ্ছিন্নরূপে এই মর্ত্ত্যলোকে প্রেরিত হইয়া সেই সব পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুরূপ উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট জন্ম লাভ করে। অপিচ পৌর্ব্বদেহিক-স্বভাবশীলাদি সংস্কার সকলও পর পর দেহে উদিত হয়। শাস্ত্রে এই কথা বিশেষরূপে উক্ত থাকাতেই লোকে গান করিয়া থাকে। * "পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা বিদ্যা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং ধনং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং পুণ্যমগ্রে ধাবতি ধাবতি।" * ইতি। কিন্তু তাহাতেও একটী নৈসর্গিক নিয়ম আছে যে সহায়সামগ্রীর আনুকূল্য প্রাতিকূল্যে অর্থাৎ সৎসংসর্গে এবং সদুপায়ে মলিন সংস্কার ও কিয়দংশে মার্জ্জিত এবং নির্ম্মল সংস্কার ও অসৎ সংসর্গে বা সদুপায়াভাবে কিয়দংশে মলিন বা আচ্ছাদিত হয়॥ যাহা হউক জন্মান্তরীয় কর্ম্মস্রোত যে জন্মান্তরবাহি হয় তাহা সাক্ষ্যাৎ প্রত্যক্ষই দৃষ্ট, কেননা জগৎ পিতা যে ঈশ্বর, তিনি বৈষম্য রহিত। কাহারো প্রতি তাঁহার পক্ষপাত নাই তবে কিহেতু কেহবা স্কন্ধে বহন করে, কেহবা স্কন্ধারোহণে চলে? কেহবা অবিকলাঙ্গ সুন্দর শরীর, কেহবা বিকলাঙ্গ গলৎকুষ্ঠী? কেহবা সহস্র সহস্র লোককে পোষণ করে, কেহবা স্বোদরান্নে লালায়িত? অতএব প্রাক্তন কর্ম্মের

স্রোত মাত্রই ইহার কারণ। অতএব "অতো যাবচ্ছান্তো নখলু ভজতে পাদকমলং মুরারাতেঃ শ্রীরপ্যনিশমনুবৃত্তিং প্রকুরুতে। শ্রিয়া যৎপাদাব্জ্যা কলিয়তু মিহাত্মানমখিলাং বিমুক্তিঃ সংসারান্নভবতি কৃতান্তস্য কবলাৎ॥" গ্রন্থকৃতঃ॥ স্বয়ং সম্পদধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী, তিনিও যে সম্পদ্ দ্বারা আপনাকে পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত নিরন্তর সেবা করেন, পুরুষ শান্তভাবাপন্ন হইয়া সেই হরিচরণারবিন্দ যাবৎ আশ্রয় না করে, তাবৎ কৃতান্তকবল এই সংসার হইতে তাহার নিস্তার নাই। ৩০॥ অপর কোন কোন মহাত্মাগণ উৎপ্রেক্ষাছলে ব্যাখ্যা করেন যে ওহে যেমন তিক্তরস, মিষ্টরস, উভয়ের আস্বাদন ব্যতীত অন্যতরের উৎকর্ষাপকর্ষ অর্থাৎ তিক্ত হইতে মিষ্টের উৎকর্ষ এবং মিষ্ট হইতে তিক্তের অপকর্ষ জ্ঞান হয় না। সেইরূপ বিষয়রসের অসারত্ব জ্ঞান ব্যতীত পরমার্থ রসের সারত্ব (উপাদেয়ত্ব) জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা কি এই মনে মনে বিচার করিয়াই বিশ্বরাট্ ঈশ্বর নিজ প্রকৃতি শক্তি আর মায়া শক্তিই বা বল পরিচালিত করিয়া নানাবিধ প্রাকৃতরসে ভাবিত এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বাত্মক খণ্ড জগৎ সৃজিত করিলেন। অর্থাৎ রতিরস, বীরত্ব, কলাবিলাস (নৃত্যগীতাদি) প্রণয, করুণা, সখিত্ব প্রভৃতি চিত্তাস্বাদ্যরস এবং মধুরাম্লাদি কতকগুলি জিহ্বাস্বাদ্যরস। অপিচ এই প্রকার দেহেন্দ্রিয়মনোভোগ্য ভূরি প্রপঞ্চরসে এই বিশ্বরাজ্যকে পরিপূরিত করিয়া জীবপুরুষদিগকে আস্বাদন করিতে প্রেরণ করিলেন। ভাগবতীয় শ্রুত্যধ্যায়ের

প্রারম্ভেই পরীক্ষিৎ প্রশ্নে ভগবান্ শুকদেবের এই ভাবেই একটী প্রবচনবাক্য আছে। যথা * " বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃ প্রাণান্ জনানাম স্বজৎপ্রভুঃ। মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনেহকল্পনা-য়চ॥ " * ইতি। শ্লোকটী বিশেষ গূঢ়ার্থ ইহার অত্র প্রয়োজনীয় আংশিক মর্ম্মার্থ এই, জীবগণ অনাদিসিদ্ধ অবিদ্যাগ্রন্থিনিষ্ঠ বাসনাবৃত্তিতে উৎকলিত বা উন্মুখ হইয়া থাকাতেই প্রভু ভগবান্ তাহাদের সেই বাসনাবৃত্তি চরি-তার্থকরণ পূর্ব্বক পুনশ্চ শাস্ত্রোপদেশ কৌশলে এবঞ্চ পূর্ব্ব-প্রদর্শিত রীতিক্রমে * " আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ। যৎপ্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং লোকঃ শ্রেয়াংসি পশ্য-তীতি॥ " * সেই বাসনাবৃত্তির নির্ব্বেদে (উপরমে) তাহাদের সেই বাসনাগ্রন্থির নির্ম্মূলরূপে ছেদ সম্পাদন করত তাহাদিগকে (জীবগণকে) নিরঞ্জন (নিরুপাধি) পরমানন্দাবস্থা লাভ করাইবার নিমিত্তই তাহাদের ভোগ্য এই জগৎ বা জগদ্গত বিষয়নিকরের সৃষ্টি, জীবের ভোগা-য়তন এই দেহের সৃষ্টি এবং ভোগোপকরণ (ভোগসাধন) বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি সৃষ্টি বিধান করেন। এক্ষণে ঐরূপে প্রেরিত জীবগণ এই বিশ্বরাজ্যে সমাগত হইয়া মহীমণ্ডলীয় বিষয়-রস আস্বাদন করিতে লাগিল। ফলে বিষয়রসের এমনই মাদকশক্তি, প্রথমতই আপন জীবনের জীবন সর্ব্বময়কর্ত্তা নিজ প্রভুকেই বিস্মৃত হইয়া গেল 'তিনি কোথাকার কে? এমত কথাও অনেকে বলিয়া থাকে' অবশেষ যেমন মদিরামদে মত্ত পুরুষ স্খলিত পতিত হইয়া ক্ষত বিক্ষত হইলেও বোধশূন্য তাহার ন্যায় বিষয়ারণ্যে বিষয়

অন্বেষণে কত যে কষ্টকণ্টকাঘাত তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। পরিতোষার্থী কিন্তু বিষয়ে পরিতোষ কোথায়? সুতরাং দেহি দেহি বিষয়ান্ দেহি মনে বচনে এই মাত্র বাণী অথবা জপ্যমন্ত্র। অধিক কি বিষয় বিষয় করিয়া ওষ্ঠাগতপ্রাণ; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক দুঃখনিকরে জর্জ্জরীভূত, তথাপি সুখ আর কোথায় বিষয়েই সুখ এইরূপ দৃঢ়জ্ঞান। অতি তুচ্ছ বিষয়নিষ্ঠ খণ্ডসুখবর্জ্জিত স্বভাবসিদ্ধ আত্মার অখণ্ড যে পরমানন্দ সুখ তাহা গোত্রস্খলিতবৎ একবার ভুলেও মনে করে না। জীবগণ এইরূপ ভ্রান্ত হইয়া সংসারচক্রে বহুকাল [বহু-জন্ম] ভ্রমণ করিতে করিতে কদাচিৎ মহৎসঙ্গাদি দ্বারে ফলে তাহাও সেই প্রেরণকারী কারুণিক প্রভুর করুণা দৃষ্টিপাতেই হয়, যেহেতু শাস্ত্র বাক্য আছে। *"ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদাভবেৎ জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ। সৎসঙ্গমো যর্হিতদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥" * করুণাময় হরির করুণাদৃষ্টিপাতাধীন যখন যাহার সংসার-মোচনের সময় উপস্থিত হয়, তখনই সাধুসঙ্গের ঘটনা হয়। সাধুসঙ্গের প্রভাবেই সতের গতি, সেই হরিতে রতি জন্মে এবং তাঁহাতে রতি জন্মিলেই পুরুষ সংসার-মুক্ত হয়।" ইতি। তখন পুরুষ নিদ্রাভঙ্গে চেতনপ্রাপ্তির-ন্যায় চকিত হইয়া বিষণ্নমনে চিন্তা করিতে থাকে। হা! আমি কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় যাইব; এই সংসারে ত আমাদের চির অবস্থান নহে; কিছুদিনের নিমিত্তে। কিন্তু পরে আমরা আমাদের প্রেরণকারী

প্রভুর নিকটেই গৃহীত হই কি আমাদের দোষগুণের বিচার করিয়া আমাদের ... দৃষ্টে কোন দুঃখময় স্থানে প্রেরিত বা নিক্ষিপ্ত হইব ?। কেননা আমরা ত স্বাধীন নহি; সেই প্রভুরই অধীন। এখানকারও গতি দেখিতেছি, আমাদের এই দৈহিক অবস্থাও যেমন অনিত্য এই সংসারের সুখস্বচ্ছন্দ্যতাতেও আমাদের ততোঽধিক অনিত্যসম্বন্ধ। পূর্ব্বক্ষণে যাহা আছে দেখি পরক্ষণে তাহা আর নাই। তবে এমত ইন্দ্রজালবৎ মিথ্যাপ্রায় ধনজনাদিতেই বা আমাদের এত আস্থা কেন ? এ আস্থা ভ্রম মাত্র বলা যাইতে পারে। ফলতঃ যখন আমাদের দেহই অনিত্য, তখন আমাদের দেহভোগ্য সাংসারিক বৈষয়িক সুখেও যে আমাদের অনিত্য সম্বন্ধ, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি ? যদি বল যে অনিত্য সম্বন্ধই বল আর নিত্যই বল বিষয় সম্বন্ধ ব্যতীরেকেও ত আমাদের সুখের সম্ভাবনা নাই। না ! না ! সে আমাদের ভ্রম মাত্র ? কেননা, আমাদের আত্মাই যখন স্বতঃসিদ্ধ চিদানন্দরূপী কেবল আগন্তুক দেহগেহাদিতে অধ্যাস্ত (জড়িত) হইয়াই নানা দশা ভোগ করিতেছেন, তখন বিষয়সম্বন্ধ ব্যতীত আত্মার সুখ কোথায় এ আশঙ্কা কেবল মায়াকৃত ভ্রমমাত্র। আত্মা যে বিষয় সম্বন্ধ বিনাও সুখী তাহার একটী আভাসিক স্থল দেখ, আমরা যখন সুসুপ্তিদশা (সুগাঢ় নিদ্রায়) নিদ্রিত থাকি ' যদিও সুপ্তি-দশা (তরল নিদ্রায) ইন্দ্রিয়গণ নিদ্রিত হইলেও মন তৎ-কালে জাগ্রত থাকাতে দেহেন্দ্রিয়ের জাগ্রৎ সময়ে দৃষ্ট

বা শ্রুত অথবা মনের স্বাভাবিক কল্পনাস্বভাব (চিন্তা-শক্তি) সাধিত স্বপ্নাকারে তথা বিষয়স্ফূর্ত্তি জন্য সুখ দুঃখাদির অনুভব হয় বটে' কিন্তু মনের নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নাকারেও আর বিষয়স্ফূর্ত্তি হয় না; সুতরাং তজ্জন্য সুখ দুঃখেরও অনুভবাভাব অথচ তদবস্থায় দেখ বিষয়-সম্বন্ধের গন্ধও নাই, তথাপি আমরা সুখেই থাকি দুঃখের লেশ মাত্র জানি না। নিদ্রাভঙ্গে 'পরমসুখে ছিলাম' এইটীই অনুভব হয়। এই নিমিত্তই শাস্ত্রাচার্য্যেরা উদাহরণ দর্শাইয়া থাকেন যে সুসুপ্তি আর সমাধি (ইন্দ্রিয়-গণের বাহ্যবৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক মনের অন্তর্মুখীকরণ বা (একাগ্রতা) এই দুইটী অবস্থায় আত্মার বা জীবের মোক্ষ-দশার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় এবং মনের বিষয়সম্বন্ধবিনাও আত্মার স্বসুখানুভব প্রায় তুল্য। তবে প্রভেদ এই, এ দুই অবস্থায় ভঙ্গ দোষ আছে। মোক্ষ-দশাতে দেহাদি উপাধির অত্যন্ত বিলয়ে স্বসুখের আর ভঙ্গশঙ্কা নাই। এই প্রকারে বহুবিচারিত হইয়াছে যে আত্মা নিরুপাধি অবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন স্বতঃসিদ্ধ সুখময় অর্থাৎ আত্মারাম—আপনাতেই আপনি সুখী, তাহার সুখের নিমিত্ত প্রাকৃত বস্তুর সহায়তা অপেক্ষা করে না। ফলে আত্মারামত্ব বা আত্মরতি ধর্ম্মের মর্ম্মার্থ এই, আপনিই আপনার প্রেমাস্পদ, আপনিই আপনাতে আনন্দিত * "ইয়মাত্মা পরানন্দ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ। মা ন ভুবংহি ভূয়াসমিতি প্রেমাত্মনীক্ষতে॥" * ইতি বেদান্ত পঞ্চদশী। আত্মার ঐ স্বরূপ ধর্ম্মটী থাকাতেই আর অবিদ্যা পরি-

ভবে এক্ষণে আমাদের এই আগন্তুক দেহেও আত্মভ্রম [আমি বুদ্ধি] হইতেছে বলিয়া দেহ আমাদের অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই দেহে আত্মবুদ্ধি [আমি জ্ঞান] যাবৎ আছে বা থাকিবে তাবৎ দেহসম্বন্ধে সম্বদ্ধ ধনপুত্রকলত্রাদিতেও যে মমতাবুদ্ধি [আমার ইত্যাকার জ্ঞান] ইহাও অসম্ভব নহে। কিন্তু আত্মার [জীবের] বিশুদ্ধ অবস্থায় অর্থাৎ ভৌতিকদেহের অত্যন্ত বিলয়াবস্থায় [মোক্ষদশায়] সেই আত্মবুদ্ধি, দেহাভাবে আত্মাতেই সুতরাং পর্য্যবসিত হইবে এবং থাকিবে এবং মমতাও যেমন সূর্য্যকিরণে সূর্য্যের এবং সূর্য্যকিরণের সূর্য্যে পরস্পর নিয়ত সম্বন্ধ, সেইরূপ তাঁহার সহিতও আমাদের এতাবতা নিশ্চিতার্থ এই হইতেছে যে আমাদের নিরুপাধি অবস্থায় দেহগেহাদিতে আত্ম আত্মীয়ভাব রহিত হইয়া গেলেও আমাদের প্রধান আত্মা পরমাত্মার সহিত আমাদের সে সম্বন্ধের কখনই বিরাম নাই যেনন কোন জীবন্মুক্ত পুরুষের বাক্য আছে * "যদ্যপি ভেদাপগমেনাথ ত বাহং ন মা মকীনস্তং। সামুদ্রোহিতরঙ্গঃ ক্বচিদপি সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥" * হে নাথ পরমাত্মন্ যদিও আমার এক্ষণে আমার ভেদবুদ্ধি রহিত হইয়াছে সত্য তথাপি তোমা হইতেই আমি আমা হইতে তুমি নহ কেননা সমুদ্রেরই তরঙ্গ হয় তরঙ্গের সমুদ্র হয় না। ফলে আমাদের আত্ম আত্মীয়ভাব তাঁহার সহিতই প্রকৃত সত্য এবং নিত্য আগন্তুক দেহগেহাদিতে অনিত্য এবং মায়িক মাত্র। কিন্তু দেহগেহাদি অনিত্য এবং মায়া গুণের কার্য্য হইলেও ঘৃত মধুময় লেহের

ন্যায় স্বাদে মধুর, পুরুষের প্রলোভক কিন্তু বিপাকে তদ্বৎ [ঘৃত মধুময় লেহবৎ] বিষতুল্য দুঃখনিদান। অতএব কেবল অনর্থোৎপাদক ধনজনাদিতে মমতাবদ্ধ না হইয়া ঔদ্ধত্যত্যাগপূর্ব্বক শান্ত হইয়া (শান্তিরস আশ্রয় করিয়া) আমাদের অচ্ছেদ্য মমতাস্থান সেই প্রভু পরমাত্মাতেই তদেকাত্মভাবে মমতাবদ্ধ হওযাইত দেখি সংসারের সকল দুঃখজাল মোচনের এবং অখণ্ড পরমানন্দ [প্রেমানন্দ] লাভের একমাত্র হেতু হইতেছে। হা! কি হতভাগ্য আমরা? আমরা মায়া রাক্ষসীর মোহিনীশক্তিতে অভিভূত হইয়া আত্মসম্পদে বঞ্চিত হইয়া অতিতুচ্ছ দুঃখবহুল সংসাররসে কি মগ্ন হইয়া পড়িয়াছি? এইরূপ আক্ষেপ পূর্ব্বক আত্মোদ্ধারে কৃতসংকল্প হইয়াও * "সুচিরাভ্যস্ত-সংস্কারাৎ বিষয়াণাং দুরত্যয়াৎ। শক্নোতি ন সুখং ত্যক্তুং পুনাংস্তান্ জাতধীরপি ॥ ১ ॥ কিং ক্রমো বত-দৌরাত্ম্যং চিরাভ্যাস কুসংস্কৃতেঃ। স্বপ্নেঽপ্যসৌজোষরতে স্রকৃগন্ধ বণিতারসান্ ॥ ২ ॥" * গ্রন্থকৃতঃ ॥ বিষয়কে অনর্থ জ্ঞান হইলেও চিরকাল অভ্যস্ত বিষয়ের হঠাৎ এককালে ত্যাগ হওয়া অতি সুকঠিন ॥ ১ ॥ চিরাভ্যাস কুসংস্কারের দৌরাত্ম্যের কথা কি বলিব দেখ স্বপ্নেও ঐ সংস্কারাধীন স্রক্চন্দন বণিতাদিরসের স্ফূর্ত্তি হয়। পুরুষ জাতবিবেক হইয়াও চিরাভ্যস্তবিষয়সংস্কার যে হঠাৎ ত্যাগ করিতে পারে না ভাগবতেও ভগবান্ বাসুদেব প্রাসিঙ্গিক স্বয়ং এ কথা কহিযাছেন। যথা— * "বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ কিন্তু ত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ। জুষমানশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদ-

র্কাংশ্চ গর্হয়ন্ ॥ *" জাতবিবেক পুরুষও বিষযে নির্ব্বেদ (বিতৃষ্ণা) জন্মিলেও হঠাৎ বিষয়মুক্ত হইতে পারে না। হা কষ্ট হা কষ্ট বলিয়াও উহা ভোগ করিতে বাধ্য হয় ইতি ॥ ৫০ ॥ ভূতভাবন, ভূতানুকম্পী ভগবান্ যেহেতু জীবগণ তাঁহার নিজ পরিবার, নিজদাস এ কারণ মায়াভিভূত জীবগণের এই সংসারসাগর পারের নিমিত্ত সদ্‌গুরু, সাধুশাস্ত্র (বেদ পুরাণাদি) বিবেকশক্তি, [বিচারণাবুদ্ধি] এবং সাধুসঙ্গ (সৎসঙ্গ) এই চতুর্মূল সেতু অগ্রেই নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। অর্থাৎ কিশোরগণ স্বাবধানী চতুর পুরুষেরা এই চারিটী সামগ্রীকে আশ্রয় করিয়াই আত্মোৎকর্ষ লাভ করে। ইহাতেও অকর্ম্মণ্য কাপুরুষেরা বলে, আরে উন্নতি অবনতি সকলই অদৃষ্ট (প্রারব্ধ) বুদ্ধিবিবেচনাতেই বা কি কর্‌বে আর শাস্ত্রজ্ঞান সৎসঙ্গেই বা কি হবে ইত্যাদি। কিন্তু তাহাদের প্রতি জিজ্ঞাস্য যে প্রারব্ধ কি গাছের ফল কি বন্যার জল ? অদৃষ্ট বল, আর ভাগ্য বল, আর প্রারব্ধই বল সে আর কিছুই নহে, জন্মান্তরকৃত কর্ম্মেরই পঞ্জীবিশেষ। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের এই সংসারে [জন্মে] এই এই কর্ম্ম করিলে অতএব পুনশ্চ তোমাদের উত্তর সংসারে (জন্মে) এই এই রূপ ফল পাইতে হইবে ইত্যাকার দৈবকৃত নির্ব্বন্ধমাত্র॥ অতএব তোমরা জন্মান্তরে সৎসঙ্গাদি না করিয়া,সুশীল না হইয়া দুঃসঙ্গে দুঃশীল হইয়া কেবল কুকর্ম্মেই রত ছিলে তাহারই ফলে এক্ষণে দুঃখপুঞ্জে নিপতিত হইয়াছ। এক্ষণে উপায় চিন্তা কর ! সৎসঙ্গ করিয়া সুমতি অবলম্বন

পূর্ব্বক সতের আচরণ শিক্ষা কর। বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভের নিমিত্ত সদ্‌গুরুর আশ্রয় কর, এবং সৎশাস্ত্র পাঠ কর; মর্ত্ত্য পুরুষের মঙ্গলের নিমিত্ত ইহা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। যদি বল আমাদের অদৃষ্টও ত তবে আমাদের প্রাক্তন্ শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে শুভ অশুভ দুই ভাগে পরিণত আছে অতএব আমাদের দূরদৃষ্টাংশও ত আমাদের সৎপ্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক হইতে পারে? কেননা শাস্ত্রে উক্ত আছে। * "কিং করোতি নরঃ প্রাজ্ঞঃ প্রেষ্যমাণঃ স্বকর্ম্মভিঃ। প্রায়েণৈব মনুষ্যাণাং বুদ্ধিঃ কর্ম্মানুসারিণী।" * পুরুষ প্রজ্ঞাবান্ হইয়াই বা কি করিতে পারে যেহেতু কর্ম্মসূত্র দ্বারাই সতত তিনি পরিচাল্যমান। অতএব তাহার বুদ্ধি কর্ম্মানুরূপই হইবে ইতি। হাঁ এ কথাও অশাস্ত্রীয় নহে বটে। কিন্তু * "সৎসঙ্গাজ্জায়তে বুদ্ধিঃ সদর্থপরিশীলিনী। অসদ্ভিরসদালাপৈঃ সদর্থপরি পন্থিনী।" * বুদ্ধি, সৎসঙ্গে সদর্থপরিশীলনে প্রবর্ত্ত হয় এবং অসৎসঙ্গে, অসদালাপে সদর্থপরিপন্থিনী হয়। ইহাও ত শাস্ত্রের উক্তি; অতএব ইহার সামঞ্জস্য এই সৎসঙ্গবর্জ্জিত যে জন তাহারই বুদ্ধি কেবল কর্ম্মানুসারিণী যেমন পশ্বাদির ক্রিয়াশক্তি কেবল ইন্দ্রিয়নৈসর্গিক; ফলতঃ অসৎসঙ্গ দুরদৃষ্টের সহায় হয়, এবং সৎসঙ্গাদি শুভাদৃষ্টের সহায় ও দুরদৃষ্টেরও অবসাদক হয়। আর দেখ আত্মসাধন বা স্বাধ্যবসায়ের নৈসর্গিক একটী অসাধারণশক্তি যদি না থাকিত তবে লোকে আত্মোৎকর্ষসাধন বা শাস্ত্রে তদর্থোপদেশ বন্ধ্যাপুত্রবৎ হইত। এই দেখ পরমার্থ প্রযোজক ভাগবত শাস্ত্রেও। * "সতাং

প্রসঙ্গাৎ মমবীর্য্যসম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণা দাশ্বপবর্গবর্ত্মস্থ শ্রদ্ধা রতির্ভক্তি রনুক্রমিষ্যতি।*” বক্তা স্বয়ং ভগবান্ বাসুদেব কহিতেছেন যে, সাধুদিগের সঙ্গে অপর গ্রাম্য কথা উপস্থিত হয় না কেবলমাত্র আমারই অদ্ভুত কর্ম্ম সকলের প্রসঙ্গ হয় যাহা নিয়ত শ্রবণ করিতে করিতে মোক্ষমার্গের আশ্রয়ভূত আমাতেই ক্রমে শ্রদ্ধাতিশয় এবং প্রেমাত্মিকাভক্তি জন্মে ইতি। অতএব কহি যেমন তোমাদের পিতার কোন আদেশ উপদেশ তোমাদের বাল্যতারল্যে মনোরম (প্রবৃত্তিজনক) না হইলেও, পিতার গৌরবে বা ভযে তাহা প্রতিপালন করিতে বাধ্য হও, সেইরূপ পরমকারুণিক জগতের সেই পরমপিতার আজ্ঞারূপ শাস্ত্রোপদেশ সকলকে মান্য করিয়া প্রথমতঃ ন্যূনকল্পে উহার একটী অঙ্গও যজন কর অর্থাৎ অসৎসঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গ কর তাহাতেই তোমাদের সেই পরমপিতার যথা সম্ভব তুষ্টি জন্য তাঁহার অপাঙ্গ দৃষ্টিই বর্ব্বর্ত্তি সর্ব্বোপরি হইয়া তোমাদের যথাসম্ভব (যা আছে) শুভাদৃষ্টের কণারেণুমাত্র তাহাকেই উদ্দীপ্ত এবং পরিপুষ্ট করিয়া তোমাদের দুরদৃষ্টনিচয়কে অবসন্ন করিয়া দিবে। অতএব তোমরা অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হবে বলিয়া নিরুদ্যম কাপুরুষের পদবীতে পদার্পণ করিও না। * “মা ভৈঃ সুদুস্করধিয়া পরিপালনে তদাজ্ঞাচয়স্য শনকৈঃ প্রসর প্রযত্নাৎ। নাঢ্যাভবন্তি বণিজঃ ক্বচিদেকরাত্র্যা যত্নঃ সুসন্নিহিতহেতুরভীষ্টসিদ্ধৌ। গ্রন্থকারস্য। তাঁহার (জগৎপিতার) আজ্ঞাপালন সুকঠিন জ্ঞান করিয়া পরাঙ্মুখ হইও না। যত্নকে সহায় ক-

রিয়া ক্রমে অগ্রসর হও। দেখ বণিকগণ কেহই এক রাত্রিতে ধনী হয় না অতএব কহি যত্নই সকলসিদ্ধির সন্নিহিত হেতু॥ পরম কারুণিক আমাদের সেই পরমপিতা সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ জীবগণ দুরন্তমায়ার হস্তে পতিত হইয়া নানা দুরবস্থাগ্রস্ত হইবে; উন্মাদগ্রস্ত পুরুষের ন্যায় দিগ্বিদিকজ্ঞানরহিত হইবে জানিয়া অগ্রেই তাহাদের সৎপথ প্রদর্শক বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রের উদ্ভাবন করেন এবং তাহাতেও সম্যক্ পরিতোষ লাভ না করিয়া স্বীয় বিভূতি বিস্তারে। * "শিরস্থানাং যথাচারা ভবন্তিহ্যনুজীবিনঃ। *"। অনুজীবী অধঃস্থজনেরা প্রায় আপন শিরস্থ (প্রভু) দিগের সমশীল হয় এই ন্যায়ানুসারে বিশুদ্ধশীল সাধুস্বভাব কতকগুলিন্ ঋষিযূথের আবির্ভাবনে কৃতসংকল্প হয়েন যে এই শিরস্থ পুরুষদের আচার আচরণ দেখিয়া অনেকেই তদনুবর্ত্তী হইবে। পরে কাল পর্য্যায়ে যখন কল্পান্তরীয় দুর্জ্জন দুরাত্মাগণ আসিয়া জন্মগ্রহণ করত দর্পিত হইয়া ধর্ম্মোপপ্লব আরম্ভ করে তখনও। * "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুস্কৃতাং। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। *" তাঁহার এই প্রতিজ্ঞানুসারে তিনি স্বয়ং এই মর্ত্ত্যাবাসে মর্ত্ত্যবেশে অবতীর্ণ হইয়া সেই সকল দুষ্টের দমনপূর্ব্বক সাধুগণের রক্ষা এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন॥ অতএব * "প্রভবতি পরিগীতুং কোহবধিং তস্মহিম্নো তর্হিবত বদমাদৃক্কীট তুল্যঃ ক্ব আস্তে। তদপি শৃণু মণীষাং শশ্বদাবর্ত্তয়ন্ স্বাং পরিকলয় বিভুম্নোহস্মাস্বকারুণ্যবণ্যাং॥ *" গ্রন্থকারস্য তাঁহার মহিমার পরিসীমা নির্ব্বাচনে এই জগতে কে সমর্থ

আছে তাহাতে ক্ষুদ্র কীটতুল্য আমিই বা কোথায়? তবে তোমাদিগকে এই মাত্র উপদেশ করি যে তোমরা ভাগ্য-ক্রমে সেই প্রভু হইতে যে বুদ্ধিবৃত্তি লাভ করিয়াছ তাহাকে অসকৃৎ আবর্ত্তন করিলেই আমাদের প্রতি তাঁহার করুণা-বিস্তার দেখিতে পাইবে॥ অধুনা প্রার্থনা। * " সান্নিধ্যং তবপাদপদ্মযুগলস্যার্ভর্থয়ে ঽহং মুহুঃ কার্পণ্যংবত মা কুরু প্রদদস্বেশ প্রপন্নে ময়ি। সংসারোদধিবাড়বাগ্নিবিষয়-জ্বালাভিরার্ত্তোভৃশং পারংগন্তু মমুষ্য বিশ্বজলধের্নাস্ত্যেবনো-ঽন্যাপতিঃ॥ *" হরে হর ইতি ভ্রাতো রটানিশ মহর্নিশং পশ্যেমং ক্ষণবিধ্বংসিদেহং ভাবিভয়াবহং॥ *॥

ইতি শিক্ষানর্ম্মসখী দ্বিতীয়নর্ম্ম।

অথ তৃতীয়নর্ম্ম।

জয় জয় জয় ভো ভোঃ কৃষ্ণচৈতন্যনামা
কলিকলুষবিনাশী তপ্তকর্ব্বূরধামা।
ভবজলধি তরঙ্গাস্ফালনাম্মূর্চ্ছমানং
শরণমুপগতং মা মুঞ্চরাত্মাবসানং॥ ১॥
নির্ব্বাপিতু মশক্যোঽয়মনলো বিষয়াভিধঃ।
দগ্ধাত্মানং প্রশময় শান্ত্যেকরসধারয়া॥ ২॥
অহো গূঢ়ং মন্যে দয়িত তব মায়াবিলসিতং পণং
কৃত্বা প্রাণান্ নিখিল পবিতাপোদ্ভবভুবং।

যতঃ সর্ব্বেঽস্মীবৈ সুহৃদিতিধিয়া হৃং মদমমুং
ভজন্তে হা হন্তোজ্ঝিৰতসুখদশান্ত্যেকসুহৃদঃ ॥ ৩ ॥
অহোঽস্মাকং ভাগ্যং দয়িত মদদাস্তং গুণনিধে
লবং জ্ঞানস্যৈকং বহতি যদয়ং পূর্ণশশিভাং।
ক্রমেণাবৃত্ত্যা লোকয়তিচ সদর্থান্ পরিহরন্নলং
স্বান্তধ্বান্তং সুখযতিচ নঃ ফুল্লহৃদয়ান্ ॥ ৪ ॥ গ্রন্থকারস্য।

হে কুমারবৃন্দ ! এক্ষণে আমাদের বৈদিকশাস্ত্রসম্মত সৃষ্টিতত্ব এবং আত্মতত্বের বিষয় কিছু বর্ণন করি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর ॥ ৫ ॥ চিরপরম্পরা লোকে এই জগৎ-সংসারকে যে অনিত্য এবং মায়াময় কহিযা আসিতেছে ইহার বীজ কি ? ॥ ৬ ॥ ইহার বীজ এই, যেমন ইন্দ্র-জালিক বস্তু (ভেল্‌কী) আদ্যেও এবং অন্তেও কোথাও কিছু থাকে না মধ্যে মাত্র ক্ষণকাল ইন্দ্রজালবিদ্যা বা শক্তিদ্বারা আবির্ভাবিত হইয়া প্রকৃত সত্য বস্তুর ন্যায় প্রকাশ পায় সেইরূপ বেদে পুরাণে বলে যে এই জগৎ পূর্ব্বেও ছিল না এবং পরেও থাকিবে না কেবল * " ভগ-বানাস এবেদমগ্রআত্মাত্মনাং বিভুঃ। " * সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন সর্ব্বজীবের আত্মা অনাদিপুরুষ এক ভগবান্ মাত্র ছিলেন। এইটী পুরাণসম্বাদ * " সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ " * সৃষ্টির অগ্রে এক অনাদি নিত্যবস্তু ব্রহ্ম মাত্রই ছিলেন। এইটী বৈদিক শ্রুতি। তাহার পর * " সসর্জ্জেদং স ভগ-বান্ গুণময্যাত্ম মায়য়া। " * সেই ভগবান্ সত্ব রজঃ তমো গুণময়ী নিজ মায়াশক্তি দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন।

অর্থাৎ এই জগৎ ঈশ্বরীয় মায়াশক্তির কার্য্য। মায়াশক্তিই জগৎকারণ (প্রকৃতি), তিনি যখন তাঁহার ঐ শক্তিকে পরিচালিত করেন, তখন এই বিশ্বপ্রপঞ্চের উদয় হয় এবং যখন উহাকে পুনশ্চ প্রতিসংহৃত করেন, তখন এতৎ সমস্তই অন্তর্হিত হইয়া যায় কেবল তিনিই মাত্র বর্ত্তমান থাকেন ॥ ১১ ॥ কিশোরগণ! ইন্দ্রজাল মায়ার সহিত ঈশ্বরীয় মায়ার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইলেও সে লৌকিকী মায়া অতি তুচ্ছ কিন্তু ঐ দৈবীমায়ার অসীম প্রভাব এবং অসীম বিস্তার। যেহেতু উহার উদ্ভাবিত সামগ্রী সমস্তই আমাদের প্রকৃত ভোগ্য ভোগায়তনাদিরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু ঐ ভোগ্য ভোগায়তন দেহগেহাদি সমস্ত যে চিরস্থায়ী নহে তাহা তোমরা এই জগতীয় সমস্ত বিষয়েরই আগমাপায়ি (হইতেছে যাইতেছে) গতি দৃষ্টেই একপ্রকার বুঝিতে পারিতেছ ॥ ১৩ ॥

এক্ষণে আত্মতত্বের কথা কিঞ্চিৎ বর্ণন করি অগ্রে শুন। এই জগতে স্থূল বা সূক্ষ্ম যে কোন পদার্থই হউক আছে সমস্তই অর্থাৎ যাহা স্থূল তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর এবং যাহা সূক্ষ্ম তাহা বিজ্ঞান কৌশলের গোচর হইয়া থাকে। কিন্তু আত্মা পদার্থটী আমাদের ইন্দ্রিয়ের বা বিজ্ঞানের কিছুরই গোচর হয় না। কেবল তাহার চৈতন্যশক্তি বা জ্ঞানশক্তির কার্য্যদ্বারা অনুভূত বা অনুমিত মাত্র হয়। একটী সামান্য উদাহরণেই তাহার সত্তাবিষয়ক প্রতীতি তোমাদের বিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইবে অর্থাৎ জীবন মরণ*(বাঁচা মরা) এই সহজ জ্ঞানটী তোমাদের সকলেরই

আছে অতএব যাহার যোগে বাঁচা এবং যাহার বিয়োগে মরা এই দুইটী সিদ্ধ হইতেছে সেই আত্মা॥ ১৭॥ তোমরা কেহ এমত সংশয় করিতে পার যে প্রাণবায়ু আত্মা তাহা নহে সেই আত্মার আনুকূল্যেই,সে স্বকার্য্যসাধন করে ফলতঃ সেও জড় (অচেতন)। কোন কোন ভিষগাচার্য্য রক্তধাতুর আশ্চর্য্য ক্রিয়া দর্শনে চমৎকৃত হইয়া কহিয়াছেন * " রক্তং জীব ইতি স্থিতিঃ " * রক্তই মনুষ্যের জীবন। ফলে সে কথাটী প্রশংসাপরমাত্র নতুবা সেও জড় অচেতন কেবল আত্মানুকূল্যেই ক্রিয়াবান্। এতাবতা চিৎ বা চৈতন্য পদার্থই আত্মা এই সিদ্ধ সিদ্ধান্ত। তবে যদি বল, বৃক্ষ লতাদিরও ত বাঁচা মরা আছে তবে কেন অস্মদাদির ন্যায় তাহাদের কোন ক্রিয়া সাধন নাই? নাই সত্য, কিন্তু তাহা কেবল অস্মদাদির ন্যায় তাহাদের ইন্দ্রিয়যন্ত্রের অভাববশতই। নতুবা দেখ আত্মধর্ম্ম যে সুখদুঃখানুভব তাহা তাহাদেরও আছে—তাহারা রৌদ্রসন্তাপাদিতে ম্লান হয় এবং শৈত্যসিঞ্চনাদিতে প্রহৃষ্ট হয় (তরুণ হয়)। আরও দেখ, আমাদের এই পাঞ্চভৌতিক দেহও জড় এবং পঞ্চভূতময় এই জগৎ সমস্তই জড় এবং ঐ পঞ্চভূতাদির লক্ষণ এবং গুণ শাস্ত্রতঃ এবং প্রত্যক্ষতও সুবিদিত আছে কিন্তু চৈতন্যশক্তি উহাদের ব্যষ্টিতেও নাই এবং সমষ্টিতেও (মিলনে) দৃষ্ট হয় না। অতএব আত্মা পদার্থটী ঐ সমস্ত পদার্থ হইতেই ভিন্ন এবং অতিরিক্ত কেবল জ্ঞান বা চৈতন্যময় অর্থাৎ চিৎ পদার্থ। হে কুমারবৃন্দ! এই আত্মতত্ত্ব বুঝা এবং বুঝান

উভয়ই কঠিন। ইহাতে তর্কনিষ্ঠ বিদ্বৎ পুরুষদের কত তর্ক উঠিয়াছে, কতই সিদ্ধান্ত যোজিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু উক্ত বৈদিকশাস্ত্রের প্রাচীন মতই প্রসিদ্ধ ॥২৩॥ বেদে * " একমেবাদ্বিতীয়ং"* এই জগতে এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই এই কথাটী আছে। কিন্তু এই একত্বটী কিভাবের একত্ব? জগতে ব্যক্তির অনেকত্ব দর্শনে ব্যক্তিত্বে এক কিরূপে সম্ভবিবে?। কৃষ্ণা গৌঃ শুক্লা গৌঃ ইত্যাদি যেমন ব্যক্তিত্বে পৃথক্ হইয়াও জাতিত্বে সকলেই এক গো জাতিতে নিবিষ্ট তদ্রূপ জাতিত্বেও এক বলা যাইতে পারে না, যেহেতু চিৎ এবং জড় এতদুভয়াত্মক এই জগৎ প্রতীয়মান হইতেছে॥ এই সংশয় প্রশ্নে একান্ত অদ্বয়বাদী বৈদান্তিক মতের সিদ্ধান্ত-গতিই অগ্রে কিঞ্চিৎ বর্ণন করি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ঐ মহাত্মারা কোন শ্রুতির আভাসে, স্বরূপজ্ঞানের (সত্য-জ্ঞানের) আবরক অর্থাৎ যেমন আমরা কচিৎ কুজ্ঝটিকা-চ্ছন্নদৃষ্টি হইয়া কোনই পদার্থের অদর্শনে অপদার্থ যে অন্ধকার তাহা দেখিতেছি প্রতীতি হয় অথবা যেমন ভ্রমিরূপ তমোগ্রস্ত হইয়া ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ার্থের অনুপ-যোগেও নীল পীতাদি নানারূপ দেখিতেছি এইরূপ প্রতীতি হয় অথবা যেমন ভ্রমাধীন রজ্জুকে সর্পজ্ঞান এবং শুক্তিখণ্ডকে রৌপ্যজ্ঞান হয় ঐরূপ জ্ঞানের অভাব অজ্ঞান তাহা নহে দৃষ্টান্তদর্শিত অনির্ব্বচনীয় একটী অজ্ঞান পদার্থ স্বীকার করিয়া সেই অজ্ঞান বিজৃম্ভিত প্রতীতি মাত্র এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ, বস্তুতঃ মিথ্যা এই সিদ্ধান্ত করেন॥

উহারা সর্ব্বদাই দৃষ্টান্ত দর্শাইয়া বলেন যে যেমন ভ্রমাধীন কচিৎ রজ্জুতেও সর্প প্রতীতি হয় অথবা শুক্তিতে রজত প্রতীতি হয় সেইরূপ সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মেতে এই জগৎ ভ্রম হইতেছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই তথাপি ভ্রমিবশতঃ নীলপীতাদিরূপ দর্শনের ন্যায় এই অপদার্থভূত (মিথ্যাভূত) জগৎ প্রতীতিমাত্র হইতেছে। দ্বৈতবাদীদের ঈশ্বরীয় মায়ার বিদ্যা অবিদ্যা আদি, বৃত্তিভেদের ন্যায় উহাঁরাও সেই অজ্ঞানের নানা বৃত্তি স্বীকার করেন। তাহার স্থূল মর্ম্ম এই, ঐ অজ্ঞানপদার্থ মনঃরূপে পরিণত বা বিবর্ত্তিত হইয়া শ্রুতিদর্শিত 'তত্ত্বমসি' এই বাক্যস্থ ত্বংপদার্থকে অর্থাৎ পরব্রহ্মের জীবোপাধি আভাস চৈতন্যকে অধিকার করিয়া আছে। জীবোপাধি ত্বংপদার্থ তৎপদার্থ ব্রহ্ম হইতে বাস্তবিক ভিন্ন পদার্থ নহে কিন্তু মনোবৃত্তি অহঙ্কারে অভিভূত হইয়া মনোময় অর্থাৎ মনোবিলাস মাত্র, ভোগ্য, ভোগায়তন, ভোগোপকরণ প্রভৃতি নানা মিথ্যা উপাধির কল্পনা করিয়া তাহাতে অধ্যাস্ত (একাত্মবৎ) হইয়া ঐ মনেরই অভিমানবৃত্তিতে আপনাকে কখন সুখী কখন দুঃখী এইরূপ অলিক অভিমান করিতেছে। অতএব ঐ অজ্ঞান-যোনি মনকে নিহত করিলেই অর্থাৎ প্রথমতঃ বেদান্তবিৎ গুরুসন্নিধানে ব্রহ্মতত্ত্বের সম্যগালোচনা, তৎপরিপাকে তত্ত্বে জাতবিশ্বাস, তত্ত্বে জাতবিশ্বাসাধীন বৈরাগ্যোদয়, তদনন্তর সমাধি অবলম্বন দ্বারা মনকে বৃত্তিশূন্য [নির্ব্বিষয়] করিলেই মনঃকল্পিত দ্বৈতের স্ফূর্ত্তি নিরোধ হইয়া অদ্বয় ভাবাপন্ন হয়। অর্থাৎ সেই ভ্রমবৎ অজ্ঞান দূর হইলেই

সেই মূল একত্বেই পর্য্যবসান হয়।অদ্বৈতবাদীদের অদ্বৈত প্রতিপাদক নানাবাদ আছে। কেহ বলেন যেমন চন্দ্রের প্রতিবিম্ব সরস্তড়াগাদি নানা জলাশয়ে পতিত হইয়া নানা চন্দ্ররূপে প্রকাশ পায় সেইরূপ অজ্ঞানবিবর্ত্ত যে মন তৎ-প্রপঞ্চিত যে নানা উপাধিপিণ্ড [দেব মনুষ্য তির্য্যগাদি-রূপ] তাহাতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বপাতেই অনেকাত্মতারূপ দ্বৈতপ্রতীতি হইতেছে। কেহ বলেন, যেমন অগ্নি এক হইয়াও উপাধিভেদে (আশ্রয়ভেদে) তুষাগ্নি, করিষাগ্নি, সমিদগ্নি প্রভৃতি নানা ভেদ ব্যপদেশ হয়, অথবা যেমন আকাশ এক হইয়াও—ঘটমঠাদিকে আশ্রয় করিয়া ঘটাকাশ, মঠাকাশ প্রভৃতি ভেদ কল্পনা হইতেছে, সেই-রূপ অচিন্ত্যস্বভাব ব্রহ্ম বা আত্মা এক হইয়াও অজ্ঞান বিজৃম্ভিত দেহপিণ্ডসম্পর্কে অনেকবৎ ভাসমান হই-তেছে। বৈদন্তিক মতে জীবেশ্বরভেদের ক্রম, যথা, বর্ণিত অজ্ঞান পদার্থের মুখ্য দুই বৃত্তি, মায়া আর অবিদ্যা। ঐ মায়াতে পতিত ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব (চিদাভাস) ঐ মায়াকে আত্মসাৎ করিয়াই মায়াদ্বারা কর্ত্তৃত্বকরত ঈশ্বর পদ-বাচ্য হয়েন, এবং অবিদ্যাতে পতিত ব্রহ্মের চিদাভাস (প্রতিবিম্ব) অবিদ্যাশ্লিষ্ট হইয়া মায়াধিষ্ঠিত ব্রহ্ম প্রতি-বিম্বের (ঈশ্বরের) নিয়ম্যাভিমানে জীবপদবাচ্য হইয়াছে। বস্তুতঃ এসমস্তই স্বপ্নাভিমানবৎ ব্যাপার ইত্যাদি। তবে ব্রহ্ম কি পদার্থ? এজিজ্ঞাসায় ব্রহ্ম, নিরূপাধি চিদানন্দ স্বরূপ অর্থাৎ আনন্দময় চৈতন্যমাত্র, তাঁহার কোন আকার নাই। বৎসগণ! অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকদের এইরূপ বহুবিধ

জটিল কুটিল বাগাড়ম্বর অস্মদাদির দুর্গম্য হইলেও বেদান্ত-দর্শনই অনেকের [দার্শনিকদের] আদরণীয় ॥ কিন্তু দ্বৈত-বাদী অর্থাৎ জীবেশ্বর ভেদদর্শী সাত্বত সম্প্রদায় যথা রামানুজসম্প্রদায়, মাধ্বসম্প্রদায়, এবং শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায় প্রভৃতি ঐ সকল বৈদান্তিক বাদকে অঘটমান এবং সর্ব্বাগম প্রসিদ্ধ সেব্যসেবক ভাবোচিত ঈশ্বরোপাসনার উচ্ছেদক বলিয়া অশ্রদ্ধেয় জ্ঞান করেন। এবং তাহারা বর্ণিত বাদ সকলে কটাক্ষ করিয়া কহিয়া থাকেন যে ভূর্লোকাদি ব্রহ্ম-লোক পর্য্যন্ত লোকসমস্তের প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে তিরস্কার করিয়া অঘটমান ভ্রান্তিজ্ঞান কল্পনাকরাই উ হাদের ভ্রান্তির-কার্য্য হইতেছে, যেহেতু একবস্তুকে অপরবস্তু বলিয়া জ্ঞান হওয়ার নামই ভ্রান্তিজ্ঞান, যেমন উঁহারাই দৃষ্টান্ত দর্শা-ইয়া থাকেন, " ভ্রমাধীন রজ্জুকে সর্পজ্ঞান করা " কিন্তু ঐরূপ ভ্রান্তিজ্ঞান দ্বৈতসত্তা (দুইটী থাকা) ব্যতি-রেকে সম্ভবে কি ?। তাহাতে যখন উঁহারা জগতে দ্বিতীয় বস্তুর সত্তাই স্বীকার করেন না তখন অদ্বয় ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হইতেছে, একি কথা ?। দেখ সর্প একটী বস্তু থাকাতেই রজ্জুতে কখনও সর্প ভ্রম হয়, কিন্তু সেই সর্পাদি বস্তু যদি না থাকিত, তবে আর রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকিত কি ?। আর ভ্রমই বা কাহার হইতেছে এই প্রশ্নে বড়প্রতিবিম্বের (ঈশ্বরের) ভ্রম নাই বলা আর ছোটপ্রতিবিম্বের (জীবের) ভ্রম হইতেছে বলা, উভয়ই তুল্য, কেননা প্রতিবিম্ব অপদার্থ এবং উভয়কেই উঁহারা প্রতিবিম্ব বলিতেছেন। এক প্রতিবিম্বের ভ্রম

নাই, আর অপর প্রতিবিম্বের ভ্রম আছে বলা উভয়ই রাত্র্যন্ধের ইতিহাসবৎ অলিক হইতেছে। আরও দেখ পরিছিন্ন (পরিমিত) বস্তুরই প্রতিবিম্বপাত সম্ভবে। অপরিচ্ছিন্ন [পরিমাণশূন্য] অর্থাৎ বিশ্বব্যাপক ব্রহ্মের প্রতিবিম্বপাত সম্ভবে কি?। অতএব উহাঁদের এইরূপ অলিক বাদ সকল অশ্রদ্ধেয়। বস্তুতঃ। *"একমেবা-দ্বিতীয়ং।"* এই শ্রৌতবাক্যটী বিশিষ্টাদ্বৈতসূচক। অর্থাৎ যেমন সংখ্যাগণনে এক, অন্তঃস্বত্ত্বাবিশিষ্টা স্ত্রীকে একজন বলিয়াই গ্রহণ করা যায় অথবা যেমন কোন প্রভু কর্ত্তৃক "আমার মঞ্জূষা আনয়ন কর" এইরূপ আদিষ্ট ভৃত্য মঞ্জূষান্তঃস্থ সামগ্রী সকলের পরিত্যাগ না করিয়া সমগ্র সামগ্রীবিশিষ্ট সেই মঞ্জূষা আনয়নে প্রবোধিত হয় সেইরূপ। * "এক মেবাদ্বিতীয়ং।" * এই বাক্যদ্বারা চিৎ, অচিৎ, সকলসামগ্রী [জগদুপকরণ] বিশিষ্ট ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ এই শব্দত্রয়বাচ্য জগতের অদ্বিতীয় মূলতত্বকে বুঝিতে হইবে। কেন না শ্রুতিসম্বাদে "এক মেবাদ্বিতীয়ং" এই বাক্যটী যেমন দেখিতেছ তেমনি পুনশ্চঃ—*"অজামেকাং লোহীত কৃষ্ণ শুক্লাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ। অজোহ্যেকো জুষমাণোহনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগা মজোহন্যঃ॥"* এই শ্রুতি-বাক্যটীতে দেখ এক অজ পরমাত্মা, অপর অজ জীবাত্মা, এবং জীবের উপসর্জ্জনী প্রকৃতি, ইত্যেবং তিনটী তত্ব লব্ধ হই-তেছে। অতএব উভয় শ্রুতিবাক্য সমন্বযে[তাৎপর্য্যে]জগতের মূলতত্ব একমাত্র কিন্তু তদায়ত্ত তত্বান্তর সমস্ত তাহারই

ক্রোড়স্থ এই বলিতে হইবে। আর দেখ স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র, বেদবাহ্য নহে অতএব তাহাতেও দেখ। " * বিষ্ণুশক্তিঃ পরাপ্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিং রিষ্যতে ॥ " * চিৎ অচিৎ সমস্ত বিশ্ববৈভব যাহাতে প্রবিষ্ট বিশ্বের মূলতত্ব বিষ্ণু, পরাশক্তি, অপরাশক্তি, অবিদ্যাশক্তি (মায়া) এতাবৎ শক্তিত্রয়বিশিষ্ট। অর্থাৎ তিনি স্বরূপতঃ পরাশক্তিতেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ, অপরাশক্তিতে ক্ষেত্রজ্ঞ (ভোক্তা জীব) এবং অবিদ্যা, মায়া শক্তিতে এই ভোগ্যজগৎ, এইরূপ কহিয়াছেন ॥ ইতি বিষ্ণুপুরাণ ॥ সুতরাং দেখ তিনি অন্তঃস্বত্তাবিশিষ্ট স্ত্রীর ন্যায় অথবা সামগ্রীপূর্ণ মঞ্জুষার ন্যায়,' বিশিষ্টতা ধর্ম্মেই এক, নতুবা কেবল তন্মাত্রতা ধর্ম্মে এক নহেন ইতি। বৎসগণ! অপরা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তির ব্যষ্টীভূত জীবগণ *" যথা অগ্নের্বিস্ফুলিঙ্গাব্যুচ্চরন্তি এবং খলু সর্ব্বেজীবাঃ " * ইত্যাদি শ্রুতি তাৎপর্য্যে এবং * " একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা। পরস্য ব্রহ্মণ স্তেজস্তথেদ মখিলং জগৎ ॥ " * ইত্যাদি স্মৃতি পুরাণাদি বাক্যেও জীবগণ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের কিরণস্থানীয় চিৎকণাস্বরূপ হওয়াতে ব্যক্তিত্বে তাঁহা হইতে ভিন্ন হইলেও জাতিত্বে অর্থাৎ পরমব্রহ্ম পরমাত্মাও চিজ্জাতি এবং জীব (জীবাত্মাও) চিৎজাতি। এ বিধায় অভেদ আছে বলিয়াই 'তৎত্বমসি' ইত্যাকার শ্রুতিবাক্যে হে জীব! তেজোরাশি সূর্য্যের কিরণজাল যেমন তেজঃপদার্থ ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে তেমনই তুমিও সেই সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার কিরণস্থানীয়, অতএব তুমি

চিৎ ভিন্ন দেহাদি জড়পদার্থ নহ ইহাই জীবগণকে প্রতি-বোধিত করিতেছ। পুরাণাদিতেও 'তত্ত্বমসি' শ্রুতি-বাক্যের ঐরূপ অভিপ্রায়ই "একদেশস্থিতস্যাগ্নে র্জ্যোৎ-স্নাবিস্তারিণী যথা," ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্টই বিদিত হইতেছে। ফলতঃ জীবগণ উভয়কোটিগত তত্ত্ব, এক-দিকে সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার সহিত তদংশুরূপ তদী-য়ত্ব সম্বন্ধ, অপরদিকে প্রকৃতির সহিত তৎপরিকরত্ব-রূপ সম্বন্ধ। এই নিমিত্ত (উভয়কোটিত্বহেতু) সেই পর-তত্ত্বের স্বরূপভূত পরাশক্তিকে অন্তরঙ্গাশক্তি, অপরা [ক্ষেত্রজ্ঞ] জীবশক্তিকে তটস্থাশক্তি এবং প্রকৃতি বা মায়া-শক্তিকে বহিরঙ্গা শক্তি বলিয়া সাত্বত কুলাচার্য্য গোস্বামী-গণ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। জীবের প্রকৃতিপরিকরত্ব বা পর্য্যায়ত্ব ভগবদ্গীতাতেও স্বয়ং ভগবান্ বাসুদেব কর্ত্তৃক গীত হইয়াছে। যথা * "অপরেয়মিত স্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মামিকাং। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদংধার্য্যতে জগৎ ইতি॥" * হে অর্জ্জুন! প্রপঞ্চরূপে পরিণতা মদীয় জড়া প্রকৃতি হইতে জীবভূত মদীয় চেতনপ্রকৃতি শ্রেষ্ঠতর। যেহেতু এই চেতনপ্রকৃতি দ্বারাই এই জগৎ সংসার ধৃত হইয়াছে অর্থাৎ চিদচিৎ উভয়াত্মকই এই জগৎ। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে জীবের অনাদি বাসনাই (কর্ম্মবীজ) সংসার ভোগের কারণ হইয়াছে অর্থাৎ সেই কর্ম্মবীজ বাসনাধীনই জীবগণ মায়াগুণে বদ্ধ হইয়া আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধি-ভৌতিক দুঃখময় সংসারকে আপাততঃ সুখাকর জ্ঞান করিয়া তাহাতেই মগ্ন হইয়া তাহাতেই প্রণয়বদ্ধ হইয়াছে।

সুতরাং পূর্ব্বকোটি পরমাত্মা পরমপুরুষের সহিত বাস্তবিক তদীয়ত্বরূপ অর্থাৎ তোমার আমি সুতরাং আমার তুমি এতাদৃশ যে ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ, অহা বিস্মরণহেতু তাঁহাতে মমতাবদ্ধ না হইয়া উত্তরকোটি প্রকৃতি বা মায়া অর্থাৎ তৎপ্রপঞ্চিত ভোগ্য ভোগায়তন দেহগেহাদিতেই মমতাবদ্ধ হইয়া জন্ম-মৃত্যুময় সংসারদুঃখ ভোগ করিতেছে। ঐ দুঃখাত্মক সংসার নিবৃত্তির নিমিত্তই পরম কারুণিক পরমপুরুষ বেদপুরাণাদি-মুখে নানা ভঙ্গিতে জীবগণকে তাহাদের পরমআত্মীয়স্থানেই অর্থাৎ সেই পূর্ব্বকোটি পরমাত্মা পরমপুরুষেই মৈত্রী ও প্রীতিরূপ তত্ত্বজন উপদেশ করেন। যদি বল জীবগণ পর-মাত্মারইত চিদংশ অতএব তাহারাই বা তুচ্ছমায়া কর্ত্তৃক এমত অভিভূত (আক্রান্ত) কেন হয়? তাহার তাৎপর্য্য দেখ, সূর্য্যের কিরণ (আতপ, আলোক) ঘনতুষারাদিদ্বারা অভিভূত [মলিন] হয় কিন্তু সূর্য্যদেব স্বয়ং সেরূপ হয়েন না, প্রত্যুত স্বীয় তেজে ঐ ঘন তুষারাদিকে প্রধ্বস্ত করিয়া নিজ জ্যোৎস্নাকে নির্ম্মল করেন। পরম আত্মার চিৎকণিকা জীবগণ একে জ্যোৎস্না তুল্য স্বল্পপ্রভাব তাহাতে আবার বহিরঙ্গা মায়াশক্তির অব্যবহিত সন্নিকর্ষবর্ত্তী সুতরাং উহারা অবাধেই আক্রান্ত হয়। আর যেমন ব্যালবৃশ্চিকাদিরূপ অধি-ষ্ঠানে স্থিত গরল ঐ ব্যালবৃশ্চিকাদিকে অভিভব করিতে পারে না সেইরূপ ঈশ্বরাধীন মায়া ঈশ্বরকে অভিভব করিতে সমর্থ হয় না তদিতরের প্রতিই তাহার অধিকার। এতা-বতা জীব এবং ঈশ্বর উভয়ই এক চিৎ জাতীয় বস্তু হই-লেও দীপ এবং দীপালোকবৎ প্রভাবের তারতম্য অবশ্য-

ম্ভাবী,এবং তৎপ্রযুক্তই পরমাত্মা পরমপুরুষ—তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বক্ষম, সর্ব্বনিয়ন্তা এবং সর্ব্বান্তর্যামী। জীবে দেখ সেই সমস্ত গুণেরই অভাব। জীবগণ তাঁহার নিয়ম্য এবং তদ্দত্ত-ফলভোক্তা। তিনি আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সকলেরই নিয়ন্তা এবং ফলদাতা। জীব নিত্যবদ্ধ, তিনি নিত্য মুক্ত। জীবগণ সর্ব্বথাই অস্বাধীন, ভগবান্ পরমেশ্বর পরমাত্মা সর্ব্বথাই স্বাধীন। দেখ এতদ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে তাঁহা ভিন্ন—সেই একেশ্বর ভিন্ন—এই জগতে কাহারো বা কোন বস্তুর স্বতন্ত্রতা বা স্বধীনসত্তা নাই। চিৎ অচিৎ সকল পদার্থই তাঁহার অধীন এবং নিয়ম্য। এই কারণেই "এক মেবাদ্বিতীয়ং" এই অদ্বয়বোধক শ্রুতি-বাদ। অপিচ লৌকিক লোকগতিও দেখ যে এক সংসারে একজন ভিন্ন পাঁচজন কর্ত্তা হয় না। আর কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব ভিন্ন কোন কার্য্যও হয় না। অতএব এই জগতের কর্ত্তৃতত্ব বা নিয়ন্তৃতত্ব এক ভিন্ন দুই নাই বলিয়া ঐরূপ শ্রুতিসংবাদ হইতেও পারে, নতুবা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট এবং সম্যক্ ক্রিয়াকারিত্বে অন্বিত চৈতন্যসাক্ষিক সকল পদার্থই যে আকাশপুষ্পের ন্যায় অলিক ইহা কি সম্ভবে? ঐ দ্বৈত-বাদী সাত্বত কুলপতিরা এই ব্রহ্মাণ্ডের মূলতত্ব পরমব্রহ্ম পরমপুরুষের সম্বন্ধে আরও কতকগুলিন্ বৈদিক কথার বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহারা বলেন যে শ্রুতিসম্বাদে সেই মূলতত্বপরব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান্‌কে তিনি * "অবাঙ্মনসগোচরং" * অর্থাৎ তিনি বাক্যমনের অগোচর এই কথা যে কহিয়াছেন অস্মদাদি পঞ্চমহা-

ভূত শরীরিসমবায় পুরুষের সম্বন্ধে আপাতত তিনি তাহাই বটেন, কেননা যাহা আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই তাহাই আমাদের মনেও ধারণা হয়, এবং যাহা মনেধারণা হয় তাহাই আমরা বাক্যে ব্যক্ত করিতে পারি। অতএব চিন্মাত্র সত্তা ব্রহ্মাত্মক পুরুষকে যখন আমরা এই চক্ষে দেখিতে পাইতেছিনা তখন তিনি এক্ষণে আমাদের সম্বন্ধে তাদৃশই হইতেছেন বটে। কিন্তু ঐ শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে তিনি অস্মদাদির ন্যায় ভৌতিক জড়দেহ বিশিষ্ট নহেন, সুতরাং প্রাকৃত চক্ষুর গোচরও নহেন নতুবা তিনি যে এককালীন অভাব পদার্থেরন্যায় নির্ব্বিশেষ নিরাকার তাহা নহেন। তিনি জ্ঞান এবং আনন্দময় বস্তু, অভাব পদার্থ নিতান্তই অবস্তু। আর দেখ শ্রুতি-সম্বাদে তাঁহাকে। * "অপাণিপাদোজবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃসশৃণোত্যকর্ণঃসবেত্তি সর্ব্বং নচ তস্যাস্তিবেত্তা তমাহুরাদ্যং পুরুষং মহান্তং ॥ *" এইরূপ কহাতেই নিশ্চয় ধারণা হইতেছে যে তাঁহার অস্মদাদিরন্যায় অস্থিমাংসাদিময় শরীর নহে, তাঁহার সমস্ত অবয়বই চিন্ময নতুবা হস্তপদাদি না থাকিলেই ত পঙ্গু হয়, গ্রহণশক্তিও থাকে না এবং গমনশক্তিও থাকে না। এবং চক্ষু না থাকিলেই অন্ধ হয়—দর্শন সামর্থ্য থাকে না। কর্ণ না থাকিলেও বধির হয়—শ্রবণশক্তি থাকে না। তাহাতে তাঁহার যখন ঐন্দ্রিয়-কার্য্য সমস্তই আছে তখন অপ্রাকৃতরূপ দেহন্দ্রিয়াদি সমস্তই আছে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; তবে যেমন অতি সূক্ষ্মবস্তু দর্শনে যন্ত্রসাপেক্ষতা সেইরূপ

অপ্রাকৃত বস্তু দর্শন করিতেও অপ্রাকৃত চক্ষুর আবশ্যকতা। দেখ যেমন ভগবদ্গীতাতে ভগবান্ কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনার্থ অর্জ্জুনকে। * "নতু মাংশক্যসেদ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা। দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরং ॥ *" অর্জ্জুন! তুমি এই প্রাকৃতচক্ষুতে আমার বিশ্বরূপ দেখিতে পাইবে না, অতএব তোমাকে আমি দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছি। এই কথা বলিয়া কোন বিশেষ [অপ্রাকৃত] চক্ষু দিয়াছিলেন। এই প্রকার ভাগবতেও কোন সময় নন্দাদি গোপগণকেও কোনপ্রকার অপ্রাকৃত [জ্ঞানময়] চক্ষু দিয়া নিজ ব্রহ্মাত্মক চিন্ময় বৈকুণ্ঠ লোক দেখাইয়াছিলেন। যথা ❋ "ইতি সংচিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ। দর্শয়ামাস স্বং লোকং গোপানাং তমসঃ পরং। সত্যংজ্ঞানমনন্তং যৎব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনং। তদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ ॥" ❋ ইতি ॥ আরও দেখ *"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ।❋" এই শ্রৌত শেষার্দ্ধ পদ্যেও তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতি শক্তিবিশিষ্টতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে ॥ অপিচ * "অরে গার্গেয়ি অস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমিদং ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাঙ্গীরস ইতিহাসঃ পুরাণং ॥ *" "সোঽকাময়ত বহুস্যাংপ্রজায়েয়।" "সচপুরুষবিধঃ।" ইত্যাদি বিশেষসূচক ভূরি শ্রুতিবাক্য যখন তাঁহার সম্বন্ধে জাগৃত রহিয়াছে, তখন যে তিনি অভাব পদার্থের ন্যায় একান্ত নির্ব্বিশেষ তাহা কোন ক্রমেই সম্ভব পর নহে ॥ আরও দেখ শ্রীমদ্ভাগবতীয় যে

সিদ্ধান্তবাক্য আছে। *"ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।" * জগতের সেই একমাত্র মূলতত্ত্বকে কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরমাত্মা, এবং কেহ বা ভগবান্ কহে ইতি। ইহাতেও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ তাৎপর্য্যার্থ দর্শান যে যখন তিনি সুপ্তশক্তি ক্রিয়াশূন্য কেবল সত্তা-মাত্রেস্থিতি (আছেন মাত্র) তখন তিনি "ব্রহ্ম ইতি শব্দ্যতে" (তাঁহার ব্রহ্মসংজ্ঞা) যখন প্রকটিতসর্ব্বশক্তি ক্রিয়াবান্ তখন তাঁহার ভগবান্ সংজ্ঞা এবং সূর্য্যের কিরণজালে সূর্যের যেমন নিরন্তর অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ সেইরূপ তাঁহার কিরণ স্থানীয় দেবমনুষ্যাদিনামরূপ উপাধি জড়িত জীবগণে অথবা নিরুপাধি শুদ্ধ জীবগণেও যে অন্তর্যামিরূপ সম্বন্ধ তদবস্থ তিনিই পরমাত্মা॥ কুমারগণ! পরমাত্মা পরমপুরুষ সর্ব্ব-শাস্ত্রেই সর্ব্বব্যাপী বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং শাস্ত্রসন্দর্ভকেরা তাঁহার ঐ সর্ব্বব্যাপিতার দৃষ্টান্ত আকাশে দিয়া থাকেন, অর্থাৎ আকাশ যেমন সকল বস্তুরই বহিরন্তঃ অবস্থিত, তিনিও তদ্রূপ সর্ব্বত্র অবস্থিত। আকাশ দৃষ্টান্তে আর একটী তাৎপর্য্য আছে অর্থাৎ আকাশ যেমন সর্ব্বত্র থাকিয়াও কিছুতেই লিপ্ত বা সংশ্লিষ্ট নহে, তিনিও তেমনি সকলেতেই আছেন তাঁহার শক্তিতেই সকল হইতেছে বা তিনি সকলই করিতেছেন সত্য কিন্তু কিছুতেই আসক্ত নহেন। এস্থলে আরও একটী সুচিক্কণ দৃষ্টান্ত তাঁহার সর্ব্বব্যাপিতা এবং সর্ব্বজ্ঞতা এত-দুভয়েরি সমাবেশ আছে। অর্থাৎ সূর্য্য যেমন তাঁহার কিরণজালদ্বারা অসীম আয়তন ব্যাপিয়া অবস্থিতি করি-

তেছেন, সেইরূপ তিনি তাঁহার জ্ঞানজ্যোতিতেই অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন॥ *" অহো অনন্তস্য পরাত্মনঃ প্রভোঃ পরাবরেশস্য হরে রনন্ততা। জনো নয়ত্যেব মনোবচোযথা তথৈব সিধ্যত্যখিলাত্মনঃ স্তুতৌ॥ *" গ্রন্থ-কারস্য। বৎসগণ! সেই পরমপুরুষ পরমাত্মার কি অদ্ভুত অনন্ত মহিমা! দেখ,লোকে স্বীয় স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তির গতি অনু-সারে তাঁহাকে যে যেরূপ ব্যাখ্যা বা বর্ণন করে তাহার কিছুরই তাঁহাতে অসাঙ্গত্য হয় না॥ ফলতঃও দেখ না তাঁহাকে সূক্ষ্ম বলিলেও যখন তিনি আছেন অথচ আমরা দেখিতে পাই না তখন সূক্ষ্মেরও পরাকাষ্ঠা, স্থূল বা বৃহৎ বলিলেও যখন তিনি বিশ্বব্যাপী তখন আর তাঁহা হইতে বৃহৎ কি আছে। আর যখন বেদে পুরাণে, আগমে নিগমে, সর্ব্বত্রই বলে যে তিনি তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিব্যূহসহকারে এই চরাচর সমস্ত জগৎ রূপে পরিণত বা বিবর্ত্তিত হইয়া আছেন, তখন তিনি ভিন্ন স্বতন্ত্র বস্তু এই জগতে কি আছে? অতএব তাঁহাকে যে যেরূপ ভাবে বা বলে তাহাই তিনি॥ যেমন বিষ্ণুপুরাণাদিতেও দর্শিত হইয়াছেঃ—
*" দ্বেরূপে ব্রহ্মণস্তস্য মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্ত মেবচ। ক্ষরাক্ষর স্বরূপে তে সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতে। অক্ষরং তৎ পরংব্রহ্ম ক্ষরং সর্ব্বমিদং জগৎ॥ *" পরমব্রহ্মের দুইটী রূপ, একটী অদৃশ্য অপরটী দৃশ্য। যেটী অদৃশ্য সেইটীই তাঁহার স্বরূপভূত ও নিত্য এবং যেটী দৃশ্য অর্থাৎ তাঁহার শক্তি পরিণাম-ভূত [এই জগৎ] অনিত্য॥ অপিচ। *" একদেশস্থিত-স্যাগ্নে র্জোৎস্না বিস্তারিণী যথা। পরস্য ব্রহ্মণস্তেজ স্তথেদ

মখিলং জগৎ। তত্রাপ্যাসন্ন দূরত্বাৎ বহুত্বস্বল্পতাময়ঃ। জোৎস্নাভেদোঽস্তি তচ্ছক্তে স্তদ্বন্মৈত্রেয় বিদ্যতে॥ ”* ইত্যাদি॥ যেমন গৃহস্থিত দীপের কিরণ (আলোক) সমস্ত গৃহব্যাপী হইয়াও নিকট দূর অনুসারে তাহার প্রভাব বা প্রকাশের তারতম্য হইয়া থাকে সেইরূপ তাঁহার বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মজ্যোতিরও দেবনরতির্য্যগাদিক্রমে প্রকাশের তারতম্য নতুবা তথা তথা সর্ব্বত্রেই সেই ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মজ্যোতিই বিরাজমান ইতি॥

*“ হরে হর ইতি ভ্রাতো রটানিশ মহর্নিশং।
পশ্যেমং ক্ষণবিধ্বংসিদেহং ভাবি ভয়াবহং॥*”

ইতি শিক্ষানর্ম্মসখী প্রথমভাগ তৃতীয়নর্ম্ম॥

অথ চতুর্থনর্ম্ম।

ক্বচিৎ পীতঃ ক্বচিৎ কৃষ্ণঃ ক্বচিদ্রক্তঃ ক্বচিৎ সিতঃ।
স্বলীলয়া যো রমতে তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥
স্ফুরতু হৃদি স বুদ্ধেঃ স্ফোরকঃ কোরকস্থ,
দিনমণিরিব কঞ্জস্যাপ্রমেয়োঽপিমেয়ঃ।
ভবতি নিজবিলাসাদ্দেবতির্য্যঙ্ণরেষু,
কৃতমুহুরবতার স্তারণায় স্বকানাং॥ †

কুমারগণ! এক্ষণে যথা যথা ক্রমনিবন্ধে এই জগৎ সৃষ্ট এবং রচিত হইয়াছে, তাহা সারসংগ্রহরূপে সদৃষ্টান্ত কিছু

---

† সকল অধ্যায়ারম্ভেই সংস্কৃত পদ্য গুলিন গ্রন্থকারের।

বর্ণন করি, অবহিত হইয়া তোমরা শুন। যেমন তোমরা দেখিতেছ যে এই জগৎ চিৎজড়াত্মক—কতক সচেতন কতক অচেতন, শাস্ত্রেও বলে যে এই জগৎ চিৎ আর জড় অর্থাৎ পরমাত্মা পরমপুরুষের চিদংশ (ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি বা জীবশক্তি) আর জড়প্রসূতিকা প্রকৃতিশক্তি বা মায়াশক্তি এতদুভয় সমবায়ে (মিলনে) এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার ক্রম পুরাণশাস্ত্রে কহিয়াছে।* "ভগবানেক আসেদ মগ্রআত্মাত্মনাং বিভুঃ। আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানা মত্যুপলক্ষণঃ॥ সবা এষ তদাদ্রষ্টা না পশ্যদ্দৃশ্যমেকরাট্। মেনেঽসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্॥ কালবৃত্ত্যাতু মায়ায়াং গুণময়্যা মধোক্ষজঃ। পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্য মাধত্ত বীর্য্যবান্॥" * ইহার সারার্থ এই, এক্ষণে নানাত্মক্ দেখিতেছ যে এই জগৎ, সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহা কিছুই ছিল না। কেবল সকল জীবের আত্মা এক ভগবান্ (সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন) পরমাত্মা মাত্র ছিলেন। তিনি দ্রষ্টা অর্থাৎ এই জগতের সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়াও তখন দৃশ্যপদার্থ কিছুই সৃষ্ট না হওয়াতে, না থাকাতে তাঁহার অধ্যক্ষতার কার্য্য কিছুই ছিল না; নিরীহ কেবল আছেন মাত্র এই ভাবেই ছিলেন। তখন তাঁহার বিশ্ববিভবশক্তি প্রকৃতি বা মায়াশক্তি এবং ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি (সংসার ভোক্তা) জীবশক্তি ইত্যাদি সমস্তই তাঁহাতে সুপ্ত (নিদ্রিতপ্রায় নিষ্ক্রিয়) ছিল। পরে, শ্রুতিসম্বাদেও বলে 'সোঽকাময়তবহুস্যাং' তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন ইতি। পরে তাঁহার কালশক্তি, তাঁহার ইচ্ছাশক্তিকে জাগরিত করিলে তাঁহার বিশ্ববিভবশক্তি সত্ব রজঃ

তমো গুণাত্মিকা প্রকৃতি বা মায়াশক্তি সংক্ষুভিত হইয়া উঠিল। এবং ভগবান্ পরমাত্মা তখন পুরুষ ইতি অর্থাৎ পশ্চাৎ যাঁহার মহার্ণবে শয়নহেতু নারায়ণ [নার (জল)+অয়ণ (স্থান)] সংজ্ঞা হইয়াছে, নামরূপে উপাহিত (অভিব্যক্ত) বা আবির্ভূত হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিকে বীজ-রূপে প্রকৃতিতে নিহিত অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত সমবেত করিলেন। এবং প্রকৃতি ভগবান্ পরমাত্মার ইচ্ছারূপ ঈক্ষণাবেশেই সঞ্চালিত হইয়া বিশ্ববৈভব প্রসবে প্রবর্ত্ত হইলেন। বৎসগণ! তোমরা অবগত থাক যদিও সাংখ্যচার্য্যেরা প্রকৃতি পুরুষ উভয়ের পরস্পর স্বতন্ত্রতা স্বীকারপূর্ব্বক পুরুষকে একান্ততঃ নিরীহ নিষ্ক্রিয় স্বভাব ব্যাখ্যা করেন এবং জগৎকর্ত্তৃত্ব সমস্ত, প্রকৃতিরই ধর্ম্ম [ক্রিয়া শক্তি] বলিয়া অঙ্গীকার করেন্ কিন্তু ফলোৎপত্তি উভয়থাই সমান। একমতে প্রকৃতি স্বাধীন অন্যমতে প্রকৃতি পুরুষোপাধি পরমাত্মার নিয়ম্য (অধীন) এই মাত্র প্রভেদ। ফলে প্রকৃতি পুরুষঘটিত জগদুৎপত্তির বিষয় তোমরা একটী সহজ দৃষ্টান্তে সুন্দর হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে অর্থাৎ যেমন তোমরা দেখিতে পাও, একখানি ত্রিকোণ বা চতুরস্র প্রস্তরখণ্ড সাতটা আঘাতেও ঘূর্ণনগতি হয় না [ঘুরে না] কিন্তু তাদৃশ একখানা বর্ত্তুলা-কৃতি কিম্বা চক্রাকৃতি খণ্ড আঘাৎপ্রাপ্তেই ঘূর্ণন বা ভ্রমণ-শীল হয়। তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে ঘূর্ণন বা আবর্ত্তন সামর্থ্যটী চক্রাকৃতি বা গোলাকৃতি বস্তুতেই আছে, চতুরস্রাদি পিণ্ডে সে সামর্থ্যটী নাই। কিন্তু তাহা

হইলেও বিনা আঘাতে চক্রখানি ঘুরেনা; সেইরূপ সূক্ষ্ম হইতে স্থূল পর্য্যন্ত জগৎসৃষ্টি, প্রকৃতিরই কার্য্য হই-লেও চক্রে আঘাৎ দেওয়ার ন্যায় পুরুষ বা পরমাত্মার ঈক্ষণাবেশব্যতীত প্রকৃতির সর্জ্জনোন্মুখতা—কার্য্যপ্রবৃত্তি হয় না। এতাবতা প্রকৃতি যেন চক্র এবং পুরুষেক্ষণ বা পুরুষাবেশ যেন চক্রে আঘাৎজন্য বেগসঞ্চার। বৎস-গণ! প্রকৃতি পুরুষ,প্রকৃতি পুরুষ বলিয়া এই যে চিরবাদটী আছে তাহার মর্ম্ম কথা এই কহিলাম। তবে তোমরা বিশ্বস্রষ্টার সেই বিশ্বোপাদানশক্তির কোথাও মায়া, কো-থাও প্রকৃতি, কোথাওবা অব্যক্ত ইত্যাদি নানা সংজ্ঞা শুনিয়া বিভ্রান্তচিত্ত হইতে পার, অতএব তাহার বিশেষ অবগত হও। নানা বৃত্তিবিশিষ্ট এক মায়াশক্তিই মূল। ঐ মায়াশক্তিরই যথানিয়মে প্রপঞ্চসর্জ্জনীবৃত্তিই প্রকৃতি। আর তদাত্মক সত্ব রজঃ তমো গুণের সাম্যাবস্থা অর্থাৎ পৃথক্ ক্রিয়ারম্ভ হয় নাই এমত ঐ তিন গুণের সমবায়া-বস্থাই অব্যক্তসংজ্ঞা। এবং উক্ত পুরুষেক্ষণে ক্ষোভিত গুণত্রয়ের ক্রিয়োন্মুখাবস্থাতেই উহার প্রধান সংজ্ঞা। জীবসম্বন্ধে মায়ার আর কতকগুলিন বৃত্তি আছে। যেমন তমোময়ী জীবসংমোহনী আবরণ শক্তি অবিদ্যা বৃত্তি, আত্মার বৈষদ্য জননী শুদ্ধ সত্বাত্মিকা বিদ্যা, বৃত্তি এবং রজোবহুলগুণত্রয়ময়ী বিক্ষেপবৃত্তি। ফলে সত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটী গুণই জগৎ প্রপঞ্চের সূত্র ইহার মধ্যে সত্বাংশ হইতে সাত্বিক,শান্তোজ্বল সৃষ্টি। রজোংশ হইতে উদ্ধতো-দ্দীপ্ত রাজস সৃষ্টি এবং তমোংশ হইতে জড় বা স্থূল

মলিনাত্মক,তামস সৃষ্টি উদ্ভুত হয়, কিন্তু উহারা (গুণত্রয়) পরস্পর সাহায্যাপেক্ষী,একাকী কেহই কোন কার্য্য করিতে সমর্থ নহে। যেহেতু সত্বগুণ শান্তপ্রকৃতি সুতরাং স্বকার্য্য উৎপাদনে চেষ্টা বহুল রজোগুণের সাহায্যাপেক্ষী, চেষ্টাবহুল রজোগুণও শান্তপ্রকৃতি সত্বগুণদ্বারা যথোচিত-রূপে সংযমিত—পরিমিত হয়। এবং তমোগুণ জড়-প্রকৃতি, সুতরাং স্বকার্য্যোৎপাদনে (স্থৌল্যোৎপাদনে) চেষ্টাশীল রজোগুণেরই বিশেষ সাহায্যাপেক্ষী। এতা-বতা সাত্বিক, রাজস, তামস এই ত্রিবিধ জন্যপদার্থেই পরস্পর গুণত্রয়েরই ন্যুনাধিকতা ক্রমে সংমিশ্রণ আছে॥ সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রধানাবস্থ প্রকৃতি হইতে বৃক্ষ-লতাদি হইতে মুকুলোদ্গমের ন্যায় এই স্থূল জগতের উপকরণভূত সর্ব্বতত্বের (সামগ্রীর) কোষভূত বা মুকুল-ভূত মহৎতত্বনামক সামগ্রীটী উদ্ভূত হয়। অর্থাৎ যেমন। * "ফলদল কেশর কর্ণিকাদ্যাঃ সন্তি সূক্ষ্মতয়াহি কোর-কান্তঃ। ননয়নগোচরাঃ সুগোচরাঃস্যুরপি কালবশাদ্যথা-তথৈতে॥ মূল॥*" মুকুলোদ্গম অতি সূক্ষ্মসঞ্চারে হইলেও যেমন তাহারই মধ্যে ফল, দল, কেশর, কর্ণিকা প্রভৃতির সঞ্চার হয় সেইরূপ ঐ মহৎতত্ব মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণের সমস্ত উপকরণই সূত্ররূপে সঞ্চার হয়। মহৎতত্ব অতি সূক্ষ্ম পদার্থ হইলেও জগতের সমস্ত উপকরণেরই কোষ হও-য়াতে আর জীবশক্তি অন্তঃসঞ্চারিত হইয়া মহৎ এই বৃহৎ পর্য্যায় নামটী প্রসিদ্ধ হইয়াছে। জড়স্বভাব প্রকৃতি,এক্ষণে পরমাত্মার ঈক্ষণাবেশে এবং জীবশক্তির প্রবেশে চিজ্জড়া-

ত্মকরূপে অবস্থিত হওয়াতে তদ্‌বিকার বা তৎপরি-ণাম মহৎ অহঙ্কারাদি সমস্ত তত্বই চিজ্জড়াত্মকরূপে অবস্থিত হইল এই নিমিত্তই মহত্তত্বোপাধিক চিজ্জোতিকে সূক্ষ্মরূপী হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) বলিয়াও ক্বচিৎ সম্বাদিত করে॥ অনন্তর মহৎতত্ব হইতে ভূতেন্দ্রিয় মনোময় অহঙ্কার-তত্ব আবির্ভূত হইল। এখানেও অহঙ্কারাধিষ্ঠিত চিদংশকে ক্বচিৎ সূক্ষ্মরূপী অনিরুদ্ধদেবতা বলিরা সম্বাদিত করে। যাহাহউক অহঙ্কার-তত্বও প্রকৃতিনিষ্ঠ সত্ব রজঃ তমঃ গুণত্রয়সম্ভূত পদার্থ হওয়াতে সত্বাংশে সাত্বিক, রজোহংশে রাজস, এবং তমোহংশে তামস এইরূপ ত্রিধা বিভক্ত হইল। কথিত হইয়াছে যে সমষ্টি অহঙ্কারতত্ব ভূতেন্দ্রিয় মনোময়। তাহার বিশেষ এই তামস অহঙ্কার ভাগ হইতে ভৌতিক স্বষ্টির সূত্রসঞ্চার অর্থাৎ মৃৎ, জল, তেজ, (অনল) বায়ু, আকাশ এই দৃশ্যমান স্থূল পঞ্চভূতের গুণলিঙ্গ (শব্দা-দিলিঙ্গ) শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র এবং গন্ধতন্মাত্র এই পাঁচটী তন্মাত্রের উদয় হয়। পরে ঐ পঞ্চ তন্মাত্র হইতে অর্থাৎ ঐ শব্দ তন্মাত্র স্থূল আকাশ-রূপে, স্পর্শতন্মাত্র স্থূল বায়ূরূপে, রূপতন্মাত্র স্থূল অনল-রূপে, রসতন্মাত্র জলরূপে, এবং গন্ধতন্মাত্র মৃত্তিকারূপে পরিণত হয়॥ এবং ঐ পরিণাম সম্বন্ধে পঞ্চীকরণ নামক প্রাকৃতিক একটী প্রক্রিয়া আছে অর্থাৎ পৃথিব্যাদি পাঁচটী প্রত্যেকেই পরস্পর তদন্তর্গত অপর চারিটীর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংমিশ্রণ আছে। অনন্তর রাজস অহঙ্কার হইতে প্রথমত সূক্ষ্ম সূত্র বা বীজরূপে দর্শন, স্পর্শন, রসন, শ্রবণ, ঘ্রাণ এই

পাঁচটী অববোধ (প্রত্যক্ষীকরণ) শক্তির এবং গ্রহণ, গমন, বচন, বিসর্জ্জন এবং প্রজনন এই পাঁচটী ক্রিয়াশক্তির সঞ্চার হয়। এই বীজ হইতেই প্রাণী সকলের স্থূল দশেন্দ্রিযের উৎপত্তি হয়॥ সাত্বিক অহঙ্কার হইতে মনস্তত্বটী অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এবং চিত্ত এই চতুরাত্মক অন্তঃকরণ, সূত্রিত হয়। তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে কথিত হইযাছে যে সত্ব রজঃ তমঃ—ইহারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যোপেক্ষী একাকী কেহ কোন কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয় না এমতে সংকল্প বিকল্পাত্মক রজস্তমোবহুল মননবৃত্তিই মন। রজঃ-সত্বগযী বিচারণাবৃত্তি বুদ্ধি! তমোঽভিভূতসত্বাংশে অহ ঙ্কার—এস্থলে অহঙ্কার শব্দের বাচ্য অভিমান এবং রজঃস্তমঃ কর্ত্তৃক অনভিভূত প্রভূতসত্বসম্ভুত অনুভববৃত্তি, চিত্ত। এই চতুর্ব্যূহাত্মক অন্তঃকরণ সপূর্ণরূপে মানব-শরীরেই সঞ্চারিত হয়। এবং এই চতুর্ব্যূহে চারিটী দেব-তার অধিষ্ঠাতৃত্ব অর্থাৎ অধিনাযকত্ব সেই পরমপুরুষ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়। যথা মনের চন্দ্রমা। অহঙ্কারের রুদ্র। বুদ্ধির প্রদ্যুম্ন। চিত্তের বাসুদেব ইতি। পূর্ব্বোক্ত যে পাঁচটী প্রত্যক্ষীকরণশক্তি আর পাঁচটী ক্রিয়াশক্তি অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দশটীগণ তাহাদেরও দশটী সাত্বিক দেবতা, অধিনায়করূপে ব্যবস্থাপিত আছে॥ এক্ষণে দেখ সর্ব্বদা সকলে যে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, ষড়্বিংশতি তত্ত্ব, এইরূপ তত্ব সংখ্যার কথা জল্পনা করিয়া থাকে তাহা এই অর্থাৎ প্রকৃতি বা অব্যক্ত বা প্রধান হইতে ধর এক, মহত্তত্ব এক, অহঙ্কার সমষ্টি এক,

তন্মাত্র পাঁচ, ক্ষিত্যাদি মহাভূত পাঁচ, জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ, আর সমষ্টি অন্তঃকরণ (মন) এক, জড় তত্ব এই চতুর্বিংশতি, এবং ক্ষেত্রজ্ঞ, (সমষ্টিজীব) পঞ্চ-বিংশতি আর পরমাত্মা ষড়িবিংশতি॥ ক্ষিতি অপ্‌তেজ মরুৎব্যোম এই পঞ্চ ভূত, দশইন্দ্রিয় আর উক্ত চতুর্ব্যূহাত্মক মন এই ষোড়শটী পদার্থই সামান্যতঃ জীবোপাধি অর্থাৎ এই ষোড়শ কলাত্মক স্থূল দেহকে আশ্রয় করিয়াই জীবপুরুষ এক্ষণে অবস্থিতি করিতেছেন এবং এই দেহের পতন হইলেও এই পঞ্চভূতেরই সূক্ষ্মাংশ পঞ্চতন্মাত্র, এবং দশইন্দ্রিয়ের ও মনস্তত্বেরও সূক্ষ্মসূত্র অবলম্বনে জীবপুরুষ লোকান্তর গমন করেন। এবং তথায় পুনশ্চ দৈবকৃত আতিবাহিক নামক ভোগ দেহ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গ নরকাদি ভোগ করে। এসব কথা পশ্চাৎ আরও বিশেষরূপে বর্ণিত হইবে॥ যাহাহউক পশুপক্ষ্যাদির দেহ-সংস্থাও প্রায় মনুষ্যবৎ কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণবৃত্তি তমোঽভিভূত। স্থাবর প্রাণী বৃক্ষলতাদি সমস্ত, সম্পূর্ণই তমোঽভিভূত এবং ইন্দ্রিয়বিহীন তবে কথঞ্চিৎ স্পর্শজ্ঞান আর আপ্যরস গ্রহণ এই দুইটী ক্রিয়ামাত্র আছে। অপ্রাণী তাবৎ পদার্থই পঞ্চভূতময়মাত্র কিন্তু ক্ষিতিবহুল। ক্ষিত্যাদি পঞ্চকেরই বিশেষবিশেষ বিক্রিয়াধীন নানা ধাতু উপধাতুর উৎপত্তি। পশুমনুষ্যাদির দৈহিক ধাতু রসরক্তাদিও, আপ্যতৈজসাদি ক্রমে ঐ পঞ্চ ভূতেরই বিকার বা পরিণাম। দেহান্তঃস্থ প্রাণাদি বায়ুও ঐ পঞ্চভূতান্তর্গত বায়ুরি বৃত্তি বিশেষ॥ এক্ষণে ঐ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত প্রথ-

*মতঃ সূত্ররূপ তন্মাত্র পঞ্চক হইতে অপার্য্যাপ্ত অণুরূপে আবির্ভূত হইয়া পরস্পর অসংহত (অমিলিত) আছে দেখিয়া জগৎ সৃষ্ট্যর্থেই প্রকাশমান সেই পুরুষরূপী ভগবান্ নারায়ণ নিজাবেশসম্বলিত প্রকৃতিশক্তিসহযোগে ঐ পাঞ্চভৌতিক অণুগণকে পঞ্চীকরণ পূর্ব্বক সংহত করিয়া স্থূলতর ক্রমে বৃহৎ একটী অণ্ডাকার নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ অণ্ড উপলক্ষেই জগৎ প্রপঞ্চকে ব্রহ্মাণ্ড কহে। ঐ অণ্ড সহস্র সম্বৎসর জলোপরি অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূতের অন্যতম সৃষ্টি অপ্ যাহা মহার্ণবরূপে স্বয়ং পরিণত হইয়াছিল তাহাতে ভাসমান থাকিয়া প্রকৃতি পরিণামক্রমে স্ফুটিত হইয়া ঊর্দ্ধ অধঃ দুই খানি অণ্ডকটাহ বিশ্বমণ্ডলের সীমারূপ হইল মধ্য শূন্যভাগে, যেমন তারা পুঞ্জ ঘটিত মেষাকৃতি বৃষাকৃতি রাশি চিহ্ন হয় সেইরূপ ঊর্দ্ধাংশে সপ্তলোক এবং অধোঽংশে সপ্তলোক অর্থাৎ অসংস্কৃত—অসজ্জিত চতুর্দ্দশভুবনাত্মক একটী পুরুষাভাস প্রকাশ হইল। ঐ কথঞ্চিৎ পুরুষাভাস মূর্ত্তিতেই প্রকৃতি গর্ভ হইতে জীবসমষ্টি সঞ্চালিত এবং পরমাত্মাংও নিজ অংশে অন্তঃর্যামীরূপে তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকাতে উহাকেই বিরাট্ রূপী ভগবান্ বলিয়া নবীন যোগীদের ঐটী প্রাথমিক স্থূলধারণার আশ্রয় বলিয়া শাস্ত্রে কল্পিত হইয়াছে। যাহাহউক ঊর্দ্ধাধো চতুর্দ্দশ ভুবন যেন ব্রহ্মাণ্ডের উপর্য্যধোবর্ত্তি কোষ্ঠগণ, অথবা মঞ্চ, জ্ঞান কর। তাহার ক্রম যথা আমাদের এই মর্ত্ত্যাবাস পঞ্চাত্মিকা পৃথিবী, ভূলোক। তদূর্দ্ধে খেচর—ভূত প্রেতাদির আবাস নির্লোক বায়বীয়মণ্ডল ভুর্বলোক। তদূর্দ্ধে দেব নিবাস তৈজসম্ভব

স্বর্লোক (স্বর্গ)। চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক প্রভৃতি সমস্তই স্বর্লোকের অন্তর্গত। কিন্তু সূর্য্যলোক তৈজস মণ্ডল হইলেও চন্দ্রলোক পুনশ্চ আপ্য মণ্ডল বলিয়া সম্বাদিত আছে। তদূর্দ্ধে ক্রমশঃ মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, এবং সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক। শেষোক্ত চারিটী লোক সিদ্ধসম্প্রদায়িদের, (যেমন ভৃগ্বাদি ঋষিগণ) ক্রমমুক্তির সোপানভূত অর্থাৎ তপোযোগসিদ্ধ ঋষিগণ ঐ সব লোক প্রাপ্তির পর কল্পান্তে ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মনির্ব্বাণ (ব্রহ্মেলয়) প্রাপ্ত হয়েন। সম্বাদিত আছে তপোৎকর্ষপ্রভাবে কোন জীব পুরুষও ব্রহ্মার পদ এবং ব্রহ্মার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া এক কল্পকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মা হইয়া ব্রহ্মার ঐশ্বর্য্য ভোগকরিয়া কল্পান্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণ (ব্রহ্মে লয়) প্রাপ্ত হয়েন। জীব ও ব্রহ্মা হয়েন এই সমুচ্চয়ার্থের মর্ম্ম এই, যখন তাদৃশ যোগ্য জীব না থাকে তখন সেই পরমাত্মা ভগবান্ও নিজ অংশে রজোগুণে অধিষ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মা হইযা থাকেন। ইতি॥ ব্রহ্মাদি দেবগণের সুমেরুশৃঙ্গেও একটী একটী অধিনিবাস পুরাণশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। উক্ত অণ্ডোদ্ভিন্ন পুরুষাভাস বিরাটমূর্ত্তির অধোঽর্দ্ধাংশেও অধোঽধঃ অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, এবং পাতাল এই সপ্তস্তর পাতাল কল্পিত আছে। এই চতুর্দ্দশ স্তর বা মঞ্চ ঘটিতই ব্রহ্মাণ্ড। এইরূপ বহু ব্রহ্মাণ্ডও আছে বলিয়া পুরাণশাস্ত্রে সম্বাদিত করে। তাহা হইবার অসম্ভাবনাই বা কি? ঈশ্বর তিনি অসীম ক্ষমতাবান্॥ আর কথিত আছে যে এই বর্ণিত ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে তন্মা-

ত্রাত্মক সূক্ষ্ম, আকাশ, অনিল, অনল, অপ এবং অহংতত্ত্ব মহৎ, অব্যক্ত—মূল প্রকৃতি, এই আটটীতত্ত্ব পর পর ক্রমে আবরণরূপে অসংহতভাবেও আছে॥ যাহাহউক আর একটী বিশেষ কথা পুরাণশাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে বর্ণিত ব্রহ্মলোকান্ত ব্রহ্মাণ্ডেরও ঊর্দ্ধভাগে ভূতময় নহে, চিণ্ময়, পরব্যোম মণ্ডলবর্ত্তী বৈকুণ্ঠলোক নামক একটী লোক আছে যথায় আদিদেব সচ্চিদানন্দ হরি অবস্থিত আছেন। ঐ লোককে হরিলোক, গোলোক ইত্যাদি শব্দেও শব্দিত করে।

বৎসগণ তোমরা পৌরুষী সৃষ্টির অর্থাৎ লোক-সিসৃক্ষু ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান্ শব্দবাচ্য আদিদেবের পুরুষ-রূপে ব্যাকৃত—অভিব্যক্ত হইয়া প্রকৃতি সঞ্চালন পূর্ব্বক সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির কথা অবগত হইলে এক্ষণে ব্রাহ্মী সৃষ্টির অর্থাৎ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পৃথক পৃথক বিস্তার সৃষ্টির কথা বর্ণন করি শ্রবণ কর। বিশ্বভাবন সেই ভগবান্ সমস্ত তত্ত্বোদ্ভাবনপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া মহার্ণবে বিশ্রামবিলাসের ন্যায় নিজশক্তিতেই আবির্ভাবিত সহস্র-ফণ,দীর্ঘায়ত শরীর অহিরূপশয্যায় (যাহাকে অনন্ত কহে) যোগাবেশে শয়ন করিলে তাঁহার অভিধ্যা যোগেই একটী চতুরানন পুরুষ লোকে এই জগৎসংসারকে যে ব্রহ্মার সৃষ্টি কহে সেই ব্রহ্মা তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে রজোগুণাবিষ্ট হইয়া আবির্ভূত হইলেন। মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের নবম শ্লোকের ব্যাখ্যাতে ব্যক্ত আছে যে কোন হিরণ্যগর্ভোপাসক, পূর্ব্বকল্পে আপনাকে হিরণ্য-

গর্ভের অভেদভাবনায় উপাসনা করিয়াছিলেন তাহাতে পরমাত্মা তদীয লিঙ্গ শরীরে নিজশক্ত্যাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকেই ব্রহ্মারূপে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। তোমরা পুরাণবার্ত্তাও শুনিয়াছ যে তপোৎকর্ষ প্রভাবে জীব পুরুষও কখন ব্রহ্মা হয়েন এবং তাদৃশ যোগ্যপুরুষ যখন না থাকে, তখন পরমপুরুষ নিজেই ব্রহ্মা হয়েন। অতএব তোমরা অবগত থাকহ যে ব্রহ্মারও যখন তোমরা প্রাকৃত মনুষ্যবৎ ভ্রম প্রমাদির কথা শুনিবে তখন তাঁহাকে ইন্দ্রাদিবৎ জীবরূপ ব্রহ্মাই জ্ঞান করিতে হইবে নতুবা ঈশ্বরের কি ভ্রম প্রমাদাদি সম্ভবে। দেখ তমোগুণের স্বামী ভগবান্ শিব তমোগুণ নিস্পাদ্য বিশ্বসংহারাদি কার্য্য করেন সত্য কিন্তু তিনি রূপেও যেমন স্বচ্ছ গুণেও তেমনি স্বচ্ছ। তিনি শান্ত, অমায়িক, অনাসক্ত, আশুতোষ এবং অতীব তত্বদর্শী। আর যদিও ক্বচিৎ বিরাট্ হইতে জীবসংজ্ঞা গৃহীত হয়, কিন্তু আভ্যাসিক (বহুস্থলে) আব্রহ্ম তৃণ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে তৃণজাতি পর্য্যন্ত জীবসংজ্ঞায় গণিত আছে অতএব ব্রহ্মা জীব না হইলে জীবসংজ্ঞায় কেন গৃহীত হইবে। আর শিব, বিষ্ণু ইহাদিগের কোথাও জীবমধ্যে গণনা নাই ইতি। যাহাহউক ব্রহ্মা, বিরাট্ তনুতে (ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে) সূক্ষ্মরূপে ন্যস্ত, স্থাবর জঙ্গম জীব অজীব সমস্ত পদার্থের অভিব্যঞ্জক (যথা নিয়মে স্থূলরূপে নিস্পাদক॥) যাহাহউক তোমরা জ্ঞাত থাকিও, ব্রহ্মার পরিচয় সকল কল্পে একসমান নহে॥ বেদশাস্ত্র, যে অপৌরুষেয় (কাহারও রচিত নহে) বলিয়া প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে। উহা (ঐ বেদ)

ব্রহ্মার মুখচতুষ্টয় হইতে ভূতগ্রহাবেশে পুরুষ যেমন অদ্ভুত বক্তা হয় তাহার ন্যায় ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্বময় বাগ্জাল এবং পুরাণইতিহাসময় নানা গাথা 'কথিত আছে' আদিদেব নারায়ণপ্রেরিতা বাগ্দেবী সরস্বতীর অন্তঃ-সঞ্চারে অনর্গল নির্গত হয়। ঐ বাক্যমালাসমূহ জীব-লোকের ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের উপায়ভূত উপদেশ মাত্র ছিল। ঐ বাগ্জাল আবির্ভাবের উপক্রমেই ভ্রমরগুঞ্জিতধ্বনির ন্যায় ওমোম্ওম্ ইত্যাকার প্রণব-আবৃত্তিরূপধ্বনি নির্গত হয় তদনন্তর স্পষ্টাক্ষরের প্রবৃত্তি (আরম্ভ) হয়॥ তোমরা ব্রহ্মার পরিচয় প্রাপ্ত হইলে; কিন্তু লোকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই যে তিনটী নাম সর্ব্বদা কহিয়া থাকে, তাহার বিশেষ পরিচয়, বোধকরি, তোমরা অবগত না থাকিবে; তাহার বিশেষ পরিচয় এই, বিষ্ণু, ইনিই সেই আদিদেবের প্রকাশবিশেষ (আবির্ভাব) যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই সৃষ্টিকাণ্ডেব কথা প্রস্তাবিত হইয়াছে। তবে তাঁহার অবস্থা, অবস্থান অনুসারে কখন নারায়ণ, কখন সঙ্কর্ষণ, কখন মহাবিষ্ণু, এবং কখন বা বিষ্ণু এই সকল সংজ্ঞা হয়। জগৎসৃষ্টি করিয়া বিশ্রামবিলাসবৎ যখন অর্ণবশায়ী হয়েন এবং "স্বসৃষ্ট মিদমাপীয" যখন রুদ্র-রূপে তমোগুণ অবলম্বনে স্বসৃষ্টজগৎ পান (উপসংহার) করিয়া পূর্ব্ববৎ শয়িত হয়েন তখনও জলশায়ী হওয়াতে নারায়ণ, পরব্যোমে সঙ্কর্ষণ। প্রকৃতিতে যখন জীবরূপ বীজবপনার্থ পুরুষরূপে অভিব্যক্ত, তদবস্থায় (পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু) শক্তিবাদী শাক্তসম্প্রদায়বিশেষ কৌলেরা সঙ্কর্ষণ-

কেই পরমশিব কহে আর যখন সত্বগুণ অধিষ্ঠিত হইয়া, এই জগতের সর্ব্বাধ্যক্ষতায় ব্যাপৃত থাকেন তখন বিষ্ণু। ফলে বিষ্ণুশব্দের অর্থটী প্রলয়ে সকলই যাঁহাতে প্রবিষ্ট থাকে এবং জগতের স্থিতিকালে সকলেতেই যিনি অন্তর্যামী-রূপে প্রবিষ্ট থাকেন ইতি॥ মহেশ্বরের (মহাদেবের) আর আর কথা অতি বাহুল্য তবে তমোগুণাবলম্বনে জগৎ সংহার করেন এই কথাতেই তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর যে, ইনিও সেই আদিদেবের অংশবিশেষ বা প্রকাশ বিশেষ ইতি॥ ফলে সেই আদিদেব নিজ জগদধ্যক্ষতা (রক্ষা বা পালন শক্তি) সত্বগুণে, সৃষ্টি শক্তি রজোগুণে এবং সংহার শক্তিটী তমোগুণে ন্যস্ত এবং ব্যাপৃত করিয়া নিজ আবির্ভাববিশেষে ভিন্ন ভিন্ন রূপান্তর হয়েন। এক্ষণে ঐ নারশায়ী (জলশায়ী) নারায়ণের নাভিসরোজ হইতে উদ্ভূত ঐ ব্রহ্মা, বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড অসংস্কৃত এবং শূন্য দেখিয়া সমাধিযোগে, বিরাট্কায়ে বিশ্বভাবন ভগবান্কর্ত্তৃক সমস্তই সূত্রিত আছে, প্রত্যক্ষকরিয়া অভিধ্যাপূর্ব্বক (সমস্ত প্রকাশ হউক্ এই সংকল্পমাত্রে) কুশকাশাদি এবং বৃক্ষ লতাদি উদ্ভিদ্গণের উদ্ভাবন করিয়া জগৎ সুসজ্জিত করিলেন এবং উহাদের প্রাণযাত্রানির্ব্বাহার্থ উহাদিগকে ঊর্দ্ধস্রোতা অর্থাৎ মূল-দ্বারা ভূমিরস ঊর্দ্ধাকর্ষণে প্রাণধারণবৃত্তি প্রদান করিলেন। তদনন্তর নানাবিধ পশুপক্ষ্যাদি তির্য্যগ্জাতিকে তির্য্যক্স্রোতা করিয়া অর্থাৎ তির্য্যক্চারী করিয়া সৃষ্টি করিলেন। অবশেষে সৌভাগ্যবান্ মানবজাতিকে জগ-

তীয় সমস্ত পদার্থের উপভোগার্থ অধঃস্রোতা (হস্তপদাদি-মান্ সরলচারী) করিয়া উদ্ভাবিত করিলেন, এবং ঐ সৃষ্টপশুমনুষ্যাদি সকলকে এইভূলোকবাসী করিলেন। বায়বীয়মণ্ডল ভুবর্লোকে, ভূতাদির বাস এবং তৃতীয় তৈজসমণ্ডলে, সূর্য্য চন্দ্রমাদি দিব্যলোক, হইলেও ইন্দ্রাদি-লোকপালদিগের অধিরাজ্য সুমেরুর শৃঙ্গে বা পৃষ্ঠেই বর্ণিত আছে এবং দেবাসুর যুদ্ধাদিও তৎসম্বন্ধেই প্রসিদ্ধ॥ পরমপুরুষ ভগবান্ নিজ মায়াশক্তি আর প্রকৃতিই বা বল পরিচালিত করিয়া বিশ্বকার্য্য সমস্তই সূক্ষ্মরূপে সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছেন তবে বিশ্বলীলার ক্রমবশতঃ কখন কোন্ অধিষ্ঠানে কোন শক্তির বা কার্য্যবিশেষের যে আবিস্কার করেন অতএব বিরাট্কায়ে সূত্রিত পদার্থ, সকল ব্রহ্মার অভিধ্যাশক্তিতে (ইচ্ছাক্রমে) এক্ষণে প্রকটরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল; চন্দ্রসূর্য্যগ্রহনক্ষত্রাদিগণও স্ব স্ব কাষ্ঠায় নিয়মসংযত হইলেন অর্থাৎ চন্দ্রসূর্য্যাদির উদয় অস্ত-দ্বারা কলা, কাষ্ঠা,পল, দণ্ড, মুহূর্ত্ত, দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, বৎসর আদি কালের পরিচ্ছেদ হইল। চক্ষুর এক নিমেষ পরিমিতকালকে পল কহে; ষষ্টি পলে দণ্ড হয়; দুই দণ্ডে মুহূর্ত্ত; ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে বা ষষ্টিদণ্ডে দিন (এক দিবা রাত্রি); পঞ্চদশ দিন চন্দ্রের হ্রাস এবং পঞ্চদশ দিন চন্দ্রের বৃদ্ধি ক্রমে, কৃষ্ণপক্ষ এবং শুক্লপক্ষ হয়। দুই পক্ষে এক চান্দ্রমাস (চন্দ্রগতিলক্ষিত মাস হয়)। সূর্য্যের এক উদয় হইতে অপর উদয় পর্য্যন্ত ষষ্টিদণ্ডে যে এক দিন হয় তাহার ত্রিংশৎদিনে ব্যবহার কার্য্যসম্পাদনীয় এক সাবন

মাস হয়। অপর, নক্ষত্রসংস্থাদ্বারা দ্বাদশভাগে চিহ্নিত বা বিভক্ত অসম্যক্ গোলাকার সূর্য্যের যে গমনপথ নিরূপিত আছে যাহাকে রাশিচক্র কহে উহার এক এক রাশি বা ভাগ সূর্য্যের যতবার উদয়ে বা যত দিনে নিরবশেষ হয় উহাকে সূর্য্যগতি নিরূপিত সৌরমাস কহে। ঐ সৌর-মাসই সাধারণ বৎসর গণনায় প্রচলিত। ঐরূপ দ্বাদশ মাসে যে বৎসর হয় তাহার যে ছয় মাস সূর্য্য দক্ষিণ দিকে ক্রমে অবনত হইয়া ভ্রমণ করেন এবং দিবা-মান হ্রস্ব হয় তাহাকে দক্ষিণায়ন কহে এবং যে ছয় মাস ক্রমে উত্তর দিকে উন্নত হইয়া ভ্রমণ করেন, দিবামানও দীর্ঘ হয় তাহাকে উত্তরায়ণ কহে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষালক্ষিত সম্বৎসরীয কাল বিভাগকে ঋতু কহে তাহাতে ঈষৎ শীত, ঈষৎ উষ্ণ ঈষৎ বর্ষা এইরূপ পুর্নবিভাগ কল্পনায় দুই মাস করিয়া হিম শিশির বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ এই ছয় ঋতু কহিয়া থাকে। সূর্য্যের দক্ষিণ উত্তর গতি ক্রমে সকলবর্ষে বা সকল দেশে ঋতু বিভাগ সমান্ হয় না। অস্মদ্দেশে অগ্রহায়ণ পৌষাদি ক্রমে হিম বা হেমন্ত আদি ঋতু গণনা হয়। আমাদের এই নিরূপিত একবৎসরে দেবলোকের একদিন হয় অর্থাৎ উত্তরায়ণ ছয় মাস দিবা এবং দক্ষিণায়ণ ছয় মাস রাত্রি॥ এই যে একবৎসরে তাঁহাদের (দেবলো-কের) একদিন, এমত ত্রিশ দিনে মাস, বার মাসে বৎসর গণনায় এক দিব্য বর্ষ হয়। এই দিব্য বর্ষের চারি সহস্র আটশত বৎসরে অর্থাৎ আমাদের মর্ত্ত্যলোকের সতরলক্ষ আটাশ হাজার বৎসরে সত্যযুগ হয়। ক্রমে একপাদহীন

অর্থাৎ তিন হাজার ছয়শত দিব্য এবং আমাদের বার লক্ষ ছেয়ানব্বই হাজার বৎসরে ত্রেতাযুগ হয়। দুই হাজার চারিশত দিব্য এবং আমাদের আটলক্ষ চৌষট্টিহাজার বৎসরে দ্বাপর যুগ। এবং একহাজার দুইশত দিব্য এবং চারিলক্ষ বত্রিশহাজার আমাদের মর্ত্ত্যলোকীয় বৎসরে কলি যুগ হয়। এই চতুর্যুগকে এক মহাযুগ কহে। এমত একাত্তর মহাযুগে এক মন্বন্তর অর্থাৎ এক মনুর অধিকার কাল হয়। এমত চতুর্দ্দশ মন্বন্তর পরিমাণে ব্রহ্মার এক দিন হয় (জাগ্রৎকাল) এবং তাবৎ পরিমাণ কাল তাঁহার রাত্রি (নিদ্রাবস্থা) হয়। এইরূপ ব্রাহ্ম দিবারাত্রিক্রমে দিন, মাস, বর্ষ গণনায় ব্রহ্মার আয়ুঃপরিমাণ (স্থিতি কাল) একশত বৎসর। ব্রহ্মার এক এক দিনাবসানে এই সুসজ্জিত জগৎসংসার লুপ্ত হইয়া যায় অর্থাৎ তাঁহার জাগ্রৎসময়ে প্রবাহিত থাকিয়া নিদ্রাবস্থায় রুদ্রমুখানলে ভূভুর্বঃস্বর্ এই লোকত্রয় নিরবশেষ দগ্ধ হইয়া যায়। জীবজন্তু তৃণগুল্মাদি পর্য্যন্ত কিছুই এই তিন লোকে থাকে না। পৃথিবী জলমগ্না হইয়া অদৃশ্য হয়েন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র (সগুণ শিব) একসাৎ হইয়া এক মহাবিষ্ণু বা নারায়ণরূপেই শেষ শায়ী হইয়া যোগনিদ্রায় শয়ন করেন। প্রলয়রাত্রির অবসানে ঐ মহাপুরুষ জাগৃত হইয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্মাদি ক্রমে পূর্ব্ববৎ যথা নিয়মে বা কোনস্থলে অন্যথা নিয়মেও স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ উদ্ভাবিত করেন। এই ব্রাহ্ম দিবারাত্রি পরিমাণ কালকে কল্প কহে। এক্ষণে বহু কল্পগত হইয়া অর্থাৎ ব্রহ্মার পূর্ব্বার্দ্ধ

আয়ুঃ প্রায় গত হইয়া শ্বেতবরাহনামক কল্পের চতুর্দ্দশ মনুর মধ্যে সপ্তম, বৈবস্বত মনুর একাত্তর মহাযুগের অষ্টাবিংশতি মহাযুগীয় অন্তিম (কলি) যুগ যাইতেছে॥ প্রতিকল্পান্তে যে এক এক বার জগতের প্রলয় হয় কহিলাম ইহাকে নৈমিত্তিক অর্থাৎ ব্রহ্মার নিদ্রাবস্থা-নিমিত্তক প্রলয় কহে। এক এক যুগাবসানে বা যুগপরি-বর্ত্তনেও এই মর্ত্ত্যলোকে যে কথঞ্চিৎ প্রজানাশ, লোকের স্বভাব পরিবর্ত্তন, ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন, আচার পরিবর্ত্তন প্রভৃতি উপপ্লব হয় উহাও একপ্রকার খণ্ডপ্রলয় বলিয়া লোকে গীত হইয়া থাকে। যাহাহউক কল্পপ্রলয়ের কথা যাহা কহিলাম, এতদতিরিক্ত মহাপ্রলয় নামে সর্ব্ব শেষ এক প্রলয় হইবে পুরাণ শাস্ত্রে কথিত আছে যাহাতে জগৎব্রহ্মাণ্ডে দ্বৈতভাব (দ্বিতীয় বস্তুসত্তা মাত্র) থাকিবে না। কেবল সেই পরমাত্মা পরমপুরুষ মাত্র ব্রহ্মভাবে নিষ্ক্রিয় হইয়া অবস্থিতি করি-বেন। মহাপ্রলয়ের কথা পুরাণাদি শাস্ত্রে যেরূপ বর্ণিত আছে তাহাও বলি, শুন॥ অন্নরসেই উৎপন্ন এই যে অস্মদাদির পাঞ্চভৌতিক দেহ ইহা অন্নেই অর্থাৎ অন্নের সঙ্গে সঙ্গেই নিরবশেষ লয় হইয়া যাইবে কারণ মহাপ্রল-য়ের প্রাক্‌কালীন ক্রমাগত শতবৎসর ব্যাপিয়া এমত অনাবৃষ্টি হইবে যে বিন্দুবিসর্গ জল পৃথিবীতে পতিত হইবে না। পুনঃপুনঃ সঞ্চিত ধান্যাদি বীজসমস্ত উপ্ত হইয়া জলাভাবে মৃত্তিকাসাৎ হইয়া যাইবে সুতরাং অন্নমূল দেহ সমস্ত অন্নাভাবেই নিঃশেষ হইবে। এইরূপে জীবজন্তু তৃণাদি পর্য্যন্ত সমস্তই বিনষ্ট হইয়া সম্বর্ত্তকাদি মেঘ

গণের শতাব্দ পর্য্যন্ত মুষলধারায় বৃষ্টিবর্ষণে পৃথিবী ও পার্থিব সমস্তই পঙ্কিল জলবৎ হইলে তদ্দণ্ডেই দ্বাদশাত্মক আদিত্যের উদয় এবং প্রচণ্ড বাত্যা শতবর্ষব্যাপিনী ; এদিকে রুদ্ররূপী সঙ্কর্ষণমুখানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই একেবারে ভস্মসাৎ অণুরূপী হইয়া ক্রমে তন্মাত্র পঞ্চকে লয় প্রাপ্ত, এবং তন্মাত্র পঞ্চক অপিচ স্যাত্বিক রাজস আদি পূর্ব্বসৃষ্ট সকল পদার্থই তত্তদীয় সূত্রগত হইয়া অহঙ্কারতত্বে লীন হইয়া যাইবে। অহঙ্কার তত্বও সঙ্কুচিত হইয়া প্রধানে লীন, প্রধান, মূল প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতিও জীবসঙ্ঘের সহিত প্রকৃতি প্রবর্ত্তক পুরুষরূপী ভগবান্ মহাবিষ্ণুতে এবং তিনিও তাঁহার নিজস্বরূপ আদিভূত ব্রহ্মভাবে একাত্মতা লাভ করিবেন ইতি। বৎসগণ! এস্থলে মানিয়া লইতে হইবে, যেমন ব্রহ্মার দৈনিক প্রলয়ে মহাবিষ্ণুর গুণাবতার ব্রহ্মা শিব বিষ্ণু—ইহাঁরা মহাবিষ্ণুতেই (নারায়ণে) গিয়া একীভাব প্রাপ্ত হয়েন সেইরূপ এখানেও (মহাপ্রলয়ে) তাঁহাদের তাঁহাতেই অগ্রে একাত্মতা লাভ হইয়াছে ইতি। এতদবস্থায় দেখ আর এই বিশ্বসংসারে দ্বিতীয় বস্তু নাই সমস্তই সেই নিয়ন্তৃ তত্বে (মূল তত্ব পরমাত্মাতে) লীন হওয়াতে সেই পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে যেমন সমস্ত তত্বকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া একাকী মাত্র সেই পরমাত্মা বা ভগবান্‌ই ছিলেন এক্ষণেও সেই একত্বাবশেষ হইল॥ ফলে পরমাত্মা পরমপুরুষের এইরূপ সৃষ্টিপ্রলয়ের প্রবাহ অনাদি বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কোন কোন পৌরাণিক আচার্য্যেরা বলেন যে

এই বর্ণিত সৃষ্টিপ্রলয়ের নিয়ম এই প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের মাত্র—অপ্রাকৃত চিন্ময় গোলোক বৈকুণ্ঠের নহে। সেই চিন্ময় গোলোকে পরম পুরুষ সচ্চিদানন্দ হরি নিজ পরিকর কতকগুলিন্ চিন্ময়পুরুষকে লইয়া নিত্য বিরাজমান আছেন ইতি। যাহাহউক বৎসগণ। ব্রাহ্মীসৃষ্টি যে স্থাবরসৃষ্টি ক্রমে প্রবর্ত্ত হইয়া মানবসৃষ্টিতে পর্য্যবসান হয়. একথা বিদিত হইয়াছ। কিন্তু মানবসৃষ্টির আদি-কাণ্ডের কথা কিছু বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ব্রহ্মা প্রথমতঃ মানসসৃষ্টি আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন সনকাদি সাত্‌টী ঋষিকে (সাত্ত্বিক পুরুষ) আবির্ভাবিত করেন। তাঁহারা ঔৎপত্তিকরূপে (স্বতঃসিদ্ধই) পরমার্থিকজ্ঞানসম্পন্ন থাকাতে সংসারে বদ্ধ হইতে অনিচ্ছুকতাহেতু আবির্ভূতমাত্রে তপস্যার্থী হইয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলেন॥ ইঁহারা কে জান? ভাদ্রমাসে অপরপক্ষে "সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতন" ইত্যাদি ক্রমে পশ্চিমাভিমুখ হইয়া লোকে যাহাদের তর্পণ করিয়া থাকে॥ রজোগুণাবিষ্ট ব্রহ্মা সহজেই উদ্ধতপ্রকৃতি, সৃষ্টি কার্য্যে অতীবব্যাপৃত, তাহাতে ঐ মানসপুত্র ঋষিগণ তাঁহার মতস্থ (সৃষ্টিকার্য্যে রত) না হওয়াতে তাঁহার ঈষৎ তমঃ আবেশে ক্রোধ উপস্থিত হইল। এবং ঐ তমোময় ক্রোধের সহিত তমোগুণস্বামী রুদ্রদেব, ভ্রূমধ্য হইতে জ্বলন্তানলবৎ তেজস্বী, হটাৎ আবির্ভূত হইলেন। রুদ্রদেব, ব্রহ্মন্! কি করিতে হইবে এই কথা, রক্তিমনয়নে জিজ্ঞাসা করাতে ব্রহ্মা, রুদ্রদেব পাছে সৃষ্টিনাশ কবেন এই শঙ্কায় শঙ্কিত

হইয়া ভগবন্! প্রজাসৃষ্টি করুন্ এইরূপ প্রার্থনা করাতে রুদ্রদেব কতকগুলিন্ তামস প্রজা, প্রমথগণকে অভিধ্যা-যোগে উদ্ভাবিত করিলেন। উহারা আবির্ভূত মাত্রে এমত ভয়াবহ নৃত্য করিতে লাগিল যে ব্রহ্মা জগতের প্রলয়শঙ্কায় তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বায়বীয়মণ্ডল ভুবর্লোকে বাসস্থান প্রদান করিলেন এবং রুদ্রদেবকে বলিলেন মহাযোগিন্! আপনি এক্ষণে তপঃসমাধিতে গিয়া অবস্থিতি করুন্ ইতি। ব্রহ্মা এক্ষণে পুনর্ব্বার আপনিই অভিধ্যাযোগে মরিচ্যাদি সপ্ত অথবা আর নারদাদি তিনটীকে লইয়া দশ যথা—মরিচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ এই ঋষি-কুলকে উর্দ্ধজত্রু অর্থাৎ মুখ নাসিকাদিরন্ধ্র হইতে আবির্ভাবিত করিয়া তাঁহাদিগকে গৃহাশ্রমী হইয়া প্রজা-সৃষ্টি করিতে আদেশ করিলেন। উহারা সকলেও ব্রহ্ম-তেজঃসম্পন্ন, ব্রহ্মপরায়ণ পুরুষ ছিলেন, তথাপি জনকের আজ্ঞাগৌরবে তন্মতস্থ হইলেন। কেবল নারদ মতস্থ না হওয়াতে অর্থাৎ আশ্রমী হইয়া প্রজা উৎপত্তি করিতে অসম্মত হওয়াতে নারদকে “তুমি যেমন আমার বাক্য হেলন করিলে তেমনি তুমি সহস্র বৎসর রমণী-সক্ত নানা দশাগ্রস্ত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে ভ্রমণ করিবে”—এই বাগ্বাণ (অভিশাপ) প্রয়োগ করিলেন। নারদও ব্রহ্মাকে ‘তুমি দেবাগ্রণী হইয়াও মোক্ষার্থীজনের উপাস্য হইবে না’ এই অভিশাপ দিলেন। নারদ সহস্রবর্ষান্তে শাপমুক্ত হইয়া পুনশ্চ সাধুসঙ্গলাভে হরিতে রত হইয়া

হরি আরাধনায়,হরি কৃপায়,হরিপার্ষদত্ব প্রাপ্ত হয়েন। ব্রহ্মা কর্দ্দম ঋষি ও দক্ষ প্রজাপতি প্রভৃতি আরও কতকগুলিন্‌কে অভিধ্যাযোগে সৃষ্টি করিয়া, যথেষ্টরূপে প্রজাবৃদ্ধি হই-তেছেনা দেখিয়া, এক্ষণে দাম্পত্যধর্ম্মে প্রজা উৎপাদনার্থ আত্মযোগপ্রভাবে আপনিই স্ত্রী পুরুষ ভেদ দুই মূর্ত্তি হইয়া মনুনামক পুত্র (যাহাকে স্বায়ম্ভুব মনু কহে) এবং শতরূপা নাম্নী কন্যা এই দুইটী নরমিথুনকে প্রসব করিলেন। বৎস-গণ। মানবজাতি এই সংজ্ঞাটী এই মনু হইতেই প্রসৃত হইয়াছে। মনু ব্রহ্মার আদেশক্রমে ঐ শতরূপা নাম্নী কন্যাকে দারত্বে পরিগ্রহ করিয়া তাহাতে প্রিয়ব্রত আর উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং আকুতি, দেবহুতি এবং প্রসূতি নামে তিনটী কন্যাকে উৎপন্ন করেন। ঐ কন্যা-গণকে ব্রহ্মার মানসপুত্রদিগকেই প্রদান করেন। ঐ মনু-পুত্র আর মনুকন্যাদের সন্ততিপরাম্পরাতেই জগৎ অধিকাংশই পূরিত হইয়াছে। মন্বাদিসংহিতায় * "লোকা-নান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখ বাহূরুপাদতঃ। ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥" * ব্রহ্মা প্রজাবৃদ্ধির নিমিত্ত মুখ,বাহু, ঊরু এবং পাদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চতুবর্ণ লোকসৃষ্টি করেন,এই কথা লিখিত আছে। বেদেও "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতে বর্ণভেদ সম্বন্ধে ঐরূপ মুখ বাহু ইত্যাদি শব্দগুলিন্ আছে। পুরাণ প্রস্তাবে ব্রহ্মার মুখনাসিকাদি হইতে মরিচ্যাদি ঋষিগণ উৎপন্ন হইয়াছেন, এইরূপ যে সম্বাদ আছে তাহা মন্বাদি স্মৃতিবাক্যের সহিত ব্রাহ্মণোৎপত্তিবিষযে কথঞ্চিৎ সমন্বয়

হইলেও সায়ম্ভুব বা আদি মনু, স্মৃতিপুরাণ উভয়মতেই ব্রহ্মার বা বিরাটের কাহারই বাহু হইতে জন্মেন্ নাই, তথাপি তিনি এবং তাঁহার প্রিয়ব্রতাদি বংশাবলি 'দেখা যায়' ক্ষত্রিয় হইয়াছে। ক্ষত্রিয় সন্তান অনেক্‌কেও পুরাণশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন না করিয়া তপোযোগাদি মোক্ষধর্ম্মে কৃতনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মর্ষিসংজ্ঞাও লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে ইহার মীমাংসা কি? যদিও সৃষ্টিবিষয়ে বা অপর কোনই বিষয়ে হউক্ সংহিতাকারদের অনৈক্যমত্য থাকিলে পরাচার্য্যেরা কল্পভেদ কল্পনা করিয়া অর্থাৎ 'একথা কল্পান্তরগত' এই বলিয়া মীমাংসা করিয়া থাকেন। কিন্তু এস্থলে সে কল্পনা সম্যক্ যোজনা যোগ্য হইতেছে না, অতএব মুখ বাহ্বাদির মর্ম্ম এইরূপ বুঝিতে হইবে যে বৈরাজপুরুষেরই (বিরাট অন্তর্যামী নারায়ণের) মুখ, বাহু, উরু, এবং পাদতলে চারিটী বর্ণ (ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ধর্ম্ম) সূত্রিত ছিল, তাহাই ব্রহ্মা যথাপ্রকৃতি যথাপ্রভাবক্রমে অর্থাৎ সত্বগুণপ্রাধান্যে ব্রাহ্মণ রজঃসত্বপ্রাধান্যে ক্ষত্রিয়, রজস্তমপ্রাধান্যে বৈশ্য এবং তমঃপ্রাধান্যে শূদ্রধর্ম্মী করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা এই চারিটী বর্ণই স্থাপন করেন তৎপশ্চাৎ বিবাহের বৈষম্যাধীন অনেক বর্ণ ঋষিরা ব্যবস্থাপিত করেন। যেমন বেণরাজার বামবাহু মর্দ্দনে তাহার পাপাংশ হইতে উদ্ভূত কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ নিষাদনামে শূদ্রজাতিতে নিবেশিত হইয়াছিল ইত্যাদি। বৎসগণ! এক্ষণে শাস্ত্রবর্ণিত শাস্ত্রাঙ্গভূত আর আর কথা শুন। দেখ যেমন কোন ক্ষমতাবান্ বীরপুরুষ

একটী রাজ্য-স্থাপন করিলে তাঁহাকে রাজ্যের কার্য্যবিভাগ-ক্রমে কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে হয় সেইরূপ মনে কর বিশ্বরাজ্যের স্থাপক সেই বিশ্বাত্মা বিশ্বপতি নারায়ণ, ইন্দ্র চন্দ্র,বায়ু,বরুণ প্রভৃতি (লোকে যে অসংখ্যাসূচক তেত্রিশ-কোটি দেবতা বলে) তাঁহাদের এক এক জনকে বিশ্ব-রাজ্যের এক এক কার্য্যভার অর্পণ করিলেন। যেমন তোমরা অনেকের মুখে* "যদ্ভয়াৎ বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ"*ইত্যাদি বেদগাথা শুনিয়া থাক এবং যে বাক্যের তাৎপর্য্যও এই যে উহাঁরা (বায়ু,সূর্য্য আদি) সকলেই ঐ বিশ্বপতির নিয়ম বহন করিতেছেন ইতি। ঐ দেবতাগণকে কল্পব্যাপী অর্থাৎ ব্রহ্মার এক দিনপরিমিত দীর্ঘআয়ুঃ প্রদান করাতে তাঁহাদের অমর এই খ্যাতিটী প্রসিদ্ধ হইল। নব-কিশোরগণ! তোমাদের নিশ্চয়ই সংশয় জন্মিতেছে যে,চন্দ্র সূর্য্যাদিত এক এক মণ্ডলাকার পদার্থ মাত্র দৃষ্ট হয়। অগ্নি বায়ু প্রভৃতি—ইহারাওত একপ্রকার অচেতনপদার্থ, তবে ইহাদিগকে দেবতা বলা কি রূপকবাক্য? না তাহা নহে, চন্দ্রসূর্য্যাদিমণ্ডলকে দেশান্তরীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা যেমন একটী একটী লোক বলিয়া অনুমান করেন, আমাদের শাস্ত্রে উহাদিগকে বাস্তবিক লোক বলিয়াই উক্ত করিয়া-ছেন। মহাভারতে শুকনির্যানে, শুকের যোগবলে সূর্য্য-লোক গমনের কথাও স্পষ্টরূপ দেখিতে পাইবে এবং বিশেষ বিশেষ পুণ্যসঞ্চয়াধীন "চন্দ্রলোকে মহীয়তে, সূর্য্য-লোকে মহীয়তে" এইরূপ ফলশ্রুতিও শাস্ত্রলিখিত আছে। অতএব দেখ যেমন উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব

হরির আরাধনা করিয়া ধ্রুবতারার অধিপতি হওয়াতেই ঐ তারা ধ্রুবলোক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে ঐরূপ সূর্য্যলোক চন্দ্রলোকাদির অধিপতি অধিষ্ঠাতা পরমাত্মাংশ পুরুষেরাই দেবতা বলিয়া পূজ্য এবং মান্য আছেন; অপর অগ্নি বায়ু প্রভৃতিরও, পরামাত্মাংশ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন বলিয়া শাস্ত্রে সম্বাদিত আছে। অপিচ ভগবান্ পরমাত্মা পরমপুরুষ যেমন জ্ঞানবীর্য্যাদি বিবিধশক্তিতে পরিপূর্ণ, তাঁহার অংশকলাভূত দেবদেবীগণও তদনুস্যূত যথাসম্ভব শক্তিসম্পন্ন এবং তজ্জন্যই শাস্ত্রে তাঁহাদের বরদানাদিসামর্থ্যের কথাও শ্রুত হওয়া যায়। যথা—* "আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎধনমিচ্ছেদ্ধুতাশনাদিত্যাদি" * অপিচ, "গোচরে বা বিলগ্নে বা যে গ্রহা রিষ্টসূচকাঃ। পূজয়েত্তান্ প্রযত্নেন পূজিতাশ্চ শুভাবহাঃ" * ইত্যাদি অনেক আছে॥ বৎসগণ! এই স্থলে আর একটী তর্কমীমাংসার কথা অবগত থাকহ। দেখ যদ্যপি কোন বস্তুর অংশ বলা যায়, তবে সেই বস্তুর কিয়ৎখণ্ড বা কিয়দ্ভাগ এই অর্থই বুঝায় এবং তদ্বারা (অংশকল্পনাদ্বারা.) সেই স্বরূপ বস্তুর পূর্ণতার হানি বা ঊনতা অবশ্যই হইয়া থাকে, তবে পরমপুরুষের অংশকল্পনা কি সেইরূপ? পরমপুরুষ কি খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছেন? না, তাহা নহে। এই যে অংশ শব্দ, ইহা সেই অচিন্ত্যমহিম পরমাত্মা ভগবানের অচিন্ত্যশক্তির বিলাস অর্থাৎ তিনিত বিশ্বব্যাপী—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমস্তই ব্যাপিয়া আছেন, তবে তাঁহার ইচ্ছাধীন সত্বাদি গুণসঙ্গে যেখানে যেমন তাঁহার প্রভাবের স্ফুরণ (স্ফূর্ত্তি) হয়

—কোথাও অধিক, কোথাওবা ন্যূন, কোথাও অধিকতর, কোথাওবা ন্যূনতর। কোথাও অধিকতম কোথাওবা ন্যূনতম। যেমন দেবতালিঙ্গে অধিক ব্রহ্মরুদ্রাদিলিঙ্গে অধিকতর, এবং স্বয়ং নারায়ণাদিলিঙ্গে অধিকতম। ন্যূনতাপক্ষেও মনুষ্যলিঙ্গে ন্যূন, পশ্বাদিলিঙ্গে ন্যূনতর এবং কীটাদি লিঙ্গে ন্যূনতম। এইরূপ ক্রম, বিষ্ণুপুরাণাদিতে স্পষ্টই দর্শিত হইয়াছে। যথা * "ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা ব্রহ্মন্ প্রধানা ব্রহ্মশক্তয়ঃ। ততশ্চ দেবা মৈত্রেয় ন্যূনা দক্ষাদয়স্তথা॥ ততো মনুষ্যাঃ পশবো মৃগপক্ষি সরীসৃপাঃ।"* ইত্যাদি। ভাগবতে উক্ত ব্রহ্মাদিত্রয়ের মধ্যেও তারতম্য দর্শাইয়াছেন। যথা * "সত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণাস্তৈ র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে স্থিত্যাদয়ে হরি বিরিঞ্চি হরেতি সংজ্ঞাঃ শ্রেয়াংসি তত্রখলু সত্বতনো র্নৃণাংস্যুঃ॥" * যদিও একই সেই পরমপুরুষেরই আবির্ভাব সত্বাদিগুণলিঙ্গে (হরিবিরিঞ্চিহররূপে) প্রকাশমান, তথাপি গুণানুরূপ প্রকাশাধীন অর্থাৎ সত্বগুণ শান্ত, রজোগুণ উদ্ধত এবং তমোগুণ ঘোরস্বভাব হওয়াতে সত্বলিঙ্গ বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ, "সত্বং যদ্ব্রহ্মদর্শনং" সত্বগুণাবলম্বনেই ব্রহ্মের স্বরূপানুভব হয় ইতিবিধায় তিনিই লোকের পরম কল্যানদ হইয়াছেন ইতি। ইনি—সত্বাধিষ্ঠিত বিষ্ণু এক্ষণে (সৃষ্টিসময়ে) প্রকৃতিগুণের সঙ্গী হইলেও বস্তুতঃ ইনি সেই নির্গুণ (প্রাকৃতগুণরহিত) আদি পুরুষ মহাবিষ্ণু নারায়ণই। বেদে "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং"। বিষ্ণুর পদই ব্রহ্মভূত পরমপদ (যাহাকে বিষ্ণুভক্তেরা বৈকুণ্ঠ বলে) সেই পদ এই

বিষ্ণুর উপাসনাতেই সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যে ধাম প্রাপ্ত হইলে জীবপুরুষকে আর ভৌতিকদেহে প্রবেশ এবং এই দুঃখময় সংসারে প্রত্যাগমন করিতে হয় না; কোন কোন সম্প্রদায়াচার্য্যগণের এইরূপ সিদ্ধান্ত। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, রাম, নৃসিংহ প্রভৃতি যে সকল অবতারের কথা শুনিতে পাও সে সমস্তই উহাঁরই লীলা-বিগ্রহ। যদ্যপি তাঁহার ইচ্ছামাত্রে জগন্মঙ্গল সকল কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে, তথাপি তাঁহার অলৌকীক প্রভাব-দর্শনে লোকের তাঁহাতে বিশ্বাস এবং রতি জন্মুক এই মুখ্য উদ্দেশ্যেই তাঁহার ঐ সব লীলাকরণ। বৎসগণ! এই স্থলে অর্থাৎ অবতার কথারপ্রসঙ্গে তোমাদের মনে অবশ্যই বিশেষ জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে যে কৃষ্ণঠাকুরের সর্ব্বাপেক্ষায় লোকে এত নাম গৌরব কেন? অতএব ইনি কে? তাহা সবিস্তার বলি শুন। * "ত মীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং। পতিং পতীনাং পরমং পরস্মাৎ বিদামদেবং ভুবনেশ মীড্যং॥ ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চবিদ্যতে স্বাভাবিকীজ্ঞানবলক্রিয়াচ। ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ॥" "বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিশ্য জন্যে জন্যে পঞ্চরূপো বভূব। কৃষ্ণস্তথৈকোহপি জগদ্ধিতার্থং শব্দেনাসৌ পঞ্চরূপো বভূব॥" ইতি গোপালতাপনী শ্রুতি॥ ভাগবতে, "ভগবানাস এ বেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।"* বিশেষতঃ ভাগবতে প্রথমতই যে সিদ্ধান্তস্থাপন করিয়াছেন জগতের একমাত্র মূলতত্বকে কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরমাত্মা, কেহবা ভগবান্ শব্দে শব্দিত করেন—

ইনি সেই ভগবান্। এখানে ভাগবতীয় উক্ত পদ্যার্দ্ধেও সেই ভগবান্ মাত্রই সৃষ্টির অগ্রে ছিলেন,এই কথা আছে। আর কৃষ্ণ কে ? বা কি বস্তু ? শৌণকাদি ঋষিগণের প্রশ্নে ঐ ভাগবতেই "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" কৃষ্ণ ইনিই সেই সাক্ষাৎ ভগবান্ (পরমেশ্বর) এই কথা উক্ত হইয়াছে। অতএব ইনিই সেই ব্রহ্ম, ইনিই সেই পরমাত্মা, ইনিই সেই ভগবান্॥ "স একধা বহুধাচ ভবতি।" তিনি এক হইয়াও বহুরূপ হয়েন এই শ্রুতি তাৎপর্য্যেই তিনি জগৎ-সৃষ্টি করণেচ্ছু হইয়া স্বয়ং অখণ্ডিত পূর্ণাবস্থাতে থাকিয়াই নিজ অচিন্ত্য যোগশক্তিতে পরব্যোমে সঙ্কর্ষণ এবং তৎপরিধি বিরজানামক ব্রহ্মহ্রদের পরপারে পুরুষরূপে অর্থাৎ মহাবিষ্ণু, নারায়ণ ইত্যাদি পর্য্যায়নামে আবির্ভূত হইয়া প্রকৃতি প্রেরণপূর্ব্বক মহদাদিতত্ত্বের আবিষ্কার করেন এবং ক্রমে নানাপ্রকাশে রূপান্তর হইয়া কোথাও কিয়ৎ কোথাও কিয়ৎ পরিমাণ ঈশিতাশক্তির প্রকাশপূর্ব্বক সমস্ত জগৎ কার্য্য সম্পাদন করেন। মনুস্মৃতিতেও "ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান্" এই পদ্যে "প্রাদুরাসীৎ তমোনুদঃ" "তমোনুদঃ প্রকৃতি প্রেরকঃ স্বয়ম্ভূঃ স্বেচ্ছয়া শরীর পরিগ্রহং করোতীতি টীকা॥"* অর্থাৎ যিনি ইচ্ছাধীন মূর্ত্ত হয়েন এবং প্রকৃতিকে প্রেরণ (পরিচালন) করেন ইতি সিদ্ধান্ত। অপিচ কচিৎ নিজকারুণ্যে ভক্তানুগ্রহহেতু স্বয়ংও পূর্ণরূপে লোকগোচর ইচ্ছাময়শরীর গ্রহণপূর্ব্বক নানা লীলা বিস্তার করেন। তোমরা ভগবদ্গীতা সম্যক্ আলোচনা করিলে স্পষ্টই জানিতে পারিবে যে কৃষ্ণই জগতের মূলতত্ত্ব ব্রহ্ম।

ঐ গীতাতে অর্জ্জুনকে অতি রহস্য জ্ঞান উপদেশকালে কহিয়াছেন অর্জ্জুন! "ব্রহ্মণোঽপি প্রতিষ্ঠাহং।" লোক-চক্ষুর অগোচর যে ব্রহ্ম তাঁহারই প্রতিমা আমি অর্থাৎ স্বর্ণের প্রতিমা লৌহের প্রতিমা বলিলে যেমন স্বর্ণময় লৌহময় প্রতিমা বুঝায় সেইরূপ ব্রহ্মের প্রতিমা অর্থাৎ ঘণীভূত মূর্ত্ত-ব্রহ্ম আমি এই বাক্য তাৎপর্য্য॥ তাঁহার প্রভাবজ্ঞ ভক্তজনেরা কহিয়াছেন। * "প্রপঞ্চং নিস্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে। প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং ভুবি॥" * তুমি ভৌতিক জগতের অতীত হইয়াও কেবল তোমার ভক্তজনেদের অপেক্ষিত আনন্দরাশি বিতরণার্থেই প্রাকৃত পুরুষেরন্যায় এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছ। ইতি॥ বৎসগণ! কৃষ্ণ কে, বা কি পদার্থ তাহার গুহ্যবার্ত্তা এই কহিলাম। আরও কহি তোমরা যখন পুরাণ ইতিহাস পাঠ করিবে তখন তাঁহার অদ্ভুত অদ্ভুত অলৌকিক কার্য্য সমস্ত যাহা প্রাকৃত পুরুষে সম্ভবেনা তাহাও দেখিতে পাইবে। অতএব যাহারা কৃষ্ণই ব্রহ্ম, কৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বর; কৃষ্ণই জগতের মূলাধার এতাবৎ তত্ত্ব কথা—বিশেষ অব-গত হইয়াছে আর যখন আপনাদিগকেও নিতান্তই অস্বাধীন ঈশ্বরপরতন্ত্র জানিয়াছে তখন তাহারা যে তাঁহার (কৃষ্ণের) আরাধনা পর হইবে ইহাতে আর সংশয় কি? কিন্তু জগ-তের মূল তত্ত্ব বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়াচার্য্যদের ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তানুসারে উপাসক সম্প্রদায়ের নানাপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রাবলম্বী কৌলেরা (শাক্ত সম্প্রদায় বিশেষ) শক্তিমান্ ঈশ্বর স্বীকার না করিয়া

স্বাভাবিক জ্ঞান বল ক্রিয়াত্মিকা শক্তিই জগতের মূল তত্ব (আদিকারণ) জীব অজীব সমস্তই শক্তি, প্রসূতির্ এমন কি জগদধ্যক্ষ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব,—শক্তিসম্ভূত এই কথা বলেন। সে যাহাহউক শিবোক্ত তন্ত্রশাস্ত্রের আপাতক একটী কথা বিলক্ষণ যুক্তিযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যথা * "শক্তি শক্তিমতোর্ভেদং কল্পয়ন্ত্য বিপশ্চিতঃ॥ *" শক্তি আর শক্তিমানের ভেদকল্পনা অপণ্ডিতেরাই অর্থাৎ অতত্ববিৎ জনেরাই করিয়া থাকে ইতি॥ বস্তুতঃও শক্তি শক্তিমানে সমবায়সম্বন্ধ ব্যতীত পৃথক্‌তা কোন ক্রমেই সম্ভবেনা কেননা শক্তিব্যতিরেকে ও শক্তিমানের অপ্রসিদ্ধি এবং শক্তি-মান্‌ব্যতিরেকেও শক্তির পৃথক্‌তা অপ্রসিদ্ধ। তার্কিকেরাও বিচারকালে বহুস্থলে। " শক্তি শক্তিমতোরভেদঃ।" এই বাক্য প্রয়োগে শক্তি শক্তিমানে অভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন॥ যাহাহউক কৌলেরা শক্তি শক্তিমান্ ইত্যাকার পদ বা পদার্থ ভেদও স্বীকার করে না। উহাঁরা শক্তিই শক্তিমতী ইত্যাকার অভেদ স্বীকার করেন॥ অপর, পুরাণ এবং তন্ত্র উভয়মার্গসম্মত সাধারণ (প্রচলিত) যে পঞ্চো-পাসক অর্থাৎ শক্তি উপাসক (দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী প্রভৃতির উপাসক) শাক্তসম্প্রদায়। শিবোপাসক শৈব-সম্প্রদায়। সূর্য্যোপাসক সৌরসম্প্রদায়। গণেশ উপাসক গাণপত্যসম্প্রদায়। এবং বিষ্ণূপাসক বৈষ্ণবসম্প্রদায়— ইহারা এই পাঁচকেই ব্রহ্মের প্রকাশভেদ জ্ঞানে, শৈব, আপন উপাস্যদেব শিবকে, শিবই বিষ্ণু, শিবই সূর্য্য শিবই গণেশ এবং শিব আর শক্তি মসূর দ্বিদলবৎ দুএ এক, এই

ভাবে উপাসনা করেন। বৈষ্ণবেরা, বিষ্ণুই শিব; বিষ্ণুই সূর্য্য, বিষ্ণুই গণেশ এবং বিষ্ণুই নিজশক্তি প্রকৃতি রূপে দুর্গা কালী প্রভৃতি সৌরেরাও, ঐ রূপ সূর্য্যই বিষ্ণু সূর্য্যই সব। গাণপত্যেরাও, গণেশই শিব বিষ্ণু প্রভৃতি সকল রূপে প্রকাশমান এইরূপ চিন্তা করেন॥ পঞ্চোপাসকি সম্প্রদায়ের স্থূল কথা এই যে যেরূপেরই উপাসনা করুক, সকলেরই এক সেই ব্রহ্ম তত্বেই পর্য্যবসান লোকচক্ষুব অগোচর অপ্রকাশ ব্রহ্মতত্বই সর্ব্বত্র প্রকাশ মান॥ বৎসগণ এই স্থলে পদ্মপুরাণীয় গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্তকৃত শিবস্তোত্রের একটী অপূর্ব্ব তাত্বিক শ্লোক-গাথা তোমাদিগকে শুনাইতে ইচ্ছুক হইতেছি। যথা * " ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতি মতং বৈষ্ণব মিতি প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদ মদঃ পথ্যমিতিচ। রুচীনাং বৈচিত্র্যা দৃজুকুটিল নানা পথজুষাং নৃণামেকোগম্য স্তমসি পয়সা মর্ণবইব॥*" হে দেব! যেমন নদনদী প্রভৃতি সকল জলপ্রবাহই সাক্ষাৎপরম্পরারূপে সমুদ্রেই গিয়া পতিত (মিলিত) হয় সেইরূপ ত্রয়ী (বেদোক্ত ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মমার্গ) সাংখ্যজ্ঞান (আত্মানাত্ম বিবেক রূপ) যোগমার্গ,(প্রাণায়াম,এবং মনঃসংযম[চিত্তের একাগ্রতা] পূর্ব্বক ধ্যানধারণা সমাধি ঘটিত পাতঞ্জলোক্ত যোগসাধন) পশুপতি মত (শিবোপাসনা পদ্ধতি) বৈষ্ণবমার্গ (বিষ্ণুপাসনা)। ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন পথেরমধ্যে তাহার তাহার রুচি অনুসারে যে যেই পথই আশ্রয় করুক আর কোন পথ ঋজুই হউক আর কোন পথ কিছু বক্রই হউক

আর পরস্পর আপন আপন পথকেই বা শ্রেষ্ঠ করিয়া মানুষ, সকল পথেই এক তুমি মাত্র গম্য হইয়াছ অর্থাৎ সকল পথই তোমাতে গিয়া পর্য্যবসান, পাইয়াছে, যেহেতু একমাত্র পরম তত্ব তুমিই সকল পথে সম্বদ্ধ আছ, ইতি॥ বৎসগণ! সাধারণ পাঞ্চোপাসকিদের উপাসনার ভাবগতি জ্ঞাত হইলে এক্ষণে শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের উপাসনার ভাবগতি অবগত হও। উহারা কৃষ্ণকেই মূল তত্ব "নরাকৃতি পরংব্রহ্ম" পুস্কল, মূর্ত্ত ব্রহ্ম অবধারণ করিয়া তদ্ভিন্ন ব্রহ্মরুদ্রাদি পর্য্যন্ত দেবগণ সকলকেই তদীয়ত্ব পুরস্কারে অর্থাৎ তাঁহারই প্রভাব বিশেষ বা বিভূতি বিশেষ ইত্যাকাররূপে পূজ্য এবং মান্য করেন। রাম নৃসিংহাদিকে অবতার নিজ আবির্ভাব (রূপান্তরবিশেষ)—এবং স্বয়ং অবতারী (মূল আকর) ইত্যাকার ঈশৎভেদ অর্থাৎ অভেদ হইয়াও অবতারে সর্ব্বশক্তির প্রকাশ না থাকা হেতু ঈষৎ ন্যূনকল্পে পরিগ্রহ করিয়া থাকেন॥ অনুপম! কিহে? গৌরাঙ্গ কে? এই কথা? তাহা বলি শুন কিন্তু কথাটী বড় গুরুতর। তাঁহাকে (শ্রীচৈতন্য) তাঁহার সম্প্রদায় আচার্য্যগণ এবং তদনুবর্ত্তী বৈষ্ণব সম্প্রদায় সকলেই ভগবান্ কৃষ্ণদেবের আবির্ভাব বিশেষ, নিত্যানন্দ গোঁসাইকে বলদেবের এবং অদ্বৈতাচার্য্যকেও শিবের আবির্ভাব কহিয়া থাকেন কিন্তু ভিন্ন সম্প্রদায়ী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা "কলিতে ভগবানেরঅবতার নাই তজ্জন্য তাঁহার একটী নাম ত্রিযুগ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে" কলিতে অবতার প্রতিবন্ধকীভূত এই কথাটী বলেন। ফলে ভাগবতের

দশম, যাহাতে বেদব্যাস ঋষি কেবল কৃষ্ণাবতারের বৃত্তান্তই বিশেষরূপে বর্ণন করিয়াছেন তাহাতে লিখিত আছে যে নন্দালয়ে, মহাজ্যোতিষী পণ্ডিত গর্গমুনি যখন গণনাদি করিয়া কৃষ্ণের নামকরণ করেন্ তখন নন্দকে কহিয়াছিলেন। * " আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্ত স্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।"* এই ছেলেটী তোমার এক্ষণে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে দেখিতেছ কিন্তু এটী যুগেযুগেই জন্মগ্রহণ এবং শরীর ধারণ করিয়া থাকে এবং শুক্ল, রক্ত, পীত এইরূপ আরও তিনটী বর্ণ ইহার হইয়াছিল ইতি॥ কিন্তু কোন্ যুগে কোন্ সময়ে কোন বর্ণ হয় তাহার বিশেষ কিছু বলেন নাই যুগও (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর,কলি) চক্রবৎ পুনঃপুনঃ পরিবর্ত্তনশীল। পরন্তু একাদশ স্কন্ধে জনক রাজা করভাজন ঋষিকে প্রসঙ্গতঃ * " কস্মিন্‌কালে স ভগবান্ কিংবর্ণঃ কীদৃশোনৃভিঃ পূজ্যতে কেন বিধিনা।*"ব্রহ্মন্ ভগবান্ হরি কোন্‌যুগে কি বর্ণ হয়েন কি বিধিতেই বা তাঁহাকে তৎকালের লোকেরা উপাসনা করে ইত্যাদি বিশেষ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি"কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুঃ। ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোহসৌ। দ্বাপরে ভগবান্‌শ্যামঃ। কলাবপি তথাশৃণু কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং। ইত্যাদি পদ্যময়বাক্যে চারিটীযুগের বিশেষ বিশেষ উপাসনা ধর্ম্ম এবং তৎপ্রচারক বিশেষ বিশেষ অবতারাদির পরিচয় দেন। অর্থাৎ সত্যযুগে হংস,(পরমহংস)যোগেশ্বর ইত্যাদি নামে গীত শুক্লবর্ণ চতুর্বাহু অবতার বিশেষ হইয়া তপঃ সমাধিরূপ ঈশ্বরোপাসনার পথ প্রদর্শন করেন। ত্রেতাতে যজ্ঞ, যজ্ঞেশ্বর, পৃশ্নিগর্ভ

ইত্যাদি নামে গীত রক্তবর্ণ চতুর্বাহু, স্রুগাদি যজ্ঞ সম্ভারধারী অবতার বিশেষ হইয়া যজ্ঞদ্বারা ঈশ্বরারাধনার বিধিপ্রচার করেন দ্বাপরে ভগবান্ শ্যাম অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্যামসুন্দর, কৃষ্ণাবতার হইয়া নানা উপচারে ঈশ্বরার্চ্চনারূপ উপাসনা বিধি ব্যবস্থাপিত করেন এবং কলিতে "কৃষ্ণ বর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং যজন্তি" কৃষ্ণবর্ণকে অর্থাৎ কৃষ্ণকেই কিন্তু বাহ্যপ্রভা তাঁহার অকৃষ্ণ (শুভ্র)—সংকীর্ত্তন প্রচুর যজ্ঞদ্বারা অর্থাৎ পূজাসম্ভারে সুবুদ্ধিজনেরা অর্চ্চনা করে এইরূপ প্রহেলিকাবৎ অস্ফুট কথাগুলিন্ লিখিত আছে॥ গোস্বামীরা, সুমেধা (সুবুদ্ধি) পদে কুতর্ক রহিত সরল বুদ্ধি ভক্তি নম্র পুরুষ এবং অকৃষ্ণ পদে গৌরকান্তি এইরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন। কলিতে অবতার নাই একথার মর্ম্ম ছদ্মবেশীর ন্যায় প্রচ্ছন্ন। তাহার প্রমাণও দর্শাইয়া থাকেন। ফলে বৎসগণ! যদ্যপি বেদবিহিত তপঃ, সমাধি, যাগযজ্ঞ কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, ভক্তিকাণ্ড (প্রভৃতি ধর্ম্ম বিধির) কোন যুগেই কোনটী একান্ততঃ প্রতিসিদ্ধ নাই তথাপি যুগবিশেষে ধর্ম্মবিশেষের প্রাধান্য শাস্ত্রবিহিত থাকাতেই কলিতে হরিনাম হরিকীর্ত্তনেরই প্রাধান্য সমস্ত পুরাণেতিহাস প্রসিদ্ধ।* "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং। কলৌনাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"* এখানে দেখিতেছ শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ তিনবার করিয়া বলিয়াছেন যে কলিতে হরিনাম ব্যতীত জীবের অন্যগতি (উপায়) নাই॥ আরও দেখ শাস্ত্র, আর কি বলিতেছেন।*"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্। যদাপ্নোতি

তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবং॥"* সত্যে ধ্যানধারণা-দিতে, ত্রেতায় যাগ যজ্ঞাদিতে এবং দ্বাপরে হরির অর্চ্চনা দিতে যে ফল লাভ হয় কলিতে হরির কীর্ত্তনমাত্রে সেই সমস্ত ফল লাভ হয় ইতি॥ এক্ষণে দেখ চারিটী যুগে চারিটী উপাসনা মার্গ শাস্ত্র নিরূপিত আছে এবং সেই পথগুলিন্ যুগেযুগে তিনিই অবতার বিশেষ হইয়া প্রচার করিয়াছেন বা করিয়া থাকেন। কলিযুগের নিরূপিত, হরিনাম হরিকীর্ত্তন ধর্ম্মও এক্ষণে প্রবলরূপে প্রবাহিতও দেখা যাইতেছে অতএব ইহা কোন্ সময় হইতে আর কাহা দ্বারাই বা প্রচারিত হইল? ইহার অনুসন্ধানে দেখা যায় যে প্রচলিত শকাব্দ অব্দের ১৪০৭ চোদ্দশত সাত শকে গৌড় গঙ্গাতীরে প্রসিদ্ধ নবদ্বীপ নামক বিদ্যাক্ষেত্রে জগন্নাথ মিশ্রনামক বৈদিকশ্রেণীগত ব্রাহ্মণের গৃহে ঐ গৌরাঙ্গ, যাঁহার দ্বিতীয় নাম শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন। ঐ মাহাত্মা অল্পবয়সেই অল্প পড়া শুনাতেই সর্ব্বশাস্ত্রবক্তা সুতরাং শর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হইয়া হরিনাম আর হরি সংকীর্ত্তনই যে কলিযুগের পরম ধর্ম্ম, আর কলিযুগে জীবের অন্য গতি নাই ইহাই আপামর সাধারণ সকল লোককেই উপদেশ দিয়া লওয়ান, এবং নিজেও স্বগণ, স্বজন, সমস্তকে লইয়া সর্ব্বদাই হরি সংকীর্ত্তনে প্রমুদিত থাকিতেন। এইরূপে চব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত গৃহবাসী হইয়া অতিবাহিত করেন্। তদনন্তর সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে (জগন্নাথে) কৃতাসন হইয়া তীর্থ পর্য্যটন উপলক্ষে নানাদেশ ভ্রমণ করত বহু সংখ্যক লোককেই নামোন্মাদ-

গ্রস্ত করেন্।' লোকের 'মুখে' হরি বল ব্যতীত অন্যবার্ত্তা থাকে নাই। তৎসূত্রে এখনও লোকে হরিপদের সহিত"বোল" এই বোল শব্দযোগে হরি গাথাবৎ উচ্চারণ করে। সুতরাং শাস্ত্রে উল্লিখিত কলিযুগের পরমধর্ম্ম হরিনাম হরিসংকীর্ত্তন, ঐ গৌরাঙ্গদেবই লোকে প্রচার করাতে এবং তাঁহার অলৌকিক ভাব এবং অলৌকিক কতকগুলিন্ কার্য্য তাৎকালীক অভিজ্ঞজন দৃষ্ট হওয়াতে ভক্তিমান্ সরল লোক তাঁহাকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগ দৃষ্টান্তে যুগাবতার (যুগধর্ম্ম প্রচারক)বলিয়াই মান্য করেন্। ফলতঃ—তিনি (গৌরাঙ্গদেব) সাধারণের নিকট আপনাকে কখনো অবতার বলিতে দিতেন না। এক জন ভাবুক সন্ন্যাসীর মতই আপনাকে দেখাইতেন। যাহাহউক ঐ মহাপুরুষ সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের পর আর চব্বিশ বৎসর প্রকট ছিলেন তন্মধ্যে কিয়ৎকাল তীর্থ পর্য্যটন, দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে কতকগুলিন্ অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীকে লইয়া জগন্নাথেই নিরন্তর সংকীর্ত্তনে আর অবান্তর গোপীভাবাবেশেই জীবনাতিপাত করেন। এমন কি, একবার ভাবাবেশে সমুদ্রজলে মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইয়া পড়েন তাহাতে জালিকদের মহাজালে বদ্ধ হইয়া তাহাদের কর্ত্তৃক জীবিতই উদ্ধৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে যে তাঁহার অন্তর্ধান কিরূপে হইল, তাহা তদুপান্তবাসী কেহ সটীক বর্ণন করেন নাই। কোন কোন বৈষ্ণবেরা ইহাও গান করিযা থাকেন যে "অদ্যাবধি করে লীলা সেই গৌররায় কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়" ইতি॥ ঐ গৌবাঙ্গের বা চৈতন্যেব অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী অর্থাৎ উহাঁর

সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ, কৃষ্ণই গৌররূপে অবতীর্ণ, এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াও, অতিগুহ্য বত্রিশটী অক্ষরাত্মক হরিনাম মন্ত্রের তিনি উপদেষ্টা বলিয়া তাঁহাকে গুরুরূপে আশ্রয় করিয়া তদুপদিষ্ট উপাসনাবিধি অনুসারে প্রসিদ্ধ মূলতত্ত্ব কৃষ্ণেরই উপাস্যত্ববিধান করেন॥ কিন্তু কচিৎ কচিৎ উহাঁদের মধ্যে মতভেদও দৃষ্ট হইয়া থাকে॥ যাহাহউক বৎসগণ! তোমাদের যাহা জানিবার উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছিল তাহার সংক্ষেপ বিবরণ এই কহিলাম॥

বৎসগণ! ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি শুনিয়া তোমরা কি বিভ্রান্তচিত্ত হইতেছ? তাহা হইওনা। বেদের। * "একমেবাদ্বিতীয়ং। ব্রহ্ম দ্বিরূপং ভবতি অমূর্ত্তং মূর্ত্তঞ্চ(১)। স একধা ভবতি বহুধা চ ভবতি সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম। *" এই বিশ্বের মূলতত্ত্ব এক ব্রহ্মমাত্র আর দ্বিতীয় নাই। ব্রহ্ম অমূর্ত্ত মূর্ত্ত উভয়ই হয়েন। তিনি একও হয়েন বহুও হয়েন্। জগৎ সমস্তই ব্রহ্মময় এই সব কথা বিচার করিয়া দেখিলে সকল সংশয়ের সিদ্ধান্তই ইহার মধ্যে প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ উপরি বর্ণিত ঐ সব প্রকার হওয়া যে শক্তির কার্য্য তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। তবে ব্রহ্মাতে তথা তথাভূত শক্তি আছে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

(১) শঙ্কর শারীরক ভাষ্যে। দ্বিরূপংহি ব্রহ্মাবগাম্যতে নানারূপ বিকারভেদোপাধি বিশিষ্টং তদ্বিপরীতঞ্চ সর্ব্বোপাধি বর্জ্জিত মিতি। তত্রাবিদ্যাবস্থায়াং ব্রহ্মণ উপাস্যোপাসকলক্ষণঃ সর্ব্বোব্যবহারঃ। তত্র কানিচিৎ ব্রহ্মণঃ (সগুণস্যেত্যর্থঃ) উপাসনানি অভ্যুদয়ার্থানি কানিচিৎ ক্রমমুক্ত্যর্থানীত্যাদৌশ্রুতিশ্চ তং যথা যথোপাসতে তথৈব ভবতীতি॥

ইহাতে যাহারা তাঁহাকে শক্তিমাত্র বলেন তাঁহাদের সিদ্ধান্তে, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান বল ক্রিয়াত্মিকা পরিণাম প্রভাববতী শক্তিই নানাত্মক জগৎরূপে পরিণত। অপর যাঁহারা তাঁহাকে শক্তিমান্ বলেন তাঁহাদের সিদ্ধান্তও চিৎ অচিৎ (জীব অজীব) সকলই তাঁহার শক্তি বা শক্তি পরিণাম। ফলে লক্ষ্য, সকলেরই এক সেই মূল ব্রহ্মতত্বেই, তাহার অন্যথা নাই। এই স্থলে শ্রীচৈতন্যদেবের অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত রামানন্দরায়ের একটী গাথা আছে কহি শুন। " যার যেই রস সেই হয় সর্ব্বোত্তম। তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তারতম ॥" অর্থাৎ যেমন সরোবরের তটে (তীরে) দণ্ডাইয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিলে দিক্শোভার তারতম্য দর্শন সম্ভব বটে কিন্তু সরোবরে নিমগ্ন হইলে (ডুবিলে) আর সে সব্ বিচার কিছুই থাকে না। সেই রূপ বাহ্যদৃষ্টিশূন্য হইয়া নিরুপাধি আনন্দময় ব্রহ্মভাবে স্ব স্ব রসেমগ্ন হইলে (ডুবিলে) আর কোন বিচারই থাকেনা। কিন্তু অস্মদাদির ন্যায় বহির্দৃষ্টিসত্ত্বে যে তারতম্য দৃষ্টি অথবা রুচি বৈলক্ষণ্য তাহা অপরিহার্য্য। ফলে পরমার্থরস আনন্দময় স্ব স্ব রুচি অনুসারে যে যেপথেই যাউক বা যে যে রসেই ঝাঁপ দিউক তাহাতে মগ্ন হইলে নদনদী প্রভৃতি সকল জলপ্রবাহেরই সমুদ্রে প্রবেশের ন্যায় সকলেরই সেই এক আনন্দময় তত্ত্বেই পর্য্যবসান। এই নিমিত্তই ধ্যান, ধারণা, সমাধি পর্য্যন্তই সকল উপাসনার চরমসীমা বলিয়া শাস্ত্রে দর্শিত হইয়াছে। তবে তাদৃশ ব্রহ্মভূত (নিরুপাধি) না হইয়া

সোপাধিক অবস্থাতেই যদি দেহ পতন হয় তবে তাহার কি হইবে? এপ্রশ্নে সোপাধিক ভজনা বা ভাবনার যথোচিত কোন গতি অবশ্যই লাভ হইবে। ভগবৎ গীতাতে ভগবান্ বাসুদেব স্বয়ং কহিয়াছেন যে। *"যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।"* যে যেরূপে আমাকে ভজে আমিতাহাকে সেইরূপেই ভজি অর্থাৎ সেইরূপ ফলপ্রদান করি ইতি।

কৃষ্ণানন্দ! হেরম্বনাথ কি বলে? পঞ্চোপাসকদের যদি গণেশও ব্রহ্ম, দুর্গাও ব্রহ্ম তবে আবার শিবের স্ত্রী দুর্গা, দুর্গার বেটা গণেশ, এসব কি? এই কথা!!! বাপু এসব কেবল দৈবতন্ত্র বিশ্ব লীলামাত্র অর্থাৎ যেমন আমরাও সূর্য্যের কিরণ কণিকারন্যায় সেই পরমব্রহ্ম পরমাত্মা পরমপুরুষের কিরণস্থানীয় নিরুপাধি নিরঞ্জন চিৎকণিকা হইয়াও দেহোপাধিসম্বন্ধে উনি আমার পিতা আমি উহাঁর পুত্র ইত্যাদি কল্পিত সম্বন্ধে' উপাহিত আছি নিত্য সম্বন্ধে সম্বন্ধে কেহ কাহারো পুত্রও নহে পিতাও নহে সেইরূপ উহারা সকলেও নিত্য ব্রহ্মাংশ ব্রহ্মশক্তি বিশেষ হইয়াও উহাদেরও যে মাতা পিত্রাদি অপাদানভূমি স্বীকার, সে কেবল বিশ্বলীলা সম্পাদনার্থ প্রকট শরীর সংস্থার দ্বারমাত্র। বৎসগণ! তোমরা জান কি? ঐ শরীর সংস্থার দ্বারও দ্বিবিধ একটী সাধারণ, (গর্ভাশ্রয়রূপ।) দ্বিতীয়টী গর্ভাশ্রয়বিনাভূত অসাধারণ। যেমন তোমরা পুরাণেতিহাসাদিতে শুনিতে পাও ভগবান্ হরি ভক্তের (প্রহ্লাদের) বাক্য সত্য,—মিথ্যা নহে উহা দেখাইবার

নিমিত্ত স্ফাটিকস্তম্ভ হইতে নৃসিংহমূর্ত্তি হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এবং গর্ভোদকশায়ী নারায়ণের নাভিকমল হইতে তদীয়চিদংশ ব্রহ্মার আবির্ভব। ব্রহ্মার ভ্রূমধ্য হইতে সশরীর রুদ্রদেবের আবির্ভব এবং ব্রহ্মার মনন-মাত্রে তাঁহার মুখনাসিকাদি দ্বার দিয়া সনকাদি মরিচ্যাদি ঋষিগণের উদ্ভব ইত্যাদি॥ যদি বল এসব অদ্ভুত ব্যাপার কি এ? বাপু ইহাকেই অলৌকিক দৈবশক্তি, দৈবব্যাপার বলে। রামকৃষ্ণাদি ত মনুষ্যরূপেই অবতীর্ণ হয়েন তাহাতে তাঁহারা ঈশ্বরাবতার বলিয়া প্রতীত কিসে হয়েন? অদ্ভুত অলৌকিক প্রভাবও কার্য্যদ্বারাই হইয়া থাকেন দৈবশক্তি দুই প্রকার। এক জড় বা ভৌতিক পদা-র্থের উদ্ভাবিনী প্রকৃতি বা প্রধান পর্য্যায় মায়াশক্তি, যদ্দারা এই ভৌতিক জগৎপ্রপঞ্চ উদ্ভব হয়। এবং যাহার কার্য্যসীমা-বদ্ধ, অসীম নহে। দ্বিতীয় শক্তি যোগমায়া (যোগশক্তি) এই শক্তিটী ঈশ্বরের স্বনিষ্ঠ (অন্তরঙ্গাশক্তি) যাহার সীমা নাই যখন যাহা মনে করেন তখন তাহাই তদ্দারা সম্পাদন করিতে পারেন। এই শক্তিদ্বারা তিনি তাঁহার চিদা-ভাস বিশেষকে চিজ্জড়াত্মক রূপেও ভাসমান করাতেই পারেন। যেমন ব্রহ্মা কর্ত্তৃক গোগোপালবৃন্দহরণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনি তথা তথাবিধ সমস্তই হইয়াছিলেন। অপিচ গোপীগণ কৃষ্ণের সহিত নিত্য নিশাবিলাস করিলেও তৎপতিগণ অয়ান প্রভৃতি *“নাসূয়ন্ খলু-কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্যমায়য়া। মন্যনামাঃস্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ।”* লোকবার্ত্তা শুনিয়া অসূয়াবান্

হইয়াও কৃষ্ণের যোগমায়া সম্পাদিত স্বদার সদৃশ একটী একটী গোপবধূ স্বপার্শ্বেই বর্ত্তমান আছে দেখিয়া কৃষ্ণের প্রতি অসূয়া পরাঙ্মুখ হইত। এই সমস্ত কথা ভাগবতে উক্ত আছে এতাবতা বুঝিতে হইবে যে ঈশ্বরের অন্তরঙ্গা যোগশক্তি চিৎ এবং জড় উভয়েরই সম্পাদিনী; এবং তজ্জন্যই বহিরঙ্গা শক্তি অর্থাৎ প্রকৃতিপর্য্যায় মায়াশক্তি-কেও কখন কখন পৌরাণিক আচার্য্যেরা যোগমায়ারই বৃত্তি বিশেষ বা শাখা বিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন ইতি। বৎসগণ! এই অচিন্ত্য অদ্ভুত ঘটনাপটীয়সী যোগশক্তি (যোগমায়া) ঈশ্বরে যে স্বতঃসিদ্ধ তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি? কিন্তু যোগীগণের সাধনসিদ্ধ যে কতকগুলিন্ অণিমাদি যোগসিদ্ধি তাহাও উহারই কথঞ্চিৎ আভাস (ছায়া) বলিতে হইবে, কেননা উহাকেও অদ্ভুত ঘটনায় নিতান্ত ন্যূন বা তুচ্ছজ্ঞান করা যাইতে পারে না। সেই সব যোগসিদ্ধির বিবরণও কিছু বলি শুন। * "অণিমা মহিমা মূর্ত্তে র্লঘিমা প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ। প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তিপ্রেরণ মীশিতা। গুণেষ্বসঙ্গো বশিতা যৎকামস্তদব-স্যতি। এতা মে সিদ্ধয়ঃ প্রোক্তা অষ্টৌ চৌৎপত্তিকা মতাঃ॥" * একাদশ স্কন্ধ ভাগবতে। ভগবান্ বাসুদেব উদ্ধবকে কহিতেছেন:—এই আটটী মহাসিদ্ধি। এ সমস্ত যোগশক্তি আমাতে স্বতঃসিদ্ধই আছে। মদ্ভক্ত যোগীগণও সাধনবিশেষদ্বারা এ সমস্ত যোগে সিদ্ধ হইয়া প্রায় মৎতুল্য ক্ষমতা লাভ করে। অণিমা, যত সূক্ষ্ম হইতে ইচ্ছা করে [১] মহিমা, যত বৃহৎ হইতে ইচ্ছা করে, যেমন

কিংপুরুষবর্ষে গন্ধমাদনগিরিস্থ কদলীবনে মর্কটাকারে শয়িত হনুমানের সহিত ভীমের পরিচয়কালে ভীমের প্রার্থনাক্রমে তিনি অত্যদ্ভুত প্রকাণ্ড মূর্ত্তি হইয়াছিলেন। [২] লঘিমা, যত লঘু হইতে ইচ্ছা করে তৎক্ষমতা লাভ, যেমন মহাভারতে বর্ণিত শুকনির্যান। শুকদেব সূর্য্যলোকগমনে কৃতসংকল্প হইয়া বায়ুবৎ লঘু হইয়া ঊর্দ্ধ গমন করিতেছেন,তাঁহার বেগে সম্মুখস্থ পর্ব্বতাদি ভগ্ন ও বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে ইত্যাদি। [৩] প্রাপ্তিসিদ্ধি, প্রাণীদিগের ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা হওয়া অর্থাৎ অন্ধকেও দর্শনশক্তি, বধিরকেও শ্রবণশক্তি দিতে পারা। [৪] প্রাকাম্যসিদ্ধি, ইচ্ছাধীন পারলৌকিকভোগ অর্থাৎ স্বর্গীয় ভোগদর্শন, এবং ভূ-বিবর প্রবেশপূর্ব্বক তত্রত্যোপভোগদর্শন সামর্থ্য। [৫] ঈশিতা সিদ্ধি, ক্ষেত্র (দেহ) হইতে বহির্ভূত জীবকেও দেহে পুনঃ প্রবেশন অথবা দেহবহির্ভূত জীবকে প্রত্যাহ্বান সামর্থ্য। যেমন নারদ, চিত্রকেতু রাজার প্রবোধার্থ তদীয় মৃতপুত্রের জীবাত্মাকে যোগবলে প্রত্যাহ্বানপূর্ব্বক তাহার বাক্‌শক্তিরূপ দেহোপাধিসহকারে তাহার পিতাকে প্রবোধ বাক্য শুনাইযাছিলেন। [৬] বশিতা সিদ্ধি, শারীরিক ভোগবাধ্যতারাহিত্য অর্থাৎ দৈহিক সুখ দুঃখে বাধ্যতাভাব [৭] এবং কামাবসিতা, যখন যে সুখ যে ঐশ্বর্য্য ইচ্ছা করে, তৎক্ষণাৎ তাহাই তাহার সিদ্ধ হওয়ার সামর্থ্য ইতি [৮]।

বৎসগণ! আমাদের এই লৌকিক অবস্থার বিশেষ উপযোগী দশটী যোগসিদ্ধির পরিচয় শুন। * "অনূর্ম্মিমত্ত্বং

দেহেঽস্মিন্ দূরশ্রবণদর্শনং। মনোজবঃ কামরূপং পরকায়-প্রবেশনং। স্বচ্ছন্দমৃত্যু দেবানাং সহক্রীড়ানুদর্শনং। যথা সংকল্পসংসিদ্ধি রাজ্ঞা প্রতিহতাগতিঃ। ত্রিকালজ্ঞত্ব মদ্বন্দং পরচিত্তাদ্যভিজ্ঞতা। অগ্ন্যর্কাম্বুবিষাদীনাং প্রতিষ্টম্ভোঽ-পরাজয়ঃ॥" * যোগবিশেষের বলে অনুর্ম্মিমত্তা অর্থাৎ ক্ষুধা তৃষ্ণাদি বর্জ্জিত হয়। ইহা এই বর্ত্তমান কষায়কালেও দেখা গিয়াছে। কলিকাতা নগরোপান্তবর্ত্তী ভূকৈলাসস্থ ভূপতি ভবনেশকে আনীত যোগীকে অনেকেই নয়নগোচর করিয়াছেন। তিনি অনাহারে সমাধি অবস্থায় ছিলেন এবং লাহোর রাজধানীতে রাজা রণজিতের সম্মুখে হরিদাস বাবাজী নামক সমাধিস্থ যোগীকে আনীত হইলে মহারাজ তাহার সম্যক্ পরীক্ষার্থে এক সিন্ধুকে পুরিয়া মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিলে পুনশ্চ ষণ্মাসান্তে উদ্ধৃত করিয়া দেখিয়াছিলেন যে যোগী অনাহারেও স্বচ্ছন্দ অবস্থায় সমাধিস্থই আছেন। ১। যোগবলে দূরস্থ বার্ত্তাশ্রবণে এবং দূরস্থ ঘটনা দর্শনে সমর্থ হয়। ২। যোগবলে মনের বেগের সহিত অতিদ্রুত, শরীর পরিচালন করিতে পারক হয়।৩ যোগবলে রূপান্তর ধারণ করিতে পারে। ৪। যোগবলে ভূতাবেশের ন্যায় পরশরীরে প্রবেশ করিতে পারে। ৫। এইস্থলে মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্মপ্রকরণের একটী ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণন করি। পূর্ব্বকালে মিথিলার অধিপতি জনক নামে প্রসিদ্ধ, মোক্ষধর্ম্মেনিরত অর্থাৎ অদ্বৈত জ্ঞাননিষ্ঠ এক রাজা ছিলেন। বেদব্যাস ঋষি নিজ পুত্র শুকদেবকে বেদবেদান্তাদি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া জ্ঞানমার্গের

নিগূঢ়তা জানিবার নিমিত্ত যে জনকের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। সম্যক্ যোগজ্ঞা স্থলভা নাম্নী এক যোগিনী স্বচ্ছন্দবিহারে পর্য্যটন করত শুনিলেন যে, ঐ রাজা জনকের তুল্য জাতজ্ঞান বৈরাগ্যবান্ অভেদদর্শী পুরুষ অতিবিরল। এমতে ত্যক্তভোগা শীর্ণকলেবরা ঐ যোগিনী জনকের জ্ঞানপরিচয়ার্থিনী হইয়া যোগবলে পরম তারুণ্য লাবণ্যবতী যুবতী হইয়া দণ্ড কমুণ্ডলাদিধারণযোগিনীবেশে উপস্থিত হইলেন। রাজা জনক যোগিনীবেশ দর্শনে সমুচিত অভ্যর্থনাপূর্ব্বক আসন পরিগ্রহ করাইয়া এবং আতিথ্য স্বীকারের অনুমতি লইয়া অন্তঃপুর প্রবেশ করিলেন। অপরাহ্নে রাজা যোগিনীসহ ইষ্টালাপ করত কহিলেন, ভিক্ষুকি! আমার এই যে রাজঐশ্বর্য্য দেখিতেছ, আমি ইহার কিছুতেই অভিভূত বা আসক্ত নহি। আমি পরাশর গোত্রীয় মদীয় গুরু, ঋষি পঞ্চশিখের কৃপাতে তাঁহার তত্ত্বোপদেশে কৃতার্থ হইয়াছি। আমার দেহগেহাদিতে অহন্তা মমতা (আমি আমার) ইত্যাকার মিথ্যাবুদ্ধির বিলয় হইযাছে। আমার এক বাহুতে চন্দনোক্ষণ অপর বাহুতে ক্রকচ ধারাপাতেও তুল্যজ্ঞান। সুখ বা দুঃখ কিছুতেই আমাকে অভিভব বা বিচলিত করিতে পারে না। যোগিনী আমি রাজকীয় ছত্রদণ্ডাদি এবং সন্ন্যাসীর দণ্ড কমুণ্ডলাদি উভয়কেই উপাধিত্বে তুল্য জ্ঞান করি। ভিক্ষুকি! বেশ, বাহ্য ধর্ম্মচিহ্ন, মোক্ষের হেতু হইতে পারে না। অধ্যাত্মজ্ঞানই মোক্ষের একমাত্র নিদান। রাজা জনক যোগিনীর দণ্ড কমুণ্ডলু ও কষায় বস্ত্রাদি বাহ্যলিঙ্গের প্রতি এইরূপ কটাক্ষ-

পাত করাতে, যোগিনী জনকের জ্ঞানপরিপাক সম্যক্ বুঝিবার আশয়ে উক্ত পরকায় প্রবেশ নামক যোগশক্তিতে জনকের দেহে হঠাৎ প্রবেশ করিয়া মনে মন, ইন্দ্রিয়গণে ইন্দ্রিয়গণ যোজনা করাতে—সেহ ক্ষমতাপন্ন, জনক তাহাতে অভিভূত না হইলেও হঠাৎ ব্যাকুলিত চিত্ত হওয়াতে যোগিনীর যোগচর্য্যা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন ভিক্ষুকি! তোমার এ কি ব্যবহার? তুমি স্ত্রীজাতি তাহাতে ত্যক্ত-পরিগ্রহা সন্ন্যাসিনী হইয়া, ছি ছি পুরুষসঙ্গ!!! আমি প্রথমতই তোমার অঙ্গলালিত্য দেখিয়াই তোমার ধর্ম্ম-নৈরিত্যে সংশয়িতচিত্ত হইয়াছিলাম্ এক্ষণে তদ্বিষয়ে ছিন্ন-সংশয় হইলাম। নরদেব জনকের, এতাদৃশ কটুভাষণেও যোগিনী অক্ষুব্ধচিত্তে এবং সহাস্যবদনে কহিতে লাগিল। মহারাজ! তোমার জ্ঞানপরিপাক পরীক্ষাকরণার্থেই আমার এই উদ্যম। যাহাহউক এক্ষণে বুঝিলাম তোমার যতদূর খ্যাতি শুনিয়াছিলাম ততদূর তুমি অগ্রসর হও নাই। জ্ঞানের চরিতার্থতা যে অদ্বয়দৃষ্টি তাহা তোমার জন্মে নাই এখনও ঔপাধিক ভেদজ্ঞান, (ইনি স্ত্রী উনি পুরুষ ইত্যাদি) সম্পূর্ণই রহিয়াছে। মহারাজ! সাংখ্যজ্ঞান আর যোগমার্গ তত্বতঃ একই। সরস্তড়াগাদি উপাধি নিরসনে যেমন সকলই এক জল মাত্র তদ্বৎ একাত্মনিষ্ঠাতেই আমি তোমার পরীক্ষার্থে মাত্র এই যোগচর্য্যার প্রয়োগ করিয়াছি ইত্যাদি॥ অপিচ যোগবলে স্বচ্ছন্দ মৃত্যু (ইচ্ছাধীন মৃত্যু) অর্থাৎ অদ্যমরণে পুত্রকন্যাদির অমাঙ্গলিক ত্রিপুস্করাদোষ সম্ভাবনা আছে, অতএব অদ্য প্রাণত্যাগ

করিবনা ইত্যাকার ইচ্ছামৃত্যুপ্রায় মৃত্যু এবং মৃত্যুযন্ত্রণা রহিত মৃত্যু। ৬। যোগবলে স্বর্গত হইয়া দেবলোকের বিহারবিলাসাদি দর্শন-সামর্থ্য। যেমন বলদেবজায়া রেবতীদেবীর পিতা রেবত রাজা কন্যাবস্থায় রেবতীকে ইন্দ্রসভায় অপ্সরাদের নৃত্য গীত দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং তদবস্থায় মর্ত্ত্যলোকে যুগান্তর হইয়াগিয়াছিল। ৭। যোগবলে যাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করে তাহাই লব্ধ হয়। যেমন রামায়ণ বর্ণিত কথা, শ্রীরামচন্দ্র বনচারী হইয়া পিতৃসত্য পালনান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনকালেও পুনশ্চ ভরদ্বাজাশ্রমেই অতিথি হইলে এখন আরত বনচারী রাম নহে রাজারাম এতদবধারণে যোগবলে আহৃত নানাবিধ রাজভোগ্য উপহারে রামচন্দ্রের আতিথ্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। ৮। যোগবলে অপ্রতিহতগতি হয় অর্থাৎ ব্র্যাঘ্রাদি হিংস্রকপশু প্রভৃতি যে কেহ পথ ছাড়িয়া দেয়। ৯। যোগসিদ্ধ পুরুষের আজ্ঞাও অপ্রতিহত হয়।১০। এই শেষ দুইটী সিদ্ধিরই উদাহরণস্থলে একটী বার্ত্তা শ্রুত এবং পঞ্জীতে লিখিতও আছে যে ১৭৫৯ শকাব্দে আমাদের এই হুগলিবাহিনী গঙ্গা কাঁচড়াপাড়ার কোল্ হইতে কিয়ৎদূরপর্য্যন্ত মধ্যে দ্বিভাগ হইয়া শুষ্ক হইয়া যায় উহার কারণ, প্রবাদ আছে এক মহাপুরুষ কাষ্ঠপাদুকারোহণে ঐ কাঁচড়াপাড়ার নিকটে গঙ্গাপার হয়েন তাঁহার প্রভাবেই ঐ ঘটনা হয়॥ হে কিশোরবৃন্দ! যোগবলে আরও বিবিধশক্তি সম্পন্ন হয় অর্থাৎ যোগবলে ত্রিকালজ্ঞ হয়। বোধ হয় সেই শক্তিতেই ঋষিরা ভবিষ্যৎ বার্ত্তা অনায়া-

সেই বলিতে পারিতেন। দেখ না। *“কলেঃ পঞ্চ সহস্রাব্দে কিঞ্চিন্নূনে দ্বিজর্ষভাঃ। ম্লেচ্ছানীকাঃ শ্বেতবর্ণাঃ স্বরাবস্ত্রোপশোভিনঃ। ভবিষ্যন্তি মহীপালাঃ কলৌবৈ বেদনিন্দকাঃ।*” কলিযুগের পাঁচ হাজার বৎসরের কিঞ্চিৎ ন্যূন সময়ে শ্বেতবর্ণ ম্লেচ্ছসৈন্য (ম্লেচ্ছ পরিবার) আসিয়া এই ভারতভূমির পালক হইবে। উহাদের আভরণ স্বরা আর বস্ত্র মাত্র। আর উহারা আমাদের অনাদিসিদ্ধ ভারত পুণ্যভূমির চিরপ্রামাণ্য বেদকে নানাপ্রকার অপবাদ গ্রস্ত করিবে॥ বহু পূর্ব্ববর্ত্তী ভবিষ্য পুরাণের এতাদৃশ লিপি—ইহাকি ত্রিকালজ্ঞতা শক্তি ভিন্ন সম্ভবে?। যোগবলে অপরের চিত্তস্থ বিষয় জানিতে পারে। যোগবলে যোগীকে শীতোষ্ণাদি অভিভব করিতে পারে না। যোগবলে প্রজ্বলিত বহ্নিকে নির্ব্বাণ বা নিস্তেজ করিতে পারে এবং জলের স্তম্ভনপূর্ব্বক জলমধ্যে স্বচ্ছন্দাবস্থান করিতে পারে। যেমন দুর্য্যোধন যুদ্ধক্ষেত্রে শেষ অবস্থায় নিঃসহায় নিরুপায় হইয়া জলস্তম্ভনদ্বারা জলমধ্যে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন॥ বৎসগণ! এই প্রকার বহুবিধ ক্ষুদ্রসিদ্ধি বোধ হয় বহু আয়াস সাধ্য না হইবে। আমার স্মরণ হইতেছে কাশীবাসী এক ব্রাহ্মণ অর্থকষ্টে স্থূলভিক্ষার্থী হইয়া বঙ্গদেশে প্রত্যাগত হইয়া মদীয় প্রবাসাবাসে কিয়ৎদিন অবস্থান করেন। একদিন ভ্রমণান্তে আসিয়া দেখিলেন একটী দুঃখী প্রতিবাসীর তৃণাচ্ছাদিত গৃহখানি দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ খেদান্বিত হইয়া কহিলেন আহা যদি তৎকালে উপস্থিত থাকি-

তাম্। তবে দরিদ্রের কিঞ্চিৎ উপকার চেষ্টা করিতাম। জিজ্ঞাসাক্রমে স্পষ্টই কহিলেন যে অগ্নিস্তম্ভনাদি ত যোগ শাস্ত্রে আছে—তাহা কি মিথ্যা জ্ঞান করেন?। বৎসগণ! বোধ করি তোমরাও কখনো শুনিয়া থাকিবে। স্তম্ভন অভিচার দ্বারা পয়স্বিনী গাবীর স্তন্য স্তম্ভন করে দুগ্ধ নিঃসরণ হয় না। আরও এককথা আমরা শুনিয়াছি যে স্তম্ভন বিশেষ দ্বারা অর্থাৎ যাহাকে গ্রাম্য কথায় ভারমারা বলে, পাকক্রিয়ার এমত ব্যাঘাত করে যে সম্যক্ শুষ্ক তৃণ কাষ্ঠাদিও প্রজ্বলিত হয় না॥ বৎসগণ শিব-সংহিতাতেও এই প্রকার বাক্যসিদ্ধি খেচরশক্তি অদৃশ্যতা শক্তি প্রভৃতি বহুবিধ যোগসিদ্ধির কথা কহিয়াছেন। যথা *"বাক্যসিদ্ধিঃ কামচারঃ দূরদৃষ্টি স্তথৈবচ। দূরশ্রুতিঃ সূক্ষ্মদৃষ্টিঃ পরকায় প্রবেশনং। বিম্মূত্র লেপনে স্বর্ণ মদৃশ্য করণ স্তথা। ভবন্ত্যে তানি সর্ব্বাণি খেচরত্বঞ্চ যোগিনা মিতি।*" প্রিয়কিশোরবৃন্দ! কালপ্রভাবে অর্থাৎ। *"প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ। মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যাহ্যুপদ্রুতাঃ।*" শাস্ত্রে কথিত আছে কলিতে লোক সকল অল্প পরমায়ু, ভাগ্যহীন ব্যাধিপীড়িত ক্ষুদ্রবুদ্ধি অলস অর্থাৎ কষ্টসাধ্য ব্যাপারে পরাঙ্মুখ হইবে॥ আরও কহিয়াছেন। *"প্রায়ো দৈবহতাস্তত্র দৈবতন্ত্র পরাঙ্মুখাঃ। লোক তন্ত্র পরানিত্যং লোকাঃপাষণ্ড সম্মতাঃ।*" দৈবহত লোক সকল দৈবতন্ত্র পরাঙ্মুখ হইয়া লোকতন্ত্র এবং পাষণ্ড রত হইবে॥ সুতরাং এক্ষণে লোক সকল অধিকাংশই বৈদতন্ত্র কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্তিহীন হও-

য়াতে যোগসাধন অতিবিরল হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি ক্বচিৎ ক্বচিৎ কাশ্যাদি পুণ্যক্ষেত্রে সাধু শান্ত পরমার্থ নিরত সাধক বিশেষে কিছু কিছু যোগচর্য্যা, যোগসাধন দৃষ্ট হইয়া থাকে। যোগসাধনের প্রধান অঙ্গ প্রাণায়াম এবং চিত্তের একাগ্রতা। প্রাণায়াম প্রভাবেই পুরাকালে লোক সকল দীর্ঘজীবী হইত। বৎসগণ! প্রাণায়ামের প্রসঙ্গে তন্ত্রশাস্ত্রের একটী রহস্য বার্ত্তা তোমাদিগকে সংবাদিত করি। তন্ত্রশাস্ত্রে বলে আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসে অর্থাৎ অন্তঃশ্বাসে "হং" এবং বাহ্য প্রশ্বাসে "স" অর্থাৎ হংস এই মন্ত্রটীর নিরন্তরই যে আবর্ত্তন হইতেছে। এই হংস মন্ত্রের জপসংখ্যাক্রমে যে পল,দণ্ড, মূহূর্ত্ত, দিন, পক্ষ, মাস, বর্ষ নিরূপিত আছে। ঐ নিয়মেই মনুষ্যের পরমায়ু শতবর্ষ অবধারিত আছে। তাহাতে ব্যবায় ব্যায়ামাদিদ্বারা ঐ জপ সংখ্যার যত শীঘ্র শীঘ্র পূরণ হয় প্রাণায়ামাদিদ্বারা ততই ঐ জপ সংখ্যার পূরণ অবশ্যই বিলম্বে হইবে সন্দেহ নাই। এতাবতা প্রাণায়ামদ্বারা হংস মন্ত্রের নিয়মিত সংখ্যা পূরণ যত দীর্ঘকালে হইবে মনুষ্য ততই দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারিবে ইতি॥ জ্যোতিঃ শাস্ত্রে আয়ুর্গণনার ক্রম, ভিন্ন হইলেও তাহাতেও কহিয়াছেন। *"যে ধর্ম্মকর্ম্মনিরতা দ্বিজদেবভক্তা যে পথ্যভোজনজুষো বিজিতেন্দ্রিয়াশ্চ লোকে সদা বিদধতে কুলশীললীলাং তেষামিদং কথিত মায়ুরুদারধীভিঃ।" *যাহারা ধর্ম্মনিরত, দ্বিজদেবতাতে ভক্তিমান্, জিতেন্দ্রিয়,এবং পথ্যসেবী, সদাচারশীল তাহাদের সম্বন্ধেই এই আয়ুর্নির্ণয় বা

আয়ুর্নির্ণয়শাস্ত্র ঋষিরা কহিয়াছেন অর্থাৎ যাহারা অধার্ম্মিক দেবব্রাহ্মণদ্বেষী, ইন্দ্রিয়সংযমরহিত, যথেচ্ছভোজী, এবং সদাচারবর্জ্জিত তাহারা প্রকৃতরূপ পরমায়ু লাভ করিতে পারেনা। যদি বল শৈশবমৃত বালকের প্রতি এব্যবস্থা কিরূপে খাটিবে ? তাহাদের সম্বন্ধে বৈদ্যশাস্ত্র নিরূপিত মাতৃপিতৃগত দোষ কারণ বলিতে হইবে। ধর্ম্মশাস্ত্রেও ঋতুগমন বিষয়ে যে দিন ক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন্ তাহার বৈপরীত্যাচরণই বা কারণান্তর না হইবে কেন ?। যাহাহউক সকল মতেই নিশ্চয় যে অজিতেন্দ্রিয়তাদি অত্যাচারে পরমায়ুর (জীবনী শক্তির) ক্ষয় হয় এবং জিতেন্দ্রিয়তাদি সদাচারে পরমায়ুর অপক্ষয় না হওয়াতে স্নুতরাং তাহাতে দীর্ঘজীবী হয়। বৈদ্যশাস্ত্রে পরমায়ুর বিশেষ ইয়ত্তা বলেন্ নাই। কিন্তু *"তৈলবর্ত্তি মতোদীপস্থেবনির্ব্বাণ মাশুগাৎ। আগন্তু কারণৈর্নৃণাংমৃতিঃ সত্যপি চায়ুষি॥"* আরও কহিয়াছেন। *"একোত্তরং মৃত্যুশত মথর্ব্বাণঃ প্রচক্ষতে। তত্রৈকঃ কাল সংজ্ঞস্তু শেষাস্ত্বাগন্তবঃ স্মৃতাঃ॥*" তৈল এবং বর্ত্তি সত্ত্বেও যেমন বাত্যাদিযোগে দীপ নির্ব্বাণ হয় তদ্রূপ মনুষ্য আয়ুঃসত্ত্বেও নানা আগন্তু কারণেও মরে, এই মত সিদ্ধান্ত॥ বৎসগণ! তোমরা জান কি ? ঐ জ্যোতিষাদিশাস্ত্রের আকর কোথায় ? সকল শাস্ত্র ও সকলবিদ্যারই আকর বেদ। জ্যোতিষশাস্ত্রের মুখ্য আকর অথর্ব্ববেদ, দ্বিতীয়, শিবোক্ত আগম (তন্ত্র শাস্ত্র) তৎপশ্চাৎ ঋষিগণ কর্ত্তৃক স্মৃত্যাদিশাস্ত্রের ন্যায় নানা গ্রন্থ বিস্তার হইয়াছে। ফলে জ্যোতিষশাস্ত্র দুই

ভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগ ভূগোলখগোলাদিতত্ত্বের নিরূপক। দ্বিতীয় বা অন্তিম ভাগ পুরুষের জন্মলগ্ন জন্মক্ষণ দ্বারা আমৃত্যু পর্য্যন্ত ভাগ্যাদি ফলাফল নির্ণায়ক। প্রশ্নগণনাদিও ঐ দ্বিতীয়ের অন্তর্গত। মূল বেদ,ঋক্,যজুঃ,সাম, অথর্ব্ব,— এই চারিটী, তোমরা জান কিন্তু আরও, আয়ুর্ব্বেদ (বৈদ্যশাস্ত্র বা চিকিৎসাবিদ্যা) ধনুর্ব্বেদ, (ধনুর্বিদ্যা যুদ্ধ বিদ্যা) গান্ধর্ব্ববেদ, (সংগীতাদি কলাবিদ্যা) স্থাপত্য বেদ (শিল্প বিদ্যা) এই চারিটী উপবেদ বলিয়া শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। আয়ুর্ব্বেদ ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে স্বর্গবৈদ্য যমজ অশ্বিনীকুমারকেই প্রদান করেন। স্থাপত্য আত্মজ বিশ্বকর্ম্মাকে দেন—বিচিত্র নির্ম্মাণ, চিত্রলেখা এবং কৃষ্যাদি সমস্তই শিল্পান্তর্গত। গান্ধর্ব্ব, গন্ধর্ব্বরাজকে এবং ধনুর্ব্বেদ প্রথমতঃ ইন্দ্রকেই প্রদান করেন্ পশ্চাৎ ক্ষত্রিয়কুলে প্রদত্ত হয় ইতি॥ এক্ষণে পূর্ব্বপ্রস্তাবের শেষ কহি। বৎসগণ। আমাদের বৈদিক্শাস্ত্র নিরূপিত দৈবতন্ত্রব্যাপার যে কতই আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই তবে দিগ্দর্শনরূপে সকল বিষয়েরই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তোমাদিগকে পরিচিত করামাত্র। আমাদের এই শ্বাস প্রশ্বাসে এবং হস্তপাদাদির রেখাতে কত অদ্ভুত অদ্ভুত দৈব কৌশল বর্ত্তমান রহিয়াছে। রেখালক্ষণজ্ঞ সামুদ্রিক বিদ্যাবিশারদেরা হস্তপাদাদির রেখা নিরূপিত ফল সাক্ষাৎ দেখাইয়া বা কহিযা দেয়। তোমরা নিয়ত লক্ষ্য রাখিলে দেখিতে পাইবে যে সুসময়, দুঃসময়ক্রমে হস্তের রেখাবিশেষের উদয় এবং অস্ত হইয়া থাকে॥ আমাদের এই শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বাভাবিক দৈবতন্ত্রগতি যাহা

শিবোক্ত স্বরোদয়গ্রন্থে উপদিষ্ট আছে কিঞ্চিৎ অবহিত হইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তাহার যাথার্থ্য প্রতীতি সকলেরই হইতে পারে। দৈবতন্ত্র নিয়ম এইরূপ আছে যে সুস্থশরীরে, শুক্লপ্রতিপৎ আদি অর্থাৎ প্রতিপৎ দ্বিতীয়া তৃতীয়া তিনদিন প্রাতঃকালে প্রথম পাঁচ দণ্ড পর্য্যন্ত বাম নাসারন্ধ্রে স্বর বহে তাহার পর পাঁচ দণ্ড দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে তদনন্তর পুনশ্চ বামনাসায় পুনশ্চ দক্ষিণনাসায় এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে দিবা রাত্রি ষষ্টিদণ্ডে ১২ দ্বাদশবার স্বরের গতি পরিবর্ত্তন হয়। কৃষ্ণপক্ষে ইহার বিপরীতক্রম অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রতিপৎ আদি তিথিত্রয়ে প্রাতঃ, প্রথমতঃ পাঁচদণ্ড দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে তদনন্তর পাঁচদণ্ড বাম নাসারন্ধ্রে। এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে (প্রত্যেক তিন দিন প্রত্যেক পাঁচদণ্ডে) দিবারাত্রে ১২ দ্বাদশ বার স্বর পরিবর্ত্তনেরক্রম। বাম-নাসাপুটস্থ স্বরকে চন্দ্রস্বর কহে এবং দক্ষিণ নাসাপুট-স্থকে সূর্য্য স্বর কহে॥ এইরূপ নিয়মিত স্বরবহনে শরীরে পীড়াদির সম্ভাবনা থাকে না কিন্তু বিপরীত গতি হইলে দেহের অসুস্থতা এবং অপর অকুশলেরসূচক হয়। চন্দ্র-স্বরে যাত্রাদি কার্য্যপ্রশস্ত কিন্তু যুদ্ধ, বিবাদ, পান, ভোজন, স্ত্রীসঙ্গ প্রভৃতিতে সূর্য্যস্বরকে প্রশস্ত কহিয়াছেন। স্বাভা-বিক স্বরের ব্যতিক্রম হইলে প্রাণায়ামাদিদ্বারা প্রকৃতিস্থ করণের ব্যবস্থা আছে। বৎসগণ! প্রাণায়ামসাধ্য সকল ব্যাপারই যোগাঙ্গ জানিহ। ফলতঃ যোগচর্য্যা পূর্ব্বকালে এমত্র প্রবলপ্রবাহ হইয়া উঠিয়াছিল যে বিশ্বকর্ম্মা নির্নীত শিল্পকৌশলেরও আদর খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিল। যেহেতু

যোগবলেই অনেক অসাধ্যসাধন হইত। হে সুবোধ কিশোরবৃন্দ! তোমরা নিশ্চয় জানিহ যে আমাদের বৈদিকশাস্ত্র আর বৈদিকধর্ম্মই একমাত্র অলৌকিকশাস্ত্র এবং অলৌকিকধর্ম্ম। ইহার পদে পদেই অলৌকিকতা। বেদের অথর্ব্বভাগে এবং শিবোক্ত আগমশাস্ত্রেও প্রত্যক্ষফল শান্তি (আপদুদ্ধরণ) পৌষ্টিক (দেহস্থৈর্য্যকরণ) আভিচারিক (অভিচারক্রিয়া) মারণ,উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি এবং যোগসিদ্ধির সাধ্যসাধন সমস্ত বিশেষরূপে দর্শিত আছে॥ শান্তি পৌষ্টিকাদি কর্ম্মে এক্ষণে তাদৃশ যোগ্য ঋত্বিক্ বা যাজকের বিরলতা বশতঃ সামান্য যাজকদের নমোনমোতে তাদৃশ ফল প্রত্যক্ষ না হইলেও কদাচিৎ লব্ধ তাদৃশ যোগ্য-যাজকের কৃতানুষ্ঠানে অদ্যাপি সাক্ষাৎ ফলপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে কিন্তু উঁহারা প্রায় তান্ত্রিক। শাস্ত্রে সম্বাদও আছে*"(১)আগমোক্তেন বিধিনা কলৌ সিদ্ধিস্তু কেবলং" * কলিতে আগমোক্ত বিধিই আশু ফলপ্রদ হইবে ইতি॥ বৎসগণ! লোক সাধারণ, লৌকিক কার্য্য, লৌকিক বুদ্ধিতে অনেক দূর পর্য্যন্ত সুচারু সাধন করিতে পারে সত্য কিন্তু উক্ত দৈবতন্ত্র ব্যাপার সকলে লৌকিক বুদ্ধি বা যুক্তির কোনই গতি নাই। যদ্যপি লৌকিক ক্রিয়াসিদ্ধিতেও দৈবানুকুল্য কুত্রাপি বর্জ্জিত(অনাশাস্য) নাই সত্য তথাপি ওসমস্ত বিষয় সাক্ষাৎ দৈবতন্ত্র। বৈদিক-

---

(১) আগম শব্দের নিরুক্তি। আগতং শিববক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজাসুখে। মতঞ্চ বাসুদেবস্য তস্মাদাগম উচ্যতে ইতি॥

শাস্ত্রোক্ত ঐ সকল দৈবতন্ত্রব্যাপারের ফলপ্রত্যক্ষতাতেই বিজ্ঞপরম্পরা শাস্ত্রীয় পরোক্ষবাদেও (অপ্রত্যক্ষসম্বাদ) বিশ্বস্ত আছেন। হে তরুণ বন্ধুগণ ! আমি প্রত্যাশা করি যে তোমারা আমাদের আর্য্য বৈদিকশাস্ত্রের এই সমস্ত রহস্য তত্ত্ব অবগত হওয়াতে তোমরা এক্ষণকার নানা কুতর্ক পাষণ্ড বাদ শুনিয়াও বিচলিত মতি হইবে না॥

প্রিয় কিশোরগণ ! তোমরা আমাদের বৈদিক শাস্ত্রের প্রায় সকল বিষয়ই সংক্ষেপতঃ পরিজ্ঞাত হইয়াছ। তথাপি ধর্ম্ম বিষয়ে আরও কিছু সবিস্তার বর্ণন করি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। আমাদের বৈদিক ধর্ম্মোপাসনাটী বোধ করি বুঝিয়া থাকিবে যে ত্রিকাণ্ডী। কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, এবং ভক্তিকাণ্ড—এতৎকাণ্ডত্রয়ে প্রতিষ্ঠিত। কর্ম্ম, বেদ এবং বেদপ্রতিনিধি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র বিহিত, যাহার প্রথম শ্রেণী নিত্যকর্ম্ম, সন্ধ্যোপাসনা এবং পঞ্চ যজ্ঞাদি। দ্বিতীয় শ্রেণী নৈমিত্তিক, পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধাদি এবং সংক্রান্তি গ্রহণাদি উপলক্ষিত স্নান দানাদি। তৃতীয় কাম্য (কামনা ঘটিত ব্রত যজ্ঞাদি)॥ ব্রত যজ্ঞাদিও যেহেতু নিয়মোপবাসাদি ক্লেশসাধ্য ব্যাপার অতএব উঁহাদিগকে তপস্যামধ্যেও গণ্যকরা যায়। কিন্তু তপস্যাও সকাম নিস্কাম উভয়বিধ। কোন ফলাকাঙ্ক্ষা বিনা কেবল ঈশ্বর তোষার্থে কৃত হইলেই নিস্কাম কহে। আর ঐরূপ ঈশ্বর প্রীণনমাত্র নিস্কাম কর্ম্মই জন্ম মৃত্যু নিবারণের অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ নানা যোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক যে সংসার চক্রে ভ্রমণ তন্নিবৃত্তির উপায় হয় এবং কোন কামনা করিয়া

করিলে সেই সেই কামনামাত্রই সিদ্ধ হয় কিন্তু হরিতোষ মূলক যে পরমার্থিক ফল তাহা লাভ হয় না। ফলে কর্ম্ম কাণ্ড, জ্ঞানপথ, ভক্তিপথ—এতদুভয়েরই নিয়ত অনুবর্ত্তী (সহায়ভূত) জ্ঞানপথেও যাবৎ একান্ত কর্ম্মনির্ব্বেদ, নিরবচ্ছিন্ন বৈরাগ্যোদয় না হয় এবং ভক্তিপথেও যাবৎ ভজনীয় ভগবানের যশোলীলাদির শ্রবণ কীর্ত্তনে অনন্যবৃত্তি না হয় তাবৎপর্য্যন্ত লোক দৃষ্টি (নানা বিষয় দৃষ্টি) থাকাহেতুক সুতরাং বিধিনিষেধ দৃষ্টিও থাকে। আরূঢ় জ্ঞান বা আরূঢ় ভক্তি অর্থাৎ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত জ্ঞানভক্তি হইলে কর্ম্মকাণ্ড কৃতকার্য্য হইয়া বিনা পুরুষ চেষ্টায় স্বয়ং নিরস্ত হয়েন॥ এই অভিপ্রায়েই শাস্ত্রে কহিয়াছেন। *" তাবৎকর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ননির্ব্বিদ্যেত যাবতা মৎকথা শ্রবণাদৌবা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।*" ভগবান্ বাসুদেব কহিয়াছেন। জ্ঞানপথেও যাবৎ না সম্যক বৈরাগ্যোদয় হয় এবং ভক্তিপথেও যাবৎ মদীয় শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে অনন্যাবেশ না জন্মে তাবৎপর্য্যন্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম সমস্ত কর্ত্তব্য অর্থাৎ আমি জ্ঞানপথিক বা আমি ভক্তিপথিক বলিয়া বলাৎ কর্ম্ম ত্যাগ করিবেনা॥ ভক্তিপরমহংস শ্রীধরস্বামী এই পদ্য বাক্যের অভিপ্রায়ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে জ্ঞানপথে বা ভক্তিপথে সিদ্ধ অর্থাৎ পরাকাষ্ঠারূঢ় পুরুষেরা বিধিনিষেধের বহির্ভূত কিন্তু সাধক অবস্থায় নিস্কাম হইয়া অর্থাৎ সত্বশোধনার্থ কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে মাত্র বেদোক্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম যথাসাধ্যরূপে করণীয় ইতি। মীমাংসা শাস্ত্রেও উক্ত আছে। *" মোক্ষার্থীন প্রবর্ত্তেত

তত্রকাম্যনিষিদ্ধয়োঃ। নিত্য নৈমিত্তকে কুর্য্যাৎ প্রত্য-বায়জিহাসয়া॥”* সংসার বন্ধমোচনার্থী পুরুষ কাম্য কর্ম্ম, নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম অবশ্যই সাধ্য-মতে করিবে। ইতি॥ ভক্তিকাণ্ড, অর্থাৎ যিনি পরমাত্মারূপে ক্ষুদ্র আত্মা আমাদের আকর হইয়াছেন বলিয়া শ্রুতি প্রসিদ্ধ। শ্রুতি যথা। *“যথা অগ্নে র্বিস্ফুলিঙ্গাব্যুচ্চরন্তি এবমস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বেপ্রাণাঃ সর্ব্বেলোকাঃ সর্ব্বেদেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্ব এবাত্মানোব্যুচ্চরন্তি।*” ইতি। এবং যিনি পরমপুরুষরূপে আমাদের সকলেরি আশ্রয় এবং নিয়ন্তা হইয়াছেন যথা। *“আশ্রয়ঃ সর্ব্বভূতানাং হরিরেব পরঃ প্রভূঃ।*” ইত্যাদি পুরাণগাথা। উক্ত হরির ভজন-কেই ভক্তি কহে। ঐ ভক্তিও সকাম নিস্কামভেদে দ্বিবি-ধই হইয়া থাকে। সকাম কামনামিশ্র, নিস্কাম কামনা-শূন্য শুদ্ধ ভক্তি। যাহারা নিস্কাম হইয়াছে অর্থাৎ *“যুব-তীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা। মনোঽভিরমতে তদ্বন্মনোমেরমতাং ত্বয়ি।*” হে নাথ যুবতীদিগের চিত্ত যেমন স্ব স্ব প্রিয়তমে এবং যুবাদের যেমন স্ব স্ব প্রিয়-তমাতে অভিরত আমার চিত্ত, তেমনি তোমাতে অভি-রত হউক এই মত ভক্তিভাবিত চিত্তে যাহারা সেই রসময় হরির রসে ডুবিয়াছে তাহারা আপন রসেই মগ্ন, ভালমন্দ কাহাকেও কিছুই বলেন্‌না কিন্তু শাস্ত্র এই কথা বলেন যে সকাম ভজন, বণিকবৃত্তি দ্রব্যবিনিময়বৎ স্বার্থসাধন। বিচারতও সকাম ভজন সেইরূপই বটে কিন্তু যদি তাঁহাকে সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা জ্ঞানে তাঁহাতে

জীবের প্রকৃতিসিদ্ধ শ্রদ্ধাভক্তির উদয় হয় তবে দেহ্-গেহাদির বশ্যতায় প্রায় কামনাবহুল গৃহীদিগের অগ্রে সকামই (কামনা মিশ্র) হইয়া উঠে কিন্তু পশ্চাৎ সেই ভজন প্রভাবেই কালান্তরে তাহা নিস্কামরূপে পরিণত হয এইরূপ আপ্ত বাক্য আছে। যথা *" সত্যং দিশত্যর্থিত মর্থিতোনৃণাং নৈবার্থদো যৎপুনরর্থিতাযতঃ। স্বয়ং বিধত্তেভজতা মনিচ্ছতা মিচ্ছাপিধানং নিজপাদ পল্লবং ॥*" ভগবান্ হরি যে যাহা প্রার্থনাকরে তাহা দেন্ সত্য কিন্তু তাহাতে তিনি স্বয়ং পরিতৃপ্ত হয়েন্ না যে ইহাত ক্ষয়িষ্ণু সম্পত্তি, একারণ তাহার সকাম ভক্তকেও অবশেষ অক্ষয় সম্পত্তি নিজ পাদ পদ্মলাভেই রুচি জন্মাইয়া তাহার অন্য সকল কামনা ঘুচাইয়া দেন্ সুতরাং সকাম ভক্তিও নিতান্ত তুচ্ছ নহে। নিস্কাম বিশুদ্ধ ভক্তি ভজন পরিপাকে হয় আর সহজে হইতে এক প্রাক্তন সংস্কার জন্য রুচি মূলক হয়। যেমন প্রহ্লাদ, বালক এবং অনতিশিক্ষিত হইয়াও পিতৃসন্নিধানে শিক্ষার পরিচয় জিজ্ঞাসায়। *"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনি বেদনং। ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণাক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেহধীত মুত্তমং।" * এই উত্তর দিল। ফলতঃ নিস্কাম, একান্ত ভক্তি ব্যতীত সংসার মুক্ত হয় না হরিকেও পায় না। ইতি ভক্তিকাণ্ড॥ জ্ঞানকাণ্ড বেদান্ত মতই প্রসিদ্ধ। অন্যান্যবাদীমতে যে কিছু বিশেষ আছে, তাহা পশ্চাৎ বিদিত করিব॥ বেদান্তমতে, এই জগৎপ্রপঞ্চ সমস্তই

ভ্রমবৎ মিথ্যা। *"সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম। একমেবা দ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ॥"* জগতে কেবল এক চৈতন্যাত্মা বা জ্ঞানাত্মা ব্রহ্মই সত্যবস্তু। সুতরাং আমি, তুমি ইত্যাদি ভেদ এবং জগৎপ্রপঞ্চ, সমস্তই অজ্ঞানবিবর্ত্ত (ভ্রমমাত্র) ইহা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছ। ইহারই তত্ত্বানুসন্ধানসম্ভূত অদ্বয় প্রতীতিই জ্ঞান। ঐ তত্ত্বানুসন্ধানের প্রণালী, বেদান্তবিৎ গুরুসন্নিধানে *"আত্মাবারে শ্রোতব্যো, মন্তব্যো, নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" * ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে, তৎসম্প্রদায়াচার্য্যকুলের সিদ্ধান্তিত ব্রহ্মবিষয়ক বেদান্তব্যাখ্যাশ্রবণ এবং মনন অর্থাৎ স্বচিত্তে তচ্ছ্রুতার্থের বিচারণা এবং গুরু সন্নিধানে সংশয়প্রশ্নপূর্ব্বক সংশয়চ্ছেদ, এবমেবং প্রকারে ব্রহ্মতত্ত্বানুভব, তন্নিবন্ধন সংসারপ্রপঞ্চেমিথ্যাবুদ্ধিনির্বেদ, বৈরাগ্যোদয় এবং আপনাতেই ব্রহ্মত্বারোপপূর্ব্বক সতত ব্রহ্মচিন্তা এবং পর্য্যবসানে "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা নশোচতি নকাঙ্ক্ষতি" ইত্যেবং ব্রহ্মভাবাবেশে সমাধি অবলম্বনই চরম অবস্থা ॥ বৎসগণ! উপাসনামাত্রেরই উদ্দেশ্য যে পারলৌকিক সদ্‌গতি বা উৎকর্ষলাভ, তাহা আর তোমাদিগকে বুঝাইতে হইবে না তবে শাস্ত্রে, স্বর্গাদিভোগকে যৎপরোনাস্তি সদ্গতি কহে না; মুক্তিকেই (আর জন্মিতে না হওয়া) যৎপরোনাস্তি শ্রেষ্ঠ সদ্গতি কহে। ঐ মুক্তিরূপ গতি বিষয়ে (জ্ঞানাৎ মুক্তি) জ্ঞানেতেই মুক্তি এই শ্রৌত উপদেশটী আছে। ঐ জ্ঞানের সাধন বেদান্তাচার্য্যদের সিদ্ধান্তমতেই বলা হইয়াছে যে অদ্বয়জ্ঞান এবং উহার ফলও অদ্বৈতত্ব লাভ অর্থাৎ নিরুপাধি হইয়া নিরুপাধি

ব্রহ্মে লীন হওয়া। ভক্তিরসজ্ঞেরা জ্ঞানাম্মুক্তি এই শ্রুতিবাদকে নিতান্ত অমান্যও করে না এবং তাহাতে আগ্রহও করে না; তাহারা ভক্তিরসেই পরমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ জ্ঞান করে। * "এতদ্বৈরসোবৈসঃ রসং হ্যেবায়ং লবধা আনন্দীভবতি।" * এই শ্রুতিবাদটীকে বৈদান্তিকেরা যেমন নিরাকার ব্রহ্মেতেই প্রয়োগ করেন্ ভক্তিরসিকেরা তুল্যভাবেই উহা মূর্ত্তব্রহ্ম হরিতে পর্য্যবসায়িত করেন্। শ্রুতিটীর মর্ম্মার্থ এই, তিনি রসময় অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ বা আনন্দমূর্ত্তি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া পুরুষ আনন্দময় হয় ইতি॥ শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি ভক্তিবাদীরা বেদান্ত সমন্বয়ে সিদ্ধান্ত করেন যে, জ্ঞানাৎ মুক্তিই বটে তবে ভগবদ্ভজনেই তাঁহার কৃপাধীন সে জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) আপনিই হয় তজ্জন্য স্বতন্ত্র প্রযাস বা প্রযত্ন অপেক্ষা করে না ইতি॥ ভগবদ্গীতাতেও ভগবান্ বাসুদেব স্বয়ং অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন। * "তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মা মুপযান্তিতে॥" * অর্জ্জুন! সতত অবহিত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক আমাকে যাহারা ভজে তাহাদিগকে আমি সেই জ্ঞান যোগ প্রদান করি যে জ্ঞানদ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সংসারমুক্ত হয় ইতি। অপিচ * "যেতু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ। অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে। তেষা মহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভবামি নচিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাং॥" * অর্জ্জুন! যাহারা মদেকনিষ্ঠ হইয়া বর্ণাশ্রমোচিত সমস্ত কর্ম্ম আমা-

তেই সমর্পণ করিয়া অনন্য হইয়া আমাকেই নিয়ত ধ্যান করে এবং ভজনা করে তাহাদিগকে আমি এই মৃত্যু-ময় সংসার হইতে অচিরেই উদ্ধার করি॥

বৎসগণ! কর্ম্মপরায়ণ কর্ম্মীদের আরও কিছু রহস্য কথা আছে বলি শুন। তাহারা কর্ম্মকেই ভোগমোক্ষ উভয় সম্পাদক বলিয়া বলে যে, যদ্যপিও কর্ম্মই জীবের সংসারবন্ধের হেতু হইয়াছে সত্য, কেন না কর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট প্রবাহই যখন সংসার প্রবাহের প্রয়োজক হইয়াছে তখন কর্ম্মনিবৃত্তি না হইলে সংসার নিবৃত্তির সম্ভাবনা কি? কিন্তু তাহা হইলেও কর্ম্মনিবৃত্তির নিমিত্ত উপায়ান্তর অবলম্বনের প্রয়োজন নাই। যজ্ঞদানাদি কর্ম্ম করিতেই দৃঢ় প্রযত্নবান্ হওয়া উচিত এবং হও সেই পুণ্যফলে বিবিধ ভোগৈশ্বর্য্যলাভ হইবে। এবং ভোগ্য সম্পৎ ভোগ করিতে করিতে। *"উপ্যমানং যথাক্ষেত্রং শনৈর্নির্ব্বীর্য্যতা মিয়াৎ। এবং কামাশয়ং চিত্তং কামানা মতি সেবয়া। বিরজ্যেত যথা রাজন্ নাগ্নিবৎ ঘৃতবিন্দুভিঃ।*" যেমন পুনঃ পুনঃ উপ্ত-বীজ-ক্ষেত্র, ক্রমে বীর্য্যহীন হইয়া পড়ে; বীজ বপন করিলেও প্ররোহ হয় না, নষ্ট হইয়া যায় সেইরূপ স্বভাবতঃ কামাশয় (ভোগানুরক্ত) পুরুষচিত্ত ভোগের অর্থাৎ স্রক্‌চন্দনাদি বিষয়ের অতিশয় সেবাতে আপনা হইতেই ভোগে বিতৃষ্ণ হয় যেমন অল্প অল্প ঘৃতপ্রক্ষেপে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে সত্য কিন্তু শরাব প্রস্থাদি পরিমাণ ঘৃতে সেই অগ্নি পুনশ্চ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় তদ্বৎ। অনেক কামী পুরুষেরা যেমন একজন বিখ্যাত রাজা, যযাতি

ভোগগৃধ্নু হইয়া আপন জরা বিনিময়ে ভোগরত হইয়াও ভোগাতিশয়ে অবশেষে স্বতই ভোগে বিতৃষ্ণাবান্ হইয়াছেন॥ যাহাহউক কিশোরগণ! এরূপ যুক্তি বেদের হৃদয়জ্ঞ পুরুষদের অনুমোদিত নহে।

ইতি শিক্ষানর্ম্মসখী॥ প্রথম ভাগ চতুর্থ নর্ম্ম॥

অথ পঞ্চম নর্ম্ম।

"নমস্তস্মৈ ভগবতে নমশ্ছন্নাত্মনে কলৌ। নাম সংকীর্ত্তনমুখং নৃণাং ধর্ম্মং বিতন্বতে।" অস্যহার্দ্যার্থঃ॥ "ইত্থং নৃতির্য্যগৃষি দেবঝসাবতারৈ র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্। ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বমিত্যাদে, শ্ছন্নত্বং যুগানুবৃত্ত্যা ধর্ম্মবিশেষপালকত্বঞ্চ। "ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈ, র্দ্বিতীয়ে দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি, কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবমিত্যাদেস্তু, যুগানুবৃত্ত্যা কৃতে ধ্যানস্য ত্রেতায়াং যজ্ঞস্য দ্বাপরেঽর্চ্চনস্যৈব কলৌ কেশবসংকীর্ত্তনস্যৈব, প্রাধান্য মবগতং তেনচ কৃতাদৌ ধ্যানাদের্হংসাদ্যবতারবৎ কলাবপি সংকীর্ত্তনধর্ম্মস্য প্রচারকঃ কশ্চিদবতারঃ ছদ্মবেশিবৎ প্রচ্ছন্নস্বরূপোঽস্তীতি সর্ব্বানেব চেতয়িত্বা স্বয়ং ভূয়োভূয়স্তং নমতীতি ভাবঃ॥*"

এক্ষণে বৎগণ!। জ্ঞানাৎ মুক্তি। এই জ্ঞান শব্দ লইয়া দার্শনিকদের যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা কৌশল আছে তাহা

তোমাদের নিকট যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ বর্ণন করি প্রণিহিত হইয়া শ্রবণ কর। জ্ঞান, "জ্ঞায়তে অনেনেতি" এইরূপ করণার্থদ্বারা অর্থাৎ যে শক্তি বিশেষদ্বারা পদার্থের উপলব্ধি হয় (বুদ্ধি) তাহাও জ্ঞানশব্দের বাচ্য এবং "জ্ঞায়তে ইতি" ভাবক্রিয়ায় উপলব্ধিমাত্রকেও বুঝায়। বেদে বা বেদান্তে "সত্যং জ্ঞানমনন্তংব্রহ্ম" এখানে জ্ঞানশব্দের বাচ্য যে ব্রহ্ম তাহা তত্ববাদে কর্ত্তৃক্রিয়া অবধি ভাবক্রিয়া পর্য্যন্ত সকলই হইতে পারে কিন্তু এক্ষণে ভাবার্থক্রিয়া উপলব্ধিকেই অবলম্বন করা হইল। উপলব্ধি, অববোধ বা জ্ঞান, প্রকারভেদে বা প্রমাণভেদে, প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শাব্দ এঁই ত্রিবিধই বহুসম্মত। অর্থ, (বিষয়) ইন্দ্রিয় (চক্ষুরাদি) এবং মন এই তিনের সন্নিকর্ষের ফলরূপ যে অর্থোপলব্ধি ব্যাপার তাহার নাম প্রত্যক্ষ। ঐ প্রত্যক্ষও চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকের গ্রাহ্য বস্তুবৈশিষ্ট্যে পঞ্চবিধঃ—যথা শব্দের বা ধ্বনির শ্রাবণ প্রত্যক্ষ, শীতোষ্ণাদির ত্বাচ্ অর্থাৎ স্পর্শপ্রত্যক্ষ, রূপের বা আকৃতিমান্ পদার্থের চাক্ষুষ (দর্শনপ্রত্যক্ষ) মধূরাম্লাদি রসের, রসন বা স্বাদপ্রত্যক্ষ এবং সুগন্ধ দুর্গন্ধাদির, ঘ্রাণপ্রত্যক্ষ॥ অনুমান, অন্বয়ব্যাপ্তি দ্বারা অর্থাৎ অব্যভিচারি ব্যাপ্যের প্রত্যক্ষাধীন অপ্রত্যক্ষ (অদৃষ্ট), তদ্ব্যাপকের সত্তোপলব্ধি; যেমন বহ্নি থাকিলেই ধূম থাকে অতএব অব্যভিচারী ধূমের দর্শনে গৃহান্তঃস্থ বহ্নির জ্ঞান॥ প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত পদার্থের অনুমানগতি এইরূপ হইলেও, প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত আত্মা, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি বহুবিধ পদার্থের অনুমান, কেবল তাহাদের বিশেষ

বিশেষ গুণ ও ক্রিয়াদিরূপ ব্যাপ্যদ্বারা সাধ্য হয়; যেমন সংকল্প বিকল্প লক্ষণদ্বারা মনের স্বরূপ বা সত্তা প্রতীতি, বিচারণাশক্তিদ্বারা বুদ্ধিসত্তার প্রতীতি এবং চৈতন্যশক্তিদ্বারা আত্মার প্রতীতি। ন্যায়মতে ইচ্ছা এবং সুখ দুঃখানুভবাদিও, আত্মপ্রত্যায়ক। শাব্দজ্ঞান আপ্তোপদেশদ্বারা পরোক্ষ, অপরোক্ষ উভয়বিধ পদার্থের বুদ্ধিগত সাঙ্কেতিক নাম লক্ষণাত্মক মানসজ্ঞান; অর্থাৎ প্রত্যক্ষে তত্তৎপদার্থের প্রতিচ্ছায়া তত্তৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা মনোরূপ অধিষ্ঠানে বা ভিত্তিতে সংসক্ত অর্থাৎ তদাকারে প্রতিফলিত হইয়া প্রত্যক্ষজ্ঞান সম্পন্ন হয়। অনুমানে অনুমিত বস্তুটী, দৃষ্টশ্রুত-লক্ষণাকারে মনে সংসক্ত হয়। শাব্দেও নামরূপাত্মক প্রতীতিটী মনে অধিষ্ঠিত হয়। এতাবতা প্রত্যক্ষ জ্ঞানটী, ঐন্দ্রিয়কজ্ঞান এবং অনুমান আর শাব্দ এতদুভয়ই মানসজ্ঞান বলিয়া উপাহিত করা যায়। ফলতঃ অনুমান আর শাব্দ, ইহারাও নিরপেক্ষ মানসজ্ঞান নহে; যেহেতু অনুমাণেও আংশিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অপেক্ষা এবং শাব্দেও আদৌ শ্রাবণ প্রত্যক্ষের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে॥ এক্ষণে উৎকণ্ঠা যে নিরপেক্ষ শুদ্ধমানসজ্ঞান আছে কি না? তাহাও আছে। কোথায় বা কাহার আছে? পরমেশ্বরের আছে; যেহেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞ—তিনি অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের বার্ত্তা (বিষয়) স্বমহিম্নি (স্বধামে) থাকিয়াই এবং আমাদের অন্তর্যামী হইয়া আমাদের মনোবৃত্তি সকলও অনায়াসেই জানিতেছেন। ঐ নিরপেক্ষ মানসজ্ঞান যোগসিদ্ধ যোগীগণেরও হয়। যোগীরা যোগ-

বলে অদৃষ্ট অপ্রত্যক্ষ বিষয়ও ধ্যানধারণাদ্বারা জানিতে পারেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে দিবস লৌকিকলীলা সম্বরণ করিয়া স্বধামে অন্তর্হিত হয়েন, বনস্থ মুনিগণ মন অতি বিকল হইয়া উঠিবাতে ধ্যানস্থ হইয়া জানিতে পারিলেন যে ভগবান্ অন্তর্হিত হইয়াছেন। অতএব যোগীদের সামাধিক বিজ্ঞানও শুদ্ধ মানসজ্ঞান বলিতে হইবে॥ এক্ষণে জ্ঞানশব্দে উপলব্ধি (জানা) এই অর্থটীই স্থির হইলে পর "জ্ঞানাৎ মুক্তি " এই জ্ঞান কোন্ বিষয়ক (কি জানা)? এ জিজ্ঞাসায় অভিজ্ঞবাক্যে "তত্ত্বজ্ঞান" এইরূপ প্রতিবাচিত হইলে তত্ত্বপদে যাথার্থ্যকে বুঝায়; তবে কি তত্ত্ববস্তুর তথ্যজ্ঞানই, যেমন শুক্তিকে ভ্রমে রজত না জ্ঞান করিয়া শুক্তি বলিয়া জানাই এবং রঙ্গকে রজত জ্ঞান না করিয়া রাঙ্ বলিয়া জানা এইরূপ অভ্রান্ত জ্ঞানই কি তত্ত্বজ্ঞান? এই কথা পুর্নজিজ্ঞাসায়, হাঁ সেহ লৌকিক তত্ত্বজ্ঞান বটে, কিন্তু মোক্ষোপযোগী যে তত্ত্বজ্ঞান সে ভিন্ন। সে তত্ত্বজ্ঞানে লৌকিক সমস্ত পদার্থ এবং লৌকিক তত্ত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত সমস্তই মিথ্যাভূত হয় অর্থাৎ "ওঁং তৎসৎ" বেদোক্ত ব্রহ্মবাচক এই যে 'তৎ' শব্দ আর তাহার নিত্যত্ববাচক বিশেষণভূত যে 'সৎ' শব্দ তাহার মর্ম্ম এই, যে এই জগতে ব্রহ্মই নিত্যবস্তু (পরমার্থতঃ সত্যবস্তু) এবং তদ্ভিন্ন দৃশ্যমান্ এই জগৎসংসার সমস্তই মিথ্যা, অজ্ঞাননিদান (ভ্রান্তিমাত্র)—এবম্বিধ জ্ঞানই মোক্ষের সাধনভূত তত্ত্বজ্ঞান। বেদান্তমতের এইটীই যে সিদ্ধান্তবাক্য তাহা তোমরা ইতঃপূর্ব্বেই জ্ঞাত হইযাছ; কিন্তু অপবাপর দার্শনিকদের মতে ব্যাখ্যাভেদ

এবং সিদ্ধান্ত বিশেষ আছে॥ অতি প্রাচীন সাংখ্যদর্শন মতে,তত্ত্বজ্ঞান—সাংখ্যেরা বৈদান্তিকদের ন্যায় জগৎ প্রপঞ্চকে নিতান্ত মিথ্যা বলেন না, জন্য বলেন। তবে জনক কে? অব্যক্ত (প্রকৃতি)। যদি বল প্রকৃতি ত অচেতন জড় বলিয়াই প্রসিদ্ধ আছে, চিৎনহে, অতএব জড়ের সৃষ্টি কর্তৃত্ব কি রূপে সম্ভবে? ইহাতে তাঁহারা বলেন যে যেমন ওধঃস্থ দুগ্ধ জড় হইয়াও বৎস সন্নিধিমাত্রে স্ব স্বভাবে ক্ষরিত হয় এবং ঐরূপ আরও যেমন সন্নিকর্ষ মাত্রে জড় অয়স্কান্তের স্বশক্তিতে লৌহও আকৃষ্ট হয়; সেইরূপ প্রকৃতিও অচেতন বা জড় হইয়াও আত্মার সন্নিধিকে নিমিত্ত করিয়া স্বশক্তিতে বা স্ব স্বভাবে সৃষ্ট্যাদি করেন ইত্যাদি॥ সাংখ্যমতে পুরুষের (আত্মার) বহুত্ব স্বীকার করেন। ঐ পুরুষ চেতনাত্মক কিন্তু নির্গুণ এবং নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ নিরঞ্জন চিদানন্দস্বরূপমাত্র; তথাপি এতাদৃশ হইয়াও প্রকৃতির গুণসঙ্গে অর্থাৎ তাহার সত্ত্ব, রজঃ তমোগুণে এবং গুণকার্য্যে যেমন কারুনির্ম্মিত প্রতিমাতে দেবতাবিশেষের আবির্ভাবাধীন প্রতিমাই তত্তৎ দেবতারূপ হয় তবে কি না দেবতারা তাহাতে অধ্যস্ত হয়েন না,পুরুষ তদ্বিপরীতে দেহাদিতে অধ্যস্ত হইয়া তাহার গুণে গুণবান্, তাহার কর্য্যে ক্রিয়াবান্ হইয়া তত্তৎ ক্রিয়া জন্য ফলভাক্ হইয়া অশেষ ক্লেশাকর সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতেছে। অতএব সাংখ্যজ্ঞানাশ্রয়ে এই সংসারের তত্ত্বাবগতিক্রমে ঐ গুণাধ্যাসের মোচনার্থে যোগাভ্যাস এবং সমাধি অবলম্বনই পুরুষের শ্রেয়ঃসাধন মুক্তিদ্বার।

" জ্ঞানাৎ মুক্তি " জ্ঞানেতে করিয়াই যে মুক্তিলাভ হয় ইহার সাংখ্যসিদ্ধান্ত এই রূপ। ইতি ॥ বৎসগণ! তোমরা দেখিতে পাইতেছ কি সাংখ্যসম্বাদে ঈশ্বরতত্ত্বের প্রসঙ্গমাত্র নাই? তাহা না থাকিবার কারণও অনেক কথা আছে, সংক্ষেপে কিছু কহি শুন। তোমরা যে চিজ্জড়সঙ্কর (চিতে-জড়ে সংমিশ্র) এই জগৎপ্রপঞ্চ দেখিতেছ, ইহার মূল সংস্থায় যে গুলিন্ উপাদান (উপকরণ) আছে তাহারই সংখ্যা নিরূপণমূলক সাংখ্য এই নামটী প্রসিদ্ধ হইয়াছে এবং তাহা প্রায় সকল বাদীমতেই মূলপ্রকৃতি, সংজ্ঞাভেদে অব্যক্ত অথবা প্রধান, এক। তৎক্রোড়স্থ মহত্তত্ত্ব এক। অহঙ্কার তত্ত্ব এক। এবং তন্মাত্র পাঁচ। এই আট্টীই, ক্ষিতি অপ্ তেজ বায়ু ব্যোম পাঁচ। চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ। পাণিপাদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ। এবং মন। এই ষোড়শ উপকরণের কারণীভূত বীজ। সমুদায়ে এই চব্বিশটী জড় তত্ত্ব। এবং জীবাত্মা আর পরমাত্মা এই দুইটী চিৎ-তত্ত্ব। এমতে চিতে জড়ে ছাব্বিশটী স্বীকার, কিন্তু সাংখ্যমতে আত্মতত্ত্ব বা চিৎতত্ত্ব একটী মাত্র স্বীকার করিয়া তত্ত্বসংখ্যা পঁচিশ্টী ব্যতীত ছাব্বিশটী স্বীকার করেন না। তবে " তদেকং বহূনাং ক্ষেত্রজ্ঞানামধিষ্ঠানং " সেই অব্যক্ত (প্রকৃতি) একমাত্র বহু ক্ষেত্রজ্ঞের (পুরুষের) অধিষ্ঠান, এরূপ ক্ষেত্রজ্ঞের (আত্মার) যে বহুত্ব প্রয়োগ সে কেবল সমষ্টি পরতায় মাত্র, জীবেশ্বব ভেদনিষ্ঠ নহে। যদি বল যে তাঁহারা ষড়্বিংশতি তত্ত্ব পরমাত্মা স্বীকার না করিলে, তাঁহারা কি নিরীশ্বর হইতে

চাহেন ? হাঁ, সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বরবাদ বলিয়াই প্রসিদ্ধ আছে। কেহ কেহ বলেন কপিলদর্শন নিরীশ্বর সাংখ্য, পতঞ্জলি ঋষির পাতঞ্জলদর্শন সেশ্বর সাংখ্য। কেহ (গোস্বামী সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ) বলেন কপিল দুইজন। কর্দ্দমপত্নী দেবহুতির গর্ভাবির্ভূত ভগবদবতার যে কপিল, তিনি নিরীশ্বর সাংখ্যবক্তা নহেন; অপর এক কপিলকে দেখান যে তিনিই নিরীশ্বর সাংখ্যবাদী। যাহাহউক কপিলসূত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ গ্রন্থে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ"—যেহেতু, ঈশ্বরসিদ্ধ হইতেছে না—এই কথাটী স্পষ্টই আছে। তাহার বৃত্তিকার বা বিবৃতিকার আচার্য্যেরা তাঁহার সেই কথাটীকে বিবিধ যুক্তিদ্বারা পরিপুষ্ট করিয়াছেন। যদি বল তবে কি তিনি এবং তাঁহারা সব্ নাস্তিক ?। নাস্তিকই বা কেমন করিয়া বলিব। বেদ বিধি মানেন। দেবতা ব্রাহ্মণ মানেন। জগদধ্যক্ষ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, ইহাঁদিগকেও মানেন, পূজ্য করেন তাহাতে কোন ক্রুটী দেখা যায় না॥ তবে ষড়্বিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করেন না কেন, আর কপিলের ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ এই কথার তাৎপর্য্যই বা কি ?। তাহার তাৎপর্য্য, যুক্তি এই, যে হরি বিরিঞ্চি পর্য্যন্ত সকলেই পুরুষ (আত্মা); এবং আত্মাও, নিগু‍ৰ্ণ, নিষ্ক্রিয়, চিদানন্দ সত্তা অতএব তাঁহারাও প্রকৃতির গুণাশ্রয় করিয়াই অর্থাৎ তদীয় গুণেই গুণবান্ এবং গুণনিস্পাদ্য ক্রিয়াতেই ক্রিয়াবান্ হইয়াই জগদধ্যক্ষরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহাদের সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্ব বা কৃতি বৈশিষ্ট্যও প্রকৃতির গুণ বৈশিষ্ট্যেই স্পষ্ট। যদিও তদতিরিক্ত পুরুষান্তর বিশেষে সর্ব্ব কর্ত্তৃত্বের আরোপ বা

কল্পনা কর, তবে সেখানেও প্রকৃতিরই গুণসঙ্গকে কারণ মানিতে হইবে, যেহেতু পুরুষ নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, চিদানন্দ সত্তামাত্র। অতএব ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির গুণসঙ্গ ব্যতীত কেহই যে কর্ত্তৃপদবাচ্য হইবেন তাহা দূরপরাভূত সুতরাং স্বতঃসিদ্ধ কর্ত্তৃসত্তার অনুপপত্তিহেতুক ঈশ্বর (স্বতঃ কর্ত্তা) সিদ্ধ হইতেছে না, কপিলবাদের এই তাৎপর্য্য॥ বৎসগণ! প্রকৃতিপ্রধানে সাংখ্যদের শাস্ত্রতাৎপর্য্য যথাশ্রুতমতে এই কহিলাম সত্য, কিন্তু তাঁহারা পুরুষপ্রধান শ্রুতি সকলের এবং ব্যাসের বেদান্তনির্য্যাস সূত্র সকলের কিরূপে যে সমন্বয় করিযাছেন বা করেন তদ্বিষয়ে সাংখ্যদর্শন সবিস্তার অধ্যয়ন না করিলে তাহা অনেকেরই দুর্জ্ঞেয়॥ বৎসগণ। তোমরা জান, বাদী বিশেষে পরমাত্মা পরমপুরুষকে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় বলিয়া শেষে, তিনি প্রকৃতির গুণকে আত্মসাৎ করিয়া অর্থাৎ তাহাতে তিনি জীবপুরুষের ন্যায় অভিভূত না হইয়া তাহাকে স্বীয়বশে রাখিয়া সৃষ্টাদি কার্য্য করেন ইতি॥ যাহাহউক এক্ষণে ন্যায়দর্শনের তত্ত্বজ্ঞানব্যাখ্যার ভঙ্গিমাত্র কিঞ্চিৎ বর্ণন করি তোমরা মনোযোগপূর্ব্বক শুন। "জ্ঞানাৎ মুক্তি" জ্ঞানাধীন মুক্তি এইটী তশ্রুতিবাক্য, তাহাতে অভিজ্ঞোপদেশ এই যে জ্ঞানপদে সামান্যজ্ঞান নহে, তত্ত্বজ্ঞান। এক্ষণে তত্ত্বজ্ঞানটী কিরূপ জ্ঞান? তত্ত্বতঃ যথার্থতঃ জানা, অর্থাৎ যে কোন বস্তুই হউক তাহাকে সটীকরূপে জানা, যেমন রাঙ্গকে রূপাজ্ঞান না করিয়া, রূপাকেই রূপা বলিয়া, রাঙ্গকে রাঙ্গ বলিয়া জানা—এই ত? হাঁ তাহাও লৌকিক

তত্ত্বজ্ঞান বটে কিন্তু ইহাতে কিছু বিশেষ আছে। মিথ্যা-জ্ঞান দূর হয় এমত তত্ত্বজ্ঞান। সে মিথ্যাজ্ঞান আবার কি প্রকার? ভ্রমাধীন রজ্জুকে (দড়িগাছটাকে) সাপজ্ঞান, জলেরধারে শুক্তিখণ্ডকে (ঝিনুকভাঙ্গাকে) রূপাজ্ঞান হওয়া এই ত মিথ্যাজ্ঞান? হাঁ তাহাও মিথ্যাজ্ঞান বটে; কিন্তু মুক্তিমার্গে মিথ্যাজ্ঞান আরও একটী অবধারিত আছে অর্থাৎ বিকার বা কার্য্যভূত পদার্থকে—যথা ঘটের মূলীভূত মৃত্তিকার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ঘটকেই—একটী প্রকৃতবস্তু বলিয়া যে জানা সেহ মিথ্যাজ্ঞান। এতাবতা ন্যায়মতে তত্ত্বজ্ঞানও দ্বিবিধ এবং মিথ্যাজ্ঞানও দ্বিবিধ নির্ণীত এবং দর্শিত আছে। উক্ত প্রকার লৌকিক তত্ত্বজ্ঞান, একটী তত্ত্বজ্ঞান; আর জগতের মূলীভূত কারণ জ্ঞান একটী তত্ত্বজ্ঞান। ঐ প্রকার মিথ্যা জ্ঞানও, লৌকিক মিথ্যা জ্ঞান একটী; আর তাত্ত্বিক মিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ বিকারভূত অধ্রুব পদার্থে ধ্রুবাভিমানাত্মক যে জ্ঞান সেও একটী, এই দুইটী। যন্নিবন্ধনই আমাদের রাগদ্বেষাদির উৎপত্তি এবং যে রাগদ্বেষাধীন আমাদের কর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং যে কর্ম্মাধীনই আমাদের শাস্ত্র নিরূপিত জন্ম-মৃত্যুপ্রবাহ। দেখ ঘট, ব্যবহারিক ক্ষণিক সত্তা মাত্র, ভগ্ন হইলে আর নাই, মাটীই যেমন স্থিরতম সত্তা সেইরূপ তত্ত্বদৃষ্টিতে সেই মৃৎজলাদিও তন্মাত্রের বিকার মাত্র নিত্যপদার্থ নহে, তন্মাত্রও অহংতত্ত্বের বিকার এবং অহংতত্ত্বও মহৎতত্ত্বের বিকার এইরূপ তত্ত্ববিচারক্রমে জন্য পদার্থ মাত্রই (জগৎ

(১) অত্র ন্যায়সূত্র যথা। দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গ ইতি।

প্রপঞ্চ সমস্তই) অধ্রুব,ঘটকুণ্ডলাদিবৎ অনিত্য। আর দেখ এই অধ্রুব (ভঙ্গুর) বিষয়নিকরে ধ্রুববৎ জ্ঞানেই (অভিমানে) পুরুষ,রাগ, দ্বেষ, লোভ,মোহ আদি প্রবৃত্তি দোষে আপ্লুত হইয়া বিবিধ প্রকারে সংসার দুঃখভোগ করিতেছে। অতএব মোক্ষার্থী পুরুষ তত্ত্বশাস্ত্র (দর্শনাদিশাস্ত্র) আশ্রয়ে তত্ত্ববিচারদ্বারা মোক্ষহেতু তত্ত্বজ্ঞান লাভে অর্থাৎ এই অধ্রুব সংসার প্রপঞ্চে ধ্রুবাভিমানকেই অনর্থহেতু দুঃখনিকরাকর পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর কারণ জানিয়া তদুপেক্ষা সহকারে অর্থাৎ বৈরাগ্যবান্ হইয়া যোগসমাধিদ্বারা ধ্রুবে সর্ব্বকারণে পরমাত্মা পরব্রহ্মে মগ্ন হওয়াই "জ্ঞানাৎ মুক্তি" এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যার্থ—যদ্বারা পুরুষ পুনরাবৃত্তি-শূন্য পরম পদ মুক্তির ভাজন হয় ইতি॥ প্রকারান্তরে তত্ত্ব-জ্ঞান প্রতি-পাদন পূর্ব্ববৎ তত্ত্বজ্ঞানাধীন মুক্তি এই স্থির হইলে প্রথমতঃ জ্ঞানের লক্ষণ "সত্তাপ্রতীতি র্জ্ঞানং" কোন বস্তু আছে বলিয়া যে অববোধ হয় তাহার নাম জ্ঞান, এইটী নিরুক্ত হইলে ঐ অস্তিতা বা সত্তা (থাকা) অনু-সন্ধানে তিন প্রকার লক্ষ্য হয়। পারমার্থিক, ব্যবহারিক, এবং প্রাতীতিক। পারমার্থিক (কারণ সত্তা) যেমন অবিকৃত (মূলীভূত) মৃৎস্বর্ণাদি। ব্যবহারিক যেমন মৃৎ স্বর্ণাদির বিকার বা কার্য্যভূত ঘট-কুণ্ডলাদি। প্রাতীতিক, যেমন রজ্জু মরীচিকাদিতে সর্প-জলাদিরূপ ভ্রমাত্মকসত্তা (সাপ আছে জল আছে বলিয়া প্রতীতি)। এক্ষণে দেখ,যদি সত্তার ত্রিবিধ ভেদ হইল তবে সেই সত্তাভেদনিষ্ঠ জ্ঞানেরও ত্রিবিধ ভেদ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আপাততঃ ভ্রান্তিপ্রাত্যয়িক

সত্তাস্থলে তাহা করিতেছ, ও যেহেতু রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি জ্ঞানকে মিথ্যাজ্ঞান ব্যতীত সত্যজ্ঞান কহ না। অতএব ঐরূপ ব্যবহারিক বিকারভূত কার্য্যসত্তারও অধ্রুবত্ব(ভঙ্গুরত্ব) হেতুক তদ্বিষয়ক জ্ঞানকেও ব্যবহারিক অধ্রুব জ্ঞান ভিন্ন পারমার্থিক সত্য জ্ঞান বলা উচিত হয় না। আর যদিও উৎপত্তিধ্বংসপক্ষে প্রাতীতিক এবং ব্যবহারিক সত্তার তুল্যত্ব থাকিয়াও ব্যবহারিক সত্তার (ঘট কুণ্ডলাদির) ন্যায় প্রাতীতিক সত্তার (ভ্রমাত্মক সর্পজলাদির) সম্যক ক্রিয়াকারিত্ব (সর্ব্বথা ক্রিয়াসাধকত্ব) না থাকা হেতুক তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে সত্য কিন্তু সুখদুঃখানুভাবকত্বাংশে স্বাপ্নিক (স্বপ্নসম্ভূত) সত্তার আর ব্যবহারিক সত্তার সমকক্ষতা থাকা হেতুক অর্থাৎ ব্যবরিক সত্তাও যেমন আমাদের সুখদুঃখের হেতু হইয়াছে তেমনি স্বাপ্নিক সত্তাও আমাদিগকে সুখদুঃখানুভব করায় এই হেতুক ব্যবহারিক সত্তাকে স্বাপ্নিক সত্তার প্রতিযোগী (প্রতিস্পর্দ্ধী) বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও নিতান্ত অসাঙ্গত্য হইতে পারে না। যদবধারণেই বিচক্ষণ প্রাবীণেরা এই সংসারচক্রের অনিত্যতাসম্বন্ধে কহিয়া থাকেন যে আমাদের এই যে ব্যবহারিক জ্ঞান (বুদ্ধি) ইহাও নিদ্রিত স্বপ্নের ন্যায় জাগরস্বপ্ন (জাগিয়া স্বপ্ন দেখা) সে যাহাহউক পারমার্থিক সত্তা(ধ্রুববস্তু)নিরূপনার্থে দৃষ্টান্তস্থলে মৃৎ সুবর্ণাদিকে পারমার্থিক ধ্রুব সত্তা স্বীকার করিলেও বস্তুতঃ তাহা ধ্রুব সত্তা নহে, কারণ সাবয়ব পদার্থমাত্রই উৎপত্তিবিনাশধর্ম্মী. অধ্রুব কার্য্যসত্তা, সুতরাং সংসারপ্রপঞ্চ

সমস্তই অধ্রুব (অনিত্য) সত্তা আদি কারণ সেই এক পরমব্রহ্মই ধ্রুবসত্তার সীমাভূত অতএব তাহাই উক্ত রীতিক্রমে (ধ্রুবাধ্রুবের বিচার পূর্ব্বক) ধ্রুবের, (পরম কারণ ব্রহ্মের) যে জ্ঞান ইহাই মুক্তির দ্বারভূত অবধারিত তত্ত্বজ্ঞান ইতি॥ বৎসগণ! তোমরা দার্শনিকদের তত্ত্বের বা তত্ত্বজ্ঞানের বিচারবৈচিত্রী শুনিয়া বিস্মিত হইয়া থাকিবে যে একি? "জ্ঞানাৎ মুক্তি" জ্ঞানাধীন মুক্তি এইটীত বেদের স্থূল উপদেশ তৎপশ্চাৎ *"যমেব বিদিত্বা অতি-মৃত্যুমেতি"* যাঁহাকে জানিয়া অতিক্রান্ত মৃত্যু হয় এই শ্রুত্যন্তরদ্বারা আচার্য্য, বিশেষ উপদেশ করিলেন যে জ্ঞানশব্দে ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান, ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান কিন্তু দার্শনিকদের এ কি কাণ্ড কেহ এক প্রকার কেহ অন্য প্রকার তত্ত্বব্যাখ্যা করেন? সকলে একমত নহে॥ বৎসগণ! তাহার বিশেষ তাৎপর্য্য শুন। শ্রুতির এবং আচার্য্যোপদেশের মর্ম্মই এই যে *"সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম"* এই শ্রুতি দৃষ্টব্রহ্মকেই বা চিদানন্দ আত্মাকেই পারমার্থিকরূপে সত্যজানা, আর এই জগৎপ্রপঞ্চকে তথাভূত নাজানা অর্থাৎ ইহাকে ধ্রুবজ্ঞান (স্থিরতম জ্ঞান) করিয়া ইহাতে মুগ্ধ হওয়াই পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর কারণ॥ তাহাতে বৈদান্তিকেরা শাস্ত্রবিশেষ এবং যুক্তিবিশেষদ্বারা জগৎপ্রপঞ্চ সমস্তকে ভ্রমপ্রতীতি বা স্বপ্ন প্রতীতিবৎ মিথ্যাপ্রতিপাদন করিয়া উহার অশ্রদ্ধেয়ত্ব প্রদর্শন করেন। কেহ বা ব্রহ্মতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্বকেই বিশ্বপ্রপঞ্চের নিমিত্তকারণ এবং বিশ্বপ্রপঞ্চকে

তৎশক্তি প্রকৃতির পরিণাম (বিকারমাত্র) (অনিত্য) এবং অনিত্যত্ব হেতু অশ্রদ্ধেয় বলিয়া প্রতিপাদিত করেন। কেহ বা আত্মানাত্ম বিবেক অর্থাৎ প্রকৃতি(স্বতঃসিদ্ধ সর্জ্জন-শক্তি) পুরুষ (ব্যষ্টি সমষ্টি আত্মা) এতদুভয়েরই স্বরূপাপধারণ পূর্ব্বক আত্মার অসজাতীয় (জড়) হইয়াও লৌহাকর্ষক অয়স্কান্তবৎ আত্মাকর্ষিণী এবং মাদকবৎ আত্মসংমোহিনী অপিচ নামতঃ গুণবতী কিন্তু অশেষদোষাকর প্রকৃতির গুণ-সংসর্গেই চিদানন্দ আত্মার নানা বিড়ম্বনা অর্থাৎ প্রকৃতিপ্রপঞ্চিত দেহগেহাদিতে অধ্যাসবশতই অহন্তা-মমতাদি বুদ্ধিবশে নানা সংসারদুঃখভোগ করিতেছে ইত্যালোচনায় সংসার প্রপঞ্চের অশ্রদ্ধেয়ত্ব অবধারণ করেন। অতএব সাংখ্য বল বা পাতাঞ্জল বল, আর ন্যায় বল বা বেদান্ত বল যে যেপ্রকারেই তত্বব্যাখ্যা করুন সকলেরই সংসার নিবৃত্তি (জন্ম মৃত্যু নিবৃত্তি) পূর্ব্বক পুরুষের (আত্মার) নৈসর্গিক চিদানন্দরূপ স্বরূপ প্রাপ্তিই অভিপ্রেত হইয়াছে। নতুবা বেদান্তই হউক, আর অপরই হউক শাস্ত্রের অর্থজ্ঞানেই যে সংসার নিবৃত্তি (মুক্তি) হয় তাহা নহে। শাস্ত্রীয় জ্ঞানের লক্ষিত ফল, অনিত্য দেহ-গেহাদি প্রপঞ্চে পুরুষের অনাস্থামূলক নিবৃত্তির (বৈরা-গ্যের) উদয়। যে নিবৃত্তিই সংসার নিবৃত্তির (মুক্তির) একমাত্র দ্বার॥ অতএব বৎসগণ! শাস্ত্রজ্ঞান সত্ত্বে পুরুষের যদি শাস্ত্রলক্ষিত ফলে তৃষ্ণা বা রতি না জন্মে তবে সে শাস্ত্রজ্ঞান কেবল বাবদুকতা এবং প্রগল্‌ভতার হেতুমাত্র হয। অতএব বৎসগণ! শাস্ত্রজ্ঞানানন্তর তৎফললোলুপ

শ্রদ্ধালু পুরুষের আচরণীয় কৃত্য পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে তৎপথারূঢ় শান্তপুরুষদের সহিত শাস্ত্রার্থ বিলোড়নদ্বারা নিরস্ত সংশয় হইয়া নিবৃত্তি পথে (বৈরাগ্য মার্গে) প্রবেশ এবং সমাধি যোগ ইত্যাদি॥ ঐ যোগ সমাধির ব্যবস্থাও তোমরা যৎকিঞ্চিৎ অবগত হইয়া থাকহ। পরমযোগী শুকদেব, রাজা পরিক্ষীতকে উপদেশ করেন;—*"গৃহাৎ প্রব্রজিতোধীরঃ পুণ্যতীর্থজলপ্লুতঃ। শুচৌ বিবিক্ত আসীনো বিধিবৎ কল্পিতাসনে। অভ্যসেন্মনসা শুদ্ধং ত্রিবৃৎ ব্রহ্মাক্ষরং পরং। মনো যচ্ছেজ্জিতশ্বাসো ব্রহ্মবীজ মনুস্মরন্। নিযচ্ছেৎ বিষয়েভ্যোঽক্ষান্ মনসা-বুদ্ধি সারথিঃ। মনঃ কর্ম্মভিরাক্ষিপ্তং শুভার্থে ধারয়েদ্ধিয়া। তত্রৈকাবয়বং ধ্যায়েদব্যুচ্ছিন্নেন চেতসা। মনো নির্ব্বিষয়ং যুক্ত্বা ততঃ কিঞ্চন নস্মরেৎ॥*" গৃহ হইতে প্রব্রজিত হইযা পবিত্র নদীজলে স্নান এবং নির্জ্জনস্থানে বিধিপূর্ব্বক কৃতাসন এবং প্রাণায়ামে সংযতচিত্ত হইয়া প্রণব মাত্র অথবা নিজ নিজ ইষ্টমন্ত্র মন্ত্রার্থসহ স্মরণ করিবে। ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে পরাবৃত্ত করিবে বিক্ষেপশীল চিত্ত, যাহাতে বিক্ষিপ্ত (চঞ্চলীভূত) না হয় একারণ ভগবৎরূপে একাবযবনিষ্ঠাক্রমে তাহার ধারণা করিবে। এইরূপে, ক্রমে চিত্ত এককালীন নিশ্চল, নির্ব্বিযয হইবে অর্থাৎ নিরঞ্জন বিজ্ঞানতত্বে (ব্রহ্মে) যখন লয়প্রাপ্ত হইবে পুরুষ তন্ময় হওয়াতে আর তখন মনের স্মরণবৃত্তিই বা কোথায় যে রূপাদি স্মরণ করিবে সুতরাং ব্রহ্মভূত (ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন) হইযা যায ইতি। যাহা হউক বৎসগণ!

জ্ঞানাৎ মুক্তি কথাটী বহু অক্ষর নহে বটে, কিন্তু ব্যাপাব অতি গুরুতর তবে জ্ঞানের ফলটী লোকসাধারণের রুচিকর না হউক ফলে শাস্ত্রসিদ্ধান্তে ইহার উপাদেয়ত্ব চিরসিদ্ধ আছে। কেননা *" মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ "* নানা দুঃখাত্মক এই ভৌতিকদেহবর্জ্জিত হইয়া চিদানন্দস্বরূপে অবস্থান করার নামই ভাগবতশাস্ত্রে মুক্তি কহিয়াছেন। দার্শনিকেরাও বলেন " দুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তির্মোক্ষঃ " দুঃখের একান্ত নিবৃত্তিই মুক্তি। ফলতঃ দেখ আমাদের এই প্রাকৃত অবস্থায় দুঃখ যায আরবাব আইসে। দুঃখ একেবারে যাওয়া কাহারই ঘটে না। কি ছোট কি বড় দুঃখ নানাপ্রকারে পর্য্যাযক্রমে (পুনঃ পুনঃ) আক্রম করিতে কাহাকেও উপেক্ষা করে না কিন্তু তাহাব মূলকারণ এই প্রাকৃত দেহধারণ। অতএব ইহা না হওয়া যে একটী উৎকৃষ্ট উপাদেয অবস্থা তাহার সন্দেহ কি? জ্ঞানপথটী এইরূপ শাস্ত্র এবং বিচারসিদ্ধ উৎকৃষ্ট হইলেও ভক্তিবাদীরা সেভাগে লক্ষ্যই করে'না। তাহারা প্রভুভক্তিতেই দেহ, মন, প্রাণ সমস্তই সমর্পণ করে অর্থাৎ তাহাদের সমস্তই সেই ভগবান্ হরির উপর নির্ভর। তাহারা বলে হরি যাহাই করুন্। ভগবদ্গীতাতে ভগবান্ বাসুদেব জ্ঞানপথের সম্যক্ প্রশংসা করিলেও অর্জ্জুনের বিশেষ জিজ্ঞাসায কহিয়াছেন। * " ময্যাবেশ্য মনোযেমাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। শ্রদ্ধয়া পরযোপেতা স্তেমে যুক্ততমা মতাঃ।" * অর্জ্জুন। যাহাবা মদেকনিষ্ঠ, আমাতেই চিত্ত আবেশ করিয়া একান্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অর্থাৎ হবিই ত্রাণ

করিবেন এরূপ বিশ্বাসের সহিত আমাকেই অর্থাৎ আমাব এই ভগবদ্রূপের উপাসনা কবে তাহাবাই সর্ব্বাপেক্ষা যুক্ততম (যুক্তিমান্) বুদ্ধিমান্ এই কথা কহিয়া প্রস্তাব শেযে * "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভবামি নচিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাং।" * অর্জ্জুন! মদেক শরণ পুরুষদের এই মৃত্যুমষ সংসারসাগর হইতে উদ্ধারকর্ত্তা আমাকেই হইতে হয় ইতি॥ উক্ত পদ্যময় বাক্যদ্বয়েব তাৎপর্য্যার্থ এই যে জ্ঞাননিষ্ঠ (জ্ঞানপথিকেরা) আত্মমঙ্গলের নিমিত্ত আত্মপ্রযাসের উপর নির্ভর করে; সুতরাং তাহাদের নিমিত্ত তাঁহাকে (ভগবান্‌কে) তত বাধ্য হইতে হয় না; আর যাহারা আপনাকে অতি দীন অক্ষম জানিয়া এবং তাঁহাকেই সর্ব্বাশ্রয় জানিযা আশ্রয় করে এবং অনন্য হইয়া তাঁহার উপরেই নির্ভর করে সুতরাং তাহাদের নিমিত্ত তাঁহাকে বাধ্য হইতে হয়, নিশ্চিন্ত (উদাসীন) হইতে পারেন না। এই নিমিত্তই ভাগবতে ভগবান্ কৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট কহিয়াছেন। * "ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায় স্তপোদানং যথাভক্তির্মমোর্জ্জিতা।" * উদ্ধব, ভক্তিতে আমাকে যেমন বাধ্য, বশীভূত, করে যোগ বল, সাংখ্য বল ইত্যাদি আর কিছুতেই আমাকে এতবাধ্য বশীভূত কবিতে পারে না॥ ইতি॥ ফলে লোকাচারেও দেখা যায়, যদি কোন দীন ব্যক্তি কোন মহতের আশ্রয লয় আর তাঁহাকেই পিতামাতাজ্ঞানে অকপটে সেবা করে তবে কি তিনি তাহার বাধ্য না হইযা থাকিতে পারেন, তাহাব প্রতি তাঁহার দযামাযা যে সহজেই হয। অতএব

দয়াগুণের সৃষ্টি যাঁহা হইতে হইয়াছে এমত যে সেই ভগবান্ (পরমেশ্বর) তাঁহার যে, শরণাপন্নের প্রতি দয়া হইবে এবং তাহাকে তিনি যে এই মৃত্যুময় সংসার হইতে উদ্ধার করিতে যত্নবান হইবেন ইহাতে আর সংশয় কি ? তবে এই যে ভক্তি ইহা সকাম অর্থাৎ ছোট ছেলেটীর আরোগ্যার্থে অথবা বড় ছেলেটীর চাকরির কামনায় পূজামানা নহে। ইহা নিষ্কাম ঊর্জ্জিত ভক্তি, যেমন নৃসিংহাবতারে ভগবান্, হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়া তৎপুত্র প্রহ্লাদকে "প্রহ্লাদ! এক্ষণে তুমি কি চাহ ?" এইরূপ একটু আভাসিক প্রলোভনবাক্য প্রয়োগ করাতে প্রহ্লাদ,প্রণয়গর্ভ ক্রোধের সহিত কহিয়াছিল ঠাকুর! প্রলোভনদ্বারা আমার কি মন বুঝিতেছ ? *"যস্ত আশিষ আশাস্তে নসভৃত্যঃ সবৈ বণিক্॥*" ঠাকুর ! আমি তোমার সেরূপ ভৃত্য নহি—যে কেবল 'নিব খাব' বলিয়াই আত্মস্বামীর ভজনা করে, সেবা করে সেকি ভৃত্য? সে বণিক অর্থাৎ ব্যবসায়ী পণ্য বিক্রেতা যেমন পরার্থের সহিত আত্মদ্রব্যের বিনিময় করে সে 'ভজা সেবা'ও সেইরূপ দ্রব্য বিনিময় মাত্র। ভাগবতের রাসপ্রকরণে গোপীদের ছলপ্রশ্নে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও ঐরূপ সিদ্ধান্ত উক্তি। যথাঃ—* " মিথোভজন্তি যে সখ্যঃ স্বার্থৈকান্তোদ্যমাহিতে। নতত্র সৌহৃদং ধর্ম্মঃ স্বাত্মানং তদ্বিনান্যথা।"* হে সখীগণ! উপকার প্রত্যুপকার বিনিময়ে অর্থাৎ আমি তোমার উপকার করিলাম তুমিও আমার উপকার করিবে এমত উদ্দেশে পরস্পর ভজাকে বিশুদ্ধ সৌহৃদ্যও বলা যায়না, আর পুণ্যজনক ধর্ম্মও বলা যায়না, সে, সংসারের

সামঞ্জস্যকর ব্যবহার মাত্র অর্থাৎ স্বার্থোদ্দেশশূন্য, প্রণয়াধীন. যে ভজা সেই ভজা ইতি। এই নিমিত্তই শাস্ত্রে প্রকৃত ভক্তির লক্ষণ কহিয়াছেন যে *" সর্ব্বোপাধি বির্নিমুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং। হৃষিকেণ. হৃষিকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে।"* অভিসন্ধিমাত্ররহিত তৎপরায়ণতা পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় সহ হরিকে যে ভজা সেই প্রকৃত ভক্তি অর্থাৎ স্বার্থসাধন পরতায় যে ভজা সে কেবল ভজা নামমাত্র ইতি॥ তবে তোমাদের এই কথাতে সংশয় অবশ্যই জন্মিতে পারে যে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান অর্থাৎ ইহাতে অথবা উহাদ্বারা এই লাভের সম্ভাবনা আছে ইত্যাকার জ্ঞান ব্যতীত কাহারো কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে না। সকাম ভক্তিতে তত্তৎ ইষ্টকামনাই দৃষ্ট হয় তৎপ্রবৃত্তির কারণ কিন্তু উক্তপ্রকার নিষ্কাম ভক্তিতে প্রবৃত্তি কিসে হইবে? বৎসগণ! তাদৃশ ভক্তির প্রবৃত্তির বীজ, সম্বন্ধজ্ঞান অর্থাৎ সন্নিহিতবন্ধু মাতাপিত্রাদি কর্ত্তৃক গুরুজন বিশেষের সম্বন্ধে, ইনি তোমার আর্য্যঠাকুরদাদা হয়েন, ইনি তোমার মান্যা মাসী হয়েন ইত্যাদি সম্বন্ধের পরিচয় প্রদান মাত্রে তাঁহাদিগের প্রতি যেমন একটী নিরুপাধি (নির্হেতুক) সসম্ভ্রম চিত্তার্দ্রতারূপ ভক্তিভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ আপ্তোপদেশ শাস্ত্রবাক্যদ্বারা তিনিই (হরি) তোমার আমার এবং সমস্ত জগতের পরম পিতা, আমরা সকলেই তাঁহার—ইত্যাকার পরিচয় প্রাপ্তিতেই প্রথমতঃ একটী সহজ অর্থাৎ ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান নিরপেক্ষ সসম্ভ্রম ভক্তিভাবের উদয় অবশ্যই সম্ভাবিত। এই

তাৎপর্য্যেই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বাক্য আছে যে *“আত্মারামাশ্চ মুনয়োনিগ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি মিত্থম্ভুতগুণো হরিঃ।”* সেই বিশ্বেশ্বর ভগবান্ হরির এমনি মহিমা যে মুক্তপুরুষ আত্মারাম, যাহারা লাভালাভের কোন অভিসন্ধি রাখে না তাহারাও তাঁহার প্রতি ভক্তিভাব বিস্তার করে, ইতি॥ দেখনা, অদ্বয়বাদীর (একাত্মবাদীর) গুরু, মহানুভব শঙ্করস্বামীর কি ভাব। যথা *“সত্যপিভেদাপগমেনাথ, তবাহং নমামকীনস্তবং। সামুদ্রোহিতরঙ্গঃ ক্বচনসমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥”* হে নাথ! আমার ভেদজ্ঞান অপসৃত হইলেও তোমারই আমি অর্থাৎ তোমা হইতেই আমি, আমা হইতে তুমি নহ, কেন না সমুদ্রেরই তরঙ্গ হয় তরঙ্গের সমুদ্র কদাচ হয় না ইতি। কিন্তু মূঢ় নাস্তিক বিশ্বাসশূন্য পুরুষেরাই মাত্র ইহাতে ব্যতিরেক॥ ফলে পশ্চাৎ যতই তাঁহার মহিমা এবং গুণগ্রামের পরিচয় পাইবে ততই মনে বিচার করিয়া দেখ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির উদ্রেক নিতান্তই অপরিহার্য্য। তাহাতে এই দেহবশ্যতায় পিতা মাতা বা মাসীপিসীর নিকট যাচ্ঞার ন্যায় তাঁহার নিকটেও দ্রব্যবিশেষের প্রার্থনা বা কামনা করিলেও সসম্ভ্রম ভক্তিভাবের, তদবস্থাতেও বিশ্রাম নাই। আর দেখদেখি, আত্মভূত (আমি বলিয়া কেবল মানিতেছি এই যে অনিত্য ভৌতিকদেহ) ইহার প্রতিই আমাদের কত মমতা (স্নেহ) এবং এই দেহের সারথী যে জীবন তাহার প্রতি পুনশ্চ দেখ দেখি কত ততোঽধিক স্নেহ যে; দেহ, রোগে শোকে জর্জ্জরিত হইলেও ঐ জীব-

নের আশায় অর্থাৎ দেহ গেলেই জীবন যাইবে এই ভাবিয়া ঐ কষ্টকর দেহকেও রক্ষা এবং বহন করিতে লোক প্রযত্নবান্ হয়। অতএব সেই জীবনেরও জীবন, আত্মার আত্মা, অর্থাৎ *" যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি।"* ইত্যাদি শ্রুতিপ্রামাণ্যে, সমস্ত জীবগণ যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া যদ্বারা অর্থাৎ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জীবিত আছে তিনিই আদিদেব ভগবান্, (হরি)—এইরূপ সম্বন্ধজ্ঞানে কি আর তাঁহার প্রতি অহেতুক মমতা বা ভক্তি-সম্ভ্রমের হেত্বন্তর অপেক্ষা করে? তবে আপাতত ঐ সম্বন্ধ-জ্ঞানটী প্রত্যক্ষমূলক না হইয়া শব্দমূলক (শ্রুতবাক্যাধীন) হইতেছে অতএব উহার চৈতস বা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সিদ্ধির নিমিত্ত শব্দে (বেদবাক্যে) বিশ্বাস পূর্ব্বক বেদবিধির অনু-সারে শ্রবণ, কীর্ত্তন, চিন্তন, বন্দনাদি করিতে করিতে চিত্তে তাঁহার স্বরূপ স্ফূর্ত্তি হইয়া তাঁহার অনুভবানন্দরূপ একটী বিশেষভাব চিত্তে সমুদিত হইয়া ইহদেহেই প্রেম একটী যাহার নামান্তর, অহন্তার বিস্মারক অর্থাৎ আমি বলিয়া মনে থাকে না এমত নিরতিশয় মমতাভাবের উদয় হয়। ভক্তির ফলোদয়ের গতি বিষয়ে ভাগবতে এই রূপই উক্ত আছে। * " ভক্তিঃপরেশানুভবো বিরক্তি রন্যত্র এষত্রিক এককালং। প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃস্যু স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়ো-ঽনুঘাসং। *" যেমন ভোজনে প্রবৃত্ত ক্ষুধাক্ষাম পুরুষের, ক্ষুধার নিবৃত্তি, মনের তুষ্টি, দেহের পুষ্টি, তিনটী এককালেই গ্রাসে গ্রাসে জন্মিয়া ক্রমেই পূর্ণতাকে প্রাপ্ত হইতে থাকে সেইরূপ ভগবদ্ভজন প্রবৃত্ত পুরুষেরও ভগবৎস্বরূপানুভব,

বৈরাগ্য, এবং প্রেমাত্মক ভক্তি এই তিনটীই ভজনক্রমানুসারে সঙ্গে সঙ্গেই বর্দ্ধমান হইতে থাকে ইতি॥ মোক্ষার্থী জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জ্ঞানই (তত্বজ্ঞান) যেমন সাধ্যবস্তু বলিয়া নির্ণীত আছে সাত্বত সম্প্রদায়ে (ভক্তশ্রেণী) বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ে প্রেমভক্তি বা প্রেমই সাধ্যবস্তু বলিয়া পরিগৃহীত। চৈতন্য সম্প্রদায়ের আচার্য্যেরা প্রেমরসের তুলনা সমাধিগত ব্রহ্মানন্দের সহিত দেওয়াও যথেষ্ট জ্ঞান করেন্ না। জ্ঞানপথিকেরা যেমন জ্ঞানে মুক্তিপদ (ব্রহ্মে লয় হওয়া) ফলকে সাধেন। সেইরূপ চৈতন্য সম্প্রদায়িকেরা প্রেমভক্তিতে ভাগবতীতনু (ভগবানের মত অপ্রাকৃত দেহ) প্রাপ্ত হইয়া গোলোক-বৈকুণ্ঠে ভগবান্ কৃষ্ণের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া তাঁহার প্রেমসেবারূপ ফলকে প্রতিপাদন করেন্। ভাগবতাদিশাস্ত্রে ভগবান্ কৃষ্ণেরও উক্তি দৃষ্ট হয়। *" মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি চতুষ্ঠয়ং। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।*" আমার ভক্তেরা মদীয় ভজনের পুরস্কারস্বরূপ মদ্দত্ত সালোক্যাদির কাকথা, সামীপ্য (স্বপার্শ্বেবাস)—তাহাতেও যদি আমার সেবা না পায় তবে তাহাও গ্রহণ করে না অর্থাৎ তাহারা আমার সেবা ভিন্ন আর কিছুই চাহে না ইতি॥

বৎসগণ! তোমরা ত আমাদের বৈদিকশাস্ত্রের, বৈদিকধর্ম্মের, সকল বিষয়ই দিগ্‌দর্শনরূপে অবগত হইলে। আর তোমাদের কি জিজ্ঞাসা আছে (জানিবার কি বক্রী আছে ?) ওঃ আছে আছে॥ বৈদিক আচার আর বর্ণাশ্রম বিভাগ, এই দুইটীইত আমাদের আর্য্যদের আর্য্যত্বের

(হিন্দুয়ানীর) প্রধান চিহ্ন, এ দুইটীই যে বাকী আছে। যদিও ইহা তোমাদের সহজ জ্ঞানের মধ্যেই আছে তথাপি ইহার বিশেষ জানা আবশ্যক। আচারের প্রথমতই বেশ—তাহা যুগ্মবস্ত্র পরিধান, শিখাবিশিষ্ট কেশধারণ, কণ্ঠে মণিরত্নাদিধারণ, শৌচাচার অর্থাৎ স্নান আচমন, মলমূত্রত্যাগে মৃৎজলাদিদ্বারা শুদ্ধিক্রিয়া, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য, ভক্ষ্য অভক্ষ্য ইত্যাদি বিচার, এবং দৈহিক কি ব্যবহারিক সকল কর্ম্মেই শাস্ত্রনিবদ্ধ গুরুজনোপদিষ্ট নিয়মানুসারে চলা ইত্যাদি আচার, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারিবর্ণেই সাধারণ (সমান)। অপর কতকগুলিন আচার বর্ণ বা শ্রেণীবিশেষে বিশেষ যেমন ব্রাহ্মণের, বেদ বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা † এবং বেদবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক সন্ধ্যাবন্দনা শ্রাদ্ধতর্পণাদিকর্ম্ম অবাধে করণ এবং লোককেও করান, অপিচ অন্ত্যজ জাতি ব্যতিরেকে লোকের দানবিশেষও গ্রহণ করা এবং নিজেও পাত্রবিশেষে যথাসামর্থ্য দানাদিকরণ এই ছয়টী বৃত্তি। ক্ষত্রিয়ের, বেদ বেদাঙ্গাদি শাস্ত্র অভ্যাস, ধনুর্বেদ শিক্ষা, যাগ-

---

† অধ্যাপনা বৃত্তিটী ব্রাহ্মণেরই মুখ্যকল্পে, গৌণকল্পে অর্থাৎ সমীচীন ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের অভাবে ব্রাহ্মণকুমারও উপযুক্ত ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি-দ্বিজাতি সন্নিধানেও বেদবেদাঙ্গাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারে এবং পাঠ সমাপনান্ত অনুগমনাদি গুরু শুশ্রূষাও করিবে কিন্তু পাঠ সমাপনে গুরুদক্ষিণানন্তর ঐ ব্রাহ্মণকুমার সেই অধ্যাপক কর্ত্তৃক বর্ণানাং ব্রাহ্মণোগুরুরিতি” গুরুবৎ মান্য হইবেন॥ যথাহ মনুঃ। *“অব্রাহ্মণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে। অনুব্রজ্যাচ শুশ্রূষা যাবদধ্যয়নং গুরোরিতি।*”

যজ্ঞাদিসাধন, দান প্রজারক্ষা ইত্যাদি। বৈশ্যেরও বেদ বেদাঙ্গাদিশাস্ত্র অভ্যাসানন্তর বিশেষ বৃত্তি কৃষিকর্ম্ম, বাণিজ্য, এবং গোপালন অর্থাৎ কেহ বা কৃষি কেহ বা বাণিজ্য কেহ বা গোপালন—যেমন ব্রজস্থ নন্দাদি। শূদ্রের উক্ত বর্ণত্রয়েরই পরিচর্য্যা অর্থাৎ উহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তিতা। সত্য, দয়া, অস্তেয়, (পরদ্রব্যের অনপহরণ) অদ্রোহ (অন্যের অনিষ্ট না করা) জিতেন্দ্রিয়তা, দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি, মাতাপিত্রাদিগুরুজন সুশ্রূষা ইত্যাদি আচরণ সকলেরই সমান। শূদ্রবর্ণ বহুদিন অর্থাৎ যুগান্তরে দুর্দান্ত দুরাচার বেণরাজার শাসনে বিশৃঙ্খল বিবাহঘটনাক্রমে নানা অবান্তরভেদ সঙ্করশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া বোধ হয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজগণকর্ত্তৃকই হইবে, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বৃত্তিতে ভুক্ত হইয়া বৃত্তি অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতি—আখ্যা লাভ করিয়াছে। ফলে শূদ্রশ্রেণীর মধ্যে কায়স্থই এক্ষণে সর্ব্বপ্রধান। মিশ্রদোষ (মিসামিসি) কালপ্রভাবে নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধ (ব্রাহ্মণ) পর্য্যন্ত সকল জাতিতেই ঘটিয়াছে অতএব কায়স্থজাতিতেও তাহা ঘটিলেও এবং তাঁহারা স্বীয় জাত্যুৎকর্ষ লাভার্থী হইয়া যে সকল বচনাদি প্রদর্শন করেন তন্মধ্যে স্মৃত্যাদি শাস্ত্রলব্ধ পঞ্জীকরণ (হিসাব কিতাব লিপিকরণ) বৃত্তির প্রত্যক্ষতাদ্বারা অগ্নিপুরাণীয় লিপিপ্রামাণ্যে ধর্ম্মরাজের পঞ্জীকার (লিপিকর) চিত্রগুপ্তের সহিত যে সম্বন্ধ যোজনা করেন সেইটী কথঞ্চিৎ সাঙ্গত্য কর হইতে পারে। কেননা সেহ একটী লিপিকরের আকর বটে ফলে বর্ত্তমান শূদ্রজাতিবৃন্দের মূলোৎপত্তি বিষয় বস্তুতঃ দুর্নির্ণেয়। অপিচ পূর্ব্ব পূর্ব্ব

যুগে ব্রাহ্মণেরাও সবর্ণাকন্যা (ব্রাহ্মণকন্যা) বিবাহানন্তর ইচ্ছা হইলে শূদ্রকন্যাব্যতিরেকে ক্ষত্রিয়কন্যা, এবং বৈশ্যকন্যারও পাণিগ্রহণ অবাধে করিতেন কিন্তু তদ্‌গর্ভ-জাত সন্তানেরা নিজ নিজ মাতার অসবর্ণত্বদোষে ব্রাহ্মণ হইত না। কিন্তু তাহা না হইলেও মনু যাজ্ঞবল্ক্যাদি-ঋষিগণ বীজের এবং কিয়দংশে সৎক্ষেত্রেরও প্রাশস্ত্যস্বীকারে। *"সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজ ধর্ম্মিণঃ। তাস্বনন্তর-জাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্ সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃ-দোষবিগর্হিতান্।*" ইত্যাদি ব্যবস্থা বাক্যে তাঁহাদের ক্ষত্রিয় বৈশ্যকন্যাগর্ভজাত সন্তানেরা মাতার অস-বর্ণাত্বদোষে বিগর্হিত অর্থাৎ ব্রাহ্মণ না হইলেও পিতৃসদৃশ অর্থাৎ পিতা হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন মাতা হইতে (মাতৃকুল হইতে) উৎকৃষ্ট এই কথা বলিয়াছেন। এতাবতাই বোধ হয় ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভজাত সন্তান-দিগকে মূর্দ্ধাভিষিক্ত অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের উপরিবর্ত্তী, বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত সন্তানদিগকে—তাহারা মাতৃকুলেই (মাতামহকুলে) স্থিতি করা (প্রতিপালিত হওয়া) হেতুক অম্বষ্ঠ এইরূপ জাতি আখ্যা দিয়াছেন। উহাদের ঐ আখ্যাগুলিন্ এবং বৃত্তি মন্বাদি শাস্ত্রে দর্শিত আছে। যথা * "বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তোহিক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃস্ত্রিয়াং জাতোঽম্বষ্ঠঃ।" * ইতি। বৃত্তি যথা। * "হস্ত্যশ্বাদি-রক্ষা মূর্দ্ধাভিষিক্তানাং; অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং মিতি" * হারীতমুনি, দ্বিজাতি বর্ণ, পাঁচটী গণনা করিয়া তাহার মধ্যে উচ্চ নীচ ক্রম দেখাইযাছেন। যথা * "ব্রহ্মা মূর্দ্ধা-

ভিষিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি। অমী পঞ্চ দ্বিজাঃ প্রোক্তা যথা পূর্ব্বন্তু গৌরবং॥ * ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই পাঁচবর্ণের পূর্ব্ব পূর্ব্বানুক্রমে উচ্চ তর ইতি॥ শব্দ কোষকার অমরসিংহ অনেক স্থলেই অল্প ভেদ গণ্য না করাতে পরস্পর ভেদসত্বেও এক পর্য্যায়গত করিয়াছেন। এখানেও মূর্দ্ধাভিষিক্তোরাজন্য ইত্যাদি পর্য্যায়ে মূর্দ্ধাভিষিক্তকে ক্ষত্রিয়ের পর্য্যায়গত করিয়াছেন। এবং অম্বষ্ঠকেও—তাহাদের উৎপত্তিটী প্রকৃতরূপে ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যকন্যার গর্ভে(লিখিয়াও,কি)দৃষ্টিতে বলা যায় না সংকর শূদ্রবর্গের মধ্যেই সংন্যস্ত করিয়াছেন। অস্মৎ প্রদেশের মহামান্য ধর্ম্মব্যবস্থানির্ণায়ক রঘুনন্দন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার সংগ্রহ স্মৃতিতে যে ক্ষত্রিয় অম্বষ্ঠাদির সংস্কারলোপ, এবং ব্রহ্মণ্যাচারবর্জ্জিত হইয়াছে অতএব উহারা ব্রাত্য (ভ্রষ্ট) ইতি। কিন্তু যখন অনেক ক্ষত্রিয় অম্বষ্ঠাদি কূলে উপনয়নাদি সংস্কার দৃষ্ট হইতেছে তখন তদ্দর্শিত "শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদিত্যাদি" হেতুবাদ সাধারণতঃ সকলের প্রতি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? সে যাহা হউক, মিশ্রদোষ এবং আচারভ্রষ্টতাদোষ কালবশতঃ সকল বর্ণে, সকল জাতিতেই ঘটিয়াছে এবং ঘটিয়াও জাতির উচ্চ নীচ আখ্যাগুলিন লইয়াই সামাজিক পুরুষেরা বর্ণাশ্রমবিশিষ্ট আর্য্যসমাজকে রক্ষা করিতেছেন এবং আচার অনুষ্ঠান জন্য ব্যক্তি বিশেষে যে বিশেষ মর্য্যাদা তাহা সমাজের জীবনস্বরূপ অব্যাহতরূপে বর্ত্তমান আছে। বৎসগণ! কথাপ্রসঙ্গে আমার একটী দারুণ সংশয় উপস্থিত হইতেছে

যে, মুনি ঋষিদেরও কি পক্ষাপক্ষতা দোষ ছিল? কেননা হউক বৈদ্য যেন ব্রাহ্মণ বীর্য্যেই উৎপন্ন তথাপিত বর্ণসঙ্কর কিন্তু হারীতমুনি বৈদ্যকে ক্ষত্রিয়েরও উপরিবর্ত্তী করিয়াছেন—কি এ? সংশয়ের আরও বিশেষ কারণ,হারিত—ইনি একখানি ধর্ম্মসংহিতারও প্রণয়িতা এবং একখানি ভৈষজ্য-সংহিতারও প্রণয়িতা ছিলেন এবং বৈদ্যও তাঁহাদেরই কূলজাত সন্তান, তাহাতে করিয়াই কি বৈদ্যের প্রতি এতাদৃশ অনুকূলতাচরণ? অপর দেখ, উশনঃসংহিতা গ্রন্থখানি উশনাঃ (ভার্গব) ঋষির প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ অথচ তাহাতে কায়স্থের প্রতি এ কি বিদ্বেষ উক্তি। * "কাকাল্লৌল্যং য়মাৎ ক্রৌর্য্যং স্থপতে রথকৃন্তনং। আদ্যাক্ষরং সমাদায় কায়স্থ ইতি সংজ্ঞিতঃ॥ * ইহার আর অর্থ করিবার আবশ্যক নাই তোমরা বুঝিতে পারিতেছ। কেবল এইটী মাত্র নহে। মিতাক্ষরাধৃত ব্যাসসংহিতার বাক্যটীইবা কি? যথা * চাট তস্কর দুর্ব্বৃত্ত মহাসাহসিকাদিভিঃ। পীড্যমানাঃ প্রজারক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ॥ * চাটাদি দুর্জন সকল কর্ত্তৃক বিশেষতঃ কায়স্থ কর্ত্তৃক পীড্যমান প্রজা সকলকে প্রজাধ্যক্ষ পুরুষ সাবধানে রক্ষা করিবে। 'বিশেষতঃ কায়স্থকর্ত্তৃক পীড্যমান' এই বাক্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা টীকা যথা। "তেষাং রাজবল্লভতয়া অতি মায়াবিতয়াচ দুর্ণিবারত্বাৎ ইতি।" তাহারা রাজলেখক, রাজার অতি প্রিয় এবং অতি মায়াবী সুতরাং তাহারা দুর্নিবার ইতি। এ কি? কায়স্থরা কি এত মন্দ? অতএব ঐ সকল গ্রন্থই জাল, কি ঋষিরাও বিদ্বেষ পর,

কি স্বরূপবক্তা, ইহাতে তোমরা যাহাই অনুমান কর? ইতি॥

বৎসগণ আর্য্যধর্ম্মের বর্ণবিভাগের সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইলে এক্ষণে আশ্রম বিভাগের কথা শুন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, গৃহাশ্রম বা গৃহস্থাশ্রম, বানপ্রস্থ বা বনাশ্রম এবং যত্যাশ্রম, (সন্ন্যাসাশ্রম)। বিবাহসংস্কারে সস্ত্রীক হইয়া গৃহবাসী হওয়ার নাম গৃহাশ্রম। পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়োঽতিক্রমে স্বীয় সন্তানদিগকে গৃহস্বামী করিয়া সস্ত্রীকেই হউক আর একাকীই হউক ঋষ্যাশ্রমে বনে বা পুণ্যতীর্থে বাসকরত বনস্থের যথাবিধানে ঈশ্বরারাধনায় কালাতিপাত করণের নাম বানপ্রস্থ্য। সর্ব্বশেষ যত্যাশ্রম অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি নিত্য নৈমিত্তিক সকল বিধিকর্ম্ম পরিহারপূর্ব্বক এককালে নিরুপাধি দিগম্বর বা বল্‌কলাম্বর বা কৌপীনধারী হইয়া আজগরী বা মাধুকরী বৃত্তিতে মাত্র প্রাণধারণ এবং যোগ সমাধি অবলম্বনে আয়ুঃক্ষপণ এবং যোগেই তনুত্যাগ। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমটী দ্বিজাতি বর্ণের প্রাথমিক আশ্রম হইলেও উহা দুই প্রকার হয়, উপকারক আর নৈষ্ঠিক অর্থাৎ খণ্ড এবং অখণ্ড। উপনয়নের পরেই যতাত্মা, জিতেন্দ্রিয় এবং নিয়মবান হইয়া গুরুগৃহবাসে বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক কাল যাপন তদনন্তর অধ্যয়ন সমাপ্তি করিয়া গুরুদক্ষিণান্তে গুরুর অনুমতিক্রমে গৃহপ্রত্যাগমনে গৃহস্থ হওয়া—এইটী খণ্ডব্রহ্মচর্য্য আর বেদ অধ্যয়ন সমাপনান্তে গৃহ প্রত্যাগত না হইয়া যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যেই কালযাপন অথবা সন্ন্যাসাবলম্বন—এইটীকে নৈষ্ঠিক বা (অখণ্ড) ব্রহ্মচর্য্য কহে। এই

চারিটী আশ্রম ব্রাহ্মণেরই বিহিত আছে। ক্ষত্রিয়ের খণ্ড ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য এবং বানপ্রস্থ্য। বৈশ্যের উপনয়ান্তে কিয়ৎকাল বেদাধ্যয়নসহযোগে ঐ খণ্ডব্রহ্মচর্য্য তদনন্তর গার্হস্থ্য মাত্র। শূদ্রের উপনয়ও. নাই বেদাধ্যয়ন ব্রহ্মচর্য্যাদিও নাই কেবল মাত্র গার্হস্থ্যে থাকিয়া দ্বিজাতি সুশ্রূষাতেই সকল পর্য্যবসান। যাহাহউক, উক্ত বিধি নিবদ্ধ চারিটী আশ্রম ব্যতীত বিধিনিরপেক্ষ সার্ব্ববর্ণিক প্রপন্নাশ্রম বলিয়া খ্যাত পঞ্চম আর একটী আশ্রম আছে। যাহার বিষয় গীতা ভাগবতাদি শাস্ত্রে স্বয়ং ভগবান বাসুদেব কহিয়াছেন। * "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মা মেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" * অর্জ্জুন! তুমি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া আমাকেই মাত্র একান্তভাবে আশ্রয় কর আমি তোমাকে সমস্ত সংসার দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিব, ইতি গীতা। ভাগবতেও যথা * "জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তোবা মদ্ভক্তো বা নপেক্ষকঃ। সলিঙ্গা নাশ্রমান্ ত্যক্ত্বা চরে দবিধি গোচরঃ।" * উদ্ধব! জ্ঞানারূঢ় সম্যক্ বৈরাগ্যবান্ জ্ঞানপথিক আর অনন্যাপেক্ষী নিষ্কিঞ্চিন মদেকনিষ্ঠ ভক্তিপথিক উভয়েই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের চিহ্ন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া মদেকনিষ্ঠাতেই বিচরণ করে অর্থাৎ তাহারা বিধিশাস্ত্রের বহির্ভূত। তাহারা কেবল মন্নিষ্ঠাতেই সংসার মুক্ত হয়। এই প্রপন্নাশ্রমের অধিকারী যে কিরূপ পুরুষ, তাহা পদ্যার্থেই স্পষ্ট দেখিতেছ॥ বৎসগণ! বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অন্তর্গত আরও কতকগুলিন যে বিশিষ্ট আচার আছে তাহারও সংখ্যা এবং

ক্রম সংক্ষেপে কহি শুন। এই পুরুষদেহের দশটী সংস্কার প্রসিদ্ধ আছে, তাহার মধ্যে বিবাহ সংস্কারটী সার্ব্ববর্ণিক অর্থাৎ সকল বর্ণেরই আছে। ইহার নিয়ম, বিধিপূর্ব্বক স্বজাতীয় অনূঢ়া কন্যার গ্রহণ। যদিও এক্ষণে কালিক-তরঙ্গে ক্বচিৎ ক্বচিৎ মৃতপতিকারও (বিধবার) পাণি গ্রহণ দেখিতেছ, উহা আর্য্যজাতির নিতান্তই অনার্য্যকার্য্য হইতেছে। এতৎসম্বন্ধে তোমাদিগকে আমাদের বৈদিক শাস্ত্রের হার্দ্য পরিচয় দেওয়া আবশ্যক, নতুবা তোমরা চিরকালই এ বিষয়ে ভ্রান্ত থাকিবে। অতএব বিশেষ বুদ্ধিনিবেশপূর্ব্বক কথাগুলিন শুন। * "গতে, মৃতে, প্রব্র-জিতে, ক্লীবেচ, পতিতে, পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥" * পরাশরের এই বচনটীকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ কলিপর ধর্ম্ম বলিয়াই বিদ্যাসাগর নামা কশ্চিৎ পণ্ডিত ঐ বিধবা বিবাহের একটী ব্যবস্থা প্রচার করেন। ফলে উনি যে বচনের হার্দ্য বুঝিতে অক্ষম পুরুষ তাহা বলা যাইতে পারে না যেহেতু উনি একজন বিলক্ষণ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন যোগ্য পুরুষ। তবে কি? ইহা কলিরূপী কালপুরুষের খেলা। তিনি সময়ে সময়ে এইরূপ এক একজন যোগ্যপুরুষে অধিষ্ঠিত হইয়াই স্বকার্য্যসাধন করিয়া থাকেন। তাহাতেই বোধ হয় উহাঁকে একজন সুযোগ্য পাত্র দেখি-য়াই কলিদেবতা উহাঁকে এরূপ অপূর্ব্ব বুদ্ধিগ্রস্ত করিয়া এই কার্য্যে প্রবর্ত্ত করাইয়াছেন। নতুবা বৈদিক ধর্ম্মবক্তার অগ্রণী, স্বায়ম্ভুব মনু, এই পুনর্ভূ পৌনর্ভবের

উল্লেখ না করিয়াছেন, তাহা নহে কিন্তু পিশাচবিবাহ-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত অতি জঘন্য ব্যাপারটীকেও অনন্যভুক্তত্ব-নিবন্ধন আট প্রকার বিবাহের পূরণে ধৃত করিয়াছেন, তথাপি পুনর্ভূর পৌনর্ভবতাকে অন্যসম্ভুক্তত্ব দোষ দৃষ্টে বিবাহ মধ্যে গ্রহণ করেন নাই। সকল ঋষিগণের মান্য ঐ মনুর ধর্ম্মসংহিতার নবম অধ্যায়ের ৬৪ চতুঃষষ্ঠি সংখ্যক শ্লোকটীর অর্থাবগতি করিয়া স্থিরচিত্তে তোমরা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ঐ কার্য্যটী যে প্রশস্ত কার্য্যহইয়াছে, তাহা কদাচই বলিবে না। আমাদের এতাদৃশ অসাধারণ পবিত্র শাস্ত্র প্রসাদেই দেশ বিদেশ ব্যাপিয়া খ্যাতি যে স্ত্রীজাতির একপতীত্বরূপ যথার্থ সতীত্ব ধর্ম্ম ভারতবর্ষেই আছে, কিন্তু ঠাকুর বাপা, সেই খ্যাতি-টীকে লোপ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। যাহাহউক ঐ স্বায়ম্ভুব মনুর পদ্যময় বাক্যটীর উপস্থাপক ইতিহাসটী অগ্রে বলি, তৎপশ্চাৎ তাঁহার পদ্যময় বাক্যটী শুনাইব। পুরাযুগে কোন মহৎবংশীয় পুরুষ নিঃসন্তান মৃত হইলে তাঁহার বংশ এবং বংশকীর্ত্তি রক্ষার্থে ঋষিরা তদীয় ক্ষেত্রে (পত্নীতে) দেবরাদি পুরুষান্তরদ্বারা নিতান্ত ধর্ম্মবুদ্ধিতে ঋতু গমন পূর্ব্বক তদীয় একটী ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের বিধি দিয়াছিলেন, যাহার নিয়ম অতি দুরূহবশতঃ ঋষিরাই কলিতে তাহা রহিত করিয়াছেন। মহাত্মা মনু সেই বিধির ক্রম, নিয়ম সমস্তই নিজ সংহিতাতেও আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া শেষে এই অভিপ্রায়ে কহিয়াছেন যে, যদিও ঋষিগণ এই বিধিটী সংস্থাপন করিয়াছেন বটে তথাপি *"নান্যস্মিন্ বিধবানারী

নিযোক্তব্যা দ্বিজাতিভিঃ। অন্যস্মিন্ হি নিযুঞ্জানা ধর্ম্মং হন্যুঃ সনাতনং ॥” *বিধবা স্ত্রীকে অন্য পুরুষে নিযুক্ত করা দ্বিজাতিগণের অর্থাৎ ভদ্রলোকের উচিত নহে। যাহাহউক্ বংশরক্ষার্থে ঐরূপ নিয়োগ কারিরা সনাতনধর্ম্মকে আহত করে অর্থাৎ তাহারা সনাতনধর্ম্মের মালিন্যকর ইতি॥ এস্থলে সনাতন পদে টীকাকারেরাও আজীবনান্ত এক পতি মাত্র স্বীকার এইটীই স্ত্রীজাতির অব্যভিচারী নিত্যধর্ম্ম —ইহাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর সনাতন শব্দের নিত্য ভিন্ন অপর অর্থইবা কি হইবে? সনাতন শব্দের অর্থ যে নিত্য ইহা তোমরা সকলেই জান? আর মনুর উক্ত বাক্য যে নিয়োগ বিধিক্রমে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনেরই নিন্দামাত্র তদিতর পতিমরণে পুরুষান্তরের পাণি গ্রহণের বাধক নহে এমত সিদ্ধান্তস্থাপনেই বা প্রকৃতিস্থ কোন ব্যক্তি পক্ষাবলম্বন করিবে? অতএব দেখ বৈদিকশাস্ত্রে, বৈদিকধর্ম্মে, স্ত্রীজাতির আজীবন এক পতি ভাজিত্বই যদি অনাদিসিদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম হইল, তবে কি সেই সনাতন ধর্ম্মের উচ্ছেদে কলিতে সাধারণ মৃতপতিকার প্রতি, একটী পতি মরিলেই আর একটী পতি করিও, ধর্ম্মতত্বজ্ঞ মহর্ষি পরাশরের এইটীই কি অভিপ্রায় সম্ভবে? আরও যদি ঐটীকে “কলৌপারাশরঃস্মৃঃত” এই বাক্যকে বল করিয়া একান্ত বিধিবাক্য বলিয়াই স্বীকার কর তবে ব্রহ্মচর্য্যরূপ বৈধব্য ধর্ম্মশীলা বিধবাগণ তাহাদের দিব্যলোক প্রত্যাশা দূরে থাকুক প্রত্যুত শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন জন্য যথোচিত নিজ দূরদৃষ্টকে আহ্বান করিতেছে বলিতে হইবে। অতএব এরূপ

অনর্থাপত্তিরূপ বাগুরায় পতিত না হইযা বরঞ্চ তাঁহার ঐ বাক্যকে এমত অভিপ্রায়ে স্বীকার করিলেও কথঞ্চিৎ সামঞ্জস্যকর হইতে পারে যে কলিতে দর্শিত পঞ্চাপৎস্থলে যদি কেহ (স্ত্রী) সংযতেন্দ্রিয় হইয়া জীবন ক্ষপণে আপনাকে অশক্ত জ্ঞান করে তবে লোকাপেক্ষা করিয়া বহু দোষাকর গূঢ় ব্যভিচারে আত্মাকে অতি কলুষিত না করিয়া পরাশর—আমার যুক্তিতে মন্বাদি দর্শিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগবৎ জঘন্য কল্প পুনর্ভূ ধর্ম্ম স্বীকার করা বরং বিধেয় অর্থাৎ কর্ত্তব্য ইতি। আরও বলি যেহেতু তোমাদের অঙ্গে একটু একটু ব্যাকরণের গন্ধও আছে, অতএব সহজ উদাহরণে বুঝিতে পারিবে। দেখ অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত, ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ, না পদংশাস্ত্রে প্রযুঞ্জীত ইত্যাদিবৎ " বিধীয়তে " ইতি তিঙ প্রত্যয় দ্বারা পরাশরের, বিধেয়তা পরামর্শ বোধন ভিন্ন বিদধ্যাৎ কুর্য্যাৎ ইত্যাকার যে একান্ত বিধিবোধক অর্থাৎ করিবেই, এমত অর্থ হইতেছে না। অতএব ঠাকুরবাপা, নিতান্ত স্বাভিসন্ধি সম্পাদন লোলুপ হইয়াই এই অসঙ্গত ব্যবস্থাটী প্রচার করিয়াছেন। আহা! বড় দুঃখের বিষয়, বহুগুণান্বিত পুরুষ হইয়াও বাপা এই কার্য্যটার জন্য বৈদিক সমাজে নিন্দাস্পদ হইয়াছেন। যদিও " একোহি দোষোগুণ সন্নিপাতে নিমজ্জতি ইত্যাদি ন্যায় আছে সত্য কিন্তু ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয় অতি গুরুতর। তাঁহার একলঙ্ক বৃদ্ধ সমাজ (বুড়ার দল) থাকিতে কদাচই মিটিবে না। ইতি বিবাহ। [১০] তদনন্তর গর্ভশুদ্ধ্যর্থে প্রথম ঋতুকালীন গর্ভাধান সংস্কার [২]

তৎপশ্চাৎ জাতগর্ভে তদর্থই পুংসবন সংস্কার [৩]
তদনন্তর সীমন্তোনয়ন তদন্তর্ভূত পঞ্চামৃত দানটীও সদাচার সিদ্ধ আছে [৪] তদনন্তর জাতপুত্রের অভ্যুদয়ার্থ বিধিপূর্ব্বক জাতকর্ম্ম [৫] ক্রমে একাদশ বা দ্বাদশ দিনে নামকরণ [৬] চতুর্থমাসে নিষ্ক্রামণ [৭] ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন [৮] তদনন্তর দ্বিতীয় বা তৃতীয় বর্ষে চূড়াকরণ, ক্বচিৎ ক্বচিৎ উপনয়ন সংস্কার ও চূড়াকরণ একদাই করিয়া থাকে। [৯] উপনয়ন সংস্কার (সাবিত্রী দীক্ষাপূর্ব্বক যজ্ঞোপবীত ধারণ) এইটীই দশম সংস্কার [১০]। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং তদন্তরালবর্ত্তী ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী এবং বৈশ্যধর্ম্মী মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠ আদিরও উপনয়নান্তসংস্কারগুলি বিহিত আছে। উপনয়ন সংস্কারটীই প্রধান দ্বিজাতিসংস্কার উহা ব্রাহ্মণের গর্ভাষ্টম হইতে দ্বাদশ, গৌণকল্পে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের বা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মীর ঐ প্রকার একাদশ হইতে দ্বাবিংশতি এবং বৈশ্যের বা বৈশ্যধর্ম্মীর দ্বাদশ হইতে চতুর্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্তও হইতে পারে। বোধ হয় মূর্দ্ধাবসিক্তজাতি এক্ষণে ক্ষত্রিয় মধ্যেই বিলীন হইয়া গিয়াছে। বৈশ্যজাতি স্বনামতঃ খ্যাত দৃষ্ট না হইলেও উত্তরাখণ্ডের পইতাধারী যে বণিক্ বিশেষ আছে, তাহারাই বৈশ্য জাতি বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। অমাদের বঙ্গভূমিতে গন্ধবণিক্ শঙ্খবণিক্ প্রভৃতি অনেকগুলি জাতিকে বণিক্ নাম ধরিতে দেখা যায়, কিন্তু তাহারা সকলেই শূদ্রশ্রেণীভুক্ত এবং তন্মধ্যে সুবর্ণবণিক্‌দের সর্ব্বাপেক্ষা অপকর্ষের কারণ বংসগণ! নির্দ্দেশ করা বড় কঠিন। বৃদ্ধপরম্পরা এই মাত্র শ্রুত হইয়া আসিতেছি যে উহারা একটী নিন্দিতজাতি। নিন্দিত হওনের কারণ কি? কি জানি কি উহাদের ঐ সুবর্ণের ব্যবসায়ই কারণ হইবে? কেন না আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে সুবর্ণটীকে যে ভয়াবহ সামগ্রী করিয়াছেন, স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত বলে, সোনা হরিতে নাই, হারাইতে নাই, কুড়াইয়া পাইলেও নিতে নাই।

শাস্ত্রে দেখা যায়, স্বর্ণব্যবসায়ীদের স্বর্ণঘটিত কূটব্যবহার প্রকাশ পাইলে তাহারা রাজদণ্ডার্হ হইত। রাজা পরীক্ষিৎ অধর্ম্মবন্ধু কলিকে বাসার্থ যে দ্যূতমদ্যাদি কয়েকটী অধর্ম্মস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তাহার মধ্যে সুবর্ণও একটী। অতএব আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রমতে সুবর্ণ একটী ভয়ানক দ্রব্য ॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেও এই একটী বচন দেখিতে পাওয়া যায়। "কশ্চিদ্বণিক্‌বিশেষশ্চ সংসর্গাৎ স্বর্ণকারিণঃ। স্বর্ণচৌর্য্যাদিদোষেণ পতিতো ব্রহ্মশাপতঃ ॥" কোন বণিক্ বিশেষ (কোন প্রকার বণিক্) স্বর্ণকারের সংসর্গে স্বর্ণচৌর্য্যাদি দোষে ব্রহ্মশাপে পতিত। বচনটীতে কোন প্রকার বণিক্ এই মাত্র আছে, সুবর্ণবণিক অথবা অপর কোন নির্দ্দিষ্ট বণিক্ বলিয়া উল্লেখ নাই, কিন্তু স্বর্ণের ব্যবসায়ঘটিত স্বর্ণকারের সংসর্গটী উহাদেরই দেখিতে পাওয়া যায় ॥ পরন্তু উহারা স্বীয় কুলপরিচয় দেয় যে, উহারা বিশুদ্ধ বৈশ্যজাতি; উহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা রাজা আদিশূরের সময়ে পাশ্চাত্য দেশ হইতে এতদ্দেশে সমাগত, কেবল তৎপরবর্ত্তী বঙ্গীয় রাজা বল্লালসেনের অন্যায় কোপদৃষ্টিতে সমাজে হীন হইয়া আছেন। স্বর্ণের ব্যবসায়টী যে উহাদের পৈতৃক, তাহা স্বীকার আছে কেননা উহারা পরিচয় দেয় যে, উহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা রাজা আদিশূরের রাজধানী স্বর্ণের উচ্চ বাণিজ্যে উজ্জ্বল (সমৃদ্ধ) করিয়া তুলিবাতে রাজা সাতিশয় তুষ্ট হইয়া উহাদের সম্মানবর্দ্ধক শুদ্ধবণিক্‌শব্দের পরিবর্ত্তে "সুবর্ণবণিক্" এই আখ্যাটী প্রদান করিয়াছেন ॥ বৎসগণ! এক্ষণে দেখ, যদ্যপিও অসাধারণবিশেষণস্থানীয় স্বর্ণকারের সংসর্গটী তৎসংসর্গবান্ বিশেষ্য বিশেষকে তর্জ্জনীসঙ্কেতনার ন্যায় লক্ষিত করিয়া দিতেছে বটে, তথাপি এমত পক্ষান্তর বিরোধস্থলে নিতান্তই দেখা আবশ্যক যে, শাস্ত্রান্তরে কুত্রচিৎ বণিক্‌জাতিনিবিষ্ট স্বর্ণবণিক অথবা সুবর্ণবণিক স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে কিনা। আমরা নিশ্চয় অবগত আছি যে, মন্বাদিশাস্ত্র

অতি প্রামাণ্য হইলেও তাহাতে কতকগুলি জাতির এবং "মাগধানাং বণিক্ পথঃ" এই বিশোমজ বৈশ্যসন্তান মাগধদেব স্থলপথবাণিজ্য অর্থাৎ স্থানীয় বণিক্কুম্মত্তিটীর, উল্লেখ ভিন্ন অপর বণিক্ বা কামার, কুমার, নাপিত, ধোপা, শুঁড়ি, মুড়ি, ডোম, হাড়ি ইত্যাদি নানাবিধ প্রচলিত উচ্চ নীচ জাতির পুরাণশাস্ত্রেই সম্যক্ পরিচয়। কিন্তু পুরাণশাস্ত্র অনেক অথচ দুই একখানি মুদ্রিত (মুদ্রাক্ষবিত) পুবাণ ভিন্ন কোনখানিই সুলভ নহে। অতএব বৎসগণ। আমরা তত দূরপ্রযাস না পাইযাও নানাশাস্ত্রেব সঙ্কলনে সঙ্কলিত অতি প্রামান্য রাজকীয বিদ্যালয একলে সংরক্ষিত মুদ্রাক্ষবিত বাচস্পত্য বৃহদভিধানেই লব্ধ হই যে, বৃদ্ধপব স্পবাশ্রুত, শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ স্বর্ণবণিক্ আখ্যায একটী নিন্দিত জাতি আছে বটে। যথা—তৈলচোব তৈলকীটো মূর্দ্ধিকীট স্ত্রিজন্মকং। ততো ভবেৎ স্বর্ণকারো জন্মৈকং দুষ্টমানসঃ। তম কুণ্ডে বর্ষশতঃ স্থিত্বা স্বর্ণবণিক্ ভবেৎ। ইত্যাবত্য অন্তে নবেষু মধ্যে তে ধর্ম্ভা কৃপাহীনা মহীতলে। উদবং ক্ষুরধাবাভং তেষাঞ্চ নাস্তি সাদবমিত্যাদি॥ বৎসগণ। এক্ষণে দেখ, উহাদের দত্ত, আত্মকুলপবিচযবার্ত্তাটী একপ্রকার এবং শাস্ত্রলব্ধ কথাগুলি তদ্বিপরীত অন্যপ্রকাব যদিও কোন কোন অংশে ঐকমত্য আছে বটে, তথাপি জাতীয বিরোধাক্রান্ত মতদ্বয়েব মীমাংসায আমি পরাঙ্মুখ। তোমাদেব, স্বীয় স্বীয বুদ্ধিবৃত্তির অনুসাবে যাহাব যেরূপ ধাবণা হয হইবে। তবে আমি তোমাদিগকে উপদেশ কবি, তোমরা এ সব কথা বার্ত্তা লইযা তর্ক বিতর্ক করিও না, এবং আপনা আপনি বড়ও হইও না, কাহাকেও ছোটও করিও না। প্রাচীন সমাজের সদাচার অনুসারে চলিও মাত্র। শাস্ত্রে কহিযাছেন, "পিতরো যেন যাতারো যেন যাতাঃ পিতামহাঃ। তেনযায়াৎ সতাং মার্গং তেন যাস্তন্ন রিচ্যতে॥ নদূষ্যতীতিবা পাঠঃ॥" পিতৃ পিতামহেরা যেরূপ সদাচার অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন, সেই সদাচার

মার্গে চলিলে পুরুষ ইহ পরত্র রিক্ত অর্থাৎ নিষ্ফল হয় না অথবা প্রত্যবায়ী হয় না ইতি ।। বৎসগণ! তোমাদের উদ্যমশিক্ষা হেতু মানবজাতির অবস্থা পরিবর্ত্তনের একটী উদাহরণ এই প্রস্তাবিত সম্প্রদায়কেই দেখাই অর্থাৎ তোমরা উহাদিগকে এক্ষণে স্বজাতীয় বিজাতীয় লেখাতে পড়াতে এবং ধনে মানে সর্ব্বতোভাবে যেরূপ প্রদীপ্ত ভাবাপন্ন দেখিতেছ, এতদ্বিপরীত্যে ইতঃপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে ইহারা যাদৃশ ভাবাপন্ন ছিল, শ্রীচৈতন্যদেবের অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্রীচৈতন্যদেবেরই অবতার কথাবর্ণন চৈতন্য ভাগবতনামক পবিত্র গ্রন্থখানিতে তাহার অবিতথ পরিচয় দেখ। যথা "যতেক বণিকুবর্গ উদ্ধারণ হৈতে। পবিত্র হইল দ্বিধা নাহিক ইহাতে ।। বণিক্ তারিতে নিত্যানন্দ অবতার। বণিকে যে দিল প্রেমভক্তি অধিকার ॥ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহিমা অপার। বণিক্, অধম, মূর্খ যে করিল পার ।। ইত্যাদি ।। বৎসগণ। মূর্খ আর অধম এই দুইটী বিশেষণেই উহাদের পূর্ব্বাবস্থার অনেক দূর পর্য্যন্তই পরিচয় দিতেছে না?। অপর উহাদেরই আত্মীয় দিগ্দেশবর্ত্তী কতকগুলিকে লোকে অদ্যাপি পূর্ব্ববৎ হীন (জঘন্যাবস্থ) দেখিতে পায়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের কৃপায় উহারাও উদ্যমশালী হইয়া ইহাদের সমকক্ষ হউক, ইহারা তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করুক্ ইতি ।। শূদ্রের উপনয়ন সংস্কার নাই সুতরাং পইতাও নাই তাহা না থাকিলেও সমাজিক ভদ্রশূদ্রেরা অন্নপ্রাশন, বিবাহ ইত্যাদি সংস্কারগুলিন্ যথাবিহিত বৃদ্ধি শ্রাদ্ধাদি (পিতৃলোক অর্চনা) পূর্ব্বক করিয়া থাকে। বিবাহ সংস্কারটী অন্ত্যজজাতিরাও আভাসিক বৈদিক আচারেই নিস্পাদন করে। পুনর্ভূ হওয়া (বিধবার সেঙাকরা) কোন২ অন্ত্যজ জাতিতেই আবহমান আছে। শূদ্রের প্রণবাদি বেদমন্ত্রে অধিকার নাই, তাহাদের দৈবপৈত্র সকল অর্থ নামো বাক্যদ্বারা সাধিত হয়। ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতি

স্ত্রীগণেরাও প্রণবাদি বেদমন্ত্রবর্জিত এবং সার্ব্ববর্ণিক্ স্ত্রীজাতিরই বিবাহ সংস্কার ভিন্ন অপর কোন সংস্কার নাই। পূর্ব্বোক্ত গর্ভাধানাদি সংস্কারগুলিন গর্ভ নিষ্ঠ, বধূনিষ্ঠ নহে। শূদ্রের উপনয়ন (গায়ত্রী দীক্ষা) নাই কিন্তু তৎস্থানে তান্ত্রিক দীক্ষাসংস্কার (গুর্ব্বাশ্রয়পূর্ব্বক ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মাত্মক পঞ্চোপাসনা অর্থাৎ তৎ তৎ দেবতার মন্ত্রদীক্ষা প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণেরা গায়ত্রী দীক্ষা হইলেই বৈদিক তান্ত্রিক সকল কর্ম্মেই অধিকারী হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে তান্ত্রিক দীক্ষার প্রথাই তাঁহাদের ছিল না। গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াই প্রয়োজন বা সংকল্প অনুসারে সকল দেবতারই অর্চনা আরাধনা, যথাবিহিত তৎতৎ দেবতার তন্ত্রমন্ত্রদ্বারা সাধন করিত। ফলতঃ সকলযুগেই বিষ্ণুর প্রাধান্য স্মৃতি পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। * "আগমোক্তেনবিধিনা কলৌসিদ্দিস্তু কেবলং।" * কলিতে আগমোক্ত বিধিতেই সকল কাম্যকর্ম্মের সিদ্ধি হইবে ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য অবলম্বনে কিন্তু সর্ব্বত্র নহে আমাদের এই ভাগে ব্রাহ্মণের পর্য্যন্ত বৈদিক গায়ত্রী দীক্ষানন্তর পুনশ্চ তান্ত্রিকদীক্ষা প্রবাহিত হইয়াছে। বৈদিক-জাতির জীবনযাত্রায় যেমন এই সব সংস্কারগুলিন বিহিত আছে মরণান্তেও এইরূপ আর কয়েকটী আছে। প্রথমতঃই পুত্রাদি কর্ত্তৃক মৃত মাতা পিত্রাদির শবসংস্কার (অন্তেষ্টি ক্রিয়া) (দাহাদি) তদনন্তর যথা বিধি অর্থাৎ ব্রাহ্মণের দশাহ অশৌচ গ্রহণান্তে, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশাহান্তে, বৈশ্যের পঞ্চ-দশাহান্তে এবং শূদ্রের মাসান্তে ঐ মৃত পিত্রাদির প্রেত-

ত্বেবিমুক্তি পূর্ব্বক স্বর্গ লোক প্রাপ্ত্যর্থে আদ্য শ্রাদ্ধ এবং; সম্বৎসর অতীতেও সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ বিহিত আছে। পশ্চাৎ বর্ষে বর্ষে মৃত তিথিতে শ্রাদ্ধার্পণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভূরিভোজনদানও কর্ত্তব্যবিধি॥ বৎসগণ মৃত পুরুষের মৃত তিথিতে যেমন শ্রাদ্ধার্পণ বিধি আছে জীবিত পুরুষের তেমনি জন্ম তিথিতেও তিথ্যাদির পূজা পূর্ব্বক বিষ্ণুর পূজা, তিলহোম, তিলদান, নিজ অঙ্গে তিলোদ্বর্ত্তন, তিল-স্নান, তিলবপন, এবং কিঞ্চিৎ তিল প্রাশন বিহিত আছে। ব্রাহ্মণভোজন দৈবপৈত্রাদি সকল কর্ম্মেরই সমাপনাঙ্গ॥ এই জন্মতিথির তিলকৃত্যের ফলশ্রুতি অতি মঙ্গল সূচক, যথা। ❋ " তিলোদ্বর্ত্তী তিলস্নায়ী তিলহোমী তিল-প্রদঃ। তিলভুক্ তিলবাপীচ ষটতিলী নাবসীদতি।❋" উপরি দর্শিত ছয় প্রকার তিল প্রয়োগী পুরুষ কখনও অবসন্ন হয় না ইতি॥ বৎসগণ এই সকল আচার ব্যবহার অবগত হবা এবং অনুষ্ঠান করা উভয়ই বর্ণাশ্রমীর আবশ্যক এবং উচিত বিশেষতঃ পূর্ব্বে গৃহস্থ ধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে যে নিত্য-নুষ্ঠেয় পঞ্চযজ্ঞ অর্থাৎ দেবযজ্ঞ (নিত্যহোম) ঋষিযজ্ঞ (বেদপাঠ তদনুকল্প এক্ষণে গীতা ভাগবতাদিপাঠ) পিতৃযজ্ঞ (নিত্যশ্রাদ্ধ না হউক নিত্যতর্পণ) নৃযজ্ঞ (অতিথি সেবা) বলি-বৈশ্য বা ভূতযজ্ঞ (বিশ্ব দেব ও খেচর উপদেবগণকে উদ্দেশ করিয়া অন্নাদি বলি অর্পণ) প্রধান গৃহস্থ ধর্ম্ম। এই প্রকরণে ভগবান মনু কহিয়াছেন স্বভবনস্থ বৃক্ষলতাদিকেও জলসেক দ্বারা পুষ্ট করা গৃহস্থের নিত্যোচিত ধর্ম্ম। এই পঞ্চ যজ্ঞে গৃহস্থের নিত্যজাত যে পঞ্চ শূনা পাতক অর্থাৎ কথঞ্চিৎ

কীট পতঙ্গাদির হিংসা জন্য পাপ তাহার অপক্ষয় পূর্ব্বক সত্ত্ব শুদ্ধি হয়॥ বাপুরে, এই জঘন্য কালে গৃহীর গৃহস্থ ধর্ম্মের কি অনুষ্ঠান আছে?—এইসকল কথা যেন উপন্যাসবৎ হইয়াছে। তথাপি এখনও নিত্য তর্পণটী অনেকে করিয়া থাকে। নিত্য হোমটীও কোন কোন অনুষ্ঠানশালী ব্রাহ্মণের আছে। অতিথি সেবার স্থলে মুষ্টি ভিক্ষা প্রদানটী আছে কিন্তু তাহা প্রায় যোগ্য পাত্রে ঘটে না। এই সমস্ত হইবার কারণ কি? সকল লোকই কি নাস্তিক হইয়াছে? তাহা নহে। শাস্ত্রে কলির লোক সকলের দুরবস্থার কথা কহিয়াছেন।* "প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য কলা বস্মিন যুগেজনাঃ মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যাহ্যুপদ্রুতাঃ।*" কলির জীব সকল কালপ্রভাবে একেত অল্প পরমায়ু তাহাতে ভূরি দরিদ্র, তাহাতে রোগাদিতে উপদ্রুত, সুতরাং অলস, অক্ষম, এবংবুদ্ধিবিষয়েও অতি ক্ষুদ্র বুদ্ধি ইত্যাদি॥ বিশেষ দেখও না কেন, কয় জনকে স্বচ্ছন্দ বা সুখী দেখিতে পাও? অতএব অনেকের আস্তিক্যমতি সত্ত্বেও অবস্থাবশে এবং কতক লোক সংসর্গ বাধে বাধিত হইয়া অর্দ্ধনাস্তিকবৎ হইয়া পড়িয়াছে। নাস্তিক্য ও পাষণ্ড বুদ্ধিতে যাহা ঘটিয়াছে এবং উত্তর কালে যাহা ঘটিবে তাহার লোকতঃ শাস্ত্রতঃ পরিচয় উত্তর খণ্ডে সবিশেষ প্রাপ্ত হইবে। যাহা হউক বৎসগণ বেদ প্রণিহিত ধর্ম্মকে যথাসাধ্য ক্রমে পালন এবং আচরণ করিতে ত্রুটী না করাই এক্ষণকার আস্তিকতা, এক্ষণকার ধার্ম্মিকতা, এবং এক্ষণকার সাধুতা বলিতে হইবে। তোমরাও শক্তি

সাধ্য ধর্ম্মাচরণে শিথিল প্রযত্ন হইও না। "ধর্ম্মোঽমুত্রেহ বান্ধবঃ" ধর্ম্ম কেবল ইহলোক সামঞ্জস্য কর নহে ধর্ম্ম ইহলোক পরলোকের বন্ধু। বিশেষতঃ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিধি নিষেধ ব্যবস্থা, আমাদের সেই পরম পিতা ঈশ্বরেরই আজ্ঞা এবং নিয়ম অতএব আমাদের জন্মদাতা যে মর্ত্য পিতা—তাঁহার আদেশ পালনে তিনি যেমন তুষ্ট হয়েন দেখিতে পাও তেমনি তাঁহার (ঈশ্বরের) আজ্ঞা পালনে তিনিও তুষ্ট হইবেন এবং তাঁহার তুষ্টিই আমাদের সর্ব্বার্থ সাধক। এই নিমিত্তই শাস্ত্রে দর্শিত হইয়াছে যে। *" অতঃ পুংভি র্দ্বিজ শ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ। স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণং। *॥ হে দ্বিজবরগণ পুরুষের বর্ণাশ্রমানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল হরিতোষণ এবং তাঁহার তুষ্টিই সম্যক্ সিদ্ধির কারণ ইতি ॥* বৎসগণ 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' ইতিবৎ তোমাদিগকে সর্ব্বোপদেশসার আর কিঞ্চিৎ উপদেশ করিয়া আমি সম্প্রতি অবসর লইব। তোমরা অবগত হইয়াছ যে আমাদের বৈদিক শাস্ত্রে কর্ম্ম, জ্ঞান, এবং ভক্তিভেদে ধর্ম্মোপাসানার তিনটি ব্যবস্থা আছে। তাহাতে কর্ম্ম দ্বারা সত্বশুদ্ধি বাচিও শুদ্ধি এবং স্বর্গ অবধি ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি পর্য্যন্ত উত্তম গতি লাভ হয় সত্য কিন্তু কল্পান্তে পুনর্ব্বার এই মর্ত্য জগতে আসিতে হয়। জ্ঞানে বিল্বপত্রের রসনিঃসারণবৎ অতিকষ্টে মুক্তিমাত্র লাভ হয় কিন্তু অবান্তর ভোগসম্পৎ অথবা ভক্তি সম্পৎ (ঈশ্বরে প্রেম) তাহাতে কিছুই নাই নিরস এবং ভক্তিতে "ভক্তিরস-

ময় এবং কামধেনু তুল্য সর্ব্বকামদ।" * "জলাশয়াঃ স্বল্পজলাঃ সমষ্টিতঃ ক্রিয়াঃ সমাধা ও মলং ভবন্তিনো সরোবৃহত্তানিওপান পাচনাবগাহনাদীনি সমাপয়ত্যলং। এবং হি সর্ব্বেশ মুকুন্দভক্তিতঃ সকামনিস্কামসমস্তকল্পনাঃ। ফলন্তি সাচ প্রতনোতি কামিনা মপিহ্যকামাং শনকৈস্তনির্ব্বৃতিং।"* ইতি গ্রন্থকারস্য॥ *"পল্ললাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ে পুরুষের সকল ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয় না কিন্তু বৃহত সরোবরে যেমন স্নান পান পচনক্রিয়াদি সমস্ত কার্য্যেরই সমাধান হয় সেই রূপ, সেই সর্ব্বেশ্বর মুকুন্দের ভক্তিতে সকাম কল্পনা ভোগৈশ্বর্য্যাদি এবং নিস্কামকল্পনা জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে প্রেম এবং মোক্ষ পদ পর্য্যন্ত সকলি সিদ্ধ হয়। এবং কামি পুরুষেরও সকাম ভক্তি হইতেই নিষ্কামতার উদয় হইয়া রুচি অনুসারে কাহারো বা বৈকুণ্ঠ গতি কাহারো বা মোক্ষ পদ প্রাপ্তি হয়। *"ভগবদ্গীতাতেও ভগবান্ বাসুদেব স্বয়ং কহিয়াছেন যে *"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তেতাংস্তথা বৈ ভজাম্যহং" ॥ *। আমাকে যে যে ভাবে ভজে আমি তাহাকে সেই ভাবেই ভজি অর্থাৎ প্রসন্ন হই ইতি॥ ভাগবতেও সিদ্ধ বাক্য আছে যে। "তাংস্তান কামান্ হরি র্দ্দ্যাৎ যান্ যান্ কাময়তে নরঃ।" * ॥ ভগবান হরি, যে যাহা কামনা করে তাহাকে তাহাই দেন অর্থাৎ তিনি কল্প বৃক্ষ স্বরূপ সুতরাং যাচ্ঞানুরূপ ফলপ্রদ হয়েন ইতি॥ কিন্তু তিনি তাহা দিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন না যেহেতু তিনি জানেন যে বিষয়াদি ক্ষয়িষ্ণু, (অনিত্য ধন) অতএব তাঁহাকে সকাম ভাবে ভজিলেও তিঁনি তাঁহার অক্ষয় নিধি চরণ পল্লবের ছায়া দ্বারা

অর্থাৎ ক্রমে তাহার পরমার্থ রুচি জন্মাইয়া তাহার অপর অভিলাস সমস্তকে অন্তর্হিত করিয়া দেন। এই রূপ সিদ্ধ বাক্যও আছে। যথা। * ॥ সত্যং দিশত্যর্থিত মর্থিতোনৃণাং নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ। স্বয়ং বিধত্তে ভজতা মনিচ্ছতা মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবং। ইতি। * ॥ তাহার উদাহরণ একটি তোমাদিগকে দেখাই। উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুব বিমাতা কর্ত্তৃক তিরষ্কৃত হইয়া আমর্ষাভি মানে পরিপূর্ন্ত হইয়া উচ্চাসন প্রাপ্তি কামনায় ঐ পৌগণ্ডবয় সেই হরি আরাধনার্থ ঘোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভগবান হরি অতি বালক ধ্রুবের নিষ্ঠা এবং তপঃ ক্লেশ দর্শনে করুণাদ্র চিত্তে স্বয়ং আসিয়া সাক্ষাৎকার "ধ্রুব বরং বৃণু" এই সম্বোধন করিবামাত্র ধ্রুব চক্ষু রুন্মীলন পূর্ব্বক ভগবানকে দর্শন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া দণ্ডবৎ কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক কহিল। ঠাকুর আর আমার বিষয়ে রুচি হইতেছে না অর্থাৎ। * ॥ নূনং বিমুষ্টমতয় স্তব মায়য়াতে যেত্বাং ভবাপ্যয় বিমোক্ষণ মন্যহেতোঃ। অর্চ্চন্তি কল্পকতরু কুণপোপ ভোগ্যমিচ্ছন্তি যৎ স্পর্শজং নিরয়েঽপিনূনং। * ॥ প্রভু। যাহারা তোমার মোহনী মায়া কর্ত্তৃক নিতান্ত বিমোহিত, তাহারাই জীবের দুঃখময় জন্ম মৃত্যুরমোচন-কর্ত্তা এবং কল্পতরু (আপনাকেও দিতে কাতর নহে) এতাদৃশ বদান্য যে তুমি—তোমাকে শবতুল্য এই নশ্বর দেহ ভোগ্য ইন্দ্রিয় সুখের নিমিত্ত পূজে, ভজে, আরাধনা করে ইন্দ্রিয়সুখত ঠাকুর নরকতুল্য শূকরাদি যোনিতেও আছে ইতি॥ এই নিমিত্তই শাস্ত্রে

কহিয়াছেন যে। * ॥

অকামঃ সর্ব্বকামোবা মোক্ষকামউদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং। * ॥

ভোগৈশ্বর্য্য কামীই হউক, আর মুক্তি কামীই বা হউক, অথবা নিষ্কামই হউক, পুরুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য যে, সুনিষ্ঠিত ভক্তিযোগে সেই পরম পুরুষ হরির আরাধনায় রত থাকে।

হরে হরইতি ভ্রাতোরটা নিশ মহর্নিশং।
পশ্যেমং ক্ষণবিধ্বংসিদেহং ভাবিভয়াবহং ॥
মাধব প্রণতদীনদয়ালো যারতি ত্বয়ি কিলাঙ্কুরিতেয়ং।
বর্দ্ধয় প্রতিদিনং দিনমুষ্ণেহ্যুষ্ণরশ্মি রিবযাচিত মেতৎ ॥

ইতি শিক্ষানর্ম্মশখী পঞ্চমনর্ম্ম প্রথম ভাগ গ্রন্থ সমাপ্ত ॥

অতঃপর দ্বিতীয় ভাগ।

পাঠকদিগের প্রতি বিনয়—

উক্তং যুক্ত মিহাযুক্তংকচিস্যাৎ ভ্রমতো যদি।
মুনেরপি ভবেদ্ভ্রান্তিঃ সারং গৃহ্নন্তু সজ্জনাঃ ॥

মূলনিবন্ধকারের পরিচয়।

হুগলি পঠিত নগরান্তঃ পততি কদম্বতলাখ্য ভূকোষ্ঠে।
বসতি কুলস্থ কবিরাজখ্যাতিমান্ কবিরেষ রাজকৃষ্ণঃ ॥



শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	৩	গোলোকে	গোলোকেতু স্বযমেব
১৮	১৮	যাবজ্জীবন	যাবজ্জীবেং
৩০	১৭	মামকীনস্তং	মামকীনস্থং
৩১	১৪	পুনাংস্থানি	পুমাংস্থান
৩১	১৫	জোষ্কবতে	জোষযতে
৩১	১৫	বনাগ্ম	ব[illegible]াব
৩৩	৬	দরদষ্টাংশ	দ্রুবদষ্টাংশ
৫১	১১	দষ্টান্তু	দষ্ট ন্তু
৫৫	১০	সাংখাচার্য্যা	সাংখ্যাচার্য্যা
৫৬	২১	[illegible]বল্লল	[illegible]বল্কল
৫৮	[illegible]	সুলন [illegible]	সুলবায়ু
৭০	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	সম্প[illegible]	সম্প্র[illegible]
[illegible]	[illegible]	প[illegible]মাত্মাং[illegible]	পরমাত্মাং[illegible]
৬৩	২৩	নবন	নবম
৬৭	৮	প্রমাদির	প্রমদাদির
৬৭	১৭	[illegible]	একশত
৮১	১১	করিতেছে	করিতেছ
৮১	১	আরাধনা পর	আরাধনাপর
৮২		প্রস্তুতির	প্রস্তুত
৮৪	২	মানুষ	মানুক
৮৮	৩	এই বোলশব্দযোগ	এই শব্দযোগে
৮৮		ভক্তি শাখা বং	ভক্তিবেল ভক্তি শাখাবং

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৩	নোট	নানারূপ	নামরূপ
[illegible]	১	বহিদৃষ্টি	বহিদৃ ষ্টি
৮	১	[illegible]	১৬৫১
[illegible]	২	নিষ্কান	নিষ্কাম
১১০	২	মিথ্যাবুদ্ধি	মিথ্যাবুদ্ধি,
১১৮	৬	[illegible]ছকি	পাইতেছ কি ?
১২০	৭	প্রকৃতি প্রধানে	প্রকৃতি প্রধান
[illegible]	[illegible]	পূর্ব্ববৎ	পূর্ব্ববৎ,
[illegible]	১	প্রবা[illegible]েরা	প্রবীণেরা
১২৮	৯	সাক্ষ্য	সাঙ্খ্য
[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	কচিৎ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	১৫	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	১৭	[illegible]	[illegible]
১৫০	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

শিক্ষানর্ম্মসখী।

দ্বিতীয় ভাগ।

দৈবত মেকং বন্দে পদভেদাৎ মতভেদাৎ মন্যতে নানা।
কৃষ্ণং চৈতন্যস্বা সিধ্যন্ত্যখিল মনোরথা যদাশ্রয়াম্নিত্যং ১॥

এই জগতে একই দৈবতত্ত্ব পদভেদে অর্থাৎ বিঘ্নহারিত্বে গণেশ, বিদ্যাস্থানে সরস্বতী, সম্পদস্থানে লক্ষ্মী, সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় বিধাতা, পালনপদে হরি, সংহার পদে হর, অপিচ শিল্পিদের শিল্পসাধনে বিশ্‌কর্ম্মা (বিশ্বকর্ম্মা) এবং মৎস্যজীবিদের জীবিকাসাধনে মাকাল (মহাকাল) ইত্যাদিরূপে এবং মতভেদেও অর্থাৎ কেহ প্রকৃতি (শক্তিই) ব্রহ্ম কেহ বা শক্তিমান পুরুষ ব্রহ্ম তথাপি কেহ সবিশেষ ব্রহ্ম কেহ বা নির্বিশেষ ব্রহ্ম ইত্যাদি নানা মতে মান্য হইতেছেন। অতএব আমাদেরও কৃষ্ণই বল আর চৈতন্যই বল সেই দৈবতত্ত্বকে বন্দনা করি যাঁহাব আশ্রয় লইলে সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ হয় ॥১॥

হে কিশোরগণ শাস্ত্রবাক্য এবং সাধুজনেরদের বাক্যকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বগ্রন্থে যাহা যাহা কহিলাম এ সমস্তকে এক্ষণকার নানাবিধ পাষণ্ডবাদ শ্রবণে সংশয়িত করিও না॥ এই কলুষকালে অনেক কুতর্কী পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তাহারা পরোক্ষবাদশাস্ত্র মানে না। তাহারা কেবল ঐহিক প্রত্যক্ষপর পাষণ্ড মতাবলম্বী॥ সেই মন্দমতিরা নিতান্তই হেতুবাদ বিমোহিত। দিব্যজ্ঞান দিবারস্বরূপ যে বেদ

তাহাকে তাহারা অশ্রদ্ধা করিয়া কেবল লৌকিক তর্ক, লৌকিক যুক্তি, ইহাদ্বারাই অলৌকিক পরমতত্ত্ব স্থাপনে অগ্রসর॥ সুকুশল যুক্তিদ্বারা লৌকিক বিষয়ের অনেক দূর পর্য্যন্ত মীমাংসা হইতে পারিলেও যখন তাহাতেও ক্বচিৎ ভ্রমপ্রমাদের ঘটনা হয় তখন সেই অলৌকিক পরম তত্ত্ববিষয়ে তর্কই বা কোথায় যুক্তিই বা কোথায় বিষয়াক্ষিপ্ত বুদ্ধিই বা কোথায়। দিব্যজ্ঞানব্যতীত সমস্তই তাহাতে প্রতিহত হইযা যায়॥ এই নিমিত্ত ভগবৎকলাবতীর্ণ বেদব্যাস ঋষি বেদান্তসূত্রে কহিয়াছেন যে, পরমতত্ত্ব বিষয়ে তর্ক কোন ক্রমে প্রামাণ্যপদবী লাভ করিতে পারে না। কেন না একজন তার্কিকের তর্কজাল অপর তার্কিক তর পুরুষের তর্কদ্বারা অনায়াসেই খণ্ডিত হয়॥ অগ্নির দাহিকাশক্তি কেন হইল, শীতে শীত করে কেন, ইত্যাদি স্থলে যেমন তর্কের অবকাশ নাই সেইরূপ বেদও স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ॥ তবে বেদে যাহা যাহা উক্ত আছে, তাহা যথার্থই আছে এরূপ ধারণা রাখিয়া অনুকূল যুক্তি পরামর্শ দ্বারা সেই যাথার্থ্যের প্রখ্যাপন কবিতে পারিলে বিরোধ নাই কিন্তু প্রতিকূল তর্ক দ্বাবা তাহাকে অসিদ্ধ করিবার চেষ্টা পাওয়াই পাষণ্ডতা॥ অনুকূল ও প্রতিকূল তর্কের গতি যেমন শাস্ত্রবলে।

আলাপাদ্ গাত্রসংস্পর্শান্নিশ্বাসাৎ সহ ভোজনাৎ।
সঞ্চরন্তীহ পাপানি সহশয্যাসনাদপি॥

দুরাচার পাপী পুরুষের আলাপে গাত্রসংস্পর্শে একত্র স্নান ভোজনে একত্র শয়নোপবেশনে এমন কি তাহার

নিশ্বাসসম্পর্কেও পাপাশ্রয় করে এস্থহে প্রতিকূল তর্কিরা বলে। হুঁ না পাপীর সঙ্গে আলাপে কি জিহ্বার জড়তা-ভাব জন্মে অথবা তাহার গাত্রসংস্পর্শে কি গাত্রে স্ফোট হয়। কি তাহার সহ ভোজনে উদারাধ্মান অগ্নিমান্দ্য জন্মে। অতএব এ সব কথা অগ্রাহ্য ইত্যাদি।

অনুকূল তর্কিরা বলে। দেখ যখন দৃষ্ট হইতেছে যে জন্মান্তরীয় মহাপাতকাদি দ্বারা যক্ষ্ম কুষ্ঠাদি মহারোগগ্রস্ত ব্যক্তির সহিত পান ভোজন সহবাসাদি সাহচর্য্যেও তত্তৎ ব্যাধির সংক্রমণ পুরুষান্তরে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর তথা তথাভূত পাপকর্ম্ম বিশেষ দ্বারা যাহারা ক্রৌর্য্য পৈশুন্য দুঃশীল দুরাচার হড্ডীপ চণ্ডালাদি কুলে জন্মলাভ করিয়াছে তাহাদের সংসর্গেও লোকে তাহাদের ন্যায় দুঃশীল দুরাচারীত্ব ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অপিচ চোরের সংস্রব দোষেও দণ্ডভাগী হইতে প্রত্যক্ষ দেখা যায় তখন পাপীর সংসর্গে যে পাপ আশ্রয় করে অর্থাৎ আমুষ্মিকও দুরদৃষ্ট জন্মে শাস্ত্রে বলে ইহা অসম্ভব নহে ইত্যাদি। যদি বল আমুষ্মিক বিষয়ত প্রত্যক্ষপর নহে, সম্ভাব্য বলি-লেও তাহা অনুমানের অন্তর্গত অতএব অনুমানাদিরও একান্ততা নাই ক্বচিৎ তাহাতেও ব্যভিচার (অন্যথা) দৃষ্ট হইয়া থাকে সুতরাং তাহাতে সম্যক্ আস্থা কি প্রকারে হইতে পারে। উত্তর তাহা সত্য বটে কিন্তু আমার গৃহীতপক্ষ অনুমানাদি প্রমাণপর নহে ইহা বেদপ্রামাণ্যপর তবে যে প্রত্যক্ষানুমাদির নিদর্শন দেখান সে কেবল প্রসক্তি প্রদর্শননার্থ মাত্র॥ বৎস ইহাতেও প্রতিপক্ষেরা

অবশ্যই বলিবে যে বেদও বাঙ্ময়মাত্র অতএব তাহাই বা ফল পরিচয় ব্যতিরেকে বিশেষ শ্রদ্ধেয় বা আদরণীয় কিসে হইবে? কেহ কি কখনও তাহার (বেদ বাক্যের) ফল পরিচয় পাইয়াছে? হাঁ আপ্তপুরুষ যোগী ঋষিগণ ফল-পরিচয় পাইয়াই দয়া প্রকাশ করিয়া আমাদের প্রতি উপদেশ করিয়া গিয়াছেন অতএব হে কিশোরগণ "মহা, জনো যেনগতঃ সপন্থাঃ" মহাত্মা পুরুষেরা যে পথে গমন করিয়াছেন সেই পথই গন্তব্য পথ এই সিদ্ধান্ত বাক্যানুসারে তাঁহাদের প্রস্থান পথই আমাদের নিতান্ত অনুসরণীর ইতি।

ইতি শিক্ষানর্ম্মসখী দ্বিতীয় বিভাগ প্রথম প্রবোধ।

অথ দ্বিতীয় প্রবোধঃ।

বৎস কেহ কেহ কুতর্ক-পরায়ণ হইয়া জগৎকর্ত্তা জগদীশ্বরকেও মানে না। তাহারা বেদ মানে না কোন শাস্ত্রই মানে না। পরলোক মানে না কিছুই মানে না। তাহারা বলে স্বভাবই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারণ আমাদের উৎপত্তি বিনাশও স্বভাবেরি কার্য্য। তাহাদের মত এই তাহারা বলে যে এই জগতের স্বভাবসিদ্ধ কতকগুলি সূক্ষ্ম উপাদান (বীজ) পদার্থ আছে তাহারাই স্ব স্ব শক্তি বিশেষ দ্বারা পবস্পর সমবায়াদি বশতঃ ঐ ঐ প্রকার সৃষ্টি পরম্পরারূপে পরিণত হইয়া আসিয়াছে। ইহার

কেহ কর্ত্তা বা ঈশ্বর অপেক্ষা করে না, বরঞ্চ যে এতৎ-সম্বন্ধে ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রদর্শান সে কেবল শিশুদিকে ঐ জুজু আসিতেছে তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া মিথ্যা ভয় প্রদর্শন করার ন্যায় দুর্ব্বলচিত্ত পুরুষদের পক্ষেই মাত্র।

বৎস এ অতি বিস্ময়জনক কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু বাস্তবিক পদার্থ যাহা তাহা অনুধাবন করিয়া দেখ দেখি॥ দেখ পদার্থ দুই প্রকার হয় কারণ ভূত এবং কার্য্য ভূত। আদ্য পরমাণুরূপ অবিকৃত সূক্ষ্ম ক্ষিত্যাদি পদার্থ। দ্বিতীয়. ঐ সূক্ষ্ম ক্ষিত্যাদি মহাভূতের স্থুলবিকার এই সমস্ত স্থুল জগৎ। কার্য্যও দেখ দুই প্রকার, লৌকিক এবং অলৌকিক। যাহার কর্ত্তা দৃশ্য সেই লৌকিক যেমন ঘট পটাদি আর যাহার কর্ত্তা দৃশ্য হয়না যেমন এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড ইহা অলৌকিক। এখন দেখ যে কোন পদার্থ দৃষ্টিপথে পতিত মাত্রে এইটী কিসে নির্ম্মিত হইয়াছে, কেইবা নির্ম্মাণ করিয়াছে ইত্যাকার একটী অনুসন্ধানময়ী বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। বস্তুতও দেখা যায় যে কার্য্যোৎপত্তির প্রতি তিনটী সহায় সামিগ্রীর নিতান্ত অপেক্ষা করে। কর্ত্তা, উপাদান, আর করণ অথবা সাধন। নির্ম্মাণকারী পুরুষ কর্ত্তা, যে পদার্থে নির্ম্মাণ হয় তাহা উপাদান আর নির্ম্মাণের উপায়ভূত বা যন্ত্রভূত সামিগ্রীই করণ। যেমন ঘটরূপ কার্য্যের প্রতি কুম্ভকারের কর্ত্তৃত্ব, মৃত্তিকার উপাদানত্ব, এবং চক্রদণ্ডাদির সাধানত্ব,। এক্ষণে দেখ অলৌকিক কার্য্যে উপাদান পদার্থ দৃষ্ট হইলেও কর্ত্তা আর কর্ত্তার যন্ত্রসম্পত্তি কোনক্রমেই দৃষ্ট হয় না অথচ আমা-

দের লৌকিক কার্য্যে যেমন আমাদের বুদ্ধিপর্য্যার জ্ঞান অথরা পুরুষকারই বা বল যথোচিত ক্রিয়া বৈচিত্রীর বা নির্ম্মাণ কৌশলের একমাত্র হেতু বা উপায় সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইতেছে আমাদের জড়াত্মক দেহপিণ্ডের সাধনতায় কিম্বা মৃদাদি সামগ্রীর উপাদানত্বে স্বয়ং তাহা সিদ্ধ হয় না তেমনি অলৌকিক কার্য্যবৃন্দেও যখন সেই জ্ঞান এবং পুরুষকারের চিহ্ন পদে পদে দৃষ্ট হইতেছে তখন অসাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি পুরুষকার সম্পন্ন একজন অসাধারণ অপ্রাকৃত নির্ম্মাণকর্ত্তাকে উহারাই উদ্বোধিত করিয়া দিতেছে। কেন না দৃশ্যকর্ত্তা ঘটকুণ্ডলাদি নিষ্ঠ ক্রিয়া বৈচিত্রী যখন জ্ঞানও পুরুষকারেরই ফল স্পষ্ট প্রতীত তখন অদৃশ্যকর্ত্তা এই বিশ্বমণ্ডলরূপ কার্য্যে যে ক্রিয়াবৈচিত্রী ইহাও সেই জ্ঞান ও পুরুষকারেরই ফল অবশ্যই হইবে যেহেতু সাধ্যের অনন্যথাত্বে হেতুরও অনন্যথাত্ব এই নিয়ম। যদি বল লৌকিক কার্য্যে পুরুষকারের হেতুত্ব আছে বটে, কিন্তু অলৌকিক কার্য্যে স্বভাবের হেতুত্ব মানিলেই বা হানি কি? ইহা অসমঞ্জস বাক্য কেন না বিষয় সাম্যে একস্থলে পুরুষকারের অপর স্থলে স্বভাবের হেতুত্ব মানাতে কার্য্যকারণ ভাবের বিষম অনিয়তত্ব দোষ ঘটে। আরও তাহারা ক্ষিত্যাদি পদার্থে ঘটাদি সাধনানুকুল ঘনতরলত্বাদি বা সংকোচ প্রসরণাদি গুণবিশেষের সত্ত্বা প্রদর্শন করাইলেও দেখ পুরুষকার ব্যতীত তাহারা সেই সেই ক্রিয়া নিষ্পত্তি বিষয়ে স্বয়ংসিদ্ধ নহে। অতএব এই অলৌকিক জগতের সর্ব্বত্রই দেদীপ্যমান

জ্ঞানবুদ্ধি ও পুরুষকারের চিহ্ন সমস্ত, দৃক্পথাতীত হইলেও এক জন পুরুষবিশেষের একান্ত সত্তাকে সপ্রমাণ করিতেছে। আরও তুমি লৌকিক কার্য্যে পুরুষকারের হেতুত্ব স্বাকার করিলেই অলৌকিক কার্য্যেও তোমাকে তাহারি হেতুত্ব স্বীকার স্তরাং করিতে হইবে। কারণ দেখ বৃহৎ হইতে বৃহৎ কে? না আকাশ; সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম কে? না পরমাণু ইত্যাদিবৎ সকল পদার্থেরি একটি একটি শেষ সীমা অবশ্যই থাকা সম্ভব। এমতে জ্ঞান বল বুদ্ধি বল আর পুরুষকারই বা বল ইহারও একটি শেষ সীমা অবশ্য থাকিবে, কিন্তু সে কোথায়? অস্মদাদি মর্ত্ত্যপুরুষেত কুত্রাপি তাহার চরমসীমা অর্থাৎ পূর্ণতা দৃষ্ট হয় না। অস্মাদাদি পুরুষের জ্ঞানবৃত্তি অনেক স্থলেই কুণ্ঠিত। জ্ঞাবৃত্তির অকুণ্ঠভাব কেবল এই অলৌকিক বিশ্বরচনাতেই প্রত্যক্ষ অতএব অকুণ্ঠ জ্ঞানক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন যে কোন অপ্রাকৃত অলৌকিক পুরুষ এই জগতে আছেন আমাদের দর্শনপথাতীত হইলেও তিনিই এই জগতের কর্ত্তা এবং নির্ম্মাতা এবং বেদে তাঁহাকেই পরমপুরুষ বলিয়া বিখ্যাপিত করে। আর তাঁহাতেই জ্ঞান শক্তি ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতি সমস্তই চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়াছে এই স্থির নির্য্যাস। অতএব কিশোরগণ! উহাদের যে ঐরূপ সাহস সে দুষ্ট সাহসমাত্র। কারণ যিনি সর্ব্বশক্তিমান এবং যাঁহার শক্তিতে এই জগৎ বস্ত্র তন্তুর ন্যায় ওতপ্রোত রহিয়াছে মোহাধীন তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া অয়স্কান্তমণির সাহিত্যগুণাবিষ্ট প্রাকৃত লৌহের ন্যায়

ক্ষিত্যাদি উপাদান পদার্থতে কথঞ্চিৎ ঘনতরলত্বাদিগুণ দৃষ্টে জগৎ স্বভাবেই জগতের সৃষ্টি হয় ইহার কোন কর্ত্তা অপেক্ষা করে না এইরূপ যাহারা মনে করে তাহারা নিতান্তই শোচনীয়। আহা দেখ দেখি এই বিশ্বমণ্ডল কেমন শৃঙ্খলাবদ্ধে রচিত। কোথাও নাকি কোন অসামঞ্জস্যের প্রসঙ্গ আছে? অহো আমাদের এই দেহ রচনাতেই তাঁহার কত কৃতি-কুশলতা প্রকাশ। দেখ কোন বিশেষ প্রয়োজন সাধক আমাদের বৃষণ কোষগত যে দুইটি রজ্জুবৎ কণ্ডরাদ্বয় আছে তাহার সহিত ঔদারিক অন্ত্রী আদি নাড়ী সহসা বিনিঃসৃত না হইতে পারে এতদভিপ্রায়ে ঔদারিক মাংসপেশীবৃন্দের মধ্য দিয়া কন্থা-সেবনীর ন্যায় তির্য্যকভাবে (তেরচা) উহার (ঐকণ্ডরার) নির্গমন রন্ধ্র নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছেন। কেবল কি এই একটি আশ্চর্য্য রচনা? এমত কত কত নির্ম্মাণকৌশল যোগীগণ ভিষকৃগণ এই দেহমধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। আহা! সেই লোকনিয়ন্তা জগৎপতির লোকনিয়মনেও কি সুচারুকৌশল। আমরা অনাদিসিদ্ধ অলৌকিক আগমবাক্য হইতে পরিচয় প্রাপ্ত হই যে তিনি সুকৃতিমান সৎপুরুষদিগকে ইহলোকে ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং পরলোকে স্বর্গীয় সুখ প্রদান করেন। এবং দুষ্কৃতিমান অসৎ পুরুষদিগকে ঐহিকেও নানা দুঃখ এবং আমুষ্মিকেও বিবিধ নরকযাতনারূপ দণ্ডভাগী করেন। বৎস প্রতিপক্ষেরা ইহাতেও বলিতে পারে যে এই জগৎ স্বভাবতই এইরূপ সুযন্ত্রিত আছে এবং লোকশাসনও প্রয়োজনাধীন পরম্পরাগত রাজনিয়মেই হইয়া আসিতেছে অলৌকিক বা

পারলৌকিক দণ্ডাদি কল্পনার প্রযোজন কি? তাহাতে উত্তর প্রয়োজন নিতান্তই আছে। ঐশিনিযম ব্যতীত জগতীয় সামঞ্জস্য সংস্থান কোন ক্রমেই ঘটিতে পারে না। কারণ দেখ রাজা বা রাজপুরুষগণ কেহই সর্ব্বজ্ঞ নহেন; তাঁহারা ভ্রমবশতঃ অকৃত, আরোপিত দোষেও দণ্ডবিধান করিতে পারেন; কেহ বা ছদ্ম অবলম্বনপূর্ব্বক স্বকৃতদোষ গোপন করিয়া রাজদণ্ড হইতে ব্যতিরেক ভাগীও হইতে পারে। অতএব রাজদণ্ড ব্যতীত দৈবকৃত একটি অলৌকিক দণ্ড যদি না মান তবে অদণ্ডনীয়েও দণ্ডাপাত এবং দণ্ডনীয়েও দণ্ডাভাব ইত্যাকার অকৃতাভ্যাগম এবং কৃতপ্রণাশরূপ মহান অসামঞ্জস্য ঘটিয়া উঠে। অতএব বৎস অস্মৎবেদগীত ঈশ্বরাস্তিত্ব এবং পরলোকাস্তিত্ব ইত্যাদি সমস্তই সত্য এবং অনবদ্য জানিহ॥ যদ্যপি বেদ সম্বন্ধে পুনশ্চ সম্প্রতি বিবিধ তর্ক বিতর্ক উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাতে তাঁহার কি হইবে। পূর্ব্বেও বৌদ্ধ চার্ব্বাক্ আদি নাস্তিকেরা অনেক উৎপাত করিয়াছিল সত্য কিন্তু তাহাতেও যখন তাহাদের সম্মোহন বাক্যে যাহারা মোহিত হয় নাই তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষতঃ বেদের শান্তি পৌষ্টিক আভিচারিক অংশের প্রত্যক্ষফলতার প্রভাবে ঐ বেদচিন্তামণি ঐ নাস্তিকদের মস্তকে পাদন্যাসপূর্ব্বক উত্তীর্ণ হইয়া বিরাজিত রহিয়াছেন তখন চিরকালই বিরাজিত থাকিবেন সন্দেহ নাই। পুরাণাখ্যানীয় ভবিষ্যৎ বার্ত্তায় পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় যে এই কলুষ কলিযুগের শেষাবস্থাতেও-বর্ত্তমান বেদবিহিত আর্য্যধর্ম্মযাজী বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণ

গৃহেই ম্লেচ্ছনিধনকারী কল্কিরূপী ভগবান্ বিষ্ণু অবতীর্ণ হইবেন। বৎস কি আশ্চর্য্য কাল মাহাত্ম্য, নবনবীনেরাও “যদিও অকিঞ্চিৎকর হউক তথাপি” অদ্ভুত অদ্ভুত তর্কজাল বিস্তার করে। তাহারা বলে কি? প্রকৃতিসিদ্ধ মনুষ্যচিত্তবৃত্তিই সদসৎ কর্ম্মের দণ্ডপুরুস্কার নিয়তই প্রদান করিতেছে অতএব কেন এই দূরবর্ত্তী ঈশ্বর নিয়তির কল্পনা করা? দেখ আর্ত্তদুঃখ নিবারণাদি সৎকর্ম্মসাধনে স্বতই চিত্তে আনন্দোদয় হইয়া থাকে। সেইরূপ নরহত্যাদি নৃশংস কার্য্যেও বিষাদ বৈকুল্যাদি যাতনা ভোগ করে ইতি।

বৎস কথা বড় মন্দ নয় কিন্তু ইহাতেই কি পর্য্যাপ্ত জ্ঞানকর? বাস্তবিক তাহা নহে যেহেতু দেখ আদৌ সেই চিত্তবৃত্তিটীই নিসর্গজ কি সংস্কারজ তাহাতেই মহান সন্দেহ। কেন না দৃষ্ট হইতেছে যে ধর্ম্ম সংস্কৃত সামাজিক সৎপুরুষদের চিত্তবৃত্তি একপ্রকার। এবং অসংস্কৃত বা কুসংস্কৃত দস্যু দুর্ব্বৃত্ত মনুষ্যমণ্ডলীর চিত্তবৃত্তি অন্যপ্রকার। সৎপুরুষেরা যাহাতে সংকুচিত হয় অসৎপুরুষেরা তাহাতে উৎসাহ ও প্রমোদ বহন করে; দেখ দস্যুরা নৃশংসকার্য্যে লম্পটেরা পরদার হরণাদিতে কূটসাক্ষীরা মিথ্যাভাষণ চতুরতায় উৎসাহান্বিত এবং প্রমোদিত। কিং বহু না দেখ আর্য্যধর্ম্মসংস্কৃত বিশুদ্ধাচারী পুরুষেরা কথঞ্চিৎ অমেধ্যস্পর্শাদিতেও চিত্তে সাতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া শুদ্ধি শৌচাচার স্নানাদি পর্য্যন্ত করিরা থাকেন কিন্তু এক্ষণকার কুসংস্কৃত আর্য্যসন্তানেরদের অমেধ্য অশনেও সঙ্কোচমাত্রাভাব। অতএব চিত্তবৃত্তির গতি যখন ভিন্ন ভিন্ন

পুরুষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তখন চিত্তবৃত্তিতেই বা দণ্ডপুরস্কারের পর্য্যবসান কিরূপে সম্ভবিবে? অতএব জগতের সামঞ্জস্য বিধায়ক ঐশিনিয়তি নিতান্তই অপেক্ষণীয়। বৎস ঈশ্বরাস্তিত্ব বিষয়ে একটি প্রত্যক্ষ চমৎকারও লক্ষিত হয়; দেখ কি সভ্যসংস্কৃত সৎসম্প্রদায় কি বনাদ্রি বাসী অসভ্য ও অসৎ সম্প্রদায় দৈববিষয়ে একপ্রকার প্রকৃতি সিদ্ধ আস্থা অব্যতিরেকে সকলেরি দৃষ্ট হইয়া থাকে অতএব এই জগতে নিত্যসিদ্ধ একটি দৈবতত্ত্ব যদি না থাকিবে তবে মনুষ্যমাত্রেরি এরূপ প্রকৃতি কেন হইবে। অলমতি বিস্তরেণ।

ইতি শিক্ষানর্ম্মসখী দ্বিতীয় বিভাগ দ্বিতীয় প্রবোধঃ ॥

অথ তৃতীয় প্রবোধঃ।

বৎস এক্ষণকার নব্য সভ্যদের আমাদের সকল বিষয়েই বিপরীত কটাক্ষ। তাহারা বলে নিবৃত্তিপথাবলম্বী সংসার ত্যাগী পুরুষদের কি ভ্রম? উহারা ঈশ্বরের নিকটেও অপরাধী। কেন না এই জগতের ভোগ্য সামগ্রী সমস্ত বিধাতা আমাদের উপভোগের নিমিত্তই সৃজন করিয়াছেন ইহা অকারণ কেনই ত্যাগ করে আর ইহা ত্যাগ করাতেও কি তাঁহার নিয়মসেতু ভঙ্গ করা হয় না? বৎস এ কথাটী শ্রুতমাত্রে যেন সঙ্গত কথার ন্যায় বোধ হয় বটে কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে গত্যন্তর ধারণ করে। আদৌ নিবৃত্তি এবং অপর পক্ষ প্রবৃত্তি দুইটি পদার্থ কি?

বিষয় তৃষ্ণাই প্রবৃত্তি আর বিষয় বিতৃষ্ণাই নিবৃত্তি। ফলে প্রবৃত্তিটি বিষয়রাগ ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম এবং নিবৃত্তিটি বিষয়বিরাগ বিবেক ধর্ম্ম। কেন না অনেকেরি দেখিতে পাওযা যায় যে পূর্ব্বে অনেক অনাস্থেয় বিষয়েও মনের রাগবশতঃ প্রবৃত্ত্যতিশয় থাকিয়া পশ্চাৎ মনের জাতবিবেকবশতঃ তাহাতে বিতৃষ্ণা ও ঘৃণার উদয় হইয়াছে। কিন্তু নিবৃত্তি বৃত্তিও প্রকৃত, অপ্রকৃত বা আভাসিক, ঐকান্তিকভেদে দুই প্রকার হয়। রুজা বার্দ্ধক্যাদির স্থলেও উপভোগ স্পৃহার অনেক খর্ব্বতা জন্মে কিন্তু তাহা বিবেকজাত ঐকান্তিক না হওয়াতে তাহাকে অপ্রাকৃত বলা হইলেও তাহাও যে ভ্রান্তিবিলাস, একথাও বলা যাইতে পারে না যেহেতু ব্যাধিবার্দ্ধক্যাদিও দৈবকৃত সুতরাং সেই ভোগোপরমও দৈবকৃত। অপিচ বিশেষ, বার্দ্ধক্যে অনেকাংশে ভোগোপরম দর্শনেও বোধ হইতেছে যে ভোগান্তে উপরম (নিবৃত্তিই) ঐশি নিযম। ঐকান্তিক অর্থাৎ বিবেক জন্য যে নিবৃত্তি সে কোন কোন মহাত্মা পুরুষদেরই হইয়া থাকে। এই সংসার বাসনামূল আর বাসনা হইতেই সমস্ত দুঃখের উৎপত্তি এবং রাগ, দ্বেষ, অসূযা, বিবাদ, বিষম্বাদ প্রভৃতি অনর্থ সমস্ত বাসনারি আনুসাঙ্গিক; ইহা যখন যে পুরুষের বিবেক দৃষ্টিতে লক্ষিত হয় এবং সেই বিবেক স্থিরতম হইয়া চিত্তকে যখন আত্মসাৎ করে তখন সেই আরূঢ় বিবেকবশতঃ বিষয়লালসাকে বিষতুল্য জ্ঞান হইয়া পুরুষ নিবৃত্তি পথাবলম্বীই হয়। বৎস সুখলিপ্সা এবং দুঃখপরিজিহীর্ষা জীবলোকের নৈসর্গিক ধর্ম্ম সত্য

বটে কিন্তু বাসনামূল এই সংসারে বিচার করিয়া দেখিলে নিরবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ সুখ আছে কি ? অতএব পুরুষের দৈবানুকম্পিত সেই বিবেকবশতঃ বিশুদ্ধ ধর্ম্মানুরাগ বা বিশুদ্ধ ভাবাবেশই বল্ চিত্তে যতই বদ্ধমূল হইবে ততই নিবৃত্তিরূপ অমৃত স্রোত তাহার চিত্ত ক্ষেত্রকে আপ্লাবিত করিবে সন্দেহ নাই। এইস্থলে ধর্ম্মশব্দটী মাত্র ব্যবহার করিলে ধর্ম্মপদার্থটী কি? যেহেতু ধর্ম্ম সম্বাদীয় মত ভেদ নানা, তাহাদের উপাসনা বর্ত্মগত এবং আচার ব্যবহার গত পরস্পর অনৈক্য। অতএব সে সমস্তই প্রত্যেকে দৈবকল্পিত কিরূপে হইতে পারে; তবে কি লোক কল্পিত অথবা ঐ সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মাদর্শ স্বরূপ কোন একটী মূলধর্ম্ম সম্প্রদায় ছিল কি আছে ইত্যাদি অনেক আন্দোলন আসিয়া উপস্থিত হইতে পাবে। কিন্তু এস্থলে "বিশুদ্ধভাব" এই প্রতিপয্যায় শব্দটী ব্যবহার করাতে সে উৎকণ্ঠাটী নিবারিত করা হইযাছে। ফলতঃ ধর্ম্মসম্প্রদায়গত পরস্পর কোন কোন অংশে অনৈক্য থাকিলেও সত্য, দয়া, ক্ষমা, ভক্তি, ইন্দ্রিয দমন ইত্যাদি ধর্ম্মাবয়বগুলিন সকল সম্প্রদায়েরই ঐক্যমত্যরূপে সম্মত আছে। এক্ষণে দেখ সত্য পদার্থটী কত গূঢ়। মন এবং বাক্য এ উভয়ের ঐক্য ভিন্ন প্রকৃতরূপ সত্য সিদ্ধ হয় না। যেহেতু উভয়ের অনৈক্যে কপটরূপ কলুষতা আশ্রয় করে; বিষয় বা বিষয়ব্যাপার সকল যেমন উদার ইহা কাহার না বিদিত আছে; বিষয় সম্বন্ধে ধর্ম্মাত্মজ যুধিষ্ঠিরাদিরও কপট অঙ্গীকার শ্রুত হওয়া যায়। আমি সত্যমাত্র কহিব প্রাণান্তেও

ছলকপট আশ্রয় করিব না এরূপ সত্যনিষ্ঠা সত্যানুরাগ জন্মিলে তাহার হৃদয়ে আর কপট কৌটিল্যাদি অবিশুদ্ধ-ভাব কোন ক্রমেই স্থান পাইবে না; তাহারা অবশ্যই অন্ত-র্হিত হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই সুতরাং সেই সত্যনিষ্ঠা সেই পুরুষকে বিষয়াগ্রহ হইতে অনেক অংশেই প্রতিনি-বৃত্ত করিবে। এইস্থলে একটী ইতিহাস বলি শ্রবণ কর। বহুবঞ্চক নামে এক বণিক্‌পথীর ক্ষণজন্মা নামক এক পুত্র ছিল। বহুবঞ্চক ছলপ্রলোভন দ্বারা অনেকের ভূরি ভূরি অর্থ আত্মসাৎ করে; ক্ষণজন্মা দুঃশীল পিতার পুত্র হই-লেও জন্মান্তরীয় সংস্কারবশতঃ প্রহ্লাদের আশৈশব হরিপ-রায়ণতার ন্যায় শৈশবাবধিই অসীম সত্যানুরাগে পরিপ্লুত চিত্ত থাকাতে তাহার পিতা প্রলোভন দ্বারা যাহার যত অর্থাকর্ষণ করিত সে তাহা অনন্যকর্ম্মা হইয়া ভিত্তিতে অঙ্কিত করিয়া রাখিত; পিতার আসন্নকাল উপস্থিত হইলে পুত্রকে ঐ বিপুল ধনের (কুবের) অধিকারী করিয়া পিতা লোকান্তর গমন করিলে পুত্র, ক্ষণজন্মা ভোগেচ্ছাকে মল-মূত্রবৎ জ্ঞান করিয়া সেই ভিত্তি লিখিত নিদর্শন অনুসারে পিতা কর্ত্তৃক বঞ্চিত লোক সমস্তকে আহ্বান পূর্ব্বক তাহার তাহার অর্থ প্রত্যর্পণ করিয়া স্বয়ং পরিব্রাজক পথাবলম্বী হইয়াছিলেন। এই প্রকার দয়ানুরক্ত অনেক পুরুষ আর্ত্তদুঃখ নিবারণাগ্রহে স্বীয় সুখ সম্ভোগের প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র না করিয়া স্বীয় বিপুল বিভব পরোপকারার্থে নিঃশেষ করিয়া নিবৃত্তি পরায়ণ হইয়াছেন। কেহ কেহ "কামস্য নেন্দ্রিয় প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা" এই রীতি-

ক্রমে কেবল প্রাণধারণার্থ মাত্র, পান ভোজন অবলম্বনে লোক মঙ্গলার্থ দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে পর্য্যটন করিয়া জীবন শেষ করিয়াছেন। ক্ষমাগুণও যখন পুরুষের চিত্তকে আত্মসাৎ করে তখন কৃতাপকারে বৈরনির্য্যাতন কৃতাপরাধে দণ্ডবিধান প্রভৃতি মনুষ্যের সাধারণ বৃত্তি হইতে পুরুষকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া তাহাকে শান্ত মূর্ত্তি করে। কাম ক্রোধ লোভ অহঙ্কার প্রভৃতি যেমন এই সংসারের প্রবৃত্তি ধর্ম্মের অঙ্গ তেমনি ঐ সদ্‌গুন গুলিনও নিবৃত্তি ধর্ম্মেরই অঙ্গ। বৎস দেখ রাগ দ্বেষ ঈর্ষা অসূয়া জিগীষা এবং অনৃত প্রবৃত্তি, একমাত্র রিষয তৃষ্ণাই এই সমস্ত তামস মনোবৃত্তির আকর। সেই বিষয় তৃষ্ণা বিমুক্ত বিবেক সম্পন্ন শান্ত সাধু পুরুষদের দেখ দিব্য প্রতিমারন্যায় অমল কোমল মূর্ত্তি দর্শনেও আমাদের চিত্তে এক অপূর্ব্ব প্রীতি ও আনন্দের উদয় হয়। তাহা কেনই বা হয়? বৎস বিবেক পদার্থটী চিদানন্দাত্মক তত্বজ্ঞানেরি বৃত্তি বিশেষ নিবৃত্তিটি তাহার মকুল মোক্ষপদ তাহার অমৃত ফল সুতরাং তদবস্থায় শুদ্ধসত্বের উদ্রেক হওয়াতে পুরুষ ঐরূপই হইয়া থাকে। অপিচ আলোকের আভা দেখ যেস্থলে পতিত হয় সেইস্থল যেমন কিয়দংশে উজ্বল হয় সেইরূপ তাঁহাদের আনন্দমূর্ত্তি দর্শনেও আমাদের চিত্তে আনন্দের আভা প্রতি ফলিত হয়। বৎস প্রণিধান করিয়া দেখ বিষয় প্রবৃত্তি ইহা কেবল জড়াত্মক ইন্দ্রিয়গণের যান্ত্রিক কার্য্য মাত্র। ইহাতে সারভূত জ্ঞানবিবেকাদি আত্মধর্ম্মের কিছুই নাই তবে যে তাহাতেও কচিৎহ্লাদ

পরিতোষাদি দৃষ্ট হয় সে কেবল আত্মচৈতন্যের সংস্রবে মাত্র। বৎস পূর্ব্বগ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে যে আত্মানাত্ম বিবেক বড় কঠিন বিষয়। ফলে যন্ত্রবিশেষ যেমন লব্ধ-বেগ হইবামাত্র যন্ত্রাবযব সমস্ত স্বস্ব ব্যাপারে প্রবর্ত্ত হয় এই দেহযন্ত্র এবং ইহার কার্য্যকলাপও তদ্বৎ। ইহাতে বিচার বা উপদেশ বা কর্ম্মাভ্যাস কিছুই অপেক্ষা করেনা; চৈতন্যাধিষ্টিত দেহে স্বয়ং সমস্তই উদয় হয়। যাঁহারা ভোগ্যোপভোগাদিকে ঈশ্বরীয নিয়ন পালন করা বলিয়া বৃথা বাগাড়ম্বর করিযা থাকেন, তাঁহারাই বলুন দেখি যে তাঁহারা যে প্রবৃত্তি ধর্ম্মাঙ্গ ইন্দ্রিয় পরিতোষ সাধন করিয়া থাকেন। তাহা কি তাঁহারা "আইস আমরা ঈশ্বরীয় নিয়ম পালন কবি এতাবৎ সংকল্পপূর্ব্বক কবিয়া থাকেন, কি সেই ইন্দ্রিযবৃত্তিব বশতাপন্ন হইযা করেন? আরও দেখ পশ্বাদির কিছু এরূপ জ্ঞান নাই যে "ঈশ্বর আমাদের সুখহেতু আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য সামগ্রী নিকর সৃজন করিযাছেন অতএব আমরা তাহা ভোগ করত তাঁহার নিয়মসেতু সংরক্ষণসহকাবে সুখী হইব" তাহারা কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়নিসর্গ অবলম্বন করিয়াই পিপাসা বুভক্ষণ ও সংবুভক্ষণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় তৃষ্ণার পরিতোষ করে। বিচারদৃষ্টিতে দেখিলে আমাদেরও সেই সমস্ত ভাব পশ্বাদি হইতে কিছুমাত্র প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। অতএব বৎস আমাদের এই জীবিত কলেবর বাস্পযন্ত্রের ন্যায় একটি যন্ত্রবিশেষ; যেমন বাষ্পসংযোগে তাদৃশ যন্ত্রের সমস্ত অবয়ব স্বীয় স্বীয় কার্য্যে ধাবমান হয, সেইরূপ এই

দেহযন্ত্রও আত্মচৈতন্যের সংযোগে বিভাগক্রমে কার্য্যব্যূহে প্রধাবিত হয়। আমাদের এই দেহের বাহ্য এবং আভ্যন্তর, স্থূল সূক্ষ্ম, সমস্ত অবয়ব বা পদার্থই অচেতন জড়; কেবল জীবাখ্য এক চিৎকণিকা মাত্র পূর্ণকুম্ভে নিক্ষিপ্ত শর্করাখণ্ডের ন্যায় সর্ব্বাবয়ব ব্যাপিয়া আছে। ঐ চিৎকণিকার শক্তিই চৈতন্য আর জ্ঞান বিবেকাদি তাহারই বৃত্তিবিশেষ। সেই চৈতন্যশক্তি দর্শনেন্দ্রিয়াদিতে অধিষ্ঠিত হইয়া দর্শনাদি জ্ঞান এবং বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিতে অধিষ্ঠিত হইয়া সদসৎ বিচারণালক্ষণ জ্ঞানকে জন্মিয়া দিতেছে। চক্রাদিযন্ত্র যাবৎ লব্ধবেগ না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত সে ঘূর্ণিত হয় না সত্য, কিন্তু সেই ঘুর্ণব্যাপারটি সেই চক্রের নিসর্গ বলিতে হইবে, কেন না একখান চতুরস্র প্রস্তরখণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হইলে ঘুর্ণনশীল হয় না, সেইরূপ আমাদের এই দেহও চৈতন্যসংযোগ বিনা ক্রিয়াশীল হয় না সত্য; তথাপি এই দেহের কি বহিবিন্দ্রিয কি অন্তরিন্দ্রিয় সমুদায়েরি যে সকল কার্য্য গম্যমান বা দৃশ্যমান হইতেছে সমস্তই ঐ ইন্দ্রিয়গণেরি নৈসর্গিক; তাহা আত্মাব নহে। তবে কি না সেই সকল কার্য্য আত্মচৈতন্যেরযোগে উদয় হয়, এবং তাহার বিয়োগে স্থগিত হইয়া যায়। যন্ত্রময় এই দেহের মধ্যে অন্তঃকরণ অর্থাৎ মনই প্রধান; মনের অধীনতাতেই প্রায় সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ স্বীয় স্বীয় কার্য্যানুষ্ঠান করে; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদি মানসিক ভাব সমস্ত ঐ মনেরি বৈভব। ঐ মন স্বভাবতই এমত চপল এবং অবিনীত যে কোন রম্যভোগোপকরণ নয়নপথে পতিত হইবামাত্র

প্রায় যোগ্যতা বা অধিকার অতিক্রম করিয়া তদুপভোগ-স্পৃহায় উচ্ছলিত হইয়া উঠে। এই নিমিত্তই বিদ্বান্ পুরুষেরাও ক্বচিৎ কখন কখন লোভগর্ত্তে স্খলিতপাদ দৃষ্ট হয়; এতাবতা দ্বারভূত ইন্দ্রিয় সাহায্যে মনেরি যে উপ-ভোগস্পৃহা সেই প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি বৃত্তিটী স্বভাবতই এমত বলবতী যে জ্ঞান বিবেকাদি দ্বারা যদি উহার শাসন বা নিয়ন্ত্রণ না করা যায় তবে অসংশয় নানা অনর্থ উৎ-পাদন করিতে পারে। অতএব প্রবৃত্তি যেমন দেহেন্দ্রিয়া-দির যান্ত্রিককার্য্য নিবৃত্তিও সেইরূপ জ্ঞান বিবেকেরই শাসন ফল কেন না দুর্ব্বার প্রবৃত্তি মাতঙ্গকে জ্ঞান বিবেকরূপ হস্তিপের শাসন ব্যতীত কেহই কোন ক্রমে স্ববশে রাখিতে ক্ষমতাবান্ হইতে পারে না। যেমন নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্র বা ভ্রাম্যমান চক্র কোন অবরোধক শক্তি দ্বারা নিবারিত না হইলে ক্রমিক চলিতে এবং ঘুরিতে থাকে, তেমনি প্রবৃত্তি-স্বভাব মনরূপচক্রও বিবেকশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না করিলে প্রবৃত্তিক্ষেত্রে আপন স্বৈরগতিতেই যথেষ্টাচারে চংক্রমণ করিবে। ফলতঃ যেমন তৈজসাদির রোচিস্কত্বগুণ নৈসর্গিকরূপে অন্তর্নিহিত থাকিলেও মার্জনসংস্কার অপেক্ষা করে, সেইরূপ জ্ঞান বা বুদ্ধি বা বিবেক দৈবকলিত সকল কলেবরেই অন্তন্যস্ত থাকিলেও অনুশীলন সংস্কার অপেক্ষা করে। যত অনুশীলন কর ততই উদ্দীপ্ত হয়; যতই উদ্দীপ্ত হয় ততই সদসৎ বিচারদৃষ্টি গরুড়দৃষ্টির ন্যায় দূর-দর্শিনী হইয়া মনের বৃত্তিকলাপকে স্বাতন্ত্র্য হইতে নিবৃত্ত করে। বৎস সুখে ইচ্ছা এবং দুঃখে দ্বেষ, ইহা জীব-

লোক মাত্রেরি নৈসর্গিক ধর্ম্ম বটে; কিন্তু অনেকে সম্যক্ জ্ঞানের অভাবহেতু হেতুব্যত্যয়ে নিমজ্জমান হয়। সুতরাং সুখাকাঙ্ক্ষায় দুঃখজালে পতিত হয়। এই মায়িক সংসারে কোন কোন বিষয় হঠাৎ.সুখাকর বলিয়া বা ক্ষণ সুখাবহ রূপেই বা হউক প্রতীযমান হইলেও পরিণামে দুঃখদ; এবং কোন কোন পদার্থ এমন আছে যে উত্তরোত্তর আনন্দবর্দ্ধক কিন্তু আদ্যকৃচ্ছ্র; অবিবেকী জনেরা প্রথমোক্ত কল্পেই আসজ্জমান হয়; বিশুদ্ধ সুখাকর বস্তুতে তাহারা প্রবেশহীন; বিদ্বান্ পুরুষেরা এই নিমিত্তই সুখকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা ঐন্দ্রিয়ক আর চৈতস্য। ইন্দ্রিয় পরিতর্পণদ্বারা যে প্রীতিবিশেষ জন্মে তাহার নাম ঐন্দ্রিয়ক; এবং জ্ঞানবৃত্তিদ্বারা তাবৎ তত্ত্বানুসন্ধানলব্ধ জ্ঞানজনিত যে চিত্তের আনন্দবিশেষ তাহার নাম চৈতস। ঐন্দ্রিয় সুখের পথিকই অনেক, চৈতস সুখের পথিক বিরল, কিন্তু তাহারাই মহাত্মা পদবাচ্য এবং ঐন্দ্রিয়সুখে প্রায় তাহাদের অভিনিবেশাভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সক্রেতিষ নামক একজন বিজাতীয় বিদ্বৎপুরুষ তাহার পাঠশিষ্যদিগের জ্ঞানপরিপাক বুঝিবার নিমিত্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, “ওহে তোমরা বল দেখি, পান ভোজনাদি উপভোগের নিমিত্তই আমাদের জীবন (বাঁচন) কি জীবনের নিমিত্তই পান ভোজন”? এই প্রশ্নের হাদ্য অভিপ্রায় এই যে বাস্তবিক জীবনার্থেই আমাদের পান ভোজন, পান ভোজনার্থ জীবন নহে; জীবনের প্রয়োজন জ্ঞানোপার্জন, ধর্ম্মোপার্জন তত্ত্বানুসন্ধান তত্ত্বলাভ পর্য্যন্ত। অতএব

আমরা যে গবাশ্বাদির ন্যায় যন্ত্রসদৃশ দেহেন্দ্রিয়াদির বৃত্তি-বশগ হইয়া কেবল স্রক্‌গন্ধবণিতাদির উপভোগেই প্রমুদিত হইব এরূপ সিদ্ধান্ত কদাচ হইতে পারে না। প্রবৃত্তি মার্গে, উত্তম আহার, বিহার, স্রকগন্ধবণিতা বিলাসাদিকেই সুখ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে; আর দেখ, এই সমস্ত বুভুক্ষা, পিপাসা, বিজিহীর্ষা রিরংসা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বৃত্তিরি আলম্বন বিষয়। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে উহাদিগকে স্বভাবজ ব্যাধি বলিযা পরিগণিত করিয়াছেন "ক্ষুৎপিপাসাদয়ঃ সর্ব্বে ব্যাধয়স্তু স্বভাবজা ইত্যাদি"।

বস্তুতঃ যাবৎ উহাদের প্রতিকার না করা যায় তাবৎ পর্য্যন্ত দেখ যখন উহারা আমাদের দেহের এবং মনের স্বাস্থ্য এবং স্বচ্ছন্দতা অপহরণ করে তখন উহাদিগকে ব্যাধি বলিয়া ব্যপদেশ করাও অত্যুক্তি হইতে পারে না। আরও দেখ আমাদেব এই জগতে স্বাধীনতার পর সুখ, আর অধীনতার পর দুঃখ, আর কিছুই নাই অতএব আমরা যে ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিতান্তই অধীন হইয়া রহিয়াছি এবং যে কামক্রোধাদিতে অভিভূত হইয়া অনেকে বিবিধ অনার্য্য কার্য্যে স্খলিতপাদ হইয়া পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতেছে। উহারা বাস্তবিক কি আমাদের সুখনিদান বা মঙ্গলাকর বলিয়া গণ্য হইতে পারে? যদি বল ইন্দ্রিয়াদি পরিতোষ দ্বারা একপ্রকার সুখানুভব হয় না কি?। উত্তর, তবে কণ্ডূপীড়াদিতেও কণ্ডূয়ণদ্বারা (চুলকান) কথঞ্চিৎ ক্ষণিক সুখবোধ হয় বলিয়া কি তাহাদিগকে সুখ বলিয়া গণ্য করা যাইবে। উহারা আমাদের

দেহের কান্তি এবং শান্তিহারী বলিয়াই ব্যাধিমধ্যে উচিত মতই পরিগণিত আছে। হে প্রিয়তমবৃন্দ! এই স্থলে মহাত্মা প্রহ্লাদ উক্ত দুইটি সুমধুর পদ্য পাঠ করি; শ্রবণ কর। যথা

যন্মৈথুনাদি গৃহমেধি সুখং হি তুচ্ছং কণ্ডূয়নেন করযো রিবদুঃখ দুঃখং। তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহু দুঃখভাজঃ কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিসহেত ধীরঃ॥১॥

হে ভগবন্! মিথুনধর্ম্মাদিনিষ্ঠ গৃহমেধিরদের যে তুচ্ছসুখ সে যেমন কণ্ডূরোগ ক্ষণসুখার্থে দুই হাতে চুলকাইয়া শেষে দ্বিগুণ দুঃখকর হয় তাহার ন্যায় পরিণামে বিবিধ দুঃখাস্পদমাত্র; ক্ষুদ্রাশয় জনেরাই তাহাতে সুখাশয়ে মুগ্ধ হয়॥১॥ অতএব কণ্ডূতির ন্যায় কামাদিবেগকে সহ্য করাই উচিত।

জীহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মা বিতৃপ্তা শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ চক্কর্ম্মশক্তির্বহ্ব্যঃ সপত্ন্যইব গেহপতিং লুনন্তি॥২॥

ঠাকুর গো! যেমন বহু পত্নিক পুরুষকে সপত্নীগণেরা সকলেই প্রত্যেকে আপন আপন দিকে আকর্ষণ করে, তাহার ন্যায় ইন্দ্রিয়গণ স্বীয় স্বীয় বৃত্তিপথে অর্থাৎ জিহ্বা রসলালসায়, উদরস্বপূরণ ব্যগ্রতায়, পুংস্ত্ব রতিলিপ্সায়, এই প্রকার দৃষ্টি এক দিকে, শ্রবণ এক দিকে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রত্যেকেই সুখশয্যা সুখবাস আদি এক এক দিকে পুরুষকে কেবল টানাটানি করিতেছে পুরুষের শান্তিসুখ কোথায়?॥২॥ তবে কথঞ্চিৎ এতাবৎ মাত্র বলা যাইতে

পারে যে যেমন কোন কফপিত্তাদিজনিত রোগবিশেষে ভেষজবিশেষ ব্যবহার করা যায় সেইরূপ,বর্ণিত ক্ষুৎপিপাসাদি স্বভাবজ রোগের শান্তির নিমিত্ত পান ভোজনাদিরূপ ভেষজ সেবন করা মাত্র। অন্যথা যদি আমরা ইন্দ্রিয় বৃত্তিকেই সুখহেতু আর ইন্দ্রিয় পরিতর্পণকেই সুখ বলিয়া নিশ্চয় ধারণা করি তবে অসংশয় আমাদের ঈশ্বরদত্ত জ্ঞান বৃত্তি ভ্রমরূপ অন্ধকারে পতিত হইয়া দিশাহারার ন্যায় দিঙ্‌নির্ণয়ে মুগ্ধ হইয়াছে। গন্তব্য পথ লক্ষপথে আসিতেছে না এই নিশ্চয় করিতে হইবে। মনুষ্য শৈশবে যেমন অকর্ম্মণ্য বাল্যক্রীড়ায় মোহিত থাকিয়া ক্রমে বুদ্ধির উদয় হইয়া তাহা হইতে উপরত হয় সেইরূপ মনুষ্য যাবৎ প্রাকৃত অবস্থায় মোহিত থাকে, তাবৎ কালই ইন্দ্রিয়সুখকে সুখাবধি জ্ঞান করে, কিন্তু জাতজ্ঞান জাতবিবেক হইলে ইন্দ্রিয়সুখে তুচ্ছজ্ঞান হইয়া মনের শান্তিকেই সুখজ্ঞান করিয়া তৎপথবর্ত্তী হয়। এতাবতা মনুষ্যের জ্ঞানবিবেকের পরিপাক অনুসারে নিশ্চয়ই ইন্দ্রিয়বিলাস বা উপভোগাগ্রহ ক্রমে অবসন্নই হইতে থাকে, আর দেখ যদি ইন্দ্রিয় বিলাস ইন্দ্রিয় পরিতর্পণ আদিই আমাদের সুখাবধিই হইত তবে বিধাতা আমাদিগকে জ্ঞানবিজ্ঞানের অধিকারী না করিয়া গবাশ্বাদির ন্যায় ইন্দ্রিয়নিসর্গেই ন্যস্তভার করিতেন। যদিও ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে সৃষ্ট্যনুকূল প্রজননাদি দৈবতন্ত্র কতকগুলি ব্যাপার সংঘটিত আছে সত্য, কিন্তু দেখ সেই সেই স্থলেই ইন্দ্রিয়গণের কি নৈসর্গিক ভাব। যে প্রজননেন্দ্রিয়াদি সংসারপ্রবেশ যৌবন সময়ে প্রবল

পরাক্রম ধারণ করে তাহারাই সংসার হইতে অবসরকালে অর্থাৎ বার্দ্ধক্যে স্বয়ংই নিবৃত্তরাগ হয। দেখ ইহাতেও প্রতিপন্ন হইতেছে যে আমরা পরমার্থচিন্তাবিমুখ হইয়া চিরকাল বিষয়রাগেই যে মও থাকিব, পরমপুরুষের এরূপ অভিপ্রায় নহে। যদি বল এই সিদ্ধান্তই যদি স্থিরকল্প হইল, তবে জীবনের শেষভাগেই পরমার্থচিন্তা বিধেয়। না, এমত নহে; যেহেতু সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মরি প্রাক্-বিমর্শন এবং পূর্ব্বোপক্রম অপেক্ষা করে অতএব আস্তিক্য বুদ্ধি জ্ঞানজীবি মনুষ্যের সম্বন্ধে জীবের ভাবিগতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিশুদ্ধভাব আশ্রয় করা নিতান্ত আবশ্যক। হে সুশীলগণ এক্ষণে দেখ দেখি যাহারা বৈরাগ্যবান শান্ত পুরুষদিগকে ভ্রান্ত বলে তাহারাই ভ্রান্ত অথবা পাষণ্ড বুদ্ধি বটে কি না? হে বিভো কবে আমরা দুর্বাসনা অভিমানের দাসত্ব মুক্ত হইয়া তোমার সেই নির্ব্বিকার নির্ম্মল পথের পথিক হইব? যে আমরা এক্ষণে সুহৃদ স্বজনের ঈষৎ বিগীত বচনাঘাতেও জর্জরিত তনু মনে সন্তাপগ্রস্ত হইতেছি তখন সেই আমরা যষ্ট্যাঘাতেও নির্ব্বিষাদ হাস্যবদন হইয়া তোমার প্রপঞ্চ কুহকের ধন্যবাদ করিব। আহা "জীবনমুক্তদশা" ইহার উপযুক্ত নামধেয়ই বটে।

ইতি শিক্ষানর্ম্মসখী দ্বিতীয় বিভাগ তৃতীয় প্রবোধঃ।

অথ চতুর্থ প্রবোধঃ।

হা বৎস! কি কালের গতি। কুতর্কজালিক পুরুষেরাই এক্ষণে প্রামাণিক পুরুষের ন্যায় দেদীপ্যমান। তাহারা

বলে মনুষ্যমাত্র একই জাতি ইহাতে আবার ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি উচ্চ নীচ ভেদ একি ? ঈশ্বরের কাছে সবাই সমান ; অজ্ঞ লোকেদের ন্যায় এ বড় ও ছোট ইত্যাকার বিষম বুদ্ধি কি ঈশ্বরের হইতে পারে ? ইতি

বৎস এই যে কুতর্কবাদ এ কুহকমাত্র পক্ষান্তরে অসমালোচিত বাক্য ; যেহেতু দেখ ব্যবহারমার্গে ভেদ বুদ্ধির ব্যতিরেক কুত্রাপি নাই। ঈশ্বরেরও স্বসৃষ্ট মণিকাঞ্চনাদিতে উপাদেয় বুদ্ধি এবং শুক্তিবরাটকাদিতে অনুপাদেয় বা হেয় বুদ্ধি অবশ্যই আছে বলিতে হইবে। কেন না যখন তিনি হেয়োপাদের বিবিধ বস্তুনিকরে এই জগৎ নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তখন হস্তীকে আমি প্রকাণ্ড কলেবরধারী করিব ; ছাগ শশকাদিকে ক্ষুদ্রকায় করিব ; মনুষ্যকে সমস্ত কল্যানভাজন করিব ক্রিমিকীটাদিকে দীন ও হীন করিব ইত্যাকার বিভিন্ন বুদ্ধি তাঁহার অবশ্যই প্রাণী অপ্রাণী সমুদায় সৃজ্য বস্তুতেই হইয়াছিল স্বীকার করিতে হইবে। তাহা না হইলে উচ্চাবচ প্রপঞ্চাত্মক জগতের জগত্তাই সিদ্ধ হইতে পারে না।

এক্ষণে মনুষ্যমাত্র একজাতি। একজাতিতে ভেদাসম্ভব। এই পূর্ব্বপক্ষে প্রথমতঃ জাতি পদার্থ নির্ব্বাচনপূর্ব্বক তদনন্তর দেখিতে হইবে, একজাতিতে কোন বিশেষ ভেদ থাকা সম্ভব কি অসম্ভব। এই জগতে প্রাণী অপ্রাণী ভেদে বিবিধ দ্রব্য পদার্থ আছে ; তাহার মধ্যে আকৃতিদ্বারা জ্ঞেয় এক একটী বস্তু সামান্যই জাতি। যেমন গজবাজী মৃগ ব্যাঘ্র ব্যালবৃশ্চিকাদি প্রাণী জাতি ; এবং মণি রত্ন

প্রস্তর লৌহ শুক্তি বরাটিক ধান্য কলায় প্রভৃতি অপ্রাণী-জাতি। জাতিপদার্থ ইত্যাকারেই লক্ষিত হয়। এইক্ষণে দেখ যে একজাতিতেও আকার প্রকারের ঈষৎ ভেদ নিবন্ধন, কোথাও বা গুণবীর্য্যাদির বিশেষ সত্তা নিবন্ধন অবান্তর ভেদও লক্ষিত হয়। যেমন ককারাদি বর্গ এক অক্ষর-জাতি হইয়াও কণ্ঠ্য তালব্যাদি ভেদে বা কবর্গাদি ক্রমে পৃথক পৃথক হইতেছে সেইরূপ উক্ত প্রাণী অপ্রাণী সকল জাতিতেই সেই সেই বিশেষসত্তানিবন্ধন অবান্তর ভেদ প্রত্যক্ষ। দেখ যেমন হরিণ জাতিতে মৃগ কুরঙ্গ কৃষ্ণসার কস্তুরী মৃগ প্রভৃতি অবান্তর ভেদ। ব্যাঘ্রজাতিতে তরক্ষু চিত্রক শার্দূল প্রভৃতি বিবিধ ভেদ। অশ্বজাতিতে টাট্টু টাঙ্গন তাজী প্রভৃতি অবান্তর ভেদ। পক্ষীসামান্যে শুক এক বিশেষ জাতি তন্মধ্যে কীব কজ্জলোষ্ঠ মদনক প্রভৃতি বিশেষ ভেদ; শারীজাতি মধ্যে গ্রাম্য বিড়গুক্ গাঙ্গেয়ি প্রভৃতি অবান্তর ভেদ; সর্পজাতিতে দর্ব্বীকার মণ্ডলিক রাজীমান্ প্রভৃতি ভেদ; গুণবীর্য্যাদির বিশেষ সত্তানিবন্ধনও দেখ সেই সর্পজাতিতে পূর্ব্বোক্ত সর্পগুলিন সবিষসর্প এবং গলগোলী (হেল্যে) জলডুণ্ডুভ (ঢোঁড়া) প্রভৃতিরা নির্ব্বিষ। অপ্রাণী বর্গেও দেখ কলায়ে মাষ মুদ্গাদি, ধান্যে শালি ষষ্টিকাদি, লবণে সৈন্ধব সামুদ্রাদি, রত্নে পদ্মরাগ হরিন্মাণ প্রভৃতি এই প্রকার অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে সকল জাতিতেই অবান্তর ভেদ অপরিহার্য্য। অতএব জাতি এক হইলেই যে তাহাতে ভেদ অসম্ভব এই কথা-টিই আদৌ দেখদেখি কেমন ফক্কীকার কথা। এক্ষণে

দেখ যখন আকৃতি প্রকৃতিরই হউক আর গুণবীর্য্যাদি বৈভবেরিই বা হউক বিশেষ সন্তানিবন্ধন একজাতি মধ্যেও পৃথক্ অবান্তর ভেদ থাকা নিতান্ত সাধারণ তখন মনুষ্য জাতিতেও চিরপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি অবান্তর ভেদ থাকিবার অনুপপত্তি কি? তবে প্রতি পক্ষেরা এই এক হঠাৎ ভাসমান অনুপপত্তি দেখাইবে যে প্রদর্শিত উদাহরণের ন্যায় ইহাদের প্রাকৃতিক বা নৈসর্গিক ভেদচিহ্ন কি আছে যে তদ্দৃষ্টে তাহাদের ঐ ভেদকে দৈবকৃত নৈসর্গিক ভেদ বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে। তাহা কিছুই দৃশ্য নাই সুতরাং ইহা কেবল লোককল্পিত ভেদমাত্র।

বৎস এইস্থলে তোমাদের নিকট কিঞ্চিৎ রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া বলিলেই সে সংশয় দূর হইবে, ফলে এই যে ব্রাহ্মণাদি অবান্তর জাতিভেদ ইহা কৃত্রিম বা অমূলক নহে। তোমরা দেখিতেছ যে বিশ্বস্রষ্টার প্রাণীসৃষ্টির মধ্যে এই মনুষ্যই সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বপ্রকার প্রাণী হইতে ইহাদের প্রকৃতিগুণ নিতান্তই বিভিন্ন আরও তোমরা অবশ্যই অনুভব করিয়া থাকিবে যে পশুজাতিরা সৃষ্টিকালাবধি বিশেষ উন্নতিশালী অথবা অবনতিশালী কিছুই হয় নাই যাহা তাহাই আছে, কিন্তু মানবজাতি সম্বন্ধে তোমরা নিশ্চয়ই এরূপ কখনই মনে করনা; ফলতও মানব প্রকৃতিগত যত বিশেষ গুণ বা ভাব আছে তন্মধ্যে পরিবর্ত্তন ভাবটী প্রধান এবং অতি বলীয়ান্; যে সমস্ত প্রাণীগণ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়নিসর্গোপজীবী তাহাদিগকে বিধাতা আদি সৃষ্টিতে যাহাকে যেরূপ প্রকৃতি যেরূপ ভাব যে চর্য্যা যেরূপ বৃত্তি

প্রদান করিয়াছেন তাহারা সেই সেই ভাবেই পুরুষানুক্রমে অটলরূপে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু বুদ্ধিউপজীবী মনুষ্য জাতি সেরূপ নহে; ইহারা পরিবর্ত্তনপ্রবাহে নিরন্তই প্রবমান; বোধ হয় সৃষ্টিকাল হইতে ক্রমেই ইহাদের মনের ভাব বুদ্ধিরগতি ব্যবহারচর্য্যা এমন কি দেহপরিমাণ পর্য্যন্ত সকলি পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে; বোধ হয় এই নিমিত্তই সর্ব্বদেশে যুগভেদকল্পনা প্রসিদ্ধ হইয়াছে; আমাদেরও "ঋতে ধর্ম্মশ্চতুপাদস্ততোবৈ পাদহানিতঃ" ইত্যাদি কথিত আছে; সুতরাং অন্য প্রাণীর ন্যায় ইহাদের কোন ভাবই পুরুষানুক্রমে স্থিরতম থাকে না। এক্ষণেও প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান দেখ না। পরম ধার্ম্মিকের সন্তানও অতি দুরাত্মা, উদারপুরুষের পুত্রও বিষম শঠ, সত্যবাদীর পুত্রও সাক্ষাৎ মিথ্যামূর্ত্তি, করুণজনের সন্তানও অতি নিদারুণ এবং হবিষ্যাশীর সন্তানও অমেধ্যাশী হইতেছে; অধিক কি তোমাদের হইতেই ঊর্দ্ধ অধঃ পুরুষত্রয় যাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা" পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, মনুষ্যজাতি যথার্থই পরিবর্ত্তন শীল। রীতিতে নীতিতে কি কোন অংশে পূর্ব্বাপর পরস্পর কেহ কাহারে ওল্যকক্ষায় প্রায় চলেনা। যাহা হউক আদি সৃষ্টিতে ইহাদিকে (মনুষ্যজাতিকে) বিধাতা যে কিরূপ ভাবাপন্ন করিয়া এবং কিরূপ গুণশীলাদি সহযোগে আবির্ভাবিত করিয়াছিলেন তাহা বহুবিধ তর্ক অনুমানেও ইহা—এইই এরূপ নিশ্চয় আমরা প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয় আগম (আপ্তবাক্য) ব্যতীত নিশ্চয় ধারণা করিতে

পারি না। বিশেষতঃ অতীত বিষয়ে আপ্তবাক্যই (ইতিহাস) সার্ব্বদেশিক একমাত্র প্রমাণ এবং উপায়। তবে আভাসিক অনুমান এইমাত্র হয় যে পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণেরা কোন বিশেষ গুণ গরিমাতেই লোকে মান্য গণ্য হইয়াছিল। তাহা না সইলে অদ্যাপিও যে তদীয় বংশসন্ততিরা [illegible] সাদরসম্বোধ্য কেন হইবে ? এখন সেই গুণ গ[illegible]ক ? ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মণিকাঞ্চনোৎপাদক লোকবিস্মাপক রসায়নজ্ঞ ছিলেন ? কি মৃতসঞ্জীবন মণিমন্ত্রবিৎ ছিলেন ? কি অদ্ভুত শিল্পবিশারদ হইয়াছিলেন ? অথবা কি একান্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন ? এই চিরাতীতবিষয় আমরা আপ্তবাক্য ভিন্ন অনুমান দ্বারা একশেষ করিয়া কি নিশ্চয় করিব ? সুতরাং এস্থলে সেই আপ্তবাক্য, ধর্ম্মসংহিতা বেদ, পুরাণাদি অনুসন্ধান ও আশ্রয় করিতে হয় যে তাহাতে কি বলে ?। তাহাতে বলে আদি যুগাগমে ব্রাহ্মণেরা পরম ধার্ম্মিক ছিলেন ; তাঁহারা সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় তপস্যা ধ্যান জ্ঞান প্রভৃতি আরাধনাঙ্গেই অভিরত ছিলেন। এবং ঐরূপ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি তাঁহাদের ঔৎপত্তিক (প্রকৃতি সিদ্ধ) হইয়াছিল। আদি সৃষ্ট ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মণ্যতা ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির এরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় যে সৃষ্ট্যারম্ভে বিশ্বস্রষ্টা অন্যান্য সৃজ্য পদার্থ উৎপাদনের ন্যায় অভিধ্যাশক্তি দ্বারা ব্রহ্মর্ষিসংজ্ঞক সনক সনন্দাদি কয়েকটি মহাত্মা পুরুষকে উৎপন্ন করিলে তাঁহারা সংসার সম্পর্ককে মহান্ অশ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া ঈশ্বরারাধনার্থ বিজনারণ্যে প্রস্থান করেন, বিধাতা হতাশ হইয়া পুনর্ব্বার মরীচি,

প্রভৃতি ঋষিবৃন্দকে উৎপন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে দাম্পত্য ধর্ম্মে প্রজা সৃষ্টি করিতে আজ্ঞা করিলে তাঁহারা উদ্রিক্ত ধর্ম্মপ্রবৃত্তিবশতঃ তাহাতে সম্যক রুচি না থাকিলেও জনকাদেশে উপরুদ্ধ হইয়া গৃহাশ্রম অঙ্গীকার করেন; তত্রাপি সম্পদ্ সমৃদ্ধির উদ্যম বিমুখ হইয়া বাহুল্যতঃ তপঃ, স্বাধ্যায়, শৌচাচারব্রত যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানেই সমস্ত পুরষকারকে পর্য্যবসায়িতকরত অরণ্য মধ্যে কুটীরবাসে দিনযাপন করিতেন। তাঁহাদের অকস্মাৎ এরূপ ভয়ানক ধর্ম্মানুরক্তি হওয়ার বিষয়েও বৎস বিস্ময় জ্ঞান করিও না; লোকেএখনও দেখ দৈব তন্ত্র, কাহারো কোন বিষয়ে এবং কাহারো কোন বিষয়ে প্রকৃতিসিদ্ধ অভিনিবিষ্ট বুদ্ধি হইয়া থাকে যেমন বিদ্যার্থী ছাত্রদের কাহারো সাহিত্যে কাহারো বা দর্শনবিদ্যায় কাহারো গণিতে, কাহারো বা শিল্পবিদ্যায় প্রকৃতিসিদ্ধ সাভিনিবেশ বুদ্ধি। বিশেষতঃ তাঁহারা ত বিশুদ্ধসত্বাত্মক ভগবানের শক্তিসম্ভূত পুরুষ অতএব তাঁহাদের যে তাদৃশ বিশুদ্ধ ধর্ম্মাবেশ হইবে ইহা বিচিত্র কি?। তাঁহাদের সত্য আর তপঃপ্রভাবে যাহা সংকল্প করিতেন তাহাই সিদ্ধ হইত। আমরা আগম ও আপ্তবাক্য হইতে সেই মহাত্মাগণের এইরূপ বহুবিধ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নিশ্চয় জ্ঞান লাভ করি যে আদিমকালে ব্রাহ্মণেরা এইরূপ ব্রহ্মণ্য প্রভাবেই লোকে মান্য গণ্য এবং সপর্য্যাভাজন হইয়াছিলেন অন্য কারণে নহে। তৎকালীক তৎসন্ততিগণেরাও ঐরূপ ধর্ম্মশীল এবং ধর্ম্মযাজী হওয়াতে তাহারা স্বতই একটি বিভিন্ন পবিত্র সম্প্রদায় হইয়াছিলেন। আরও দেখ

উচ্চে সম্ভ্রম, সমানে মৈত্রী, এবং নীচে একপ্রকার উপেক্ষা বুদ্ধি মানবজাতির প্রকৃতিসিদ্ধ মনোবৃত্তি। ধার্ম্মিক ও সাধুজনে সপর্য্যাসম্মান সার্ব্বদেশিক পরম্পরাসিদ্ধ। সমানে মৈত্রী দেখ বণিক বণিকের, সাংগ্রামিক সাংগ্রামিকের, তাপস তাপসের, কারুকর্ম্মা কারুকর্ম্মাদিগের সম্প্রদায় সুহৃৎ হয়। নীচে উপেক্ষা বুদ্ধি দেখ, হড্ডীপচণ্ডালাদির প্রতি সামাজিক পুরুষদের না সম্ভ্রম সমাদর, না সখ্যসংপ্রীতি উভয়-বর্জ্জিত। অতএব ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি উচ্চ নীচ শ্রেণীভেদ বা সম্প্রদায় ভেদ ইহা লৌকিক পক্ষপাত নহে, ইহা নিশ্চয়ই প্রকৃতি বদান্যতা। তবে মানবজাতির মতি অতি ভঙ্গুর এবং কালেরো গতি অতি কুটিল এই হেতু যেমন যবন ম্লেচ্ছেদের আদিম ইত্যাপভ্রংশে আদম্ এবং তৎপত্নী ইব্ "কোন কোন আর্য্য পণ্ডিতেরা ইব্‌কে বহি নামে ম্লেচ্ছের পত্নী ইক্ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন" উহাদের ইতিহাসে বলে সর্পরূপী সয়তান্ নামকের প্রলোভনায় আর্জ্জবভাব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছিল; এবং যেমন ইদানীও কতকগুলিন আর্য্যকুল কুমারদিগকেও ম্লেচ্ছযবনাদির কুহকে আর্য্যপথ পরিভ্রষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় তাহার ন্যায় সেই বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকুল দীর্ঘঅন্তরাল বশতঃ বিবিধ দৈবাগন্তুক কারণাধীন, অথবা নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্র-সঞ্চারিত বেগের ন্যায় ঈশ্বরীয় শক্তিসঞ্চার লব্ধ অর্থাৎ প্রভূত সত্বাংশ সম্ভূত তাহাদের সেই উদ্রিক্ত প্রভাব ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে সুতরাং আমরা তাঁহাদের সেই উদ্রিক্ত বিশুদ্ধভাব চিরকাল সমভাবে কি প্রকারে

দেখিতে পাইব। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণেরা সামান্যতঃ মনুষ্য-জাতি হইলেও তাঁহাদের দৈবকলিত সেই উদ্রিক্ত ধর্ম্ম প্রবৃত্তি এবং ব্রহ্মণ্য প্রভাবই তাঁহাদের "ব্রাহ্মণ" ইত্যাকার অবান্তর ভেদের অসাধারণ চিহ্নরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বৎস প্রতিপক্ষেরা কালধর্ম্মে আমাদের পুরাণ ইতিহাসাদিকে পুরাবৃত্ত বলিয়া অঙ্গীকার না করিয়া রচিত গল্পোপন্যাস বলিয়া গ্রহণ করিলেও উহাদিগকে (পুরাণ ইতিহাসাদি) প্রাচীন কালের সাক্ষ্যস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে কেন না যৎকালে যে কোন কাব্য, নাটক ও গল্পোপন্যাসাদি কবিরা রচনা করেন তখন তৎকাল-প্রবাহিত রীতি নীতি আচার ব্যবহার ও তৎকাল প্রচলিত পদার্থ নিকর লইয়াই তাঁহারা গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকেন তাহাতে (পুরাণ ইতিহাসাদিতে) ভূয়োভূয়ঃ বর্ণিত সত্যাদর, জিতেন্দ্রিয়তা, নির্লোভতা, ক্ষমা, দয়া, বদান্যতা, ঈশ্বরোপসনার পরাকাষ্ঠা প্রভৃতি তৎকালের প্রচলিত লোক চর্য্যারিকই অনুকৃতি বা পরিচয় বলিতে হইবে অতএব প্রাচীনকাল যে পবিত্রকাল ছিল সন্দেহ নাই ভিন্ন দেশীয় প্রাচীন পুরুষেরাও এই নিমিত্ত পুরাকালকে গোল্‌ডেন্ এজ অর্থাৎ রত্নতুল্যকাল বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। আদি সৃষ্ট ব্রাহ্মণাদি চারিটী বর্ণ কথিত আছে "চত্বারোজজ্ঞিরে বর্ণা মুখবাহূরুপাদতঃ" বিশ্বস্রষ্টার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রীয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ সইতে শূদ্র উৎপন্ন হয়; ব্রাহ্মণ বেদকীর্ণ মুখ-হইতে উদ্ভূত বশতঃ মুখ্য (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) এবং বেদজ্ঞ

হএন, ক্ষত্রীয় বিধাতার বাহু হইতে উৎপন্ন বশতঃ তাঁহার বাহুবীর্য্যের অধিকারী পরাক্রমশালী হএন, বৈশ্য উরুজাত হওয়াতে উপায় উপার্জ্জনার্থ দিকৃদেশ পর্য্যটন ও নানা উদ্যমশালা হএন, এবং চরণনিঃসৃত শূদ্র, চরণ সেবাতেই রত হয়েন; শূদ্রের সেবাবৃত্তির বীজ এই। বৎস দেখ ধর্ম্মসংস্থা, প্রজারক্ষা; কৃষিবাণিজ্যাদি বিস্তার, এবং উচ্চদলের সাহয্যপরিচর্য্যা, লোকযাত্রা সামঞ্জস্যকর এই চারিটী বৃত্তিই কেমন আবশ্যক। সুতরাং এইগুলিন দৈব নিবন্ধেই হইয়াছিল নতুবা আমি বড় হই তুমি ছোট হও অথবা তুমি ছোট হও আমি বড় হই ইহা কি মনুষ্য কল্পনার আয়ত্ত বিষয়? বৎস দেখ এক্ষণে কালগতিতে লোকের গতিবিপর্য্যয় এবং বৃত্তি বিপর্য্যয় হইলেও দৈবকল্পিত সেই কএকটী বৃত্তি, ধর্ম্মসংস্থা, প্রজারক্ষা, কৃষিবাণিজ্যাদি, উপার্জ্জন বৃত্তি, এবং চতুর্থী পরিচরণবৃত্তি যাত্রা সামঞ্জস্যার্থ লোকে অনতিক্রম্য এবং অখণ্ডনীয়রূপে প্রবহমান রহিয়াছে। অধিক কি বর্ণাশ্রমবিভাগশূন্য ম্লেচ্ছ যবনাদি দেশেও ঐ বৃত্তি চতুষ্টয়ে সম্প্রদায় বিভাগে লোক যাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। অতএব সৃষ্টিকালাবধিই বৃত্তিভেদ বর্ণভেদের বিষয়ে যে অস্মদীয় শাস্ত্র সম্বাদ, ইহা কোনক্রমেই অমূলক এবং অযৌক্তিক নহে। যদি বল যে মনুষ্যের আপন আপন কৃতি সাধ্যানুসারে ছোট বড় হওয়া সম্ভব বটে কিন্তু ঈশ্বরের এরূপ (বর্ণিত প্রকার) পক্ষপাত বা বৈষম্য কি সম্ভব বা উচিত যে কাহাকেও উচ্চপদ আর কাহাকেও দাসত্বভার। সত্য একথা ভাসে বটে কিন্তু

মনুষ্য মাত্রই ক্রিয়মান স্বীয় স্বীয় কর্ম্মদ্বারা নীচও "কালান্তরে উচ্চ হইতে পারিবে উচ্চও নীচ হইবে" এইরূপ নিয়ম স্থাপন করাতে বিশেষতঃ তদযোগ্যপাত্রে তদনুপযোগ এবং তদযোগ্যে তদুপযোগকেই পক্ষপাত বলে। আদি সৃষ্টিকালীন পুরুষমাত্রেব স্বীয় পুরুষকারাধীন যোগ্য অযোগ্য বা পাত্রাপত্র ভাব কিছুই নাই কেবল স্রষ্টার বিবিধাকারে সিসৃক্ষা নিবন্ধনই তথা তথা সৃষ্টিবিধান। অতএব তাহাতে ঈশ্বরের বাস্তবিক পক্ষপাত বা বৈষম্যদোষের আশঙ্কা ঘটিতে পারে না।* এইস্থলে জীব সকল ... কর্ম্মগ্রন্থি জড়িত" এইরূপ সিদ্ধান্তও কেহ কেহ করিয়া থাকেন। বৎস প্রতিপক্ষেরা অবশেষ নিশ্চয়ই বলিবে "রাখ রাখ তোমাদের উদখল কলহের ন্যায জাতিভেদ বর্ণভেদেব কথা রাখ। ভাল ব্রাহ্মণে শূদ্রের অন্ন খাইতে দোষ কি? বৎস কাহাও দেশ শুচি শুদ্ধাচার পুরুষেরা অশুচি অপবিত্র ... অন্ন ভোজনে সহজেই বিরত; বিশেষতঃ সর্ব্বদর্শী ঋষিগণেরা বিজ্ঞান দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে ... যাদৃশ ব ... যাদৃশের অন্নপানাদি ভোজন করে তাহার বুদ্ধির পরিণাম সেইরূপ হয় তাহাতে শূদ্রেরা তামসস্বভাব, তাহাদের অন্নাদিও তামস, ঈশ্বরোদ্দেশে অযোগ্য ... নিবেদিত ... একারণ তাহাদের অপবিত্র অন্নাদি ভক্ষণে স ... গুণের অপক্ষয়াধীন পারমার্থিকী ... উদয় হয় না ... কারণেই তাহা নিষিদ্ধ করিয়াছেন। বৎস দেখ ... হইতেছে এক্ষণকার অমেধ্যাশী আর্য্যকুলসন্তানগণের মহা ভীষণ

হেওবাদজাল্মিনী নাস্তিক্য প্রায় তামসী বুদ্ধি। হে সুশীল-গণ বিশেষতঃ যেহেতু এই কলুষকালে বহুল প্রচ্ছন্ন দুরা-চার পুরুষ সমাজ মিশ্রিত হইযাছে অতএব জাতিকুলসংজ্ঞা মাত্রে কাহারো স্থাল্যন্ন গ্রহণ করা অকবণীয়। বৎস বর্ণিত বিষয় সমস্ত বস্তুতঃ বাস্তবিক হইলেও ইহাতে শাস্ত্র সম্পর্ক থাকা হেতু নব্য যৌক্তিকেরা নহি নহি ইতি শিরশ্চালনপূর্ব্বক বলিযা উঠিবে যে, আমরা যুক্তিগর্ভা উক্তি ভিন্ন এ সব বিচিত্রবাদ বিশ্বাস কবি না। বৎস "যুক্তিগর্ভা উক্তি"—এইস্থলেবিবেচ্য যে তাহাদেব যুক্তিই কি পদার্থ? দেখ এই জগৎসম্বন্ধে প্রকৃতি নিয়মিত বা নিযন্ত্রিত কার্য্যপবম্পবাব পর্য্যালোচনা দ্বারা সংশয়িত বা বিতণ্ডিত বিষযেব সঙ্গতাসঙ্গত তত্ত্বেব মীমাংসা করাব নামই যুক্তি এতদ্ভিন্ন দেখ আব কিছুই নহে। প্রকৃতিই বা কি? দৈবকৃত জগতেব দৃশ্যমান নিযমপ্রবাহই প্রকৃতি। কিন্তু জগতেব আদিমকাণ্ড কতকগুলিন দেখা যায যে প্রকৃতি নিযমেব অতিবিক্ত; দেখ দাম্পত্য ধর্ম্মেই প্রজা (সন্তান) উৎপত্তি হয় এই প্রকৃতি নিযম কিন্তু সৃষ্টিব উপক্রমকালে দম্পতিব অভাব ছিল। এস্থলে কল্পনা কবিলেও প্রকৃতি নিযমের মুখাপেক্ষা ত্যাগ কবিযা পরমে-শ্বরেব অচিন্ত্যশক্তি অঙ্গীকাবে তাঁহাব ইচ্ছা সৃষ্ট অভাব-পক্ষে একটি দম্পতিও কল্পনা কবিতে হইবে সন্দেহ নাই; এইরূপ কল্পনা আর আমাদের আগমবাক্য ফলে প্রায় তুল্যই আছে তথাপি আমরা অনুমান বা কল্পনা ইত্যাদি ক্বচিৎ অন্যথাও হয বলিযা প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবস্থলে

চিরাতীত বিষয়ে আগম আর আপ্তবাক্যকে অধিক প্রামাণ্য জ্ঞান করি যেহেতু আপ্তপুরুষেরা প্রত্যক্ষের সন্নিকৃষ্ট; যেমন পৌত্র অপেক্ষা পুত্রই (পিতামহাশয়) পিতামহঠাকুরের সন্নিকৃষ্ট বশতঃ বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত। ইহাতে প্রতিপক্ষেরা যদি বলে পূর্ব্বতন পুরুষেরা জগতীয় তত্ত্বনির্ধারণে অস্মদাদির ন্যায় ব্যুৎপন্নবুদ্ধি এবং চক্ষুষ্মান ছিলেন না। বৎস একথায় আর অধিক বক্তব্য কি আছে পূর্ব্বেই নিদর্শিত হইয়াছে যে মনুষ্য জাতির পরিবর্ত্তন প্রকৃতি অতি দুর্ব্বার। পূর্ব্বে যে সকল পূর্ব্বতন পুরুষদের (ঋষিদের) বাক্য লোকের মনে পরম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এক্ষণে পরিবর্ত্তনগ্রস্ত নব্যদের মনে বুদ্ধিতে স্থান পাওয়া দূরে থাকুক কানেও তাহা স্থান পায়না "শুনিতে ইচ্ছা করেনা"। যদি বল পরিবর্ত্তন উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট উভয়ইত হইতে পারে এবং নব্যেরাও পরিবর্ত্তনের কথা স্বীকার করে কিন্তু অধুনাতন পরিবর্ত্তন অবস্থাকে তাহারা উৎকৃষ্ট বলিয়া মান্য করিতেছে। বৎস পরিবর্ত্তন উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ই হইতে পারে সত্য কিন্তু শুকমার্কণ্ডেয়াদি ঋষিগণ যখন এই কলির ভাবিত্ববর্ণনে—

"ততশ্চানুদিনং ধর্ম্মঃ সত্যং শৌচং ক্ষমাদয়া।
কালেন বলিনা রাজন্ নঙ্ক্ষ্যত্যায়ুর্বলং স্মৃতিরিতি॥
তদা জনপদা রাজন্ বহু পাষণ্ড সংকুলা ইতি॥
যুগান্তে সমনু প্রাপ্তে তে মৃষা ব্রহ্মবাদিনঃ॥
নয়ক্ষ্যন্তি ন হোষ্যন্তি হেতুবাদ বিমোহিতা ইতি॥
ধর্ম্মং বক্ষ্যন্ত্য ধর্ম্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনং।

সত্যং সংক্ষেপ্স্যতে লোকে নরৈঃ পণ্ডিত মানিভিঃ।
সত্যহান্যা ততস্তেষা মায়ুরল্পং ভবিষ্যতীতি ॥
স্বল্পায়ুষঃ স্বল্প বলা স্বল্প বীর্য্য পরাক্রমাঃ।
অল্প সারাল্প দেহাশ্চ তথা সত্যাল্প ভাষিণঃ। ভবিষ্যন্তি কলৌ”

ইত্যাদি উক্তি দ্বারা কলিকৃত পরিবর্ত্তনের নিকৃষ্টতাই প্রদর্শন করিয়াছেন আর ঐ যে উক্তি সমস্ত উহাঁদের বাচালতা মাত্র তাহা নহে, যখন দিন দিন তাঁহাদের উক্তি সমস্ত ফলরূপেই প্রত্যক্ষ হইতেছে তখন আমরা কলিকৃত পরিবর্ত্তনকে উৎকৃষ্ট বলিয়া কিরূপে গ্রহণ করিব ? যাহারা কলির মোহিনীমায়ায় নিতান্ত মোহিত তাহারা যাহাই বলুক, যাহাই করুক। বৎস আসুরী কলিমায়ার কি মোহিনী শক্তি দেখ দেখি যেকালে সমস্ত কল্যানের মূলীভূত মনুষ্যের পরমায়ুই দিন দিন হ্রস্বতা প্রাপ্ত হইতেছে শত বৎসরও আর পূর্ণ হয না; যেকালে সত্যের শৈথিল্যবশতঃ লোকে বিশ্বাসের বিরলতা ; যেকালে বিশ্বাসের বিরলতা নিবন্ধন পরস্পর সন্দিহানচিত্ততাবশতঃ সৌহার্দ্দ, প্রীতি শান্তি সৌমনস্য প্রভৃতি জীবলোকের সুখসামিগ্রী সমস্তই দিন দিন ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতেছে ; এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়াও সেই কলিকে মোহিতেরা উৎফুল্ল বদনে “অহো সমুজ্বল সময় অহো সমুজ্বল সময়” এইরূপ প্রশংসা করে। প্রত্যুত অনেকেই প্রাচীনকাল এবং প্রাচীন পুরুষদিগকে অন্ধকার এবং অন্ধ বলিয়াই নিশ্চয করেন। বৎস কি মোহ বৈচিত্রী দেখ দেখি আবার তাহারাই প্রাচীন সম্প্রদায় ঋষিগণের তপোযোগসিদ্ধ ত্রিকালদর্শী দিব্যজ্ঞানের প্রতি

অসূয়াক্ষেপ করিয়া বলে "ওহে তাহাদের দিব্যজ্ঞান আর কিছুই নহে সুচতুর পুরুষেরা গতানুগতিক লোকপ্রবাহ নিরীক্ষণ করিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত ভাবিভাব অনুমানসিদ্ধ বলিতে পারে। এমতে উহাদিগকে কখনো বা অজ্ঞ কখনো বা বিজ্ঞ বলাও হয়। বৎস এ ব্যাধির ঔষধ কি আর ইহাকে কি বলা যায়? মোহান্ধতামাত্র নতুবা দেখ দেখি যে ম্লেচ্ছ যবনাদি স্বীয় কর্ম্মদোষবশতঃ এই বৈদিক কুল হইতেই কৃতবিকৃতবেশে বেদবর্জ্জিত যবনসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া নির্ব্বাসিত হয় বলিয়া পুরাণ ইতিহাসাদিতে স্পষ্টরূপে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়।

যথা

যস্তাল জঙ্ঘাল্ যবনান্ শকান্ হৈহয় বর্ব্বরান্।

নাবধীৎ গুরুবাক্যেন চক্রে বিকৃত বেশিনঃ॥

মুণ্ডান শ্মশ্রুধরান্ কাংশ্চিদবহির্বাসসোঽপরান্ ইত্যাদি॥

তাহাদের "আদিম ইত্যর্থে" আদম্ নামে প্রসিদ্ধ পুরুষ, যাহার জন্ম উহাদের ইতিহাসানুসারেই ষট্ সহস্র বর্ষের অনধিকাল, যখন আমাদের দ্বাপর যুগান্তবর্ত্তি চন্দ্রবংশীয় প্রতীপ রাজার সাম্রাজ্যকাল; আর যৎকালে তদ্বংশীয় পূর্ব্বতন নহুস রাজা দুর্ব্বাসা ঋষির অভিশাপে অজগর দেহ প্রাপ্ত হইয়া ঋষির (দুর্বাসার) প্রসাদ বাক্যে শাপ মোচনার্থ তদ্বংশীয় ভাবি রাজা যুধিষ্ঠিরের দর্শনপ্রতীক্ষায় বিপাশা নদীতীরবনে ছিলেন; এবং যৎকালে দমরাজা কর্ত্তৃক পাশ্চাত্য যবন ম্লেচ্ছ সকল নিহত হইয়া কেবল বহি আর ইক নাম্নী তৎপত্নী (যদ্দ্বারা বাহিকাখ্য ম্লেচ্ছ

বংশের পুনরুৎপত্তি হয়) ঐ সর্পদেহধারী নহুষের উপদেশে পিশাচচর্য্যা ত্যাগ পূর্ব্বক মনুষ্যচর্য্যায় উন্মুখ হইয়াছিল এই সমস্ত বিবরণ অস্মৎ পণ্ডিতমণ্ডলীকর্ত্তৃক উদ্ঘাটিত হইয়াছে) তাহাকে সমস্ত মানবমণ্ডলীরই আদি পুরুষ বলিতে কেহ! কেহ বিতর্কোৎসাহ প্রকাশ করেন কেহ বা অসংশয় তন্মস্থও হইয়াছেন কিন্তু আপনাদের যে সর্ব্ব প্রাচীন আপ্তবাক্য অর্থাৎ সংহিতা শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া তাহাকে অশ্রদ্ধেয় বাগাড়ম্বর বলিয়া অগ্রাহ্য করে? বৎস কুতর্ক বিদ্যায় মোহিত যুবকগণ শাস্ত্রবর্জিত কেবল লৌকিক যুক্তি দ্বারাই জগতীয় সমস্ত বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কিন্তু দৈবপরতন্ত্র এই জগৎ অবিতর্ক্য ইহার যে কোন কার্য্য কি গতিকে হইতেছে তাহার ইয়ত্তা কি লৌকিক জ্ঞান বা লৌকিক বুদ্ধি পরামর্শের গম্য? দেখ দেখি দুর্নিমিত্ত দর্শনে অমঙ্গল, আকাশস্থ গ্রহগণকর্ত্তৃক পুরুষের রাশি ভোগাধীন শুভাশুভ অথবা তদুপলক্ষিত সময়ানুসারে পুরুষের উন্নতি অবনতি, অঙ্গস্পন্দনবিশেষে কুশলাকুশল, প্রশ্বাস বায়ুর নিদর্শনে দৈনন্দিন শুভাশুভজ্ঞান, ভাগ্যসূচক হস্ত পদাদির রেখা নিদর্শন, স্বপ্নদর্শনেও ক্বচিৎ তথা তথা ফলাবাপ্তি, এবং যাত্রাকালীন ক্ষুৎপ্রহ্বনাদি বাধাপাতে কার্য্যহানি ইত্যাদি দৈবসম্বন্ধ অনেক বিষয় যে প্রত্যক্ষ ফল ইহা অনেকেই স্বীকার করিবেন, কিন্তু এই স্থলে উহাদের শুষ্ক তর্কের প্রবেশসামর্থ্য আছে কি? তথাপি ঐ নবীনেরা এমনিই হেতুবাদ বিমোহিত অবস্থাপন্ন হইয়াছে যে আমাদের দৈবপ্রবর্ত্তিত সত্য শাস্ত্র সত্য ধর্ম্ম

সমস্তই সত্য, বৈদিক বাদকে সংশয়পঙ্কে নিগূহিত করিতেছে। বৎস আমাদের যে প্রাচীন শাস্ত্র বা প্রাচীন লিপি লেখা ইহাই বাস্তবিক প্রাচীন যেহেতু বিশ্বস্রষ্টার সাক্ষাৎ সন্নিকৃষ্ট আপ্তপুরুষদের সম্বাদিত। বৎস বল দেখি তত্ত্ববিদ্যা বা অর্থবিদ্যা অথবা যেকোন বিদ্যাশাখারই বল, বীজ আমাদের বৈদিক শাস্ত্ররত্নাকর হইতে কে না গ্রহণ করিয়াছে? তবে কালচক্রের গতিক্রমে আমাদের আর্য্যভূমির অবসন্নতাধীন অস্মদীয় শাস্ত্র সকলের ভূরি অংশে বিলোপ, অধ্যয়নোপদেশের উপরম, সুতরাং অনুশীলনের খর্ব্বতাধীন বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রশাখার প্রতিপাদ্য প্রক্রিয়ার লোপাপত্তিবশতঃ শাস্ত্রের ভূরি ভূরি স্থলে প্রকৃতমর্ম্মগ্রহ করাই দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ যে দুর্জ্ঞেয় হইয়াছে তাহার দুই একটি উদাহরণ তোমাদিগকে দেখাইতেছি।

একদিন, টুক্ টুক্ করিয়া ভ্রমণ করে যে ক্লাক্ নামক ঘটিকাযন্ত্রের কাঁটা, তাহা নিরীক্ষণ করিতে করিতে আমাদের দণ্ডপবিমিত কালবাচী নাড়ী শব্দটী স্মৃতিপথে আসিয়া মনে এই ভাবটি উদয় করাইয়া দিল যে অহো মনুষ্যের জীবসাক্ষিণী নাড়ী যেমন বাতাদি বেগাহত হইয়া টুক্‌টুক্ করিয়া স্পন্দন করে অবিকল তাহারই ন্যায় এই ঘটীযন্ত্রের মানশলাকাও টুক্‌টুক্ করিয়া ফিরিতেছে। এতৎপ্রসঙ্গে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকাপত্রোধৃত সূর্য্যসিদ্ধান্ত, শিল্পসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের বাক্যগুলিনও মনে আবির্ভূত হইল; তাহার সারার্থে এই প্রকাশ আছে যে কালপরিমাণ যন্ত্র দ্বাদশ প্রকার হয়; তাহার মধ্যে নরযন্ত্রনামা যন্ত্রই বিজাতীয় গ্রাম্য ভাষায়

ক্লাক্ যন্ত্রনামে পরিচিত; এবং ইত্যাদি যন্ত্র সকল কালক্রমে আবির্ভূত হয় আবার কালক্রমে লুপ্তও হয ইতি। ইত্যাদি বাক্যের আলোচনায় এইটি ধারণাপথে আসিল যে তবে জীবনাড়ীর ন্যায় স্পন্দনহেতুকই হইবে ঘটীযন্ত্রের দণ্ড সূচক শলাকাতেই প্রাচীনকালে নাড়ীশব্দের ব্যবহারাধীন দণ্ডপরিমিত কালেরও ঐ নাড়ীসংজ্ঞা পারিভাষিকরূপে হইয়া থাকিবে। আমাদের জ্যোতিঃশাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায় যে ঐ ক্লাক্যন্ত্রের ন্যায় চতুর্বিংশতি হোরা বিভাগে দিবা রাত্রি বিভাগ করেন; ইহাতেও অনুমানসিদ্ধ যে তবে আমাদের নরযন্ত্র শব্দবাচ্য সময়পরিমাণযন্ত্র পূর্ব্বে থাকিবে নতুবা চতুর্বিংশতি হোরা কল্পনায় রাত্রি দিন বিভাগের কারণ কি? এক্ষণে সন্দেহ, হোবা শব্দটী লাতিনাখ্য বিজাতীয ভাষাতেও তুল্যস্থলে এবং তুল্য অর্থে ব্যবহৃত অতএব ঐ ভাষা হইতে আমাদের জ্যোতিঃশাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে কি আমাদের হইতে তদ্ভাষীরা গ্রহণ করিয়াছে? এস্থলে বিদ্বৎপুরুষেরাই বলিবেন যে বিদ্যাবিপণি (বিদ্যারহাট) কাহারা অগ্রে প্রসারিত করিয়াছিল?

যাহা হউক নাড়ী প্রভৃতি শব্দভঙ্গির পর্য্যালোচনায় প্রস্তুত বিষয়েও একটী বিশেষ ভাবোদয হইতেছে যে শুক্ল কৃষ্ণাদি কান্তিবাচক বর্ণশব্দ ব্রাহ্মণাদি সম্প্রদায় ভেদে যেন পারিভাষিকের ন্যায কেন ব্যবহৃত হইল? ফলে এদিকে দেখিতেও পাওযা যায় যে নিতান্ত তামসপ্রকৃতি হড্ডীপবেণুজীবি প্রভৃতির একপ্রকার বীভৎস কান্তি; সত্বসম্পন্ন, ব্রহ্মণ্য, ব্রাহ্মণবর্য্যদের উত্তরোত্তর পরমহংস পদারূঢ়

পুরুষদের বিশেষ একটি শ্রদ্ধাস্পদ সৌম্যাবভাস; শাস্ত্রেও বলে সত্ব রজতমঃ এই গুণত্রয়ের বিভাগক্রমে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের উৎপত্তি। তবে কি আদি সৃষ্টিতে সত্বাদিগুণনিষ্ঠ তাহাদের কান্তিগত কোন বিশেষ থাকাতেই তাহারা পারিভাষিক বর্ণসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছিল? অন্যথা কেবলমাত্র সম্প্রদায় ভেদ তাৎপর্য্য হইলে শ্রেণী, সম্প্রদায়, দল, গণ প্রভৃতি সুস্পষ্ট সম্প্রদায় বোধক শব্দের ব্যবহার না করিবেন কেন? অপিচ আমাদের জন্মপত্রিকাতে ভাগ্য গণনায় শূদ্রাদি বালকেরো বিপ্রাদিবর্ণ নির্দ্দেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে তদ্বারাও অনুভূত হইতেছে যে বর্ণ শব্দটী জাতিভেদ পর নহে; কোন বিশেষ ভাবসূচকমাত্র। বৎস আমাদের শাস্ত্র সমুদ্রবিস্তার বিশেষতঃ অস্মাদৃশ স্বল্পবিৎ জনের তাহাতে প্রচুর জ্ঞানের অভাব অতএব এ সমস্ত দুর্জ্ঞেয় বিষয় এক্ষণে এতদবস্থই রহিল পশ্চাৎ শাস্ত্রমর্ম্ম অনুসন্ধেয়।

প্রতিপক্ষদের পুনরাক্ষেপ। ভাল ভাল তোমাদের দেশের অবসন্নতা তো তোমরাই স্বীকার করিতেছ; অপিচ আমাদের কর্ত্তৃকুলের উন্নতিও প্রত্যক্ষসিদ্ধ; তোমাদের যদিও ছিল কিন্তু সম্প্রতি ইহারাই শিল্প ভৈষজ্যাদি সমস্ত বিদ্যার লুপ্তোদ্ধার করাতে বর্ত্তমান সময় উজ্জ্বলীকৃত কেন নয় বল? উত্তর, বটে নির্ব্বাণ অবস্থায় প্রদীপের যেমন একবার ক্ষণস্ফুরণ, ইহাও তদ্রূপমাত্র নতুবা সকলি অনিষ্টপূর্ণ। অপিচ শিল্পাদি প্রাচুর্য্যেই যে কালের বাস্তবিক উজ্জ্বলতা পর্য্যবসন্ন তাহাও নহে। বস্তুতঃ যাবৎ লোকে ধর্ম্মের স্থিরতা থাকে তাবতই সত্য দয়া বিশ্বাস এবং তন্মূলক

পরস্পর প্রীতি সৌমনস্য শান্তি প্রভৃতি সুখাকর সামগ্রী লোকে অবিচ্ছিন্নরূপে প্রবাহিত থাকাতেই সময়কে পবিত্রোজ্বল করে; ধর্ম্ম স্থৈর্য্য ব্যতিরেকে অর্থাৎ ধর্ম্মের ব্যতিক্রমাবস্থায় ঐ সুখাকর সামিগ্রী সমস্তই বিশৃঙ্খল্যভাবাপন্ন হইয়া কালকে কষায়িত এবং দুঃখভূয়িষ্ঠ করে। ত্রিকালদর্শী ঋষিগণেরা এই নিমিত্তই কলিযুগের কলুষত্ব নির্ব্বাচন করিয়া গিয়াছেন। অতএব বৎস উহাদের (কুতর্কিদের) কুতর্কবাদ উহাদেরই থাকুক; আমরা এক্ষণে প্রস্তুত বিষয়ে আর একটী কথা বলিয়া উপসংহার করি, ভাল দেখ দেখি যদি ঐ ব্রাহ্মণেদের লোকবিস্মাপক একটি অসাধারণ ব্রহ্মণ্য মাহাত্ম্য না থাকিবে তবে বীরপুরুষ ক্ষত্রিয়র্ষভেরা ঐ ধমনীততশরীর বনবাসী ব্রহ্মর্ষিকুলের পদাবনত হইয়া সম্মানের প্রথমাসন তাহাদিগকে কেন প্রদান করিবে অতএব আদি সৃষ্টিতে দৈবোপকল্পিত সেই সেই বিশেষ বিশেষ গুণ বীর্য্যাদি দ্বারাই ব্রাহ্মণাদি সজাতীয় পৃথক্ সম্প্রদায় সিদ্ধ হইয়াছে এই নির্য্যাস।

ইতি শিক্ষানর্ম্মসখী দ্বিতীয় বিভাগ চতুর্থ প্রবোধঃ।

অথ পঞ্চম প্রবোধ।

হাঃ কলির কি প্রভাব!। বৎস দেখ পুরাণ ইতিহাসাদি শাস্ত্র আমাদের বৈদিকশাস্ত্রের প্রধান অংশ; ঋষিগণেরাও যাহাকে এইরূপ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন যে "যোবেত্তিচতুরোবেদান্ সাঙ্গোপনিষদোদ্বিজাঃ। পুরাণং

নৈব জানাতি নচ সম্যাদ্বিক্ষণঃ” যদি সোপনিষদ্ চতুর্ব্বেদ পারগ হয়, তথাপি পুরাণজ্ঞ না হইলে সে বিচক্ষণ বলিয়া গণ্য হয় না। ফলতঃ প্রশংসার যোগ্যই বটে, যেহেতু এই জগতের সৃষ্টিকাল হইতে শেষ পর্য্যন্ত ভূত ও ভবিষ্যৎ সমস্ত বিষয়ের ও পরিজ্ঞানের নিমিত্ত পুরাণশাস্ত্র ভিন্ন আর কোনও এমন শাস্ত্র নাই এই নিমিত্তই “পুরাণং পঞ্চমোবেদঃ” পুরাণশাস্ত্র পঞ্চম বেদ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু কালমাহাত্ম্যেই বলিতে হইবে নব্যসম্প্রদায়িদের নিকট তাহা অগ্রাহ্যের মধ্যেই পতিত হইয়াছে। কেহ বলে উহা উপন্যাসের মধ্যে; কেহ উহা চিত্তবিনোদন কাব্যের মধ্যে; কেহ বা বলে যে উহা উপন্যাসগর্ভ পুরাবৃত্তাভাস প্রবন্ধবিশেষ ইত্যাদি। কিন্তু বৎস তাহা উহাদের মধ্যে একটীও নহে যেহেতু উপন্যাস সে কেবল কল্পনাময় বাক্য। কাব্য সেই বাক্যের নানা ভঙ্গি অর্থাৎ অলঙ্কারযুক্ত চিত্তচমৎকারি রচনাসূত্রে কোন পুরুষবিশেষের কৃতকৃত্য ও সাদগুন্যাদি বর্ণনমাত্র। এবং পুরাবৃত্তও দেশ বিশেষের রাজাবলি ও রাজ্যবৃত্তান্তমাত্র পুরাণশাস্ত্রে এই জগতের যথাবৎ উৎপত্তি, এবং তদাদি কালাবধি ব্রহ্মর্ষি এবং রাজর্ষিগণের বংশ বিস্তার এবং তাঁহাদের বৈষয়িক এবং পারমার্থিক কৃত্যকলাপ, এবং এই মহীমণ্ডলে ঈশ্বরীয় নানা লীলা বিলাস এবং তৎপ্রসঙ্গে বিবিধ ধর্ম্মাখ্যান এবং উপাসনাতত্ত্ব, রাজনীতি নানা হিতোপদেশ প্রভৃতি এই জগতের অশেষবস্তু ভূত, এবং ভাবি ঘটনাপর্য্যন্ত বিন্যস্ত ও বর্ণিত আছে।

দিব্যজ্ঞানশালী সত্যশীল ঋষিগণের বাক্য বিশ্বাসাবহ স্থিরকালই আছে বিশেষতঃ অনেক ভাবিবিষয় যাহা তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন সেই সমস্ত কালে কালে আমাদের প্রত্যক্ষপথে আসিবাতে ঐ পুরাণাদি শাস্ত্র বর্ণনাতীতরূপে বিশ্বাস্য হইয়াছে। অতীত দ্বাপরযুগে ভগবৎকলাবতীর্ণ বেদব্যাস ঋষি ঋষ্যাদি পরম্পরার তথা তথা সম্বাদপরম্পরা সংকলন করিযা তত্তদাখ্যাবিশেষে পুরাণশাস্ত্রের সংগ্রহ করেন। এবং সেই সেই পুরাণ প্রসঙ্গে।

ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায স্বরদ্বিষাং।

বুদ্ধোনামাঞ্জনসুতঃ কীটকেষু ভবিষ্যতি ইত্যাদি শ্রীভাগবতং॥

কলিতে বুদ্ধনামা অঞ্জনাদেবীর পুত্র আবির্ভূত হইয়া অসুর পুরুষদের মোহনার্থ বেদবাহ্য বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিবেন এই কথা যে লিখিত ছিল তাহা অলিক বাক ন্যহে ইহা সকলেই বিদিত হইযাছেন।

ব্রহ্মপুত্রোবিশ্বকর্ম্মা তৎসুতশ্চ মযাসুরঃ।

মযস্যৈব এযঃ পুত্রাদ্বীপান্তবনিবাসিনঃ॥

শুক্লবর্ণাস্তাম্রমুখা নীতিজ্ঞাঃ শিল্পপাবগাঃ।

তে রাজানো ভবিষ্যন্তি হ্যাসমুদ্রান্ত মে বচ॥ ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তং॥

কলেঃ পঞ্চসহস্রাব্দে কিঞ্চিন্নূনে দ্বিজর্ষভাঃ।

ম্লেচ্ছানীকাঃ শ্বেতবর্ণাঃ শুরা বস্ত্রোপশোভিনঃ॥

ভবিষ্যন্তি মহীপালাঃ কলৌবৈবেদনিন্দকাঃ॥ ইতি ভবিষ্যং।

ব্রহ্মার পুত্র বিশ্বকর্ম্মা, তাহার পুত্র ময়াসুর, ঐ যমের (ময়ের) তিন পুত্র দ্বীপান্তর নিবাসী; তাহারা শুক্লবর্ণ শরীর, তাম্রবর্ণ মুখ, নীতিজ্ঞ শিল্পকুশল, তাহারা কলিতে সমুদ্রান্ত পৃথিবীর রাজা হইবেক। এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় লিখন এবং কলির

কিঞ্চিৎ ন্যূন পঞ্চসহস্র বৎসর পরিমিতকালে শ্বেতবর্ণ ম্লেচ্ছানীকেরা মহীপাল হইবে; উহাদের শুরা আর বস্ত্র-মাত্র ভূষণ; আর উহারা বেদশাস্ত্রের গ্লানিকর। এই রূপ ভবিষ্যের লিখন। এ সমস্ত উক্তি বর্ত্তমান ধবলাকৃতি সুচতুর বর্ত্তমান রাজকুলেই প্রত্যক্ষ।

তত্রৈব সর্ব্বে ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি সংপ্রাপ্তেও কলৌনবাঃ।
নানু তিষ্ঠন্তি মৈত্রেয শিশ্লোদব পবাযণাঃ॥

কলিতে অনেকেই ব্রহ্মবাদীমাত্র হইবে, কিন্তু অনুষ্ঠান বর্জ্জিত কেবলমাত্র শিশ্লোদরপরায়ণ হইবে অর্থাৎ "একমেবাদ্বিতীযং" এই কথামাত্রের উপর নির্ভর করিয়া অন্নবিচার আর যোনি বিচার ত্যাগ করিবে। এই বাক্যের ফলও এক্ষণকার নবোদ্ভাবিত ব্রাহ্মধর্ম্মেই সুব্যক্ত।

মহাভারতে বনপর্ব্বে যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয় সম্বাদে কলিযুগ বর্ণনে যথা।

ম্লেচ্ছাচাবাঃ সর্ব্বভক্ষ্যাঃ দারুণাঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
ভাবিনঃ পশ্চিমে কালে মনুষ্যা নাত্রসংশযঃ॥

কলিযুগে মনুষ্য সকল ম্লেচ্ছাচার সর্ব্বভক্ষ্য এবং দারুণকর্ম্মা অর্থাৎ বিধি নিষেধ ত্যাগে যথেষ্টাচারী মনোরথবাদী হইবে।

নিবৃত্তযজ্ঞস্বাধ্যাযা দণ্ডাজিন বিবর্জিতাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বভক্ষ্যাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌযুগে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিযা বৈশ্যাঃ সংকীর্য্যন্তে পবস্পরং॥

কলিযুগে ব্রাহ্মণকুমারেরাও দণ্ডাজিন যজ্ঞসূত্রাদি বিবর্জ্জিত, এবং যজ্ঞ ও বেদাধ্যয়নশূন্য হইয়া ম্লেচ্ছবৎ মেধ্যামেধ্য সর্ব্বভোজী হইবে এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রীয় বৈশ্য প্রভৃতি সকলেই একাকীর্ণ হইবে।

স্বল্পায়ুষঃ স্বল্পবলাঃ স্বল্পবীর্য্যপরাক্রমাঃ।
অল্পসায়াল্পদেহাশ্চ তথা সত্যাল্পভাষিণঃ॥

কলিতে মনুষ্য সকল স্বল্প পরমায়ু, স্বল্প বলবীর্য্য, ক্ষুদ্র দেহ হইবে এবং সত্য কথনও মনুষ্যের স্বল্প হইবে।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা বিকর্ম্মস্থানরাধিপ।
যুগান্তে সমনুপ্রাপ্তে তে মৃষা ব্রহ্মবাদিনঃ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রীয় বৈশ্য এই উত্তম বর্ণেরাও বিকর্ম্মস্থ অর্থাৎ স্বস্ব বৃত্তি ত্যাগ পূর্ব্বক যথারুচি নিন্দিত বৃত্তিও অবলম্বন করিবে। আর তাহারা সব্ মৃষা অর্থাৎ বেদোদিত নিত্যনৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ত্যাগপূর্ব্বক কাল্পনিক ব্রহ্মবাদী হইবে।

বহবো ম্লেচ্ছরাজা নঃ পৃথিব্যাং মনুজাধিপ।
ভো বাদিন স্তথা শূদ্রা ব্রাহ্মণাশ্চার্য্যবাদিনঃ॥

কলিতে ক্রমান্বয়ে ম্লেচ্ছেরাই রাজা হইবে। শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের প্রতি অবজ্ঞাসূচক ভোবাদী (ওহে ওরে সম্বোধী) হইবে এবং ব্রাহ্মণেরা হত প্রভাবহেতু শূদ্রের প্রতি আর্য্যবাদী (মহাশয় সম্বোধী) হইবে।

মিথ্যাচ নখরোমাণি ধারয়ন্তি তদাদ্বিজাঃ।
অর্থলোভান্নর ব্যাঘ্র তথাচ ব্রহ্মচারিণঃ॥
আশ্রমেষু বৃথাচারাঃ পান পা গুরুতল্পগাঃ॥

মহারাজা বীর্য্যহীন লোভায়ও ব্রাহ্মণেরা অচ্ছিন্ন নখরোমে সজ্জিত হইয়া ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ করিবে। আশ্রমী পুরুষ সকলেই আচারভ্রষ্ট মদ্যপায়ী, অজিতেন্দ্রিয় গুরুকলত্রগামী হইবে।

ঐহ লৌকিক মীহন্তে মাংস শোণিতবর্দ্ধনং।
বহুপাষণ্ডসংকীর্ণাঃ পবান্ন গুণবাদিনঃ॥

পরলোকাস্তিক্যে খর্ব্বাদৃষ্টি হইয়া লোক কেবল মাংস শোণিত বর্দ্ধন ইহলৌকিক সুখেরি পথিক হইবে আর নানা কল্পিত ধর্ম্মে সকীর্ণ হইয়া সকলের সহিত একত্র পান ভোজনকেই গুণ বলিয়া জ্ঞান করিবে।

আয়ুঃ ক্ষযো মনুষ্যাণাং ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি।
ভবন্তি ষোড়শে বর্ষে নরাঃ পলিতিনস্তথা॥

মনুষ্যের আয়ুঃক্ষয় কলিতে শীঘ্রই হইবে। ষোড়শ বর্ষেও পলিতকেশ গলিতদন্ত হইবে। আরও অন্যত্র কথিত আছে—

ব্যাজৈর্ধর্ম্মং চবিষ্যন্তি ধর্ম্ম বৈতংসিকা নরাঃ।
সত্যং সংক্ষেপস্তেতে লোকে নবৈঃ পণ্ডিতমানিভিঃ॥
সত্যহান্যা ততস্তেষা মাযুবল্পং ভবিষ্যতি॥

অনেকে ধর্ম্মধ্বজী হইয়ামাত্র আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া লোক সমাজে জানাইবে। পণ্ডিতাভিমানী হইয়া অর্থাৎ আমিই তত্বদর্শী ইত্যাকার জ্ঞানে সত্য ধর্ম্মের গ্লানি করিবে। ফলে কলিতে প্রকৃত সত্যের হানি হওয়াতে অল্পায়ু হইবে।

নব্রতানি চবিষ্যন্তি ব্রাহ্মণা বেদ নিন্দকাঃ।
নয়ক্ষ্যন্তি ন হোষ্যন্তি হেতুবাদ বিমোহিতাঃ॥
নিম্নোম্বীহাং কবিষ্যন্তি হেতুবাদ বিমোহিতাঃ॥

কলিতে ব্রাহ্মণ কুমারেরাও হেতুবাদ বিমূঢ় কুতর্ক পরায়ণ হইয়া চিরমান্য বেদকে অগ্রাহ্যকরত যাগ যজ্ঞ ব্রত নিয়মাদি সমস্তই পরিত্যাগ করিবে। অধিক কি কুতর্ক পরায়ণ হইয়া নীচ প্রবৃত্তিতেই রত হইবে।

ম্লেচ্ছীভূতং জগৎ সর্ব্বং নিস্ক্রিয়ং যজ্ঞবর্জিতং।
ভবিষ্যতি নিরানন্দ মনুৎসব মথো তথা॥

ক্রমে জগৎ সমস্ত যজ্ঞবর্জিত ক্রিয়াহীন ম্লেচ্ছপ্রায় হইবে। লোক সকল নিরানন্দ এবং উৎসবশূন্য হইবে।

বাজানশ্চ প্রজা ভক্ষ্যা পরার্থান্ মূঢ় চেতসঃ।
নানোপায়ৈ হঁরিষ্যন্তি যুগান্তে সমুপস্থিতে॥

অন্তিম যুগে রাজারাও নির্দয় প্রজা ভক্ষক হইয়া নানা উপায় দ্বারা প্রজার অর্থাকর্ষণ করিবে।

কুবাজভিশ্চ সততং করভাব প্রপীড়িতাঃ।
ধৈর্য্যংত্যক্ত্বা মহীপাল দারুণে যুগসংক্ষয়ে॥
বিকর্ম্মাণি করিষ্যন্তি শূদ্রাণাং পরিচারকাঃ॥

মহারাজ! যুগাবসানে নির্দয় রাজগণের করভারপ্রপীড়িত প্রজাগণ অস্থির হইয়া নানা কুকর্ম্ম ও কুৎসিত বৃত্তি অবলম্বন করিবে। ব্রাহ্মণেও শূদ্রের দাসত্ব পর্য্যন্ত করিবে।

শূদ্রা ধর্ম্মং প্রবক্ষ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ পর্য্যুপাসকাঃ।
শ্রোতারশ্চ ভবিষ্যন্তি প্রামাণ্যেন ব্যবস্থিতাঃ॥

মহারাজ! কলির বিপর্য্যয়ের কথা কি কহিব। শূদ্রেরা ধর্ম্মবাদ বক্তা হইবে ব্রাহ্মণকুলজন্মারা তাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিবে এবং তাহাদের পর্য্যুপাসনা করিবে।

পুত্রঃ পিতৃবধং কৃত্বা পিতা পুত্র বধং তথা।
নিরুদ্বেগো বৃহদ্বাদী ননিন্দা মুপলপস্যতে॥

পুত্র পিতৃবধ করিয়া এবং পিতাও পুত্রবধ করিয়া প্রগল্‌ভবাদী হইবে লোকেও নিন্দাভাজন হইবে না।

ন কন্যাং যাচতে কশ্চিৎ নচ কন্যা প্রদীয়তে।
স্বয়ং গ্রাহা ভরিষ্যন্তি যুগান্তে সমুপস্থিতে॥
সপ্তবর্ষাষ্টবর্ষা বা নারী পুত্রং প্রসূয়তে॥

অন্তিমযুগে কন্যার আদান প্রদান থাকিবে না। তাহারা স্বয়ং পাত্রস্থ হইবে। সপ্তাষ্টবর্ষা রমণীরাও সন্তান প্রসব করিবে।

বিপরীতশ্চ লোকোঽয়ং ভবিষ্যত্যধরোত্তরঃ।
অধর্ম্মো বর্দ্ধতে তত্র নচ ধর্ম্ম প্রবর্ত্ততে॥

লোকচর্য্যার বিপর্য্যয় হইবে, শ্রেষ্ঠ অপকৃষ্ট হইবে এবং অপকৃষ্ট উৎকৃষ্ট হইবে; ধর্ম্মের উন্নতি থাকিবে না; অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইবে।

শ্রীভাগবতে শুক পরীক্ষিত সম্বাদে যথা।

ততশ্চানুদিনং ধর্ম্মঃ সত্যং শৌচং ক্ষমাদয়া।
কালেন বলিনা রাজন্ নঙ্ক্ষ্যত্যায়ুর্বলং স্মৃতি॥

মহারাজ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বধাম গমনানন্তর কলির প্রাদুর্ভাব হইয়া ধর্ম্ম, সত্য, শৌচাচার, ক্ষমা, দয়া মনুষ্যের-পরমায়, বল, স্মৃতি প্রভৃতি দিন দিন হ্রাস হইবে।

বিত্তমেব কলৌ নৃনাং জন্মাচার কুলাদয়ঃ।
ধর্ম্মন্যায় ব্যবস্থায়াং কারণং বল মেব হি॥

জাতি, কুল, আচার প্রভৃতি আভিজাত্য ব্যাপার ধনেতেই সমস্ত নির্ভর করিবে। ধর্ম্মতঃ এবং ন্যায়তঃ মীমাংসনীয় স্থলে বলই প্রতিষ্ঠিত হইবে।

অবৃত্ত্যা ন্যায় দৌর্ব্বল্যং পাণ্ডিত্যে চাপলং বচঃ।
অনাঢ্যতৈবা সাধুত্বে সাধুত্বে দম্ভ এবহি॥

নির্ধনের ন্যায়ও অন্যায় হইবে, বাচালতাই পাণ্ডিত্যের নির্ধনতাই, অসাধুত্বের এবং প্রগল্‌ভতাই সাধুত্বের পরিচয় চিহ্ন হইবে।

দাম্পত্যেঽভিরুচি র্হেতু র্মায়ৈব ব্যবহারিকে।
স্ত্রীত্বে পুংস্ত্বেচহি রতির্বিপ্রত্বে সূত্র ধারণং॥

পরস্পর অভিরুচিই দাম্পত্য ধর্ম্মের সম্পাদক হইবে। রতিসাধনার্থই স্ত্রী পুরুষ বিভাগ; এবং সূত্রধারণমাত্রেই ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় হইবে।

যস্মাৎ ক্ষুদ্রদৃশো মর্ত্যাঃ ক্ষুদ্রভাগ্যা মহাশনাঃ।
কামিনো বিত্তহীনাশ্চ স্বৈরিণ্যশ্চ স্ত্রিয়োঽসতীঃ॥
দস্যুৎকটা জনপদাঃ বেদাঃ পাষণ্ডদূষিতাঃ॥
রাজানশ্চ প্রজা ভক্ষাঃ শিশ্নোদর পরা দ্বিজাঃ॥
অব্রতা বটবোঽ শৌচা ভিক্ষবশ্চ কুটুম্বিনঃ॥
তপস্বিনো গ্রামবাসা ন্যাসিনোঽপ্যর্থলোলুপাঃ॥

মনুষ্য সকল ক্ষুদ্রাশয, ক্ষুদ্রভাগ্য, অশনলোলুপ, কামাতুর এবং দরিদ্রবহুল হইবে। স্ত্রীগণ অসতী এবং স্বৈরচারিণী বেশ্যাপ্রায় হইবে, জনপদ সমস্ত দস্যু দুর্বৃত্তবহুল হইবে। বেদশাস্ত্র পাযণ্ড ধর্ম্মিদের দ্বারা দূষিত (অপবাদিত) হইবে। রাজারা প্রজাপালক না হইয়া প্রজাভক্ষক হইবে, ব্রাহ্মণ সকল শিশ্নোদর পরায়ণ হইবে। মানবক ব্রহ্মচারী হইযা শৌচাচার এবং ব্রহ্মচর্য্য হীন হইবে। ত্যক্ত পরিগ্রহ কৌপীনধারি ভিক্ষুককুল যোষিৎসঙ্গী হইবে। বনাশ্রমী তাপসেরাও বিষয়লোভে গ্রামবাসী হইবে। এবং যত্যাশ্রমীরাও (সন্ন্যাসী দণ্ডী প্রভৃতি) অর্থলোলুপ হইবে।

অনাপদ্যপি চমংস্যেন্তে বৃত্তিং সাধু জুগুপ্সিতাং।
ধর্ম্মং বক্ষ্যন্ত্য ধর্ম্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনং॥

নিত্যমুদ্বিগ্নমনসো দুর্ভিক্ষকর কর্ষিতাঃ।
পিতৄন ভ্রাতৄন সুহৃৎ জ্ঞাতীন্ ত্যক্ত্বা সৌরতসৌহৃদঃ
ননন্দৃশ্যালসম্বন্ধা দীন-স্ত্রৈণাঃ কলৌনরাঃ॥
ত্রিংশৎ বিংশতিবর্ষাণি পরমায়ূঃ কলৌনৃণাং।
ক্ষীয়মানেষু দেহেষু দেহিনাং কলিদোষতঃ॥

আপৎকাল ভিন্ন স্বচ্ছন্দ সময়েও নিন্দিতবৃত্তিকে সাদরে গ্রহণ করিবে। যাহারা বাস্তবিক ধর্ম্মমর্ম্মজ্ঞ নহে তাহারাই উত্তমাসনে আরূঢ় হইয়া ধর্ম্মবক্তা হইবে। প্রজা সকল দুর্ভিক্ষ আর রাজকরে ক্লিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা উদ্বেগযুক্ত হইবে লোকসকল স্ত্রীবশগ এবং কৃপণমতি হইয়া খুড়া জেঠা ভাই বন্ধু ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া স্ত্রীর সম্পর্কীয় গোষ্ঠী-কেই সুহৃদ্‌বর্গে গ্রহণ করিবে। এবং এই প্রকার কলির কুচর্য্যায় ক্ষীয়মান আয়ু হইয়া ত্রিশ বৎসরে বিশ বৎরে গতাসু হইবে ইত্যাদি।

স্কন্দপুরাণে জৈমিনি মৈত্রেয়াদি সম্বাদেও—

ঘোরে কলিযুগেতস্মিন্ ত্রিপাদে ধর্ম্মবিপ্লবে।
ধর্ম্মস্তত্র দ্বেকপাদঃ কশ্চিত্তস্য ভয়াচ্চরেৎ॥
সর্ব্বেঽনৃতপ্রধানাহি দাম্ভিকাঃ শঠবৃত্তয়ঃ।
প্রায়শ্চাচার বিমুখা জীহ্বোপস্থ পরায়ণাঃ॥
নধ্যায়ন্তি-নতপ্যন্তি ব্রতয়ন্তি কদাচন ইত্যাদি॥

ঘোর কলিযুগে চতুষ্পাৎ ধর্ম্মের ত্রিপাৎ বিনষ্ট হইয়া এক পাদমাত্র যে থাকিবে তাহাও ধর্ম্মভীরু কেহ কেহমাত্র রক্ষা করিবে। প্রায় সকল লোকই মিথ্যা প্রবঞ্চণাপটু, দাম্ভিক, এবং শঠ, আচারবর্জিত ম্লেচ্ছ প্রায় ব্যবহার,

ঈশ্বরচিন্তা-বিমুখ, তপস্যাবিহীন, ব্রত নিয়মশূন্য কেবল জীহ্বোপস্থপরায়ণ হইবে।

পাদ্ম, মাৎস্য, বিষ্ণু, মার্কণ্ডেয়াদি সকল পুরাণেই এই রূপ উক্তি আছে: নিস্প্রয়োজন.গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত করা গেল না।

প্রদর্শিত ভাবি ঘটনা সকল ষোড়শকলায় পূর্ণ হইবার কালাপেক্ষা থাকিলেও অঙ্কুর প্রায সকলেরি হইয়াছে। বৎস জগতের এইরূপ ভাবি ভাব নির্ব্বাচনেই যাঁহাদের ত্রিকালদর্শি দিব্যজ্ঞানের বিশিষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওআযায তাঁহাদিগকে সামান্য জ্ঞান করিযা জগতের অতীত বস্তু বর্ণনে যে তাহাদের প্রতি মিথ্যাশঙ্কা করা দেখ দেখি এ কত বড় তাহাদেব তামস নাস্তিক্য বুদ্ধি? বস্তুতঃ পুবণাখ্যানে এই জগতেব যথাসমযকৃত যথাযথ বৃত্তান্ত ও ভাব সমস্ত প্রকাশ কবাই ঋষিদেব প্রধান উদ্দেশ্য।

পুরাণ বর্ণিত অতীতাখ্যানে অনেক অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কথা আছে সত্য, কিন্তু সে সমস্ত বর্ত্তমান সময় প্রবাহে অদৃশ্যহেতু অদ্ভুত অসম্ভব বোধ হইলেও কালের নিরবধিত্ব হেতুক এবং দৈবগতির বা প্রকৃতির বিচিত্র বিরচক শক্তি নিবন্ধন কোন্ সময কি হয় বা হইযাছে তাহার কি ইযত্তা আছে। যাহা হয়, বা যাহা থাকে তাহা সকল কালেই হয বা সকল কালেই থাকে এমত কোন নিয়মই নাই। ভূতত্ত্ববিৎ দার্শনিকেরাও বলেন যুগান্তর বা কল্পান্তর সত্তা প্রমাপক পৃথিবীর স্তরান্তর দৃষ্টে বিদিত হওয়া যায় যে এক সময়ে যে পশু পক্ষ্যাদি ছিল

অন্য সময়ে তাহা ছিল না, এবং অন্য সময়ে যাহা ছিল সে সময়ে তাহা ছিল না এইরূপ নিদর্শন প্রাপ্ত হওযা যায়। অতএব অঘটন ঘটন পটীযসী সেই দৈবপ্রকৃতিতে কি না হইতে পাবে? দেখ পুবাণে লিখিত আছে যে জগৎপ্রলযের পূর্ব্বাবস্থায অমাবস্যা পূর্ণিমা ভিন্ন অন্য সমযেও চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ হইবে। যথা বনপর্ব্বণি। অপর্ব্বণি মহারাজ সূর্য্যং রাহুরুপৈয্যতীত্যাদি।

বর্ত্তমান সময প্রবাহে অমাবস্যা পূর্ণিমা ব্যতীত গ্রহণ হয় না বলিযা অসম্ভব কথা বোধ হয সত্য কিন্তু জন্য বা কার্য্য পদার্থমাত্রেরি ধ্বংস আছে এই নিযমে জগতের প্রলযসাধক গ্রহাদির গতি বিশৃঙ্খলতারূপ প্রকৃতি বিপর্য্যয পুনশ্চ সম্ভবই বোধ হয কেন না এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল যে নিয়মে নির্ব্বিঘ্নে চলিতেছে তাহার বিপরীত ঘটনা না হইলে প্রলয কেন হইবে? অতএব এক সমযের যাহা অসম্ভব তাহা অন্য সময়ে সম্ভবও হয। প্রসঙ্গাধীন এস্থলে একটি উপাঞ্জলিক কথা উপস্থিত হইতেছে অর্থাৎ আধুনিক যুব-কেরা কথায কথায কহিযা থাকে প্রকৃতির অন্যথা কার্য্য কথনই হয না বা হইতে পারে না ইতি।

কিন্তু বৎস দেখ জগতের একজন ঈশ্বর বা কর্ত্তা মানিতে হইলে তাঁহার ইচ্ছাকেই প্রধান করিযা মানিতে হইবে। সুতরাং তাঁহার ইচ্ছাধীন "যাহাকে উহারা প্রকৃতিবলে" তাহার অন্যথাও হইতে পারে স্বীকার করিতে হইবে কেন না করিতে পারেন, না করিতে পারেন এবং অন্যথাও করিতে পারেন অর্থাৎ সর্ব্বসমর্থ যিনি তিনিই ঈশ্বর পদ

বাচ্য হয়েন। লৌকিকেও দেখ রাজনিয়মবদ্ধ হত্যাকারীর প্রাণবধ রাজার বিশেষ ইচ্ছাতে রহিতও হইয়া যায়। অতএব তাহাদের কি ভ্রম দেখ দেখি ; ঈশ্বরাস্তিত্বও মান্য করিবে অথচ প্রকৃতির অনন্যথাত্বকেও দৃঢ় মুষ্টিতে রাখিবে। প্রকৃতিব নিতান্তই অনন্যথাত্ববাদককে রক্ষা করিতে গেলে যে নিরীশ্বরবাদ আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা তাহারা চক্ষু তুলিয়া দেখে না। বস্তুতঃ প্রকৃতিপদে " তস্যাযুতা যুতাংশেচ বিশ্বশক্তি বিযং স্থিতা" বিষ্ণুপুরাণীয় এই বাক্য অনুসাবে অনন্তশক্তি সেই পবমেশ্বরের বিশ্ববিরচয়িত্রীশক্তি বিশেষ। কিন্তু সোহকাময়ত ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ তাঁহার ইচ্ছা-শক্তিই বলীযসী ; তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিতে পারেন এবং তাহাই হয। এক্ষণে আমরা মূল প্রস্তাবে অগ্রসব হইব। অতএব আমবা পুবাণ ইতিহাসাদির অদ্ভুত অদ্ভুত কথা শ্রবণ পঠনে বিস্মিত হইযাও দৈবের গতিতে এই জগতে অসম্ভব কিছুই নাই এবং অলৌকিকানুভব সত্য পরায়ণ ঋষিগণেব বাক্যও বঞ্চনামূলক নহে ইত্যবধারণায় উহা সমস্ত বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করি। কখনও তাঁহা-দের বর্ণিত লোকবিস্মাপক অতীত বিষয় পুনশ্চ প্রত্যক্ষও হইয়া থাকে। তবে পৌরাণিক কোন কোন গাথা সাক্ষাৎ বস্তুবাচক ; কোন কোন গাথা বা তাৎপর্য্যমূলক ; বিশেষতঃ বাক্যবিদ্যার প্রকৃতিসিদ্ধ অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা, উপচার, রূপক প্রভৃতি নানাবৃত্তি ভঙ্গিবশতঃ এবং মনুষ্যের অর্থ-গ্রাহিকা বুদ্ধিরও বিভিন্নতাধীন প্রাচীন লেখার মর্ম্মগ্রহ নিতান্ত সহজ নহে। ফলে কোন অসাধারণ বস্তু যাবৎ

স্বচক্ষে না দোখা যায় তাবৎ অসন্দিগ্ধচিত্ত না হইতে পারিলেও অসাধারণ বস্তু হইলেই যে তাহা অলিক হয় এমত কোন নিয়ম বা কারণ নাই। এস্থলে তাদৃশ কতকগুলিন উদাহরণ. প্রদর্শিত হইতেছে প্রণিধান কর। আমাদের পুরাণপ্রসিদ্ধ পূর্ব্বতন শিল্পী ময়দানব শল্বরাজাকে লৌহময় অদ্ভুত একখানী শৌভাখ্য যান প্রস্তুত করিয়া দেন।

ঐ শৌভযান জলে স্থলে অন্তরীক্ষে নায়কের ইচ্ছাধীন গমনশীল ছিল পুরাণে লিখিত এই প্রসঙ্গটি যাবৎ পর্য্যন্ত কালোদ্ভূত বাস্পীয় তরণী, বাস্পীয শকট, বাস্পীয় ব্যোমযান প্রভৃতি আমাদের নয়নগোচর না হইয়াছিল তাবৎ পর্য্যন্ত উহা. আমাদের বুদ্ধিতে ধাবণাই হইত না অন্ধকার প্রায় দৃষ্ট হইত। কিন্তু এক্ষণে দৃষ্টযানাদির উপমান সাক্ষ্যে আমাদের মনেব অন্ধকার দূর হইয়া আমরা তদ্বিষয়ক নির্ম্মল প্রতিভা লাভ কবিযাছি।১॥ দেবহস্তীশুণ্ডদ্বারা সমুদ্র হইতে জল উত্থাপিত হইযা বৃষ্টিরূপে পরিণত হয় এই. যে আমাদের পুবাতনী গাথা, ইহা যাহারা জলস্তম্ভ নামে লোকপ্রসিদ্ধ পদার্থের প্রত্যক্ষ করিয়াছেন অথবা আপ্তবাক্য দ্বারা বিশেষ বিজ্ঞাত আছেন তাহারা যদিও কেহ ঐ গাথাকে রূপক বলিয়া কেহ বা স্বরূপ তত্ব না বুঝিতে পারিয়া হস্তিশুণ্ডাকারে পবিণত অনির্বচনীয় কোন দিব্য ব্যাপারমাত্র বলিয়াই হউক উহার সত্যসত্তা সকলেই স্বীকার করেন কিন্তু বিজ্ঞানশূন্য জঘন্য পুরুষেরা ঐ গাথার অদ্ভুতত্বনিবন্ধন অলিক জ্ঞান করিলেই কি তাহা অলিক হইবে কথনই নহে।২॥ প্রাদেশিক বন্যোপপ্লব যাহারা

বিলক্ষণ ভোগ করিয়াছে .তাহারা বৈবস্বত মন্বন্তরীয় মহা প্লাবনের পৌরাণিকী গাথায় অসঙ্কোচ সম্ভাবনা স্বীকার করিবে কিন্তু অর্ব্বাচীন গিরিশিখরবাসিদের নিকট “ ওরে মহা প্লাবনে তোদের এই পর্ব্বতশিখর পর্য্যন্ত প্লাবিত বা ডুবিয়া গিয়াছিল” এই কথা বলিলে তাহারা অসম্ভব জ্ঞানে অসংশয় উচ্চরূপে হাস্য করিবে।৩॥ আরও দেখ লোক প্রসিদ্ধ বাস্পীয় ব্যোমযান (বেলুন্‌যন্ত্র) আরোহণে সম্ভারসহ তত্রত্য পুরুষেরা অন্তরীক্ষপথে দিগ্‌দিগন্ত ভ্রমণ করে এই কথাতে অবিদিততত্ব বনাদ্রিবাসিরা সহসা কি বিশ্বাস করিবে? তাহারা অদ্ভুত অসম্ভব বলিয়া বিস্ময়াপন্নই হইবে যেমন আমরাও দেবগন্ধর্ব্বাদির বিমানবিহারের প্রতি অকৃতনিশ্চয়বশতই বিভ্রান্ত চিত্ত হইয়া থাকি। স্বচক্ষে না দেখা আর বিশেষ তত্ব না জানা হেতুকই সেই সেই স্থলে তাহার তাহাদের ঐরূপ বিস্ময় মতি বা অলিক জ্ঞান নতুবা দেখ ঐ সমস্ত অলিক বা অসম্ভব নহে।৪॥ অপেক্ষাকৃত আরও অনেক অনেক পুরাণোক্ত বিস্মাপক কথা আছে সত্য কিন্তু তাহা বিস্মাপক বলিয়াই যে অসম্ভব তাহা নহে। যেমন ভারত নারদাদি জাতিস্মর (জন্মান্তর স্মারক) ছিলেন এই একটি পুরাণ গাথা আছে; এবম্ভূত ঘটনার কাদাচিৎকতাহেতুক সাধারণের বিশ্বাসপক্ষে সহসা চিত্তসঙ্কোচ জন্মাইলেও উহা একেবারে অম্ভব হইতে পারে না। কেন না দেখ যদি পঞ্চমহাভূত সমবায়োথ দেহ চৈতন্য বা ক্ষণিক বিজ্ঞানই আত্মা তদতিরিক্ত আত্মা কোন পদার্থ নাই এইরূপ চার্ব্বাগাদির নাস্তিক মত যদি আমরা গ্রহণ করি তবে

আমাদের দেহোৎপত্তির সহিতেই আত্মার উৎপত্তি মান্য করা যাইতে পারে কিন্তু যখন আমাদের বহুবাদি সম্মত আস্তিক মতে "আত্মা সর্ব্বাতিরিক্ত চিদাত্মক নিত্যপদার্থ" এইরূপ অবধাবিত আছে তখন আমাদেব আত্মাব এই বর্ত্তমান দেহ সম্বন্ধ ব্যতীত ইতঃপূর্ব্ব এবং পর আর দুইটী অবস্থা স্বীকার করিতে হইবে অর্থাৎ এই দেহ সম্বন্ধের পূর্ব্বে আত্মার একটী বিশেষ অবস্থা ছিল এবং এই দেহাত্যয়েও কোন একটি অবস্থা বিশেষ অবশ্য হইবে; এমতে সুতরাং আত্মার ঔপাধিক জন্মান্তর স্বীকার হইতেছে। কোন কোন আধুনিক মতে বলে যে আমাদের আত্মা পরমেশ্বর হইতে জন্মিয়াছে অতএব জন্যত্ব হেতুক আদি আছে কিন্তু অন্ত অর্থাৎ বিনাশ নাই। এই কথা সমীচীন অর্থাৎ বিচারসহ নহে। ফলতঃ আত্মা নিত্যপদার্থ ইহার আদিও নাই অন্তও নাই কেবল মাত্র দেহাদি উপাধি সম্বন্ধে জন্মাদি স্বীকার করা যায়। ঐ দেহাদির সংস্কার আত্মাতে যাবৎ অধ্যাস্ত থাকে তাবৎ আত্মা বদ্ধ এবং ঐ অধ্যাস ত্যাগ হইলে তিনি মুক্ত অর্থাৎ স্বরূপস্থ হয়েন। সে যাহা হউক এক্ষণে দেখ জ্ঞাতপূর্ব্ব বিষয়ের সময়ান্তরে যে মনে পুনরুদয় হওয়া তাহার নাম স্মরণ বা স্মৃতি। ঐটী মনের একটী বৃত্তি বিশেষ বা শক্তি বিশেষ। দৃষ্ট হইয়া থাকে যে স্মৃতিশক্তিটি কোন আধারে দুর্ব্বল এবং কোন আধারে বিলক্ষণ সতেজ; কাহারো অচীরাতীত দৃষ্টশ্রুত বিষয়ও স্মৃতি পথে থাকে না কেহ বা চিরভূত বিষয়ও আদ্যোপান্ত স্মরণে রাখে; তবে অবশ্যই কোন

কারণ্ থাকিবে যাহাতে করিয়া ঐরূপ তারতম্য ভাব জম্মে; যেহেতু নিরূপিত আছে যে কারণানুরূপই কার্য্য হইয়া থাকে অতএব্ ঐ কারণের বলবত্তাধীন কার্য্য স্মৃতিরও বলবত্তা এবং তাহার দুর্ব্বলতাধীন ঐ স্মৃতিরও দুর্ব্বলতা। এই নিয়ম ক্রমে কোন নির্দ্দিষ্ট কারণবশতঃ উদ্রিক্ত স্মৃতি-শক্তি স্থূলদেহ নাশে অন্যান্য স্বভাব সংস্কার যেমন অবিনষ্টরূপে সূক্ষ্মলিঙ্গ শরীরাবচ্ছিন্ন জীবে সংসক্ত থাকে তাহার ন্যায় অবিনষ্ট ভাবে থাকা হেতুক পুরুষের জন্মান্তরেও জন্মান্তরীয় বার্ত্তা সংস্কারূপে স্মৃতি পথে উদয় হয়। তাহাতে করিয়াই পুরুষ বিশেষের জাতিস্মর খ্যাতি পুরাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যদি বল স্মৃতিশক্তিটী স্পষ্টই বুদ্ধি-সম্বন্ধীয় ব্যাপার তবে বুদ্ধিহীন পশ্বাদিতে অর্থাৎ যেমন বর্ণিত আছে ভরত রাজার হরিণ যোনিতে, এবং ইন্দ্রদ্যুম্নের গজেন্দ্র দেহে তাহা কিরূপে সম্ভবিবে? বটে কিন্তু তাহারা সাধারণ পশুজাতির মধ্যে নহে, উহাদের পৌর্ব্বদেহিক সিদ্ধসংস্কার বশতই তাহা হইয়াছিল। এস্থলে আরও একটী প্রাসঙ্গিক কথা উপস্থিত অর্থাৎ ঐ পশুজাতিকেও যে নিতান্তই বুদ্ধিহীন বলা তাহাও হইতে পারে না কেননা দেখ তাহাদের জীবচৈতন্যও কিছু মনুষ্যের হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে; মনোযন্ত্র "মনোবেন্দ্র মধ্যে" ভ্রূদেশের মধ্যস্থলে মন এই বাক্যতাৎপর্য্যে অগ্রমস্তিস্ক, অপর জ্ঞানবাহিস্রোতঃ বা চেতনতন্তু সমস্ত, অসৃকবহা সিরাধমনী প্রভৃতি নাড়ীচক্র, হৃদয়কোষ, শ্রবণ দর্শনাদি ইন্দ্রিয়গণ এতৎসমস্তই যেমন মনুষ্যের তেমনিই তাহাদের অতএব

এসমস্ত জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াদি সত্তার সকলি সমান রূপ থাকিতে বুদ্ধির যে একান্ত অভাব হওয়া তাহা কোন ক্রমে সম্ভবে না.তবে যে আমরা তাহাদ্দিগকে (পশুদিগকে) বুদ্ধিহীন বলি বা দেখি তাহার কারণ যেমন মদ্যাদিমত্ত পুরুষেরা একপ্রকার তমোভাবের উদয়ে দিক্‌শূন্য আচ্ছন্নমতি হয় সেইরূপ উহাদেরও বুদ্ধিবৃত্তি স্বভাব তমোগুণের আবরণে স্ফূর্ত্তিহীন অর্থাৎ পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ বা প্রবাহ শূন্য সুতরাং বুদ্ধিসত্তার ফলাভাব। এবং এই কারণেই উহা-দিগকে বুদ্ধিহীন বলিয়া ব্যপদেশ করা যায়। অপিচ রামায়ণসংহিতায বর্ণিত বানরসেনা লইয়া শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধাদি কেহ কেহ সন্দিহান হইয়া বলে যে ভাল রামচন্দ্রের বানরসেনায় যুদ্ধকরার কথাও যেন কোন প্রকারে রক্ষা করা যাউক কিন্তু শ্রীরামের সহিত লক্ষ্মণের সহিত বা অপরের সহিত তাহাদের যে কথা বার্ত্তা চলিত বর্ণনায পাওয়া যায় তাহা কি প্রকারে রক্ষা পাইবে যে হেতু বানরজাতির বাক্‌শক্তি বিরহ।

বৎস এস্থলে প্রথম বক্তব্য এই যখন ক্বচিৎ মহাপুরু-ষদের সিদ্ধবাক্য প্রভাবে অন্ধের চক্ষু, বধিরের কর্ণ, পঙ্গুর চলনশক্তি, এবং মূকের বাক্‌শক্তি প্রভৃতি সার্ব্বদেশিক সম্বাদেই প্রাপ্ত হওয়া যায় তখনশ্রীরামচন্দ্রের ঐশীশক্তি অঙ্গীকার করিলে বানরকে কথা কহান কিছু বড় আশ্চর্য্য নয়। যুগযুগান্তরের কথা নহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, প্রবাদ আছে যে শিবানন্দ সেনের সহাগত কুক্কুরকে হরিবলাইয়া-ছিলেন। যাহা হউক পরিবর্ত্তিতচিত্ত যুবকদের এ কথায়

তৃপ্তিজন্মিবে না। অতএব সে পক্ষ থাকুক্ কিন্তু একথা বলিতে পারাযায় যে দেখ বাক্যবিদ্যা আর ইঙ্গিত (ঠার) দুইটীই বুদ্ধিসম্বন্ধীয় সাঙ্কেতিক ব্যাপার তাহাতে কোন সন্দেহ নাই কেন না বাক্য সঙ্কেতেও যেমন মনোগত ভাব অভিব্যক্ত হয় ইঙ্গিত সঙ্কেতেও তাহাই হয়। দৃষ্ট হইয়া থাকে যে মূকপুরুষেরা ইঙ্গিতদ্বারাই বাগ্‌বিষয়ার্থ সমাধান করে। এতাবতা বাক্য প্রয়োগ আর ইঙ্গিত-করণ উভয়েই তুল্যফল। বানবদের যে কিষৎ পরিমাণে পবিচালিকা বুদ্ধি আছে ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন এবং ইঙ্গিতদ্বারা যে ভাব বিশেষ ব্যক্তকরে ইহাও প্রত্যক্ষ। অতএব বিষয় বিশেষে বা স্থলবিশেষে তাহাবা যে স্বীয় ভাবাভিব্যঞ্জক ইঙ্গিত আবিস্কার করিয়াছিল তাহাই তাহাদের কথাবার্ত্তা বলিযা তাৎপর্য্যতঃ অঙ্গিকার ক-রিযা লইলেও আব কোন বিবোধ থাকিতে পারে না। বৎস বস্তুতঃ ঋষিরা অপলাপবাদীও ছিলেন না আর কবিত্ব প্রকাশের নিমিত্তও তাঁহাদের পুরাণ ইতিহাস লেখা নহে। তাঁহাদের যে উদ্দেশে পুরাণ ইতিহাস সংগ্রহ তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইযাছে। তবে বাক্যবিদ্যা মাত্রেরি কোথাওবা অভিধার্থে কোথাওবা তাৎপর্য্যার্থে বস্তুর গ্রহণ করিতে হয় যেমন জম্বুবানের কন্যা জাম্বুবতী কৃষ্ণপত্নী ইত্যাদি-স্থলে ভালূকের কন্যা এরূপ অসঙ্গতার্থ না বুঝিয়া ভল্লুকজীবি জম্বুবান নামা অসুররাজ বিশেষের কন্যা এই তাৎপর্য্যার্থের অবগতি। তবে রাবণ কার্ত্যবীর্য্যাদির দশকন্ধরত্ব সহস্র বাহুত্বাদি, সে সমস্ত প্রকৃতি নিয়মের অতিক্রান্ত বিষয়

হইলেও তাহা প্রকৃতির অতিক্রমণী ঈশ্বরেচ্ছা শক্তি বলিয়া পণ্ডিতেরা তাহাতে বিবদমান বা সংশয়িতচিত্ত হয়েন না। এই জগৎ যাদৃশ নিয়মে চলিতেছে তাহার অতিরেক বা অন্যথা কোন ক্রমেই হইতে পারে না এরূপ প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকারে ঈশ্বরেরও যে অনীশ্বরত্বাপত্তি অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমত্তার হানি ঘটিয়া উঠে তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার (ঈশ্বরের) লীলাধীন ক্বচিৎ মর্ত্যবেশে মর্ত্যলোকে অবতরণ গতিও সেই সেই ঐশী-শক্তিসূচক অপ্রাকৃত অলৌকিক বীর্য্যদর্শনেই মহানুভব পুরুষেরা অবধারণ করিয়া থাকেন এবং তদীয় একান্ত ভক্তগণ তাঁহার ভক্তবৎসলাতাধীন তাঁহাকে জানিতে পারে অলৌকিক বীর্য্য দেখ যেমন ভগবান কৃষ্ণের অর্ভকাব-স্থাতেই হিংসামতি পূতনার স্তন্যপানামিষে প্রাণাকর্ষণ, সপ্তমবর্ষ বয়সে গোপ গোপীদিগকে ইন্দ্রকোপ হইতে রক্ষা করণার্থে গোবর্দ্ধনগিরি উৎপাটনপূর্ব্বক ছত্রবৎ ধারণ করা, বিষজলপানেমৃত গোপালদিগকে মন্ত্রৌষধি বিনা স্বীয় অমৃতবর্ষি কৃপাবলোকনেই পুনর্জীবিত করণ। ব্রহ্মাকর্ত্তৃক বৎস বৎসপাল হরণে স্বপ্রভাবে তথাতথারূপ সমস্তের আবির্ভাবন। রাসস্থলীতে দ্বারকাপুরীতে অচিন্ত্যশক্তি-সম্ভূত কায়ব্যূহে অধিসহস্র রমণীর সহিত সমকালে পৃথক্ বিলাস ইত্যাদি। নৃসিংহাবতারে ভক্তমর্য্যাদা রক্ষার্থে স্তম্ভমধ্য হইতে নৃসিংহরূপে আবির্ভাব। শ্রীরামচন্দ্রের সমুদ্র বন্ধন ইত্যাদি অলৌকিক লীলাব্যাপার লোকে পূর্ব্ব-দৃষ্ট তদনন্তর লিপিবদ্ধ এবং লোকপরম্পরাগীত ক্বচিৎ

অদ্যাপিও বর্ত্তমান আংশিক ক্রিয়াচিহ্ন, বহুপ্রকার দৃষ্ট হয় তাহা কচিৎ অন্যত্র প্রদর্শিত হইবে। বৎস প্রসঙ্গাধীন এই স্থলে ঈশ্বর সত্তার সাকার নিরাকার বাদের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। দেখদেখি যাঁহাকে জগতীতলবর্ত্তী সমস্ত লোক সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সর্ব্বত্র ব্যাপী বলিয়া শাস্ত্রতঃ এবং যুক্তিতঃ বিশ্বাসের সহিত মান্য করিতেছে এবং যাঁহার অজড়ত্ব হেতু অর্থাৎ যিনি ভৌতিক পদার্থ না হইয়া আত্মবস্তু অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানচৈতন্যের মূলীভূত চিৎপদার্থ হওয়াতে আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর হেতু নিরাকার নির্ব্বিশেষ পরমাত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন তিনি যদি বাস্তবিক সচেতন পদার্থ হয়েন এবং তাঁহার যদি দয়া বাৎসল্যাদি সদ্‌গুণ থাকে আর তিনি যদি আমাদের মত "আমার এইটী আবশ্যক (দরকার) এরূপ প্রয়োজন দুঃস্থপুরুষ না হইয়া সদা আনন্দপূর্ণ পুরুষ হইয়াও এই লীলা ব্রহ্মাণ্ড সৃজনে কৃতমতি হইয়া থাকেন তবে কি একান্ত শরণাপন্ন এবং নিতান্ত দর্শনাকাঙ্ক্ষী ভক্তজনের প্রতি তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তাধীন কোনরূপে দর্শন দেওয়া অসম্ভব জ্ঞান কর? যেমন ব্রহ্মা ভগবান্ কৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন " প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়পি ভূতলে। প্রপন্ন জনতানন্দ সন্দোহং প্রথিতুং ভুবি॥" প্রভু তুমি এই জগৎ প্রপঞ্চ হইতে ব্যতীত বস্তু হইয়াও যে তুমি প্রপঞ্চলোকানুকরণ করিতেছ এ কেবল তোমার একান্ত শরণাপন্ন ভক্তজনদের আনন্দ বিস্তার অর্থাৎ মনোরথ পূরণের নিমিত্ত মাত্র। অতএব অরূপ

হইয়াও সরূপ হইবার যাঁহার অক্ষমতা নাই আর যাঁহার বিবিধ নাম এবং রূপ বৈদিক তান্ত্রিক পৌরাণিক এবং লোকপারম্পরিক সকল সম্বাদেই সুপ্রসিদ্ধ এবং যন্মূলক পৃথক্ সম্প্রদায় বিভাগে পূর্ব্বতন এবং পরতন সমস্ত সৎ-পুরুষেরাই এক ব্রহ্মভাবেই তাহার (ঈশ্বরের) উপাসনা করিয়া আসিতেছে; কুতর্কবাদ আশ্রয়ে সে সমস্তকেই অলিক জ্ঞান করিয়া যে পরিত্যাগ করা সে যেমন মেঘাবৃত দৃষ্টিতে মধ্যাহ্নার্ককেও লোকে দেখিতে পায় না তাহার ন্যায় ভ্রমরূপ যবনিকার আবরণে তাঁহাদের তাত্বিক দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে মাত্র।

বৎস আমাদের পুরাণ লিখিত দৈত্যদানব, যক্ষরাক্ষস ভূতপ্রেত, পিশাচ কিংপুরুষ প্রভৃতির আখ্যান আখ্যায়িকা সমস্তই এক্ষণকার স সর্গসংস্কারমুগ্ধ পুরুষদের বিষম বিতণ্ডাস্থল। অতএব তৎসম্বন্ধে দৃষ্টান্ত মুখে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করি শ্রবণ কর। আমাদের অর্ণববিহারী বণিকপথিরা অর্ণবযানে কোন সময় এক উপদ্বীপকুলে উপস্থিত হইলে তত্রত্য অন্ত্যজজন্তু পুরুষেরা অদৃষ্ট পূর্ব্ব শুভ্রদন্তি পুরুষদিগকে দেখিয়া "ইহারা কি স্বর্গাবতীর্ণ দেবলোক হইবে" এইরূপ বিতর্ক করিয়াছিল। আমরাও পানপ্রিয় পিশিতাশী আচারহীন ম্লেচ্ছাদিকে "ইহারা অসুরবংশীয়ই হইবেক" এইরূপ কল্পনা করি। এবং যাহারা ইতিহাসাদিতে রাক্ষসের বা কিংপুরুষের করাল কদাকার মূর্ত্তি শ্রবণ করিয়াছে তাহারা অদৃষ্ট পূর্ব্ব কজ্জলকান্তি স্থূলৌষ্ঠ বিস্তীর্ণলোচন, এই প্রকার করালমূর্ত্তি প্রসিদ্ধ কাফ্রি পুরুষদিগকে

দেখিয়া, "ইহারাই কি রাক্ষস অথবা কিংপুরুষ হইবে" এইরূপ বিতর্ক করিতে কি যোগ্য হয় না? এতাবতা আকৃতি প্রকৃতি এবং আহার আচারের গতিকেই পিশাচ রাক্ষসাদি সংজ্ঞা প্রথিত আছে তাহাতে তৎসম্বন্ধে পৌরানিকী গাথার প্রতি অলিকত্ব অপবাদ দেওয়া সে কেবল বুঝিবার ভ্রম অথবা আমারদের শাস্ত্রীযবাদে তাহারদের এক কুসংস্কারজ বিদ্বেষ মাত্র। বৎস পূর্ব্বতন বিজ্ঞপুরুষেরা কহিয়া গিয়াছেন যে প্রসিদ্ধ প্রবাদ মাত্রেরি একটী একটী বীজ আছে তাহা বীজ শূন্য কখন হয না তাহার সাক্ষ্য ও দেখ ভূত্ ভূত্ এই রবটী সর্ব্বকালেই আছে এবং সর্ব্বদেশেও আছে, শাস্ত্রেও আমি পদ্মপুরাণের কোনভাগে ভূতের একটী আখ্যাযিকা এবং স্কান্দেও একটী আখ্যায়িকা, স্বযং পাঠ করিযাছি, যোগবলে মৃত পুরুষের জীবাত্মাকে আকর্ষণ বিষযক আর একটী আখ্যাযিকা ভাগবতেও দৃষ্ট করিযাছি কিন্তু কালপ্রবাহে তর্ক প্রধান সভ্যতাবশে নব্য সভ্যদলে সে সব কথা একেবারে অলিক কথার মধ্যেই গণ্য হইযাছিল কিন্তু আমেরিকাবাসীদের আরও উন্নতি হউক; তাহাদের তত্ত্বানুসন্ধান কৌশলে, অপমৃত্যু বিশেষে ভূতযোনি প্রাপ্ত কোন পুরুষ বিশেষের সহপরিচয়াধীন আবিস্কৃত স্পিরিচিউএলিজম্ সংজ্ঞায সংজ্ঞিত এক প্রকার ভূতবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিজ্ঞান লোক বিদিত হওয়া অবধি "তবে কি ভূতযোনি বাস্তবিক আছে" এইরূপ বিতর্ক এক্ষণে অনেকের মনেই উদয হইযাছে। বিজাতীয বিদ্যায় পটুতর আমারদের আর্য্য কুল কুমারেরাও কহিয়া থাকেন

যে আমারদের আত্মা এই নরত্বলক্ষণ এতাদৃশ উন্নতি বা উৎকর্ষ লাভ করিয়া ইহার পর একবারে যে উচ্ছন্ন হইয়া যাইবে এমত কোন ক্রমে সম্ভবে না ; ইহা হইতে উৎকর্ষ-লাভেরি সম্যক্ সম্ভাবনা। তাঁহাদের এইরূ.. যুক্তি দ্বারাও দেখ প্রতিপন্ন হইতেছে যে ইতঃপশ্চাৎ আত্মার কোন দিব্যাবস্থা বা অব্যাত্মভাব-প্রাপ্ত হওয়াই সম্ভাবিত। বৎস আমরাও পুরুষের কর্ম্ম বিশেষাধীন বা মৃত্যুবিশেষা-ধীন স্বর্গাদি দিব্যলোক প্রাপ্তি না হইয়া সূক্ষ্মলিঙ্গশরীরা-বচ্ছিন্ন অন্তরালবর্ত্তি এক প্রকার যে অবিশুদ্ধ অধ্যাত্মভাব তাহাকেই ভূতযোনি বা প্রেতযোনি বলিয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞায় ব্যপদেশ করিয়া থাকি অতএব তাঁহাদের একেবারে যে ভূতযোনির অস্বীকার সে কেবল তাহাদের সাময়িক সভ্যতাসংস্কার বা তদনুরাগমুগ্ধতামাত্র নতুবা বিচার সিদ্ধ অর্থাৎ তাত্বিক নহে। বৎস সেই সেই কুমারবৃন্দদের যাঁহারা গুরু তাঁহারা পূর্ব্বতন মহানুভব ঋষিগণের প্রতি ভ্রমপ্রমাদাদি দোষের আরোপ করিয়া থাকেন কিন্তু ভ্রম প্রমাদ কাহাদের বলিব ? ফলতঃ যাঁহাদের বিদ্যাবিজ্ঞানাদি সমস্ত বিষয়েই মতপরিবর্ত্তন ও সংশোধন পুনঃপুনঃ শ্রুত হওয়া যায় তবে তাঁহাদের নির্য্যাসতত্ব কোথায় ? যাঁহাদের "ইহা এই" এইরূপ মতস্থাপনান্তব পুনশ্চ কালান্তরে নহি নহি "ইহা তাহা নহে ইহা এই বা এইরূপ" ইত্যাকার মতপরিবর্ত্তন হয় তাঁহারা বা তাঁহাদের মত যে ভ্রম প্রমাদশূন্য ইহা কিরূপে অঙ্গীকার করা যাইবে ? তবে যে তাহারা দিগ্‌দিগন্তগামী সামুদ্র নাবিকদের প্রত্যক্ষ

বিরোধ দর্শাইয়া ঋষিদের পুরাণবর্ণিত সমুদ্রাদ্রি নদ নদী দ্বীপোপদ্বীপাদি বিন্যাসকে ভ্রম বা অলিক বলিয়া থাকেন তাহাতে প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য যে তাঁহারা কি অব্যাহতগতি ? ভূমণ্ডলের অগম্য বা অবিদিতস্থান আর কি তাঁহাদের নাই; তাঁহারাইত কহিয়া থাকেন যে পৃথিবীর উত্তরকেন্দ্রের দিকে সমুদ্রমধ্যে ভাসমান এবং বায়ুবেগেচালিত পর্ব্বতাকার হিমানীস্তূপের আঘাতশঙ্কায় অর্ণবপোত চালাইতে পারে না আরও তাঁহারা যখন প্রত্যক্ষতা দর্শান যে অমুক অমুক সমুদ্রবিভাগে এইরূপ এইরূপ নূতন উপদ্বীপ উত্থিত হইয়াছে; অমুক ভূভাগে ভূমি ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া যাই-তেছে, এবং অমুক ভূভাগে ভূমি অতিশয় স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে তখন ইহাও বলা যাইতে পারে যে পুরাণ বর্ণিত দ্বীপাদি বিভাগ দীর্ঘ অন্তরালবশতঃ কোন ভাবান্তরপ্রাপ্ত হইলেও হইতে পারে। আর উহারাও যেমন সমুদ্রের ভাববিশেষ ধরিয়া কৃষ্ণসমুদ্র রক্তসমুদ্র প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছেন সেইরূপ আমাদেরও কোন না কোন ভঙ্গি অঙ্গী-কারেই দধি দুগ্ধ সুবাসুক্ত প্রভৃতি নামকরণ করিয়া থাকি-বেন কিন্তু সুদীর্ঘকাল অতীত হওয়াতে আর আমাদের ভূগোলবিদ্যার বিশেষ চর্চ্চা না থাকাতে ঐসব লিপির মর্ম্ম দুজ্ঞেয় হইয়া উঠিয়াছে ফলে বদরিকাশ্রমের সেই বদরী বৃক্ষ (কুলগাছ) এবং প্লক্ষাপের সেই পাকুড়গাছ, বা শাল্মলী দ্বীপের সেই শিমূলগাছ প্রভৃতি যে অদ্যাপি অমনি অক্ষয়রূপেই আছে ইহারও অসম্ভবপক্ষই অধিক সম্ভব। যাহা হউক বৎস নিশ্চয় জানিহ যে ধর্ম্মৈক ধন সর্ব্বদর্শী

ঋষিকুল অনৃত বা অপলাপবাদী নহেন। তাঁহাদের দৃক্ শক্তির কথা কি বলিব এক্ষণে যাহা নানা যন্ত্রকৌশলে গ্রহ নক্ষত্রাদির সংস্থা পরিচয় সাধিত হইতেছে তাহা তাঁহারা বিনা যন্ত্র সাহায্যে কেবল যোগশক্তিতে সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। বৎস কি বলিব প্রতিপক্ষেরা আমাদের শাস্ত্রের সম্পূর্ণ দ্বেষী ভাল কিছুই দেখে না কেবল ছিদ্র অন্বেষণ করে ইহাও ঋষিরা কালমাহাত্ম্যবর্ণনে কহিয়া গিয়াছেন "ভবিষ্যন্তি মহীপালাঃ কলৌ বৈ বেদনিন্দকা" ইত্যাদি" আমাদের বৈদিক শাস্ত্রের নিন্দা অর্থাৎ তাহাতে দোষারোপ করা সেই মহীপালকুলের নিত্যকৃত্যের মধ্যে হইবে। তাহাও দেখ না তাঁহাদের দীক্ষাদীক্ষিত অস্মৎ কুলজারাও আমাদের ঈশ্বরোপাসনাঘটিত ব্রতোপবাসাদি তপঃকাষ্ঠার প্রতি উপহাস ও অশ্রদ্ধা বিলক্ষণরূপেই করিয়া থাকেন। আমাদের ঈশ্বরোপাসনাগত কৃচ্ছ্রসাধনে ঐরূপ ব্যঙ্গ করেন বটে কিন্তু তাঁহাদের অকিঞ্চিৎকর ফলগুদাতা মর্ত্ত্য প্রভুদের উপাসনায় যে কত কত কষ্টকৃচ্ছ্র করিয়া থাকেন তাহাতে মূর্চ্ছাগ্রস্তের ন্যায় অচৈতন্যপ্রায়। তাঁহারা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখুন দেখি যে উপাসনা শব্দটীই কৃচ্ছ্র সূচক বটে কি না? ঈশ্বরোপাসনায় অন্তর্ম্মুদ্রাগত তৎতোষ কর শমদম সত্য অস্তেয় ক্ষমা দয়া প্রভৃতি অনেক অনেক কৃচ্ছ্র সাধন অনুবর্ত্তি রহিয়াছে এবং বাহ্যমুদ্রাগতও কাহারো বা জানুপাতে, কাহারো বা ঊর্দ্ধবাহুতে, ধ্যানে, স্বাধ্যায়ে, অথবা ব্রতোপবাসাদিচর্য্যায় কেবল আমাদের মাত্র নহে কিছু না কিছু কায়ক্লেশ স্বীকার সকলেরি আছে।

তাহাতেও তাহারা বলিয়া থাকে বটে যে ও সমস্তই অবোধ কল্পিত কাহারই কিছু নহে তাঁহার নিয়ম পালনেই তাঁহার উপাসনা সিদ্ধ হয়। কিন্তু সে কথা বিচারসিদ্ধ নহে কেন না সম্পৎকালে ঐশ্বর্য্যমদমত্ততাধীন সকলের না হউক কিন্তু বিপৎকালে কোন্ ব্যক্তি বল প্রকৃতি নিঃসারিত (আপনা হইতে উদিত) নানা মুদ্রাতে পরমেশ্বরকে কেনা ডাকিয়া থাকে (না আরাধনা করিয়া থাকে)? আর তাঁহার নিয়মপালন বলিতে এই সংসারে আমাদের পরস্পর শান্তি সামঞ্জস্য বিধান এবং নিয়ম মতে আত্মরক্ষা প্রভৃতি। বস্তুতঃ তাহা ঈশ্বরকৃত নিয়ম হইলেও সকলের মনের ভাব সেভাগে যায় না। দেখ নাস্তিকেরা ঈশ্বর মানে না তথাপি সেই সকল নিযম আত্মসুখোপযোগী বলিয়াই বৈধভাবে পালন করে কেন না আমি, মিথ্যাচাতুর্য্যাদি দ্বারা অপরকে বঞ্চনা কবিলে সেহ আমাব সুখপ্রতিঘাতক কোন সময় সেইরূপ বঞ্চনা করিবে; আমি লোভপরবশ হইয়া অধিক ভোজন করিলে আমিই দুঃখ পাইব তাহাদের এইরূপভাব। অপর, জঘন্য লোকেরাও কতক কতক নিয়ম, পালন করে কিন্তু তাহা লোকভয়ে বা রাজভয়েমাত্র ধর্ম্মভয়ে নহে। অতএব ঐ নিয়মপালনেই যে তাঁহার (ঈশ্বরের) উপাসনা সিদ্ধ হয় তাহা নহে। উপাসনায় চিত্তের ভাব অপেক্ষা করে; এবং সেই চিত্তের ভাব দুই প্রকার, এক ভক্তিভাব দ্বিতীয় অর্থিভাবঃ। ভক্তিভাবে যে উপাসনা সে নিস্কাম অর্থাৎ প্রেমময় মাত্র; এবং অর্থিভাবে যে উপাসনা সে কামনাময় অর্থাৎ তাঁহাকে সর্ব্বক্ষম মহাপ্রভু জানিয়া সর্ব্বা-

থেই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা। উভয়ভাবমিশ্র আর একটি তৃতীয়ও অন্তরালবর্ত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে যাহা হউক বল দেখি চিত্তের উদ্গারস্বরূপ এক এক প্রকার দৈহিক বাহ্যমুদ্রা স্বয়ং আসিয়া আবির্ভূত হয় কি না? দেখ ভক্তিভাবে প্রেমে অশ্রুপুলকাদি এবং অর্থিভাবেও হৃদয় বর্ত্তি দৈন্যোদ্গারিত পুটকরতা, নতকন্ধরতা প্রভৃতি বহুবিধ অঙ্গমুদ্রা। অতএব উপাসনায় যে বাহ্যমুদ্রার অপেক্ষা করেনা এবং বাহ্যমুদ্রায় যে উপাসনা এ কেবল অবোধ কল্পিত ইত্যাদি যে জল্পনা ইহা বৎস মানবপ্রকৃতির অসম্মতবাদ।

বৎস, বিপত্তির সময়ে ঈশ্বরকে যেমন মনে হয়, সম্পৎকালে সেরূপ হয় না সত্য; ফলে বিচার করিয়া দেখিলে আমরা দেখ বিপন্ন দশাতেই রহিয়াছি। যেহেতু দিন দিন আমাদের পরমায়ু কালরূপ মহাব্যাল গ্রাস করিতেছে। আমাদের আয়ূশেষে যে কি গতি হইবে তাহা চিন্তা করিলে দেখ ব্যাকুল হইতে হয়। কারণ আমরা অতি লঘুচেতাঃ আমাদের মতি ক্ষণে ক্ষণে দম্ভের্ষাদিতে অভিভূত হইয়া অনুচিত অভদ্র কর্ম্মকেও ভদ্র এবং উচিত জ্ঞানে আমাদিগকে কতই অপরাধ গ্রস্ত করিতেছে। অতএব পাপীয়ান্ অপরাধী আমরা আমাদের নিরূপায় নিরাশ্রয় সেই চরমসঙ্কটে যাঁহার আমরা আশ্রয় প্রার্থনা করি তিনি কি আমাদের প্রতি সদয়-হৃদয় হইবেন? বৎস, এই নিমিত্ত আমাদের শাস্ত্র আমাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানার্থ একটী সূত্র দর্শাইয়াছেন। যথা

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো নজাওচিৎ।
সর্ব্বে বিধি নিষেধাঃস্যু বেতযোবেব কিঙ্কবাঃ ॥

ভগবান্ জগদীশ্বরকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখাই সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্যকর্ম্ম আব তাঁহাকে বিস্মবণ হওয়াই সর্ব্বোপরি গর্হিত অকর্ত্তব্য কর্ম্ম। যত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিধিনিষেধ আছে সমস্তই এই দুইটী বিধিনিষেধের অনুচর ইতি। এই সূত্রবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে তাহাকে বিস্মরণ অথবা উপেক্ষা করাতেই পুরুষেব অসৎপ্রবৃত্তিব উদয হয়; আর তাঁহাকে স্মবণ অর্থাৎ তিনি আমাদের সদসৎ কর্ম্মের ফল-দাতা বিরাজমান রহিয়াছেন এইটী সর্ব্বদা হৃদযে জাগৃত থাকিলে অবশ্যই অনুচিত অকর্ত্তব্য কর্ম্মের পরিহারে কর্ত্তব্যকর্ম্মেই মনোগতি হয। অতএব বিহিত এবং নিষিদ্ধ উভয অনুষ্ঠানের প্রতি তাহাব স্মরণ আর বিস্মরণ এই দুইটিই মূলনিদান।

বৎস, আমাদেব স্মৃতিপুরাণাদি নিবদ্ধ ব্রতযজ্ঞাদি ভূযিষ্ঠতায অনেকেবি আনর্থক্য দৃষ্টি। ফলে তাহাতে দোষপ্রসক্তি কি আছে? তাহাতে প্রভূত গুণই আছে দেশ ব্রত যজ্ঞাদিব উপলক্ষে আমাদের স্মবণীয় এবং ভজ-নীয় সেই মহেশ্বরেব সম্বন্ধে সম্যক্ উদ্দীপন ভাব হয়; তাহাব আনুষঙ্গিক শ্রদ্ধা ভক্তি দয়া বিনীত ভাব ইত্যাদি সদ্গুণ সমস্ত উত্তেজিত জাগৃত হইযা উঠে এবং যেমন অসৎ গোষ্ঠীর সংসর্গে অসদালাপ অসৎ কুতূহল আদি অসৎপ্রবৃত্তির অবকাশ হয় তদ্রূপ ব্রত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে সদ্গোষ্ঠী সমাগম কুতূহলাধীন ধর্ম্মপ্রবৃত্তিরই অভ্যুদয় হয়।

অতএব ব্রত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে সৎফল ব্যতীত অসৎ-ফলাসঙ্গ কি আছে বল? বৎস, দেখ দেখি আমাদের বৈদিক আচার, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি বিষয়ে বেদের গুহ্যমর্ম্ম আমরা প্রকৃতরূপে বুঝিতে না পারি, তথাপি অদ্য এই মাসে ও এই তিথিতে আমার স্মরণীয় পিতা বা মাতা বা পিতামহ ঠাকুর দিব্যলোক গত হইয়াছেন ইহা অনু-স্মরণে প্রেমাধিষ্ট-চিত্তে ভূরিভোজ্য দানাদি কর্ম্ম কি সৎ-সাম্প্রদায়িক সমুজ্জ্বল ব্যবহার নহে? দেখ দেখি উহারা আমাদের শাস্ত্রের বাল্যবিবাহ অর্থাৎ কন্যাকালে কন্যা-দানকে লইয়া কি টানাটানি (কর্ষাকর্ষিই) করিতেছে কিন্তু সে কেবল বৎস তাহাদের আন্তকরণিক সভ্যতার রাগান্ধতা মাত্র। তাহাতে যে গুণ বস্তু বা আছে, তাহা তাহাদের লক্ষ্যপথে আইসে কি? বালিকার পাণিগ্রহণ অজাতপক্ষ পক্ষিশাবক পোষণতুল্য; তাহারা যেমন শাখিবিহারী, স্বেচ্ছাচারী জীবজাতি হইয়াও আবাল্য স্নেহানুবদ্ধ হইয়া আমাদের বশতাপন্ন হয় বালিকাগণও প্রকৃতি দৃষ্ট স্ত্রীজাতি হইলেও বাল্যবিবাহে একটি অনাযিত হর্ষকুতূহলাবেশে সম্প্রদত্ত পাত্রের সহিত বাল্য পরিচয়ে নাগাসন্ত্রের স্বর-গ্রামাদির ন্যায় এক অসাধারণ সংপৃক্ত ভাবাপন্না হইয়া নিরাতিশয় অমোঘ স্নেহপরিপ্লুত হয়। প্রৌঢ় বা যৌবন বিবাহে সে ভাবের সে স্নেহের ষোড়শাংশও লাভের সম্ভাবনা নাই। যদিও তাহারা বলে যে প্রৌঢ়বিবাহে বরবধূ সমুৎপন্নবুদ্ধিবশতঃ পরস্পর পরস্পরের স্বভাবচরিত্র বিষয়ে সুচারু সমালোচনে সমর্থ হয় অতএব সেই বিবাহের

উপযুক্ত সময়। বৎস সে কথাও তাহাদের ভ্রান্তিবিলাস মাত্র। কেন না যদবস্থায় ঐ বিবাহোপক্রম হয় সে অবস্থাটি নিতান্তই রতি রাগান্ধ অবস্থা সুতরাং সে অবস্থায় তাদৃশ বিচারশক্তি প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়। তাহার সাক্ষ্য দেখ যদি প্রকৃতরূপ সেই বিচারশক্তির অনুশাসনেই সেই কার্য্য হইত তবে অচিরাৎ তাহাদের মধ্যে অনৈক্য, প্রণয়শৈথিল্য ব্যাভিচারসক্তি এবং পার্থক্য পর্য্যন্ত জঘন্য ব্যাপার সমস্ত অনেকএ কেন দৃষ্ট হইবে? অতএব প্রৌঢ়বিবাহে পুরুষেরা যাহা আশা করে সে দুরাশামাত্র। যদিও তাহা আমাদের আয়ূর্ব্বেদ শাস্ত্রের

পঞ্চবিংশে ততোবর্ষে পুমান্ নারীও ষোড়শে।
সমত্বাগতবীর্য্যৌ তৌ জানীয়াৎকুশলোভিষক্॥
ঊনষোড়শ বর্ষায়া মপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিং।
যদ্যাধত্তে পুমানগর্ভং গর্ভস্থঃ সবিপদ্যতে॥
তস্মাদত্যন্ত বালায়াং গর্ভাধানং নকারয়েৎ॥

স্ত্রীলোকের ষোড়শ বর্ষে এবং পুরুষের পঞ্চবিংশতিবর্ষে শরীরবর্ত্তি ধাতু সমস্ত পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়; এমতে অপূর্ণ ষোড়শে এবং অপূর্ণ পঞ্চবিংশতিতে অপুষ্টধাতুবশতঃ জাতগর্ভ ক্বচিৎ গর্ভেই বিনষ্ট হয় এবং যদিও বাঁচিয়া থাকে তবে দুর্ব্বলেন্দ্রিয় এবং রুগ্ন প্রকৃতি সুতরাং অদীর্ঘজীবী হয়। অতএব বালাস্ত্রীতে সন্তানোৎপাদন করিবে না। এই বচনাভাসে আমাদের দর্শিত সিদ্ধান্তকে অপ্রমাণ্য করিতে বিতণ্ডাবাদ করেন তাহা কোন কার্য্যকারক নহে যেহেতু আয়ূর্ব্বেদে কন্যাকালে কন্যার দান করিও না এমন

কথা বলেন নাই বরঞ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রে "অষ্টবর্ষাভবেদ্গৌরী নববর্ষাচ রোহিণী। দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা"। অষ্টম নবম দশম বর্ষ পর্য্যন্ত কন্যাদান প্রশস্ত তদনন্তর কন্যা রজস্বলা তুল্য হয় অর্থাৎ তদ্দানে আর কন্যাদানের প্রশস্ত ফল হয় না। এইরূপ কন্যাদানের প্রশস্তকাল দর্শাইয়া অজাতার্ত্তবা কুমারী অবস্থায় সম্ভোগ-সংসর্গকে যখন এক প্রকার প্রায়শ্চিত্ত বিধানরূপ শপথ দিয়া নিষেধ করিয়াছেন যথা "গুরুতল্পব্রতং কুর্য্যাৎ রেতঃ সিক্ত্বা সযোনিষু। সখ্যুঃ পুত্রস্যচ স্ত্রীষু কুমারীষন্ত্যজাসুচ"॥ সহোদরা, সখিজায়া, অজাতার্ত্তবা, এবং চণ্ডালাদি স্ত্রীগমনে গুরুতল্প গমন তুল্য প্রায়শ্চিত্ত তখন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের একবাক্যতাই আছে কোন বিরোধ নাই। বৎস পশ্চিম রাজ্যের প্রাচীন আচারও শ্রুত হওয়া যায় যে তদ্দেশীয় সমাজ শাস্ত্রীয় যথাকালে কন্যাদান করিয়া পূর্ণযৌবন না হওয়া পর্য্যন্ত বরবধূকে সহশয্যাশায়ী করে না। আমাদের দাক্ষিণাত্য সমাজ সর্ব্বাংশেই আচারভ্রষ্ট মনোরথাচারী হইয়াই বাল্যবিবাহকে কিয়দংশে দোষস্পৃষ্ট করিয়া তুলিয়াছে নতুবা শাস্ত্রীয় নিয়ম সর্ব্বাংশেই দেখ নির্দোষ আছে। বৎস কুসংসর্গে নষ্টচরিত্রা কুলাঙ্গনার ন্যায যতই বুঝাও না কেন তথাপি কি সেই কুসংস্কারাপন্ন হতভাগ্যেরা সুনৃত শাস্ত্রবাক্যকে গ্রহণ করিবে? কখনই নহে। বস্তুতঃ রে বাপু আমাদের পুরাণ ইতিহাসাদিতে উক্ত বিষয় কিছুই নিঃসার বা নির্বীজ বা অনৃত বঞ্চকবাক্য নহে।

তবে কোন স্থলে বর্ত্তমানকালপ্রবাহে অন্তর্হিত, কোন স্থলে বা পরোক্ষ পরলোকবাদ, কোথাও বা দৈবব্যাপার বিশেষে লৌকিক বুদ্ধির অপ্রবেশকতা, কোথাওবা লিপি-মর্ম্মগ্রহে অস্মদর্ব্বাচীনতা প্রযুক্ত সংশয়াস্পদ হইলেও অনুকূল বুদ্ধিতে বিচার করিলে সমস্তই প্রতিপন্ন হইবে বিদ্বজ্জনেরদের এই অনুভবসিদ্ধান্ত অলমতিবিস্তরেণ।

ইতি শিক্ষানর্ম্মসখী দ্বিতীয় বিভাগ পঞ্চমনর্ম্ম।

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ।

শিক্ষানর্ম্মসখী।

দ্বিতীয় বিভাগঃ।

সংস্কৃত

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়।

দৈবত মেকংবন্দে পদভেদাম্মতভেদাম্মন্যতে নানা।
কৃষ্ণংচৈতন্য স্বাসিধ্যন্ত্যখিল মনোরথা যদাশ্রয়ান্নিত্যং ॥১॥
শাস্ত্রঞ্চ সাধুবাক্যঞ্চ সমাশ্রিত্য ময়েরিতং।
সর্ব্বমেতন্ন চাল্যংস্যাৎ বৎসাঃ পাষণ্ডবাদতঃ ॥২॥
কালেঽস্মিন্ বহবোলোকাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ কুতর্কিণঃ।
ত্যক্তশাস্ত্রেহিকপরাঃ পরং পাষণ্ড মাশ্রিতাঃ ॥৩॥
ভ্রমপ্রমাদরহিতং দিব্যজ্ঞান দিবাকরং।
তিরস্কৃত্যাবুধা বেদং হেতুবাদবিমোহিতাঃ ॥
স্থাপয়ন্তিহিতেতত্বং তর্ক মাশ্রিত্যযুক্তিভিঃ ॥৪॥
যদি লৌকিকবস্তু নির্যুক্তিঃ সুকুশলাকচিৎ।
নির্দ্ধারয়তি তত্রাপি ক্বচিদ্ভ্রমতি সাপুনঃ ॥৫॥
অলৌকিকেও কস্তর্কঃ কাযুক্তিঃ কাচধীষণা।
সর্ব্বং তত্র প্রতিহতং দিব্যজ্ঞানাদৃতেঽনঘাঃ ॥৬॥
বেদান্তসূত্রে ভগবান বেদব্যাসো হরেঃকলা।
অত আহপ্রমানস্যাৎ তর্কঃ পরমবস্তুনি ॥৭॥

ইয়ত্তা নাস্তি তর্কস্য তর্কস্তর্কেণহন্যতে।
অভিযুক্ততরোহন্যেন তস্মাৎ তর্কোহপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥৮॥
কথং দহতি বৈবহ্নিঃ কথং শীতং নুবাধতে।
নযথা তত্র তর্কঃস্যাওথাবেদঃ স্বতঃপ্রমা ॥৯॥
সিদ্ধার্থস্য সমাধানাৎ পরামর্শেন সাধুনা।
তর্কোহানুকূলো যোজ্যোহস্মিন্ প্রতিকূলং নযোজয়েৎ ॥১০॥

তত্র তয়োরুদাহ্রিয়তে শৃণুত। শাস্ত্রং বদতি। আলাপাদ্‌গাত্রসংস্পর্শান্নিশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ। সঞ্চরন্তীহ পাপানি সহশয্যাসনাদপীত্যত্র প্রতিকূলো যথা। নৈবং সম্ভবতি পতিত চণ্ডালাদি সহভোজনস্য তদন্নস্যবা রসান্তরাভাবাদাধ্মানাদিজনকত্বাভাবাচ্চ। তদালাপস্যচ জীহ্বাজাড্যকৃত্বাভাবাৎ। তৎস্পর্শস্যবা ত্বক্‌স্ফোটকত্বাভাবা দিত্যাদীন্যাবিলবচনানি ॥ অনুকূলস্তু পুনর্দৃশ্যতেহি লোকে জন্মান্তরীয় পাতকবিশেষ ফলরূপ যক্ষ্মকুষ্ঠাদি মহারোগগ্রস্তৈঃ সহ পানভোজন সহবাসাদিসংসর্গতোহপি তত্তদ্ব্যাধি সংক্রমণং। তথাতথাভূতেন কর্ম্মবিশেষেণচ প্রাপ্তদুর্জাতি দুরাচার ক্রৌর্য্য পৈশুন্যাদিকানাং তেষাং তেষাং সহবাসাদিভিস্তৈশ্চ তত্তদাচারশীলত্বাদিকঞ্চ প্রত্যক্ষং। অপিচ চৌর্য্যাদিসংস্রবেণাপি দণ্ডভাক্‌ত্বঞ্চ। তর্হি ইহকৃতপাপিনাং জন্মান্তরীণপাপিনাঞ্চ সহভোজনাসনাদিভি র্ভবিও মর্হতি কিমপিদুরদৃষ্ট মামুষ্মিক মপীত্যেবং ॥ নন্বামুষ্মিকস্য নসম্যগাপ্তাবিষয়ত্বং অপ্রত্যক্ষত্বাৎ সম্ভাবনানুমানাদীনাঞ্চ ক্বচিদ্‌ব্যভিচার দর্শনাদিতি চেন্মায়ং মে পক্ষঃখলু সম্ভাবনানুমানপরঃ। অয়ন্তু আগম পরএব। ক্বচিৎ প্রত্যক্ষানুমানাদীনা মুপন্যাসস্তু

প্রসক্তি প্রদর্শনায়ৈব নও প্রামাণার্থং ॥ নম্বস্তু তাবত্তেষাং তেষাং বেদপ্রমাণত্বং তত্র বাঙ্ময়স্যাপি তস্য প্রামাণ্যং ফল-প্রত্যক্ষং বিনা ন সম্যকৃত্বং প্রতিপদ্যতে অতঃকৃতংকেনাপি ফলপ্রত্যক্ষং ?। কৃতং বহুভিরাপ্তৈ রুপদিষ্টঞ্চাতো ভবন্তি র্বিশ্বসন্তি র্মহাজনো যেনগতঃ সপন্থা ইত্যসাবেবানুসর্ত্তব্য ইতি ॥

ইতি শিক্ষানর্ম্মসখ্যাং দ্বিতীয় বিভাগে প্রথমঃ প্রবোধঃ।

অথ দ্বিতীয় প্রবোধঃ।

বৎস। কেচিৎ কুতর্কান্নেচ্ছন্তি কর্ত্তারং জগদীশ্বরং। ন বেদং শাস্ত্র মন্যদ্বা মন্যন্তে নাপ্যমুত্রকং ॥ স্বভাবঃকারণং বিশ্বস্যৈতস্যেতি বদন্তিতে। ভোক্তারশ্চবয়ং চাস্য স্বভাবা-দেবদেহতঃ ॥

'তেষাং মতন্তু। তে বৈবদন্তি, জগতোঽস্য যানি কানিচি দুপাদানবস্তূনি স্বভাববিদ্ধান্যেব সন্তি তান্যেব স্বস্বনিষ্ঠশক্তিবিশেষেণ মিথঃ সংযোগাদিনা তত্তদাত্মক তথাতথাভূতসৃষ্টিপরম্পরাকারেণ পরিণতানি ভবন্তি। নকশ্চিদস্য কর্ত্তা ঈশ্বরোবাঽপেক্ষণীয়ঃ। প্রত্যুত তদস্তিত্ব প্রদর্শনন্তু শিশূনাং ডিম্ভোঽয়ং জুজুরিতি বায়াতি ভবন্তময়ং শ্বনীড়ং তালশিখরং নেষ্যতীত্যাদিবং দুর্ব্বলচেতসামে-বেতি ॥ বৎস বিস্মাপক বচ ইদং ন সন্দেহঃ। পরন্তু পশ্য যদেবখলু বাস্তবং বস্তু ॥ তত্র পদার্থাঃ খলুদ্বিবিধাঃ

কারণভূতাঃ কার্য্যভূতাশ্চ। আদ্যাঃ ক্ষিত্যাদয়োঽতিসূক্ষ্মা অণুরূপা, দ্বিতীয়াঃ ক্ষিত্যাদিবিকারাঃস্থূলাঃসর্ব্বং জগদিদমিতি যাবৎ॥ তত্রতাবৎ, কার্য্যাণিচ দ্বিবিধানি। লৌকিকান্য লৌকিকানিচ। লৌকিকানি ঘটপটাদীনি, অলৌকিকান্যদৃষ্টকর্ত্তৃকানি স্থাবরজঙ্গমাত্মকশরীরকদম্বানি॥ তত্র কতমস্মিন্নপি কার্য্যভূতে দৃক্‌পথপতিত এব কিমুপাদানকমিদং, কোবাস্য নির্ম্মাতেত্যনুসন্ধায়িনী বুদ্ধি নির্তরামুদেতি। বস্তুতশ্চ দৃশ্যতে হিলোকে কার্য্যোৎপত্তৌ এয এব সহায়াঃ সাধকানি বা ভবন্তি কর্ত্তা, উপাদানং, করণঞ্চ। যন্ময়ং কার্য্যংভবতি তৎ তস্যোপাদানং, যো যৎকরোতি নির্ম্মাতি বা সতস্যকর্ত্তা, যেন দ্বারভূতেন ক্রিয়তে তত্তু করণং। যথা ঘটকার্য্যংপ্রতি কুলালস্য কর্ত্তৃত্বং মৃৎপিণ্ডস্যোপাদানত্বং, চক্রদণ্ডাদেশ্চ করণত্বমিতি॥ অলৌকিকেও (কার্য্যে) কর্ত্তা তস্য করণঞ্চ নদৃশ্যেতে তথাপ্যস্মাকং লৌকিকেষু যথা কার্য্যব্যূহেষু বুদ্ধিপর্য্যায়ং জ্ঞানং পুরুষকারোবা নপুন রস্মজ্জড়োবৈ দেহপিণ্ডো নাপ্যুপাদানং মৃদাদি স্তত্র তত্র যথাসম্ভবৌচিত্যবৈচিত্র্যাদীনি সম্পাদয়তীতি প্রত্যক্ষং তথৈব তেষ্বপি (অলৌকিকেষু) কস্যচিদসাধারণ পৌরুষবুদ্ধিলিঙ্গানি পরিতঃ পরিদৃশ্যমানানি কর্ত্তৃবিশেষ মুদ্বোধয়ন্তেব। যতো দৃষ্টকর্ত্তৃকেষু ক্রিয়াবৈচিত্র্যাদিকং পুরুষবুদ্ধেরেব ফলমিতি প্রত্যক্ষে অদৃষ্টকর্ত্তৃকেষুচ (অলৌকিকেষু) তদেব (বৈচিত্র্যাদিরূপংফলং) স্বস্য তদ্ধেতুকত্বং (পুরুষবুদ্ধিহেতুকত্বং) গময়তি, উভয়োর্মিথো জন্য জনকত্ব ভাবাৎ। কিঞ্চ সন্তিচেৎ ক্ষিত্যাদ্যুপাদান পদার্থেষু ঘটাদি সাধনানুকূল

ঘনত্তরলত্বাদয়ঃ সঙ্কোচ প্রসরণাদয়শ্চ তেষাং গুণবিশেষা স্তথাপি তত্তৎকার্য্যনিষ্পত্তৌও পুরুষকারস্যৈব প্রভবিষ্ণুত্বং নত্ত তদ্গত তত্তদ্বিশেষাণা মতো জগতি সর্ব্বত্র প্রস্ফুর্য্যমাণানি পুরুষ বুদ্ধি পুরুষকার লিঙ্গানি পরোক্ষ স্যাপ্য প্রাকৃতস্য বা পুরুষবিশেষস্যৈবৈকান্ত সত্তাং গময়তি। নন্বস্তু তাবৎ লৌকিকেষু কৃতিকদম্বেষু পুরষকারস্য পুরুষবুদ্ধের্ব্বা প্রভবিষ্ণুত্বং অলৌকিকেষুও স্বভাবস্যেত্য একাহানি রিতিচে ন্নতৎ সমঞ্জসং কার্য্যান্যথাত্বে কারণস্য অনন্যথাত্বমিতি নিয়মাৎ। কিঞ্চ স্বীকৃতংচেৎ লৌকিকেষু পুরুষকারস্য বলীয়স্ত্বং তর্হি স্বীকরণীয়মেবা লৌকিকেস্বপি তথৈব। কুতঃ পশ্য সর্ব্বাণ্যেব বস্তূনি যথা বৃহতা মাকাশং ক্ষুদ্রাণা মণু রিত্যাদিবৎ কুত্রচি দেকস্মিন নিরতিশয় লক্ষণাং কাষ্ঠা মধিবোহন্তীতি সম্ভবাৎ। নাস্মাস্থচ পুনঃ পুরুষকাবস্য পুরুষবুদ্ধের্ব্বা পরাকাষ্ঠা প্রতীতি রনেকত্রৈব কুণ্ঠত্বা দকুণ্ঠলিঙ্গানিত্ত তস্য তস্যাবা কেবল মলৌকিকেম্বেব কার্য্যব্যূহেষু পবিত প্রত্যক্ষাণি ভবন্ত্যতো হ্যস্ত্যেব কশ্চিৎ পুরুসেষু পুরুষবিশেষোহকুণ্ঠজ্ঞানক্রিয়াশক্তিসম্পন্নোহস্যকর্ত্তা বেদগীতঃ পবম পুবষইতি। যস্মিন্ জ্ঞানং ক্রিযাশক্তিঃ পুরুষকারোবা সর্ব্বংতাবৎ নিরতিশয় লক্ষণাং কাষ্টা মধিরুরোহেতি সতাং সাধু সিদ্ধন্তঃ।

বৎস দুষ্ট মতঃ সাহস মিদ মমীষাং। অনন্তশক্তিকস্য যস্য শক্ত্যা জগদিদ মোতপ্রোত মস্তি তমবিগণয্য মোহাদয়স্কান্ত সংযোগাৎ তচ্ছক্তি লেশাবেশাভূযিত প্রাকৃতলৌহস্যেব ক্ষিত্যাদ্যুপাদানগত শক্তিলেশং দৃষ্ট্বা জগৎস্বভাবএব জগৎ-

কারণতাং বহতি ন কশ্চিদস্য কর্ত্তেশ্বরোবাপেক্ষণীয়ইতি মন্বানাঃ খলুনিতরাং শোচনীয়াঃস্যু রিতি।

অপিচ পশ্য বৎস জগদিদং সর্ব্বর্থৈবানবদ্য মস্তি। নকুএচি দস্তি খল্বসামঞ্জস্যং। অহোবেধস স্তস্যাস্মাকং-দেহেঽস্মিন্নপি কিমিতি কৃতিচাতুর্য্যং। পশ্য কস্মৈচিৎ কার্য্যায়াধোদর্য্যবঙ্ক্ষণরন্ধ্রেণ সিরাদিময়ী রজ্জুবৎ কণ্ডরা যাখল্বসা বস্মাকং মুষ্ককোষে সন্নিবেশিতাস্তে তয়াসার্দ্ধমন্ত্রি-নাড়িকাদিক মপি সহসা মা বিনিঃসরেদিতি, ধিয়োদর্য্যপে-শীনা মন্তরান্তরা ত্রিস্থির্য্যথেধেন রন্ধ্রমিদং সুকলিত মভূৎ। নকেবল মেতাবদেব, সন্তিখলু বহূনি বিচিত্র বিরচনানি তত্রৈব তস্য চত্তরশিরোমণে র্বিরাজমানানি যোগিনাং ভিষজাঞ্চ গোচরীভূতানি। বৎস পশ্য লোকনিয়মনেঽপি-তস্যানবদ্য রহস্যং, যদস্মাভি রনুশ্রূয়তে খল্বনাদি সিদ্ধা গদাম বচনা দাপ্তবাকোভ্যশ্চ যদসৌকৃতদুস্কৃতে রঘবতোঽ-মুস্মিংশ্চ নিগ্রহং নিবয়লিঙ্গং কৃতসুকৃতেশ্চ পুরস্ক্রিয়াং স্বর্গসংস্থাং বিদধাতীতি। নন্বস্তু তাবাদিদং স্বভাবাদেবান-বদ্যং সমঞ্জসঞ্চ; লোকনিয়মনঞ্চ প্রয়োজন মনুপ্রসজ্জমান পরম্পরাগতং নৃপাদিদ্বারমেব কিমিতি কল্পনয়া পারলৌকি-কস্যা লৌকিকস্যবা দণ্ডপুরস্কারাদে রিতিচেৎ নতদপি সম-ঞ্জসং। নতাব দৈশিনিয়মনংবিনা লোকনিয়মনস্যানবদ্যতা-প্রসক্তিঃ। পশ্য প্রথমং তাবৎ রাজানো রাজপুরুষা বা নখলু সর্ব্বজ্ঞা, স্তেও সুতরাং ক্বচিৎ ভ্রমাদকৃতদোষস্যারোপিত দোষস্য বা দণ্ডং বিধাও মাপতেয়ুঃ। বহবশ্চ ছদ্মনা স্বকৃত-দোষ মপহ্নুবন্তো ভবেয়ুশ্চ ব্যতিরেকভাজো দণ্ডস্য। অতো

ম্নাঙ্গীক্রিয়তেচেৎ কথমপি দৈবকৃতা লৌকিকোদণ্ড স্তদা দণ্ড্যস্য দণ্ডাপাতাদ দণ্ড্যস্যচ ভ'ভাবা দকৃতাভ্যাগমকৃত প্রণাশরূপ মহাদোষ দুষ্টং সৎজগদিদং সুসমঞ্জস মপ্যসমঞ্জ সমেবঘটেত। অতোহীশ্বরাস্তিত্ব' পবলোকাস্তিত্বঞ্চ বেদ-গীতং সর্ব্বং তাবদনবদ্য মৃতমি'তি॥

বৎস যদ্যপি বেদে বেদবাদেষু বা উদ্ভাব্যদানাং শ্রূয়ন্তে পুনরপি বহবো বিতর্কা বিতণ্ডাশ্চ কি নেন। পুবাপি বৌদ্ধাদিবহুপাষণ্ডোপঘাতাদপ্য সাবনুষ্ঠানশীলানাং বিশে-ষাৎ শান্তিপৌষ্টিক, ভচারিকলক্ষণঃ প্রত্যক্ষফলতযা তেষাং শিরসি (বিপক্ষাণাং)। পদাক্রম্যসমুত্তীর্ব্য স্বপ্রভাব ব্যঞ্জনেনৈব নিতরাং বেদে রাজতে। অপি রাজিষ্যতেচ কলে রবসানেপি বৈদিককুলএব ক' কল্পিণো ভগবতো বিষ্ণোরবতারশ্রবণাৎ॥

অহো কাল মাহাত্ম্যং বৎস। নবনবীন অপ্যাদ্ভুটমিব তর্কজালং বিতম্বন্ত্য কিঞ্চিৎ করমপি। কশ্চিদেকদো-ত্থাপয়ামাস, " মহাত্মন্ প্রকৃতিসিদ্ধা চিত্তবৃত্তি রেব নবাণাং সদসতোঃ [illegible] পুরস্কারঞ্চ বিদধতী বরীবর্ত্ততএব, কিমনয়া তত্রকল্পিতেশ্বর নিসর্গে দুর্বাপেক্ষযেতি। কৃতে সতি শুভেকার্য্যে দুঃখবিমোচনাদৌ, ক' [illegible] চ নৃশংসানরহত্যাদিবেচ সৈব চিত্তবৃত্তি নিবামানন্দং [illegible]দো-দ্বেগাদিকঞ্চ মুহুঃ প্রদদাতি॥ বৎস মন্যসেকি মনেনৈবেষ্ট সিদ্ধিঃ। ন তাবৎ। পশ্চাদৌ চিত্তবৃত্তিরেব তাবৎ নরাণাং নিসর্গজা সংস্কারজা বা অস্ত্যেবাত্রৈব মহান্ খলু সন্দেহঃ।

দৃশ্যতেহি যৎ ধর্ম্মসংস্কৃতানাং সামাজিকানাং খলুচিত্তবৃত্তি রেকা, অসংস্কৃতানাং কুসংস্কৃতানাঞ্চ দস্যুদুর্ব্বৃত্তানাং পুনরপরা ; সৎপুরুষা যত্র যত্র কিল সঙ্কোচন্তি বিভ্যতিচ দুর্ব্বৃত্তয়স্তু তত্র তত্রৈব সমুল্লসন্তি উৎসাহঞ্চ বিতন্বতি। পশ্যচ তত্র তেষাং তাবৎ বিশেষোঽপি। দস্যবো নৃশংসাদৌ, লম্পটাঃখলু পারদারিকে, কূটসাক্ষিণশ্চ মিথ্যা ভাবণ চাতুর্য্যে ন সংকোচন্তিপ্রত্যুতোৎহন্তেচ। কিং বহুনা পশ্য কুসংস্কৃতানাং ন কিঞ্চিদপ্যস্তি বটুনা মপ্যমেধ্যাশনাদৌ কিল চিত্তসঙ্কোচঃ, সদাচারবতাং স্বধর্ম্মসংস্কৃতানা মস্মা-দৃশান্তু কথঞ্চিদমেধ্য স্পার্শদাবপি মহান্ পুনঃ সএব সঙ্কোচঃ শুদ্ধি শৌচাচরণঞ্চ। অতো ন চিত্তবৃত্তিতএব দণ্ডপুর-স্কারাদিপরিসিদ্ধিঃ সুতরাং তত্র তাবজ্জগতোঽনবদ্যতা-সিদ্ধয়ে ঐশী নিয়তির্নিতরা মপেক্ষণীয়ৈব॥ বৎস সন্তি তত্রাগমাদৃতেঽপি প্রত্যক্ষানুমানাদিসিদ্ধা বহবঃ খলুহেতব স্তদস্তিত্বে তন্নিয়তেশ্চাপি। পশ্য তাবৎ সভ্য সংস্কৃতানাং সামাজিকানা মসংস্কৃতানাং বনাদ্রিবাসিনাঞ্চ সর্ব্বেষা মেবা ব্যতিরেকেণ কথংকথমপি দৈবেকিল প্রকৃতিসিদ্ধঃ শ্রদ্ধা-বিশেষঃ। অতো নাস্তিচেৎ জগতি কিমপিদৈবতত্বং নাম তর্হি কথমেষা নরমাত্রস্য সাধারণী খলু মনোবৃত্তিঃ। কথন্বা বহুত্র বর্ণিতা শ্রুতা খন্বশরীরী বাণী, কথম্বা স্বপ্নেঽপি কচিন্মন্ত্রৌষধীনাং লাভঃ॥ অপিচ অক্ষপাদীয়ানাং পুরুষ কর্ম্মাফলদর্শনাদিত্যাদ্যনুমিতিঃ পাতঞ্জলিকানাঞ্চ জ্ঞানস্যাপি সাতিশয়োৎকর্ষসীমাসম্ভবাদিত্যাদিঃ ভক্তানান্তু বহুত্রৈব প্রত্যক্ষশ্রুতিরিত্যতঃ।

উক্তামহে দৈবত মেকমস্মিন্ প্রতীয়তেঽনেকমিব প্রমাদাৎ।
সিতাসিতং শোণ মথাপি গৌরং সর্ব্বংস্থিহান্ এত নঃ শিবায়॥

ইতি

———

নমস্তস্মৈ কস্মৈচিদপি জগতোঽস্য স্থপতয়ে জনাঃ সর্ব্বে যস্মিন
বিদধতিচ ভক্তিং প্রণতিভিঃ।
ভূতাংভব্যৈর্ভাবৈ র্বিবিধগুণ রূপ প্রঘটিতৈর্নমস্তস্মৈ ভূম্নে
পুনরপিচ ধাম্নে স্বমহসাং॥১
জনেষু প্রত্যক্ষা ভবতি বিবিধা শক্তিলহরী বহন্তী বৈ তেষাং
বিপুল মহিমানং মতিমতাং।
তথাপ্যেকঃ পূর্ণো ন ভবতি দৃশাং গোচরচরো
নমস্তস্মৈ ভূম্নে কৃতি পুরুষসাম্নে পুনরিহ॥২
বদন্ত্যেকে বিশ্বং স্বভব বিভবং নো কৃতিকৃ ... মোহযং
বৈচিত্রং প্রতিপদ বিচিত্রং কলয়তাং।
জগদ্ধাতুঃ পাতু কৃতি কুশল প্রজ্ঞাবিলসিতং নমস্তস্মৈ
ভূম্নে সকল গুণধাম্নেচ নিতরাং॥৩
সবৈধীশোঽপীশঃ সৃজতি কিমুপায়েনহি জগৎ বিবর্ত্তো বা
বিশ্বং পরিণতিরিতি প্রাংশু কলহঃ।
ভবেদ্যাবন্নোদৃক পততি মণি মন্ত্রাদিমহসি নমস্তস্মৈ ভূম্নে
প্রকিটত মহিম্নে স্বমহসা॥৪
জড়ো ভৌতোঽর্থো বৈ ভবতি নয়নানাং পথিচরশ্চি দেবাত্মা
নৈবং তদপি গুণ লিঙ্গৈ নহি যথা।
পরিজ্ঞাতো জ্ঞেয়ো ভবতি সতথা চিদ্ঘনবপুর্নমস্তস্মৈ ভূম্নে
ভজন পরধাম্নে পুনরিহ॥৫

নিরাকারাকারা বিভিবত বিগৃহ্যাবিবদতা মন্যং তর্কব্যূহৈ
রবিগণিত শক্ত্যেক নিলয়ে।
মহেশোঽহসৌ কিম্বা ন ভবতি সমর্থঃ কলযিতুং নমস্তস্মৈ
ভূম্নে প্নবমৃত ধাম্নে তনু ভূতাং ৬
মনস্ত্বং মাকার্ষীঃ প্রণয মতিবাদ প্রণয়িভিঃ স্বতো বিশ্রব্ধং
সং কলয় যদদশ্চিজ্জড়ময়ং।
উর্ভে ভূতি স্তস্যৈবহি চিদ চিদেতেচ বিমৃশন্নমস্তস্মৈ ভূম্নে
কুরুমন উভাভ্যাং ব্যক্তিভুবে ॥৭
অলং স্বজনরঞ্জনো বিস্তবশো স্বকানাং কৃতে বিভর্ত্তিশ্রুতি
লিঙ্গিতাং তনু মভীষ্ট লীলা দুঘাং।
কি মত্র বত বিস্ময সকলশক্তিপূরেশ্বরে ভজস্বখলু নির্গুণং
সগুণ মেক তত্ত্বং মনঃ ॥৮॥

ইতি শিক্ষানন্দস উত্তর বিভাগে প্রবোধ প্রকরণে
দ্বিতীয়ঃ প্রবোধঃ ॥ * ॥

বৎস নব্যসভ্যানাং সর্ব্বত্রৈব বিপরীতা কিল গতিঃ॥ তে বদন্তি ত্যক্তপরিগ্রহা নিবৃত্তিপথিকা পুরুযাস্ত রত ভ্রান্তা অপরাধিনশ্চ ভোগ্যানা মস্মদুপভোগার্থ মেব বেধসা সৃষ্টানামুপেক্ষযা তন্নিযমসেতু ভঙ্গাদকাবণ ত্যাগাচ্চ। বৎস তেষাং বাক্য মিদং শ্রুতিগতং তাবৎ সঙ্গতার্থ মিবাব ভাতি কিন্তু বিচারিতে পুনর্গত্যন্তব মাধত্তে। তত্র লক্ষ্যতে তাবদাদৌকাসৌ প্রবৃত্তিস্তৎপ্রতীপা নিবৃত্তিশ্চ। তত্রে-ন্দ্রিয়াণাং বিষয়নিষ্ঠোরোগঃ খলু প্রবৃত্তি স্তত্রৈব বিরাগঃ পুনর্নিবৃত্তিসজ্ঞঃ॥ বস্তুতস্ত প্রবৃত্তিস্তাবদিন্দ্রিয়রাগজা নিবৃত্তিস্ত বিবেকজাবহুনাং রাগতঃ প্রবৃত্তানাং তত্র তত্র

অপ্রেক্ষয়েঽপি প্রবৃত্ত্যতিশয়ে বিবেকোদয়াৎ তত্রৈব পুন নিবৃত্তি দর্শনাৎ॥ সাচ নিবৃত্তির্বস্তুভূতা আভাসিকীচেতি দ্বিধা ভবতি। আভাসিকী যথা আর্ত্তিবার্দ্ধক্যাদৌ সামান্যতঃ সর্ব্বেষা মেব কথংচিদুপবুভুক্ষা নিবৃত্তিঃ। সাপি স্বস্য বিবেক জত্বা ভাবেঽপি প্রকৃতিচোদিতা দৈবনির্বন্ধাবেতি নওভ্রান্তি বিলাসঃ ব্যাধিবার্দ্ধক্যাদীনাং হি দৈবকৃতত্বাৎ। জরযাচ ভোগনিবৃত্তিদর্শনাৎ ভোগানন্তরং নিবৃত্তেরেব নৈসর্গিত্ব সিদ্ধিঃ॥ বস্তুভূতা পুনর্জাত বিবেকোনাং সংসারবর্ত্মনি স্পৃহামূলং দুঃখপুঞ্জং পাপপুঞ্জঞ্চ ক্ষণমনু ঘটমানং পরিপশ্যতাং ত্যক্ত বিষয়লালসানাং কেষাঞ্চিৎ মহাত্মনা মেব ভবতি॥ যদ্যপি সুখলিপ্সা দুঃখপরিজিহীর্ষাচ জীবলোকস্য দৈবকলিতো নৈসর্গিকো বৈ ধর্ম্ম স্তত্রাস্তি কিং বাসনামূলে সংসারবর্ত্মনি নিঃশঙ্কুকং কিমপি বিশুদ্ধ সুখং। উক্তঞ্চ ভোগে রোগ ভয়ং ধনে রিপু ভয় মিত্যাদৌ সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুরিনৃণাং বৈরাগ্য মেবা ভয় মিতি। অতঃ পশ্য বৎস বিবেকোদয়াৎ যথা যথা ধর্ম্মানুরাগো বিশুদ্ধভাবা বেশো বা পুরুষস্য হৃদয় মধিকরোতি ততস্ততোঽস্যহৃদয়ং নিবৃত্তিরেবাত্ম সাৎ করোতি॥ তত্র সন্তিচেৎ ধর্ম্মসম্বাদকানি মতানিচেদনেকানি স্যাচ্চতেষা মনৈকমত্যং মিথউপাসনা বর্ত্মনি ব্যবহারবর্ত্মনিচ। সম্ভাবতি বা তেষা মেক তমস্মিন্ ধর্ম্মাদর্শরূপেঽনাদিসিদ্ধে; সত্যং দয়া ক্ষমা ভক্তি রিন্দ্রিয়াণাঞ্চ নিগ্রহঃ। ইত্যাদি ধর্ম্মাবয়বা সর্ব্বেষা মেব সম্মতাঃ॥ তত্র সত্যং নাম মনোবচসো রৈকান্তিকাঽবিতথা বাণী তয়ো রনৈক্যেতু মিথ্যাঙ্গী ভূত কপটতাপ্রসঙ্গাৎ। বিষয়া

স্তদ্ব্যাপারশ্চ যাদৃঙ্ম্ঘিস্কপটা স্তত্তু ন কস্যাপ্যবিদিত মস্তি ধর্ম্মাত্মজাদেরপি শ্রূয়তেহি বিষয়সম্বন্ধাৎ কিল কপটাঙ্গী-কাবঃ। অতঃ সত্য মেবাহং বদিষ্যামি সত্য মেবাহং করিষ্যামি কপটকূটাং ছলগর্ভাম্বা বাচ মহং প্রাণান্তেহপি জাতুন বক্ষ্যামীত্যেবং জাতে খলু সত্যানুরাগে সত্যসংকল্পেচ কাপট্যকৌটিল্যাদযো মনসোহবিশুদ্ধভাবাঃ সর্ব্ব এব তাবৎ হৃদযাদস্যাপযান্ত্যেব স্থতরাং পুরুষমিম মনেকধাহ-নেকএস বিষযাগ্রহতঃ প্রতিনিবর্ত্তয়তি খলু সত্যানুরা-গোহসৌ। শৃণু, তত্রাসীৎ কস্যচিদ্বাণিক্পথিনো বহুবঞ্চক নামগুণস্য স্তুতঃ কিল ক্ষণজন্মা নাম প্রহ্লাদইব হরা বা শৈশবাৎ সত্যানুরক্তঃ শান্তোদান্তশ্চ। বহুবঞ্চকোহসৌ স্ববৃদ্ধ বৃদ্ধিপ্রলোভনেন বহূনা মর্থবহুল মাকৃষ্যাত্মসাচ্চকারা প্রত্যর্পণ মতিঃ। পুত্রস্তু ক্ষণজন্মা তজ্জ্ঞাত্বা সর্ব্বেষাং তেষাং তেষাং নাম ধামানি স্বগৃহভিত্তৌ কূটলিপিনা লেখং লেখং স্থাপিতবান্। কালে কালগ্রস্তেচ পিতরি বিধায় তনুজমিমং ধনদমিব ধনপুঞ্জস্য নিধান ভূমিমসৌ ক্ষণজন্মা ক্ষণমপ্যসহমানঃ সমাহূয়ঃ পিতৃবঞ্চিতান্ জনপদজনানাকা-কিনী কপর্দং তেষাং তেষাং হৃতমর্থং প্রতিপূর্য্য স্বয়ং নিঃস্বঃ শান্তঃ পরিব্রাজক পদবীমাজগ্রাহ। দয়ানুরক্তঃ পুরু-ষোহপি পরদুঃখ নিবারণাগ্রহঃ স্বোপভোগায় নালং নিরীক্ষতএব। শ্রূয়তেহি বহবো দয়ালবো মহাত্মানঃ স্ব-বিভব মতুলমপি পরোপকৃতয়ে একান্ততো নিঃশেষয়ামাস কেচিচ্চ “কামস্যনেন্দ্রিয় প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা” ইতি পরমার্থ দৃশা প্রাণধারণার্থ মৃতে সর্ব্বোপভোগবিরতাঃ

পরহিতব্রতা দেশে দেশে গ্রামে গ্রামেচ সায়াসং পরিবভ্রমুঃ। এবং ক্ষমাচ চিত্তাধিরূঢ়া কৃতাপকারেঽপি কৃতাপরাধেচ বৈরনির্যাতনং ভৎর্সনং তাড়নং দণ্ডনঞ্চেত্যাদেং কিলনবাণাং প্রায়িকবৃত্তের্জনমেনং নিতরাং নিবর্ত্তযতি॥ দম্ভের্ষাদযশ্চ মনোবিকারাঃ সহজাঃ সর্ব্বত্রবতে বিবেকবিধ্বস্তা অভিমান মদং জিগীষাং বিবাদবিতণ্ডাদীংশ্চ সর্ব্বাননর্থান্ “ গুণদোষ দৃশির্দোষো গুণস্তুভযবর্জিত” ইতিংৎ হৃদয়াদস্যাপগমযন্তি কিংবহুনাঽপগতবাগদ্বেষদম্ভলোভাদীনাং প্রশান্তানামমল-কোমল মূর্ত্তিরপ্যেবাস্মাকং মনোনযনযোবান্দং জনয়তি। বৎস কি মেতৎ কথঞ্চেতৎ। বৎস চিদানন্দাত্মকস্য তত্ত্ব-জ্ঞানস্য বৃত্তিবিশেষত্বা দ্বিবেকস্য তৎফলরূপত্বাচ্চ পুনর্নিবৃত্তে স্তত্রহি শুদ্ধসত্ত্বোদ্রেকাৎ তথাবৈ সানন্দমূর্ত্তির্ভবতি নাম পুরুষঃ যস্যদর্শনমপি পুরুষান্তবং সুখযতীতি॥ প্রবৃত্তেস্তু কেবলং জড়ানামিন্দ্রিযযূথানাং যান্ত্রকার্য্যত্বাৎ ন কশ্চিদস্তি তত্র সাবভূত আত্মধর্ম্মঃ জ্ঞানবিবেকোবেতি তত্ত্বং। তথাপি তত্রাপিয়ৎক্ষচিৎহ্লাদ তোষাদযোঽপিদৃশ্যন্তে তত্তু চিদাত্মক চৈতন্যসম্বন্ধাদেব। বৎস আত্মানাত্ম বিবেক স্তাবদয়মতি কঠিনোদুর্জ্ঞেয়শ্চেতি পূর্ব্বমেব দর্শিত মস্তি॥ বস্তুতস্তু যন্ত্র বিশেষে লব্ধবেগে যথা সর্ব্বএব যন্ত্রাবযবাঃ স্বব্যাপাবেষু প্রবর্ত্তন্তে ইদমপি দেহযন্ত্রমেতচ্চেষ্টাকলাপাশ্চ তাবৎ তদ্বৎ। নাত্র বিচারণানোপদেশো নাপি কর্ম্মাভ্যা সোবাপেক্ষ্যতএব চৈতন্যাধিষ্ঠিতে দেহে সর্ব্ব মেতৎ স্বযমুদেতি॥ যেও খলু ভোগ্যোপভোগ স্তাবদীশ্বরস্য নিয়মসেতুরক্ষণমিতি বদন্তি তএববদন্তু তেকিং “ বয়মীশ্ববস্য খলু নিয়ম সেতুং

সংরক্ষামইতি ধিয়েবেন্দ্রিয়তর্পণব্যাপারং সাধয়ন্তি তদ্বদিন্দ্রিয়বৃত্তিবিশগা বা ইতি। পশ্যচ গবাশ্বাদীনাং "বেধাস্তাবদস্মাকং সুখহেতব এবেন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ভোগ্যানিচখলু সমসৃজদতোবযং তদুপভোগেনেশ্বরস্য নিযমসেতুং সংবক্ষন্তঃ স্বযমপি সুখিনো ভবিষ্যামঃ" ইত্যেবং বুদ্ধেরভাবঃ। তেতু কেবল মিন্দ্রিয়নিসর্গ মবলম্ব্যেব পানাশন ব্যবায় ব্যযামাদীন র্থানূহ্নুতিষ্ঠন্তি বিচাবিতেচ নাস্মাকমপি তত্তদাদযো ভাবাস্তাবত্তেভ্যঃ কিঞ্চিদপি প্রভেদ মাবহন্তি। অতো বৎস্মাকং জীবত কলেবরোঽযং নিতরাং বাস্পযন্ত্রমিব যন্ত্রবিশেষ এব। যথা বাস্পযোগেন তাদৃশযন্ত্রস্য সর্ব্বেঽবয়বাঃ খলু স্ব স্ব কার্য্যেযু পরিধাবন্তি তদ্বদিদমপি দৈবকৃতং দেহযন্ত্রং চৈতন্যসংযোগাদেব বিভাগশঃ কার্য্যব্যূহেষু নিতরামুপক্রামন্তি। দেহস্যাস্য বাহ্যাভ্যন্তরাঃ স্থূলাঃ সূক্ষ্মাশ্চ সর্ব্বাবয়বাস্তাবজ্জড়াঃ। কেবল মেকা জীবাখ্যা চিৎকণিকৈব পূর্ণোদকুম্ভে সিতশর্করালবপাতইব সর্ব্বানবয়বানভিব্যাপ্যাবতিষ্ঠন্নাস্তে চিৎকণিকায়া স্তস্যাঃশক্তিরেব চৈতন্যং। তস্যাচ বৃত্তযঃ পুনর্জ্ঞানবিবেকাদয়ঃ। তচ্চচৈতন্যং দর্শনেন্দ্রিযাদি নিষ্ঠিতং দর্শনাদিজ্ঞানং বুদ্ধীন্দ্রিযাদিপরিনিষ্ঠিতঞ্চ সদসদ্বিচারলক্ষণং জ্ঞানং চ প্রবর্ত্তযতি। তত্র চক্রাদি যন্ত্রং অলব্ধবেগং যাবৎ ন পরিভ্রমতীতি সত্যং তথাপি ঘূর্ণণাদিকন্তু তস্যৈব তাবৎ কিল নিসর্গঃ নত্ত বেগস্য লব্ধবেগস্যাপি চতুরস্রস্যাশ্মখণ্ডস্য ঘূর্ণনাসম্ভবাৎ॥ এবং দেহোঽযমস্মাকং জড়ত্বাচ্চৈতন্যসম্বন্ধং বিনা ন ক্রিয়াবান্ ভবতীতি সত্যং তথাপ্যস্য বহিঃকরণানামন্তঃকরণানাঞ্চ

যানি যানি যথা যথা কার্য্যাণি খলু সংদৃশ্যন্তে সর্ব্বং তাবদেকৈকশ স্তেষা মেব নৈসর্গকী বৃত্তির্নতু চৈতন্যস্য তানি কার্য্যাণি বাষ্পযোগাদিব চৈত্যযোগাদেব স্বত উদয়ন্তি বিয়োগাদপ্যস্য পুনর্বিলীনানি স্থগিতানিবা ভবন্তি। যন্ত্রাত্মকে খলু দেহেঽস্মিন্ অন্তঃকরণং মনস্তাবৎ প্রধানতমং। সর্ব্বাণ্যেবেন্দ্রিয়াণি প্রায় স্তদধীনতযৈব স্বব্যাপার মনুতিষ্ঠন্তি। কাম ক্রোধ লোভ মোহাদয়শ্চ ভাবাস্তাবদস্যৈব বৈভবানি। মনস্তাবৎ প্রকৃত্যৈবৈবং চপল মবিনীতঞ্চ যৎ পততি লোচন পথি কতমস্মিন্ রম্যে কিল ভোগোপকরণে প্রায়ো যোগ্যতা মধিকারঞ্চাতিক্রম্য তদুপভোগায়ালং স্পৃহয়তি। অতো বিদ্বাংসোঽপিকঞ্চিৎ লোভগর্ত্তে স্খলিতপদাঃ সম্পদ্যন্তে। বস্তুতো দ্বারভূতৈ রিন্দ্রিয়ৈ র্মন এব বিষয় বুভুক্ষাণাম প্রবৃত্তিঃ। সাচৈবং বলীয়সী যৎবিবেকাদিনা নানুশাস্যতে চেওদাসৌ বহূনেবানর্থানুৎপাদয়ত্যেব। অতঃ প্রবৃত্তি র্যথা কায়মনসো র্যান্ত্রিক এব ব্যাপারঃ। নিবৃত্তিরপি তথা প্রবৃত্তেঃ শাসনরূপং বিবেকস্য ফলং দুর্ব্বার প্রবৃত্তে র্বিবেকেনৈব কেবল মাকৃষ্য নির্বর্ত্ত্যমানত্বাৎ। যথা নিক্ষিপ্তং লোষ্ট্রং ভ্রাম্যমাণং চক্রম্বা কেনচিদপরোধকেন ননিবার্য্যতে চেওদেদমল মেব চিরং প্রচলতি তথৈব প্রবৃত্তিস্বভাবং মনশ্চক্রমপি বিবেকশক্ত্যা ন নিয়ম্যতে চেত্তদা তৎ নিসর্গত এব প্রবৃত্তি বর্ত্মনি স্বৈরং চংক্রমিষ্যত্যেব। জ্ঞানং খলু সর্ব্বেষ্বেব মনুজকায়েষু তৈজসানাং রোচিষ্কত্বমিব সদপ্যন্তর্নৃস্তং মার্জনমিবানুশীলন মপেক্ষত এব। যথানুশীলিতঞ্চ খলূদ্দীপ্তং ভবতি। যথো-

দ্দীপুঞ্চ সদসদ্বিচারদৃষ্টি স্তাক্ষ্যদৃষ্টি রিব দূরদর্শিনী ভবন্তী মনসোবৃত্তিকলাপান্ স্বাতন্ত্র্যান্নিবর্ত্তয়তি॥ সুখদুঃখয়ো বিচ্ছেদ্বেষৌ ও তাবজ্জীবমাত্রস্য নৈসর্গিকো বৈধর্ম্মঃ। তত্র বহবঃ খলু সম্যগ্দৃষ্টেরভাবাৎ ভ্রান্ত্যাহেতুব্যত্যয়ে নিমজ্জন্তি সুতরাং ফলমপি বিপরীত মেবাধিগচ্ছন্তি। অস্তি কশ্চিদ্বিষয়োঽপ্যাশু ক্ষণসুখবোধকঃ কিন্তু পরিণাম দুঃখদ এব। কতমোবা উত্তবোত্তরং সুখকরোঽপ্যাদ্য কৃচ্ছ্রঃ। অবিবেকি ন স্তাবদাশুসুখাভাসেষ্বেবানসজ্জন্তি নতু পরিণামশালিনি বিশুদ্ধ সুখে। বিদ্বাংসঃ খল্বতঃ সুখং দ্বিবৈধ বিভজন্তেস্ম। ঐন্দ্রিযকং চৈতসঞ্চেতি॥ ইন্দ্রিয়পরিতর্পণাদিনা জায়মানঃ প্রীতিবিশেষঃ সুখমৈন্দ্রিয়কং নাম। জ্ঞান বৃত্ত্যা তত্তৎতত্ত্বানুসন্ধানজনিতস্বরূপজ্ঞানজন্যচিত্তানন্দ বিশেষস্তু তাবৎ চৈতসং। (তত্রাত্মতত্ত্বজ্ঞান মেব চরমং।) ঐন্দ্রিয়কসুখপথিকাস্তু বহবঃ সাধারণ পর্য্যায়াশ্চ। চৈতসস্যতু বিরলা মহানুভাবপর্য্যাযাশ্চ। কিঞ্চতে বৈ প্রায়েণ ঐন্দ্রিযকবিরতাঃ সংদৃশ্যন্তে। কশ্চিন্মহানুভাবঃ শিষ্যাণাং বিদ্যাবিপাকদর্শনাথমপৃচ্ছৎ। ভো বৎসাঃ উচ্যতাং কিমস্মাকং পানভোজনার্থং জীবিতমিদং জীবিতার্থম্বা পান ভোজন মিতি॥ প্রশ্নস্য হৃদয়ন্তাবৎ জীবিতার্থ মেব পান ভোজনং নতু পানভোজনার্থং জীবিত মিতি জীবিতস্য প্রয়োজনং খলু জ্ঞানার্জনং ধর্ম্মার্জনং তত্ত্বানুসন্ধানং তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ। তত্রাত্মতত্ত্বজ্ঞানমেব চরম মিতি। অনেনহি বয়ং তাবৎ গবাশ্বাদিবৎ যন্ত্রোপমস্য দেহেন্দ্রিয়াদেবং বৃত্তিবশগাঃ কেবল মুপভোগাদাবেব

প্রমোদিষ্যামহে নাযং সিদ্ধান্তো ভবিতু মর্হতি॥ প্রবৃত্তি বর্ত্মনি তাবদুপাদেয়াহারবিহারৌ স্রক্‌গন্ধবনিতাদিসম্ভোগশ্চেত্যাদীন্দ্রিয় তর্পণানি খলু সুখরূপেণ গণ্যন্তে। ইন্দ্রিয়াণাং বৃত্তয়ঃ খলু পশ্য বুভুক্ষা পিপাসা বিজিহীর্ষা রিরংসা ইত্যাদয়ঃ॥ তেচ খলু ভাবা আয়ুর্ব্বেদে স্বভাবজা ব্যাধয় ইতিকৃত্বা বর্ণ্যন্তেস্ম। বস্তুতশ্চ যাবৎ প্রতীকারং যর্হ্মিতেঽস্মাকং স্বাস্থ্যং স্বাচ্ছন্দ্যঞ্চ দেহমনসো খলু মুষ্ণন্তি তর্হিতান ব্যাধিরূপেণ ব্যপদেষ্টুং তাবৎ নাতি বচনং ভবতি॥ কিঞ্চ পশ্য বৎসাস্মাকং স্বাধীনতায়াঃ পরং সুখমধীনতায়াশ্চ পরং দুঃখং. কিমস্তি জীবলোকেঽস্মিন্। তত্র যেষাং হি ক্ষুৎপিপাসাদীনাং বযমিহ নিতরাং পরতন্ত্রা এবস্মঃ। যেষাঞ্চ কাম ক্রোধাদীনাং বশগা বহবো বিবিধানার্য্যকার্য্যেষু স্খলিতপাদা কৃতাগসশ্চ ভবন্তিতে কিং বস্তুতোঽস্মাকং বত সুখনিদানং ভবিষ্যতীতি নৈবোপপদ্যতে যত্ত্বুচ্যতে ইন্দ্রিয় পরিতর্পণাদিনা কিমপি সুখ মনুভূযতে নবেতি। তত্রোচ্যতে কণ্ডূপীড়াদাবপি কণ্ডূযনাৎ কথঞ্চিৎ ক্ষণ সুখানুভবোঽস্তীতিচেন্ন তদাদয় কিমস্মাকং বস্তুতঃ সুখনিদানেষু গণয়িষ্যন্তে তেঽস্মাকং নৈব কান্তিশান্তিহরত্বা দ্ব্যাধিষ্বেব গণিতাযুক্ত মেব সন্তি॥ যথোক্তং ভাগবতে প্রহ্লাদোক্তৌ। যন্মৈথুনাদি গৃহমেধি সুখং হি তুচ্ছং কণ্ডূযনেন করযোরিব দুঃখ দুঃখং। তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহু দুঃখভাজঃ কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেতধীরং॥ জীহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মা বিতৃপ্তা শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ। ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্বচকর্ম্মশক্তি

বঁহবঃ সপত্ন্যইব গেহপতিং লুনন্তি॥ ইত্যাদি॥ অত্র কথঞ্চিদেতাদেব বক্তু মুপপদ্যতে যদ্ব্যাধ্যন্তরাণাং ভেষজাত্তবাণীব ক্ষুৎপিপাসাদিবিকারেষু তৎপ্রশমায়েন্দ্রিয় তোষ লক্ষণ ভেষজসেবাঙ্গীকারবঃ। অন্যথা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ো-হস্মাক নিতরাং সুখহেতুরিতি মন্যমানে সত্যামপিনঃ খলু জ্ঞানবৃত্তৌ ভ্রমান্ধকারেহসৌ ভ্রাম্যমানা দিশং নির্দেষ্টু মশক্তা অপনীতং কল্পয়তীতি ন সন্দেহঃ॥ কিঞ্চ যথাবয়ং শৈশ ... ক্রীড়ৈকধনা ভবামস্ম ততঃ শনৈ বুদ্ধেরুদয়া ভতে ... ব্যবহারম। এবং বৈ পুরুষা যাবৎ প্রাকৃতা-বস্থয়া সর্বানিন্দ্রিয় ... বাদেবেন্দ্রিয সুখ মেব সুখাবধিং মন্যন্তে জাতবি ... নির্বাচন নিপুণা বস্তুতত্ত্বচ্ছমে বেন্দ্রিয় সুখং তুচ্ছীকৃত্য বিশুদ্ধ সুখান্বেষণাৎ শান্তি নিবৃত্তি ... মন্যনর্থন ... পথিকা এব ভবন্তি। এতাবতা ... বিজ্ঞানাদ যথা পরিপাক মুপভোগাগ্রহো ... অসাদত্যেব॥ পশ্যচ চেদস্মাক মিন্দ্রিয় ... ভবিষ্যৎ তদা বেধসা বয়ং গবাশ্বাদি ... স্তভারা অভবিষ্যামহ এব। ন ... জ্ঞান যা রধিকারিণশ্চাকরিষ্যদিতি॥ ... ব ... কতিচিদর্থাঃ প্রজননাদয় ... স্তথাপি পশ্য তত্রৈব তেষাং ... যে হস্মাক মিন্দ্রিয়যূথা যৌবনে কিল পরং পরাক্রম মাবহন্তি তএব পুনঃ শেষে শনৈঃ স্বতএব নিবৃত্তরাগা ভবন্তি। অনেনচোপলভ্যতে যদ্বয়ং পরমার্থ চিন্তাবিমুখা শ্চিরং বিষয়রাগেণৈব প্রমদিষ্যামহে নায়ং

প্রশ্নস্যাভিপ্রায়ঃ। সতি সিদ্ধেহ্যেবং ন কেবল মস্মাকং শেষতএবানুষ্মিকচিন্তা বিধীয়তে সর্ব্বেষা মেব কর্ত্তব্যানাং প্রাপ্তিমর্ষণস্যৌচিত্যাৎ। অতো বস্তুতো নিবৃত্তিপরমাঃ শান্তাঃ সাধব স্তে বৈ ভ্রান্তা অপরাধিন শ্চেতি বাদিনাং ভ্রমএবাথবা পাষণ্ড বুদ্ধি রেবেতি সুধিযাং পরামর্শঃ॥ অহহ বিভো কদাবযং বাসনাভিমানযো মুক্ত দাসা নির্ম্মলাং কিলাস্মাকং স্বরূপপদবী মভিলভিষ্যামহে। যে বযমধুনা সুহৃৎস্বজনানা মীষদ্বিগীতবচসৈব তনুমনসোর্জ্জরিত মভিসন্তামহে তএব তদাবয়ং যষ্ট্যাঘাতেনাপি নির্বিকারাঃ সহাসবদনাশ্চ কিল সম্পস্যাহেচ। অহো জীবিত এব মুক্তদশা খল্বিয মেব। অহো কস্যচিদ্ভিক্ষুকস্য বচনং। যথা—রথ্যাস্তশ্চরত স্তথা ধৃত জরং কন্থানবস্যাধ্বগৈ সত্রাসং সকৌতুকঞ্চ সদযং দৃষ্টস্য তৈ র্নাগবৈং। নির্ব্বীজাকৃত চিৎসুধারসমুদা নিদ্রাযমানস্য মে নিঃশঙ্কঃ করটঃ কদা কবপুটী ভিক্ষাং বিলুণ্ঠিষ্যতীতি॥ *॥

ইতি শিক্ষানর্ম্মসখ্যাং উত্তরবিভাগে প্রবোধ প্রকরণে তৃতীযঃ প্রবোধঃ॥ *॥

হুগলি পঠিতনগবান্তঃ পততিকদম্ব তলাখ্য ভূকোষ্ঠে।
বসতি কুলস্য কবিরাজ খ্যাতিমান্ কবিরেষ রাজকৃষ্ণঃ॥

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	২৪	দিবার	দিবাকব
৩	১	এস্থহে	এস্থলে
৩	১৩	দ্রবাচাবীত্বভাব	দ্রবাচাবিত্বভাব
৩	২৩	প্রত্যক্ষামুমাদিব	প্রত্যক্ষানুমানাদিব
৩	২৪	প্রদর্শননার্থ	প্রদর্শনার্থ
৪	৬	মহা	এহা
৫	২২	সাধানত্ব	নাধনত্ব
৬	১২	কার্য্যে	কার্য্যে
৬	১	বুদ্ধিপর্যাব	দ্ধিপর্য্যায
৭	১৩	জ্ঞাবৃত্তিব	জ্ঞানবৃত্তিব
৭	১৭	নিম্মলা	নির্ম্মলা
৮	৯	কণ্ডবাদ্বয়	কণ্ডবা
[illegible]	৯	ঔদাবিক	ঔদবিক
৮	১৩	ঔদাবেং	ঔদবক
৯	২১	পুবাণাখ্যাণীব	থ্যা
১৫	৭	পভৃতি	প্রভৃতি
১৬	১৩	বাষ্প	বাষ্প
১৭	১১	ঘূর্ণণ	ঘর্ণন
১৯	৮	দিশুদ্ধ	বিশুদ্ধ
১৯	১০	চৈতন্য	চৈতন্স
২১	১৪	নাতত্ত্ব	ন্যতত্ত্ব
২১	১৫	চক্র	ব্রচ
২১	১৭	পত্নিক	পত্নীক
২১	১৯	পুংস্ত্ব	পুংস্ত্ব
২৪	১০	হেগোপাদেব	হেয়োপাদেয়
২৪	১৭	কল্যান	কল্যাণ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৫	১৪	বিড়ওক্	বিড্‌ভুক
২৫	১৫	দর্ব্বীকার	দর্ব্বীকর
২৫	১৭	পূর্ব্বোক্র	পূর্ব্বোক্ত
২৭	১১	দেখ না	দেখনা
২৭	১৬	সম্ভাবনা,,	সম্ভাবনা,
২৭	১৯	কাহারে	কাহারো
২৮	৫	সইলে	হইলে
২৮	৭	পূর্ব্বপুরুষেরা	পূর্ব্বপুরুষেরা কি
২৮	৯	বিং	বিৎ
২৯	২১	তাৎকালীক	তাৎকালিক
৩০	৩	পবম্পবা	পরম্পরা
৩০	১২	ইত্যাপভ্রংশে	ইত্যপভ্রংশে
৩১	১০	কবিয়া	কবিরা
৩১	১২	লহ যাই	লইযাই
৩১	১৩	তাহাও	তাহাতে
৩১	১৬	লোকচর্য্যাবিকই	লোকচর্য্যাবি
৩১	২২	ক্ষত্রীয	ক্ষত্রিয়
৩২	১	ক্ষত্রীয়	ক্ষত্রিয়
৩২	১৪	সামঞ্জস্যর্থ	সামঞ্জস্যার্থ
৩২	১৫	অনতিক্রস্য	অনতিক্রম্য
৩৩	১	ক্রিয়মান	ক্রিয়মাণ
৩৩	১	মমুষ্য	মনুষ্য
৩৩	২০	অনিবোদত	অনিবেদিত
৩৩	২৪	মহা ভীষণ	মহাভীষণ
৩৩	১	মমুষ্য	মনুষ্য
৩৪	২	কলূষ	কলুস

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৫	৮	নিদশিত	নিদর্শিত
৩৫	১৪	নব্যেরাস্ত	নব্যেরাও
৩৫	২৪	তুমাসনং	স্তমাসনং
৩৬	৩	বলা	বলাঃ
৩৬	৯	কিরুপে	কিরূপে
৩৭	১২	তালজজ্বাল্	তালজ্জ্বান্
৩৭	১৭	যুগান্তবত্তি	যুগান্তর্বর্ত্তি
৩৭	২১	তদ্বংশায়	তদ্বংশীয়
৩৮	৬	তন্মস্থও	তন্মতস্থও
৩৮	১২	কোন কার্য্য	কোন্ কার্য্য
৪০	১	ইত্যদি	ইত্যাদি
৪০	১১	চতুর্বিঃশতি	চতুর্বিংশতি
৪০	২৪	র্‌র্য্যদের	বর্য্যদেব
৪১	৭	ষ্পা	স্পা
৪১	২৩	আহাও	তাহাও
৪৩	৫	ও	ই
৪৪	২	রিবকালই	চিরকালই
৪৪	১৯	শুবা	সুবা
৪৪	২২	যমের	মযের
৪৬	৪	কথনও	কথনও
৪৬	৫	ক্ষজিয়া	ক্ষত্রিয়া
৪৭	৩	সকীর্ণ	সংকীর্ণ
৪৭	১৫	তত্ত্বদশী	তত্ত্বদর্শী
৪৮	১৩	ব্রাএনা	ব্রাহ্মণা
৪৯	৫	নচধর্ম্ম	নচধর্ম্মঃ
৪৯	১৬	স্থারাং	স্থায়াং

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
[illegible]	১৯	প্রতিষ্টিত	প্রতিষ্ঠিত
৫১	১	পিতৃস্ ভ্রাতৃন	পিতৄন্ ভ্রাতৄন্
৫১	২	ত্যক্বা	ত্যক্ত্বা
৫১	৪	নৃথাং	নৃণাং
৫১	১৭	দ্বেকপাদ	ত্বেকপাদ
৫৪	৫	বাদককে	বাদকে
৫৪	২৪	নিতাণ্ড	নিতান্ত
৫৫	৯	কসোদ্গুত	কালোদ্গত
৫৬	১৯	এবম্ভত	এবম্ভূত
৫৬	২০	কাদাচিক্তা	কাদাচিৎকতা
৫৭	৬	অর্থাং	অর্থাৎ
৫৭	১৮	সময়াস্তবে	সময়ান্তরে
৫৮	১	অচীবাতীত	অচিবাতীত
৫৮	৯	[illegible]	সংস্কাররূপে
৫৮	৮	উভয়েই	উভয়ই
৬০	১৩	অঙ্গিকাব	অঙ্গীকাব
৬১	১৮	সমস্তেব	সমস্তেব পুনঃ
৬১	২০	ম্লেচ্ছাদিকে	ম্লেচ্ছদিগকে
৬৫	৬	অব্যাত্ম	অধ্যাত্ম
৬৬	২১	প্লক্ষীপেব	প্লক্ষদ্বীপেব
৬৭	২১	দেখ না	দেখনা
৬৭	২৪	। মত্র	মাত্র
৬৮	৫	কেনা ডাকি।। থাকে	ডাকিয়া থাকে
৬৯	২	আছে	আছে।
৭০	১	বিশ্মর্ত্তব্য	বিস্মর্ত্তব্য
৭০	৭	তাহাকে	তাঁহাকে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭১	৪	বুঝিতে	যদিও বুঝিতে
৭১	২০	নিরাতিশয়	নিরতিশয়
৭১	২৪	সনালোচন	সমালোচন
৭২	৭	ব্যভিচার সক্তি	ব্যভিচারাসক্তি
৭২	১৫	সবিপদ্যতে। তস্মা	নাবিপদ্যতে। জাতো বা ন চিরং জীবেৎ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ। তস্ম্যা
৭৫	৭	ময়োরিতং	ময়েরিতং
৭৬	৬	তর্কোহান্নকূলো	তর্কোহনুকূলো
৭৭	১	প্রামাণার্থং	প্রমাণার্থং
৭৭	১৪	ষিদ্ধান্যেব	সিদ্ধান্যেব
৭৭	১৬	পরম্পরা	পরম্পরা
৭৮	২	জগদিদমিতি	জগদিতি
৭৮	৪	ঘট পটাদীনি	দৃষ্ট কর্ত্তৃকানি ঘট পটাদীনি
৭৮	১৯	মুদ্বোধয়ন্তেব	মুদ্বোধয়ন্ত্যেব
৭৯	৮	কাবণনস্য	কাবণস্য
৭৯	২৩	লেশা বেশা ভূষিত	লেশাবেশ ভূষিত
৮০	৩	সর্ব্বর্থৈবা	সর্ব্বথৈবা
৮০	৯	বস্ত্রমিদং	বন্ধ্রমিদং
৮০	১৪	সিদ্ধাগদাম	সিদ্ধাদাগম
৮১	১	স্তদা	স্তদাহ
৮১	২	ভণ্ডা	দণ্ডা
৮১	৬	উদ্ভাব্যদানাঃ	উদ্ভাব্যমানাঃ
৮১	২০	নিবামা	নিতবামা
৮১	২০	হতাদিকেচ	হত্যাদিকেচ
৮২	৭	প্রত্যুতোৎহন্তে	প্রত্যুতোৎসহন্তে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮২	১৯	কথন্বা	কথন্বা
৮৩	২	মুএচ	মুএচ
৮৪	১	মল্যাং	মলং
৮৪	৯	বিস্তরসৌ	বিভুরসৌ
৮৪	১৬	রত	বত
৮৪	২৩	নির্বৃত্তি	নিবৃত্তি
৮৪		সম্ভ্র	সংস্ত্র
৮৫	১২	দৈরকলিত	দৈবকলিত
৮৫	১৪	সর্ব্বেং	সর্ব্বং
৮৫	১৪	উক্তঞ্চ	উক্তঞ্চ "
৮৫	১৫	ভুরি	ভুবি
৮৫	১৫	মিতি	মিতি "
৮৫	২০	সম্ভাবতি	সম্ভবতি
৮৫	২২	বযবা	বয়বাঃ
৮৫	২২	সর্ব্বেবাঃ	সর্ব্বেষাং
৮৬	১	ব্যাপারশ্চ	ব্যাপারাশ্চ
৮৬	১২	বহূল	বহুল
৮৬	১৭	সমাহূয়ং	সমাহূয়
৮৭	১৭	চৈতস্য	চৈতন্যস্য
৮৭	২২	মুদেতি	মুদেতি
৮৮	৭	অর্থানংমুতিষ্ঠন্তি	অর্থানমুতিষ্ঠন্তি
৮৮	৯	বৎস্মাকং	বৎসাস্মাকং
৮৮	১৬	বতিষ্ঠন্নাস্তে	বতিষ্ঠস্ত্যাস্তে
৮৯	৩	চৈত্য যোগাদেব	চৈতন্য যোগাদেব
৮৯	১২	স্খলিতপদাঃ	স্খলিতপাদাঃ
৮৯	১৭	নির্বত্ত্যমানত্বাৎ	নিবর্ত্ত্যমানত্বাৎ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯০	২৪	দেহেন্দ্রিয়া দেবং	দেহেন্দ্রিয়া দেবেব
৯১	৬	বস্তুতশ্চ	যথা ক্ষুৎপিপাসাদয়ঃ সর্ব্বে ব্যাধয়স্তু স্বভাবজা বস্তুতশ্চ
৯১	১০	লোকেঽস্মিন্	লোকেঽস্মিন ?
৯১	১১	ওন্ত্রা	তন্ত্রা
৯১	১৪	নেবোপপদ্যতে	নৈবোপপদ্যতে
৯১	২৪	ক্কচ	ক্বচ
৯২	১	বহবঃ	বহ্ব্যঃ
৯২	২	দেতা দেব	দেতাবদেব
৯২	৯	ব্যবংসিমঃ	ব্যবংসিম
৯২	১০	স্থযা	স্থাযা
৯২	১৭	অভবিষ্যামহে	অভবিষ্যাম
৯২	১৯	কথন্বা	কথন্বা
৯৩	৯	মভিসপ্তামাহ	মভিসন্তপ্যামহে
৯৩	১০	সম্পস্যা মহেচ	সম্পৎস্যামহেচ
৯৩	১২	স্যাধ্বর্গৈঃ	স্যাধ্বগৈঃ